ANIK



ওয়েস্টার্ন

ক্যালিবার .৪৫

কাজী মায়মুর হোসেন

FUAD

ওয়েস্টার্ন

কাজী মায়মুর হোসেন-এর

ক্যালিবার ·৪৫

দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুর্ধর্ষ কর্নিদের হাতে বন্দি কিরবি। তাকে উদ্ধার করতে হবে। বাঁচার সম্ভাবনা? খুবই কম। কিন্তু শেষ চেষ্টা না করলে নিজের কাছে কতটা ছোট হবে ভাবতেই মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গেল বেননের। এদিকে খুনের দায়ে পঞ্চাশজন সশস্ত্র লোক খুঁজছে বেননকে।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ক্যালিবার .৪৫

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

এক মাথা ঘন কালো চুল রক বেননের। বুড়ো আঙুলে স্টেটসনটাকে পেছনে ঠেলে দিল সে। দ্বিতীয়বার পড়ল চিঠিটা। কপাল চুলকাল চিন্তামগ্ন ভঙ্গিতে। কথা পরিষ্কার। তাকে বের করে দেয়া হয়েছে, চাকরি নেই আর। অথচ ডালাসে যাবার আগে বুড়ো অন্যরকম ধারণা দিয়েছিল। একেবারেই অন্যরকম।

তিরতির করে ঠোঁট কাঁপল রক বেননের। বেচারা জেমস ফেয়ারওয়েল। কে ভাবতে পেরেছিল... মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল বেনন। চিঠিটা আরেকবার পড়ল। এই যে ভাগ্নি, মেয়েটা কেমন মানুষ? বুড়ো ফেয়ারওয়েলের কথা শুনে মনে হতো, মেয়ে তো নয়, যেন কোনও দেবী। চিঠিতে দেবীসুলভ কোনও কোমলতা নেই। কাগজে একটা হালকা সুবাস থাকলেও শীতল ব্যবসায়িক ভাষায় ওকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এই রানশে ওর চাকরি নেই আর। ভ্রূ কুঁচকে গেল রকের। বুড়ো ফেয়ারওয়েল অনেক বলেছে ক্যাথি ক্যামেরনকে শহরের চাকরি ছেড়ে এখানে চলে আসতে। ভাগ্নিকে রানশের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল বুড়ো। কথায় কথায় বলত, ক্যাথি ক্যামেরনের মা ছোটবেলায় অনেক করেছে তার জন্যে।

'বড় রানশার হতে গিয়ে বোনের প্রতি সামান্য দায়িত্বটুকুও আমি পালন করতে পারিনি,' একবার আফসোস করে বলেছিল বুড়ো। 'উচিত ছিল নিয়মিত খোঁজখবর নেয়া। যখন স্থির করলাম কাজের ক্ষতি হলে হবে, তবু দেখতে যাব ওকে, বড় দেরি হয়ে গেছে তখন। ডালাসে আধপেটা খেয়ে রোগে ভুগে মরেছে আমার বোনটা। অথচ আমার যা গরু আছে, তা দিয়ে সারা দেশের আর্মির এক মাসের মাংসের চাহিদা মেটাতে পারব!'

শুনে গেছে বেনন, কোনও মন্তব্য করেনি। বোনের একমাত্র সন্তানকে খুঁজে বের করতে গিয়ে রাজ্যের টাকা খরচ করেছে বুড়ো। তাকে পাওয়ার পর জানা গেল মায়ের মতোই একরোখা হয়েছে সে, কিছুতেই চাকরি ছেড়ে মামার রানশে আসবে না।

প্রতি বছর, পাঁচ বছর হলো, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে জেমস ফেয়ারওয়েল। প্রতিবার তার জেদ আরও বেড়েছে। ক্যাথি ক্যামেরনকে শেষ পর্যন্ত রাজি করিয়েই ছাড়বে। একবার অন্তত রানশে আসবে ক্যাথি। রানশ দেখে ক্যাথি সিদ্ধান্ত নেবে, সে থাকবে, না শহুরে জীবনে ফিরে যাবে।

বোনের মতোই একরোখা ছিল বুড়ো ফেয়ারওয়েল। ছয় সপ্তাহ আগে বেননকে ডেকেছিল বুড়ো, বলেছিল, এবার জোর করে ধরে আনবে ভাগ্নিকে। মনে হয়েছিল, ভাগ্নির আচরণে নরম হবার আভাস পেয়েছিল বুড়ো, স্নেহের

অধিকার খাটাতে পারবে সে – আশ্বাস পেয়েছিল।

বুড়ো ফেয়ারওয়েল আর ফিরবে না। এখন মনে হচ্ছে ক্যাথি ক্যামেরন কোনও দেবী নয়। স্বাভাবিক বিবেকসম্পন্ন মানুষও নয়।

টেবিলের ওপর কাগজটা বিছিয়ে চতুর্থবার লেখাগুলো পড়ল বেনন। ভাবাবেগহীন ভাষা। লেখা হয়েছে, জেমস ফেয়ারওয়েল হঠাৎ করেই হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। পরবর্তী মালিক যতক্ষণ না আসছেন, দায়িত্ব বুঝে না নিচ্ছেন, ততক্ষণ রানশের ভালমন্দ দেখবেন কে এক মিস্টার রবার্ট ডেনিস গ্রিশাম। চিঠিতে লেখা আছে, রবার্ট ডেনিস গ্রিশাম ব্রানটনের একজন লইয়ার। রানশ পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেবেন তিনি।

চিঠিতে আর কিছু নেই! কোনও দুঃখ প্রকাশ নয়, কিছুই নয়! ওকে যে হঠাৎ করে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হলো, এতে যে ও অসুবিধেয় পড়তে পারে, তেমন কিছুই বিবেচনা করা হয়নি। কিছু জানতে চাওয়াও হয়নি। স্রেফ জানিয়ে দেয়া হয়েছে, বের করে দেয়া হয়েছে ওকে লাস্ট চান্স রানশ থেকে। বিশ্বাসভাজন একজন কর্মচারীকে কোনও রকম কারণ না দেখিয়েই বলে দেয়া হয়েছে, তোমাকে আমরা আর চাই না!

হাতের মুঠোয় কাগজটা গোল করে পাকাল বেনন, চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বিড়বিড় করে বলল, 'এই যদি তুমি চেয়ে থাকো, তা হলে তা-ই পাবে, মিস দেবী ক্যাথি ক্যামেরন।' দরজার দিকে পা বাড়াল ও। ঘর থেকে বের হতেই শুনতে পেল:

'ব্যাপার কী, রক? আস্ত একটা ঘোড়া গিলে ফেলেছ মনে হচ্ছে?'

সহজ হয়ে এলো রক বেনন, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল করালের কাছে দাঁড়ানো কাউবয়দের। বলল, 'ঘোড়া গিলিনি বটে, তবে এমন একটা জিনিস গিলতে হয়েছে যে, বদহজম হয়ে গেছে।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল কাউবয়রা। যারা করালের ভেতর ল্যাসো ছুঁড়ে ঘোড়া ধরছিল, বেরিয়ে এলো তারা। একজন জিজ্ঞেস করল, 'বুড়োর কাছ থেকে খবর পেয়েছ?'

লাস্ট চান্সের কঠোর কাউবয়দের মুখের ওপর ঘুরল বেননের কালো চোখ। গত চারমাস লাস্ট চান্সে ওদের র‍্যামরড ছিল সে। পরস্পরকে চিনতে পেরেছে ওরা। এদের কাউকে অবিশ্বাস করতে হয় না ওকে।

'ছেলেরা,' অভিমান চেপে বলতে শুরু করল বেনন, শব্দ চয়ন করে নিচ্ছে, 'জেমস ফেয়ারওয়েল মারা গেছে।' দুঃসংবাদটা প্রত্যেককে অনুভব করতে সময় দিল ও, তারপর বলল, 'বুড়োকে তোমরা সবাই কখনও না কখনও তার ভাগ্নি, ক্যাথি ক্যামেরনের কথা বলতে শুনেছ।'

চুপ করে অপেক্ষা করছে কাউবয়রা। 'দেবীর সঙ্গে কোনও তফাৎ ছিল না,' বলে উঠল টাই কব।

'এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই,' শুকনো গলায় বলল বেনন। 'ক্যাথি

ক্যামেরন আসছে। কবে আসবে তা অবশ্য বলেনি। তবে চিঠিতে যে তারিখ দেখলাম, তাতে যে-কোনদিন চলে আসতে পারে।'

'কী ব্যাপার, রক!' হাসল টাই কব। 'কথা শুনে মনে হচ্ছে কারও শেষকৃত্যে যাচ্ছ তুমি!'

লজ্জা পেল বেনন, চেহারায় ছাপ পড়ল তার।

নিজের ত্রুটিটুকু শুধরে নেয়ার জন্যে টাই কব বলল, 'বুড়োর প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছি না, রক, তবে আমরা সবাই জানতাম ওর দিন শেষ হয়ে আসছে। তুমিই ওর সবচেয়ে কাছের লোক ছিলে। এখন বুড়ো নেই, তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন তাতে হবে বলে মনে করছি না আমরা। এখনও তুমিই র‍্যামরড থাকবে। ...আর, ক্যাথি ক্যামেরন যদি লম্বা-চওড়া, শক্তিশালী, সৎ, মৃদুভাষী কোনও যুবককে পছন্দ করে, তা হলে...' অন্য কাউবয়দের দিকে চেয়ে চোখ টিপল কব, 'হয়তো, হয়তো বুড়ো জেমস ফেয়ারওয়েলের ইচ্ছে পূরণ হবে।'

'বুড়ো বেশি কথা বলত।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে পা বাড়াল বেনন।

ভ্রূ জোড়া কপালে উঠে গেল টাই কবের।

'রক বেশ স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে!' মন্তব্য করল মেক্স রডারিক। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভরা চিবুক চুলকাল চিন্তিত ভঙ্গিতে। তাকিয়ে আছে, দেখছে রক বেননকে। বাঙ্কহাউসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল বেনন। 'পাঁচ বছর ধরে ওকে চিনি,' বলল মেক্স। 'প্রথম থেকেই টপহ্যান্ড। গত চার মাস ধরে আমাদের ফোরম্যান ও। কোনও দিন ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করতে দেখিনি। হতে পারে কোনও মেয়ের অধীনে কাজ করাটা ও পছন্দ করতে পারছে না। এ-কথা যখন বললামই, তো আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল...'

'আরে থামো তো!' বিরক্তি প্রকাশ করল টাই কব। 'আমি যাচ্ছি, দেখি গিয়ে রক অস্বস্তি বোধ করছে কেন।'

বাঙ্কহাউসের দিকে চলল কব। পেছনে দাঁড়িয়ে নানা সম্ভাবনা যাচাই করতে লাগল কাউবয়রা। অলস চিন্তায় নিজেদের একটু বিশ্রাম দিয়ে নিচ্ছে ওরা।

বাঙ্কহাউসে ঢুকে টাই দেখল, শেষবারের মতো বাঙ্কের আশপাশে কিছু পড়ে থাকল কিনা দেখে নিচ্ছে বেনন।

'কোথাও যাচ্ছ?' ওয়ারব্যাগের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল কব।

কাঁধে ওয়ারব্যাগ ঝুলিয়ে নিল রক, টেবিল থেকে স্টেটসনটা তুলে মাথায় চাপিয়ে হাসল সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে। 'টাই, বুড়ো শয়তান,' বলল হালকা গলায়, 'লাস্ট চান্সে আমি যখন এসেছিলাম, তখন প্রায় কিছুই নিয়ে আসিনি। এখন যখন চলে যাচ্ছি, তখনও প্রায় কিছুই নিয়ে যাচ্ছি না। আমার ওয়ারব্যাগ, স্পিডি আর কোল্ট .৪৫। এগুলো আমার। এমন কী দেবী ক্যাথি ক্যামেরনও এগুলো কেড়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে।'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল টাই কব। ভাব দেখে মনে হলো মাথায় বাজ

পড়েছে। জমে গেছে ও।

'ছেলেদের আমি বলিনি,' ব্যাখ্যা করল বেনন, 'চিঠিতে মিস ক্যামেরন আমাকে বরখাস্ত করেছে। ব্রানটনের মিস্টার রবার্ট ডেনিস গ্রিশামকে দায়িত্ব দিয়েছে রানশ চালাবার। সে নতুন করে লোক নিয়োগ করবে। চাকরি থাকলেও লোক বদলের সময় পর্যন্ত আমি থাকতে চাইতাম না।'

'কিন্তু বুড়োর পরিকল্পনার কী হবে! বুড়ো যে বলত...'

শ্রাগ করল বেনন। 'নতুন মালিক তার পরিকল্পনায় আমাকে বাদ দিয়েছে।' ওর গলায় কোনও তিক্ততা নেই। 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারত ও...'

'কে একজন এসেছে, রক,' বাঙ্কহাউসের দরজায় মাথা গলিয়ে জানাল মেক্স রডরিক। বেননের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। 'বলছে সে নাকি লাস্ট চান্সের নতুন র‍্যামরড!'

মেক্সের চোখে প্রশ্ন। কোনও জবাব দিল না বেনন। ওয়ারব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'ওকে বলো, আমি আসছি।' টাই কবের দিকে তাকাল ও। 'ছেলেদের সবাইকে আসতে বলো। নতুন র‍্যামরড কী বলতে চায় সেটা তোমাদের আমি একটু পরেই জানিয়ে দেব। যা-ই করো না কেন, টাই, তুমি বা ছেলেদের কেউ যেন ভুলেও অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ো না। মিস ক্যামেরন আমার সম্বন্ধে হয়তো ভুল ধারণা করেছে, কিন্তু আমি চাই না সে তোমাদের সম্পর্কেও ভুল ধারণা পাক। ভাবুক তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে ব্যস্ত হয়ে আছে সবাই।'

বুঝেছে, মাথা দোলাল টাই। বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। দেখল উঠানে ঘোড়া থেকে নামছে আগন্তুক।

'আমি রক বেনন,' সামনে গিয়ে বলল ও। লোকটা কাপড় ঝেড়ে ধুলো দূর করতে ব্যস্ত। 'আমার মনে হয় অনেক দূর থেকে এসেছ তুমি। ড্রিঙ্ক দরকার।'

লোকটার শুয়োরের মতো কুঁতকুঁতে দু'চোখে আলো জ্বলে উঠল। 'এতক্ষণে একটা ভাল কথা শুনলাম,' বলে উঠল কর্কশ গলায়। 'ঘোড়াটা ঘামতে শুরু করার ছয় ঘণ্টা পর এখানে এসে পৌঁছুতে পেরেছি। হ্যাঁ, সত্যিই ড্রিঙ্ক দরকার আমার।' রানশহাউসে ওঠার সিঁড়ির দিকে ফিরল লোকটা।

ভ্রূ কুঁচকে উঠতে চাইলেও শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল বেনন, 'এখানে নিশ্চয়ই ঘোড়াটাকে রেখে যাবে না তুমি?'

সিঁড়ির ধাপ থেকে পা সরিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল দীর্ঘদেহী লোকটা। বলল, 'আমি বুল জাডসন, মিস্টার।' ভারী গলায় জানতে চাইল, 'তুমি কী চাও, ওটাকে আমি ভেতরে নিয়ে যাব?'

নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল বেনন। লোকটা কৌতুক করছে না। মেজাজ দেখাচ্ছে। মেজাজ দেখানো পছন্দ করে না রক বেনন, ওর ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধু দেখালেও নয়।

'ঘোড়াটাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না,

অ্যামিগো,' শান্ত, কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল বেনন। 'তবে একটা কথা জেনে রাখো, দুপুরের সূর্যের নীচে ঘোড়া রেখে তুমি ভেতরে যেতে পারবে না।'

বুক টানটান করে দাঁড়াল লোকটা। ওজন তার পুরো দু'শো পাউন্ড। বেননের চেয়ে বিশ পাউন্ড বেশি।

'আমি যদি ঠিক শুনে থাকি,' বলল জাডসন ঠোঁট বাঁকিয়ে, 'তোমার নাম বেনন। তোমাকে লাথ্ মেরে খেদাতেই এখানে এসেছি আমি। আর... তাড়াতে যখন হবেই, এখন তাড়াতেও কোনও আপত্তি নেই আমার। যাই হোক,' কুঁতকুঁতে চোখে বেননের আপাদমস্তক দেখল সে, 'তোমাকে তিন মিনিট সময় দিচ্ছি, এরমধ্যে ভাগো। সময় দিচ্ছি, যাতে পরে কেউ আমাকে দোষ দিতে না পারে।'

মুখ নিচু করে হাঁপাচ্ছে ঘোড়াটা। ওটাকে ছাউনি দেয়া করালে নিয়ে চলল বেনন, বাঙ্কহাউস পার হবার সময় ডাক দিল টাই কব আর কাউবয়দের সবাইকে। ওরা বাঙ্কহাউস থেকে বের হওয়ায় বলল, 'স্যাডল খুলে ঘোড়াটাকে পানি দাও, কব। তাড়াতাড়ি করবে। ছেলেরা, এসো আমার সঙ্গে, নতুন ফোরম্যানের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

'টাই আমাদের বলছিল...'

হাত তুলল বেনন। 'কী বলতে চাও আমি বুঝতে পেরেছি। এ-ব্যাপারে আর কোনও কথা নয়। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, চাকরি আর করব না। এমনিতেও আমাকে রাখবে না নতুন ফোরম্যান।'

রানশহাউসের দিকে তাকাল সবকয়জন কাউবয়। নতুন ফোরম্যান বোধহয় ড্রিঙ্ক নিতে বাড়ির ভেতরে গেছে। ছায়া দরকার তার, সেজন্যেও গিয়ে থাকতে পারে।

'টাই, আমাকে সাহায্য করো।'

ভ্রূ কুঁচকাল টাই। 'আরেকটু হলে মারা যেত বাকস্কিনটা। এতদূর পর্যন্ত কী করে যে এসেছে, যা শক্ত করে সিঞ্চ বেঁধেছে!'

'খুব জোরে ছুটিয়েছে একটানা,' গম্ভীর গলায় বলল বেনন। ঘোড়াটার রক্তাক্ত পেটের দিকে তাকিয়ে আছে। 'স্পারের রাওয়েল দিয়ে খুঁচিয়েছে অনেক। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যেতে পারত।'

'জীবনে কোনও ঘোড়ার এত দুরবস্থা দেখিনি,' বলল টাই।

অস্থির বোধ করছে লাস্ট চান্সের কাউবয়রা। 'চলো, ঘোড়া প্রেমিকের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া দরকার,' নিচু স্বরে বলল প্রৌঢ় মেক্স রডরিক।

ঘোড়াটার যত্ন নেয়া হলে রক বেননের পেছনে দল বেঁধে হাঁটতে শুরু করল কাউবয়রা, থামল রানশহাউসের সিঁড়ির সামনে। কেউ কেউ উঁচু স্বরেই বিরক্তি প্রকাশ করছে। বেরিয়ে এলো বুল জাডসন। দু'হাতে শোভা পাচ্ছে দুটো সিক্সগান। একটা সিক্সগান বেননের দিকে তাক করে নাড়ল সে। খেঁকিয়ে উঠল, 'যতদূর মনে পড়ে তোমাকে বলেছি ঘোড়ায় চেপে হাওয়া হয়ে যেতে।'

'অস্ত্রের কোনও দরকার নেই,' সহজ গলায় বলল বেনন। 'ভাবলাম যাওয়ার

আগে ছেলেদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

'পরিচয় হয়েছে,' কর্কশ স্বরে বলল জাডসন। 'এবার দূর হও!'

ম্রিয়মাণ চেহারায় চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল বেনন, তারপর কী এক ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে, এমন ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'কয়েকটা ব্যাপার আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে, জাডসন।'

জাডসনের কুঁতকুঁতে চোখে কোনও কৌতূহল নেই।

'আমি জানছি কী করে যে, তুমিই নতুন র‍্যামরড?'

সিক্সগানগুলো একবার দেখে নিয়ে শেয়ালের মতো চতুর হাসি হাসল জাডসন। নিচু স্বরে বলল, 'যেহেতু আমি তোমাকে বলেছি। ...তবে বুল জাডসন সুযোগ নেয়ার লোক না। বেয়াদবী করছ বটে, কিন্তু আমি অধৈর্য হচ্ছি না। মিস্টার রক বেনন, মিস্টার রবার্ট ডেনিস গ্রিশামের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? ব্রানটন শহরের উকিল সে। সে আমাকেই এই রানশ চালাবার উপযুক্ত বলে মনে করেছে। তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছ নিশ্চয়ই? এবার শেষবারের মতো বলছি, ভাগো এখান থেকে!'

'একটা প্রশ্নের জবাব পেয়েছি,' মাথা দোলাল বেনন।

'একটার!' চোখের আগুনে সামনে দাঁড়ানো বেয়াড়া লোকটাকে ভস্ম করে দিতে চাইল জাডসন।

'তুমি বলছ তুমি ব্রানটন থেকে এসেছ?'

নড করল জাডসন।

'অত দূরের পথ এসেছ... মাত্র ছয় ঘণ্টায়?'

'উড়ে এসেছি, কী বলো?'

সঙ্গী কাউবয়দের দেখল বেনন। মুখ কালো করে আছে সবাই।

'তোমার সম্বন্ধে আমার কী ধারণা হচ্ছে জানো, জাডসন?' এবার গ্র্যানিট পাথরের মতো জমাট শোনাল রক বেননের কণ্ঠ। 'তোমার পিঠে একটা স্যাডল চাপিয়ে স্পার দিয়ে আচ্ছামতো খোঁচানো দরকার। ছেলেদের বললে কাজটা ওরা খুশি মনেই করবে। আরেকটা কথা ভাবছি: কী ধরনের আইনজীবী রবার্ট গ্রিশাম? তোমার মতো একটা হনুমানকে পাঠিয়েছে এতবড় একটা রানশের ফোরম্যান করে! এমন কী একবার দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি কেমন চলছে এখানে রানশটা!'

'আমার ধারণা এই ঘোড়া-প্রেমিককে আমরা সবাই মিলে বেঁধে ফেলতে পারি,' অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলছে মেক্স রডরিক, 'তারপর পিঠে স্যাডল বেঁধে দিলেই চলবে।'

'একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছ, মেক্স,' বলল টাই কব। 'আমাদের কয়েকজনকে ও খুন করতে পারবে, কিন্তু দশজনের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত টিকবে না।'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল বুল জাডসন। 'দাঁড়াও তোমরা,' বলল তার

কর্কশ গলায়। 'ছেলেরা, তোমাদের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই আমার। ডেনিস গ্রিশাম আমাকে ধারণা দিয়েছে তোমরা শান্ত, ভদ্র কাউবয়। তোমাদের...'

এক পা সামনে বাড়ল বেনন। 'অস্ত্র সরাও, জাডসন। এখনই।'

এতক্ষণে মনে পড়ল ঘোড়াটার কী হাল, একবার সবাইকে দেখে নিল জাডসন। ওদের মনের মধ্যে কী চলছে বুঝতে পেরে খাপে পুরল অস্ত্র।

'গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলো,' নির্দেশের সুরে বলল বেনন।

'জীবনেও না!'

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' আশ্বস্ত করল বেনন। নিজের গানবেল্ট খুলে ধরিয়ে দিল টাই কবের হাতে। 'ছেলেরা নাক গলাবে না। শুধু তুমি আর আমি লড়ব। খালি হাতে। আমার ধারণা যতটা শক্ত বলে মনে হচ্ছে, ততটা শক্ত লোক নও তুমি।'

চমকিত হয়ে তাকিয়ে থাকল জাডসন, তারপর আস্তে আস্তে তার পুরু ঠোঁটে দেখা দিল একচিলতে নিষ্ঠুর হাসি। ঠোঁট প্রসারিত হতেই বেরিয়ে এলো হলুদ দাঁতগুলো। 'গাধা!' বড় করে দম ফেলে বলল সে, 'তুমি একটা আস্ত গাধা। নিজেকে কী ভেবেছ তুমি! বুল জাডসনের সামনে দাঁড়াবে? আমি তো খালি হাতে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলব!'

লোকটা তেড়ে আসবে, আশা করেছিল রক। বড় ধীর গতিতে শার্টের হাতা গোটাচ্ছে জাডসন। ওর ধারণাই সত্যি হলো, ছুটন্ত একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে এলো জাডসন। একটু আগেও একটা গ্রিজলির মতোই নিরুৎসাহিত দেখাচ্ছিল তাকে, পরমুহূর্তেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ছুটে এলো ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে।

বুল ফাইটার যেভাবে শেষ মুহূর্তে সরে যায়, পথ ছেড়ে দেয় ষাঁড়কে, ঠিক তেমনি ভাবে সরে দাঁড়াল বেনন, কাঁধের জোরে কব্জি পর্যন্ত দাবিয়ে দিল জাডসনের পেটে। শক্ত মুঠোর আঘাতে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বের হলো জাডসনের মুখ থেকে। রাগের একটা গর্জন ছাড়ল লোকটা। কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল, তারপর ঘুরে ছুটে এলো আবার।

বেননের মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা নেই। শুধু রূপকথায় দুশো পাউন্ড ওজনের ফুটন্ত ক্রোধকে সামাল দেয়া যায়। জাডসন দ্বিতীয়বার পাশ কাটাতেই পা বাড়িয়ে দিল ও সামনে। পায়ে বেধে দড়াম করে আছাড় খেল জাডসন। ধুলোর একটা মেঘ উঠল, ভেসে গেল বাতাসে। লড়াই শেষ করল রক বুলের পিঠে লাফিয়ে পড়ে মোটা গলাটা দু'হাতে গায়ের জোরে চেপে ধরে। ছাড়ানোর চেষ্টা করতে পারত বুল, কিন্তু আছাড় খেয়ে তার দম বেরিয়ে গেছে, হাঁসফাঁস করছে এখন।

গলায় আঙুলের চাপ না কমিয়ে টাই কবকে এক বালতি পানি আনতে বলল রক। জাডসনকে বলল, 'তোমার কপাল ভাল যে মেজাজটা আমার খুব বেশি খারাপ নয়।' বালতি ভরা পানি জাডসনের মাথায় ঢালল ও। বলল, 'আরেকটা কথা, বুল, ক্রুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের আগে মনে রেখো, ওরা সবাই ঘোড়া

ভালবাসে। হাতাহাতি লড়াইয়ের চেয়ে অস্ত্র ব্যবহার করতেই বেশি অভ্যস্ত ওরা।'

সরে দাঁড়াল বেনন।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠল জাডসন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'পরেরবার, বেনন...

'মেজাজ দেখাতে এসো না,' সাবধান করার সুরে বলল বেনন। 'আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনি। দেখো!'

জাডসন মাটিতে পড়ে থাকা অস্ত্রটার দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, ওটা শূন্যে ছিটকে দশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল। ভয় দেখা দিল জাডসনের কুঁতকুঁতে চোখে। এক সেকেন্ড আগে গানবেল্ট পরা শেষ করেছে বেনন, তারপর কখন অস্ত্র বের করে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করেছে, সে জানে না। নতুন পীসমেকারটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজাল জাডসন।

'আমি একতিল মিছে বলিনি,' ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বেনন। 'ছেলেরা হাতাহাতি লড়াইয়ে দক্ষ নয়, কিন্তু অস্ত্রে ওদের হাত আমার চেয়ে অনেক ভাল।'

দেখার মতো হয়েছে বুল জাডসনের চেহারা। চোখের সামনে কেয়ামত দেখছে যেন। হাসি গোপন করল লাস্ট চান্সের কাউবয়রা। রক তার নিজস্ব পন্থায় নিশ্চিত করে দিয়েছে, নতুন ফোরম্যান তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।

দুই

চল্লিশ ঘণ্টা একটানা চলে বিস্তৃত মরুভূমি পেরিয়ে টিলার রাজ্যে প্রবেশ করল রক বেনন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটা খামারে কাজ করেছে ও, তারপর বরাবরের মতোই বেরিয়ে পড়েছে দেশ ঘুরতে। ফুরিয়ে এসেছে টাকা-পয়সা, আবার একটা কাজ দরকার ওর কিছুদিনের মধ্যে।

কাজ দরকার। পথ চলছে বেনন। মরুভূমির পর টিলায় ঢুকে একটা গভীর ক্যানিয়ন ধরে এগিয়েছে ট্রেইল, আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে মেঝে। মাঝে মাঝেই আছে বিক্ষিপ্ত র‍্যাভিন, সমতল ভূমি, গভীর সবুজ পাইনের সারি।

ট্রেইলে চলার অভ্যস্ততা আর অভিজ্ঞতা বেননকে বলছে, ক্যানিয়ন ধরে এগোনো উচিত হবে না। বামপাশ দিয়ে একটা রিজে উঠল ও, পাইনের বনের কাছে থামল পেছনের পথটা পর্যবেক্ষণ করতে। মুহূর্তে দূর হয়ে গেল দেহের সমস্ত চঞ্চলতা, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে এক হয়ে অপেক্ষা করল ও।

সূর্যটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে, অগ্নিগোলকের কিনারাগুলো ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে কেন্দ্র থেকে, যেন স্বর্ণাভ গলিত লাভা, ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে। অনেক দূরে, অনেক ওপরে দেখা যাচ্ছে গ্রে বুল পর্বতের বরফ মোড়া সাদা চুড়ো, শেষ বিকেলের মরা আলোয় সোনালী ঝিলিক মারছে থেকে থেকে। পেছনে ফেলে আসা মরুভূমিতে অপরিসীম শূন্যতা। নিস্তব্ধ চারপাশ। কুয়াশায় কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখাচ্ছে।

প্রকৃতির রূপ আকণ্ঠ পান করল বেনন, মনের মাঝে পরিষ্কার ছবির মতো গেঁথে নিল দৃশ্যটা, কিছুই বাদ পড়ল না। এবার একের পর এক ঢেউ খেলানো সবুজ টিলাগুলোতে চোখ বুলাল ও। একা একজন মানুষের জন্য ওখানে আছে শীতলতা, নির্জনতা আর আশ্রয় – হারিয়ে যাবার আনন্দ। তাই তো চায় বেনন, রাশে মৃদু দোলা দিয়ে স্পিডিকে সামনে বাড়তে ইশারা করল ও।

সন্ধেবেলায় ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর বসে আয়েস করে একটা সিগার ধরাল, ঘোর লাগা চোখে চেয়ে থাকল জ্বলন্ত কয়লার দিকে। শীতের রাতে পুরোনো দৃশ্য, তবু যেন পুরোনো হয় না কখনও। মৃদু আভায় ওপরে গাছের আচ্ছাদন দেখা যাচ্ছে আবছা। বামপাশে একটা র‍্যাভিনের গোড়াতে কুলকুল করে বইছে একটা ঝর্না। কালো ওই গর্ত মতো জায়গা থেকে মাটির ভেজা গন্ধ নাকে আসছে। সাঁঝ নামতেই বনের পোকামাকড় সরব হয়ে উঠেছে, দূরে কে জানে কোথায় ডাকছে একটা ঝিঁঝি, তবে মাঝে মাঝে ডাকটা চাপা পড়ে যাচ্ছে গ্রে বুলের চুড়োর দিক থেকে বয়ে আসা ঝিরঝিরে শীতল সমীরে। অদ্ভুত একটা একাত্মতা অনুভব করল বেনন বুনো এই পরিবেশের সঙ্গে। আস্তে আস্তে সজাগ হয়ে উঠল ইন্দ্রিয়গুলো, প্রশান্তির ছাপ পড়ল চেহারায়। আগুনের আভায় চকচক করে উঠল ওর চোখের মণি। ধীরেসুস্থে খাওয়া সারল ও, ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে জড়িয়ে স্যাডলটাকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে। ওর মাথার কাছেই ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে পুরছে স্পিডি, কোনও বিপদ এলে সতর্ক করে দেবে ওকে।

ভেঙে গেল বেননের ঘুম, শরীর নড়ল না একচুল, শুধু চোখের পাতা খুলে গেল এক ইঞ্চির বিশ ভাগের এক ভাগ। গুলির শব্দ। কাছেই। টিলাগুলোয় প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজ, অনেক দূরে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। নিভে গেছে কয়লার আগুন। মাটির কাছে মেঘের মতো ভাসছে ছিন্নভিন্ন ধূসর কুয়াশা। আকাশটা কুচকুচে কালো, তাতে হাজারো নক্ষত্রের ঝিকিমিকি।

গুলির আওয়াজটা হয়েছে ডানদিকের ক্যানিয়নের ভেতরে, আন্দাজ করল বেনন। ওদিকের ঝোপঝাড় ভেঙে কার যেন উঠে আসার শব্দ হচ্ছে। স্যাডল থেকে মাথা তুলল বেনন, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল বিশ্বস্ত সিক্সগান। আগুনটা জ্বলছে না, তবু ঝুঁকি না নিয়ে ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে দেহটা একপাশে গড়িয়ে দিল ও, একটা গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে সতর্ক চিতার মতো অপেক্ষায় থাকল। চোখ ওর ঘোড়ার দিকে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, আধ সেকেন্ড পরেই অস্বস্তির সঙ্গে নাক ঝাড়ল স্পিডি।

ক্যানিয়নের ঢালু পাড় বেয়ে হুড়মুড় করে উঠে এলো কে যেন, কোনও সতর্কতা অবলম্বন না করেই। একটা পাথর গড়িয়ে নামার আওয়াজ হলো। ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার স্বস্তিতে নাক ঝাড়ল একটা পনি। থামল না আরোহী, শেষ ঝোপটা ভেদ করে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটায় চলে এলো। এখানে থামল ঘোড়াটা। আরোহী আর ঘোড়ার দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ পেল বেনন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে আরোহী, একই জায়গায় চরকির মতো পাক খাচ্ছে। এদিক ওদিক দুলছে

আরোহী, পড়ে যাবে যে-কোন সময়। অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরল আরোহীর কণ্ঠ থেকে। উচ্চ স্বর, চিকন গলার আওয়াজ। তারপরই ছুটল ঘোড়াটা, পুবে রহস্যময় টিলাগুলোর দিকে, আঁধারে মিলিয়ে গেল। একটু পরেই ঘোড়ার খুরের শব্দও আর পাওয়া গেল না।

এবার গাছের আড়াল ছেড়ে বেরল বেনন, ধীরেসুস্থে একটা সিগার ধরাল, মাটি থেকে ব্ল্যাঙ্কেট তুলে চাপিয়ে নিল কাঁধে। কান খাড়া। সেই অশ্বারোহীকে কেউ ধাওয়া করেনি, কোনও অস্বাভাবিক আওয়াজ নেই কোথাও। তবে আর ঘুমাতে পারবে না, বুঝে গেছে বেনন। ওই একটা গুলির শব্দ ওর সমস্ত নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে এক পলকে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওই গুলির সঙ্গে অজান্তে জড়িয়ে গেছে ও। পরেরটা পরে ভাবা যাবে, মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা ভাবনা ঝেড়ে ফেলে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকল বেনন।

রাত সাড়ে তিনটেয় গ্রে বুলের চুড়োগুলোর ওপরের আকাশে সরু একটা রুপোলি রেখা দেখা গেল। এবার রওনা হওয়ার সময় হয়েছে, স্থির করল বেনন। যে-ঢাল বেয়ে আরোহী উঠে এসেছিল, সেখানটা পরখ করে দেখল ও। নীচের ক্যানিয়নে একটা লাইন ক্যাম্প রয়েছে। কাঠের গুঁড়ির তৈরি কেবিন। দরজাটা খোলা। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা স্যাডল চাপানো ঘোড়া। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কোনও আওয়াজ না পেয়ে কৌতূহলী হয়ে কেবিনে প্রবেশ করল বেনন।

বিশ মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলো স্পিডির কাছে। সিগারটা ততক্ষণে ছোট হয়ে গেছে, আগুনটা চলে এসেছে ঠোঁটের কাছে। চুরুট নিভিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল বেনন। এখন ওর প্রতিটা নড়াচড়া সুচিন্তিত। প্রথমেই কোমর থেকে গানবেল্ট খুলে ফেলল ও। তারপর স্পিডির পিঠে ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে স্যাডল চাপিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল পুবদিকে।

ওদিকেই গিয়েছে সেই অচেনা নিশিযাত্রী।

দিনের আলো ততক্ষণে বেশ বেড়েছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও পনিটার ছাপ। এক পর্যায়ে স্পিডিকে থামিয়ে খুরের দাগ গভীর মনোযোগে দেখল ও, তারপর এগোল আবার। ট্রেইলটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠেছে। ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। মনটা পড়ে আছে গত রাতের ঘটনা বিশ্লেষণে। পাহাড়ি একটা মাঠের কাছে এসে পাতলা হয়ে থেমে গেছে গাছের সারি, গ্রীষ্মের খরতাপে শুকিয়ে খয়েরী হয়ে আছে ঘাসগুলো। মাঠ পার হয়ে আরেকটু ওপরে উঠেছে ট্রেইল। সেখান থেকে দূরে রাস্তা দেখা যায়, ক্যানিয়নটাকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে চলে গেছে নিজের গন্তব্যে। রাস্তা ধরে আরও দূরে তাকালে দেখা যায় সবুজের পর সবুজের ঢেউ গিয়ে মিশেছে গ্রে বুল পাহাড়শ্রেণীতে। ট্রেইলে উঠতে গিয়ে গাছের সীমানায় লোকটার সঙ্গে দেখা হলো বেননের। স্যাডল হর্নে দু'হাত রেখে আরাম করে বসে আছে ছোটখাটো লোকটা। বেননকে দেখে খসখসে গলায় বলল, 'শুভ সকাল।'

চমকে গেলেও চেহারা বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হলো না বেননের। চট করে আপাদমস্তক দেখল একবার, তারপর দৃষ্টি স্থির হলো চোখের মণিতে, এক পলকে

বুঝে নিল, বিপদের কোনও আশঙ্কা আপাতত নেই। পথচারীর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছেতেই থেমেছে এ-লোক।

'সুপ্রভাত,' জবাবে শান্ত গলায় বলল বেনন।

জরুরী কিছু নয়, এমনি কথার কথা, এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'কালকে এদিকেই কোথাও ক্যাম্প করেছিলে?'

'রিজের ওপর।'

নাক কুঁচকে গেল পাঞ্চারের। 'গুলির শব্দ শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়...' আরও কী যেন বলতে গিয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলল পাঞ্চার। চোখ সরু করে বেননকে দেখল কিছুক্ষণ, চেহারায় ফুটে উঠল সমীহের ভাব। সামনের এই দীর্ঘদেহী লোকটা খোদ শয়তানকেও ভয় পায় না বলে মনে হলো তার। বলল, 'যাই হোক, তোমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি। এটা আমার কোনও ব্যাপার নয়।'

'আমারও তাই ধারণা,' ধৈর্যের সঙ্গে বলল বেনন। 'তা হলে বিদায়, বন্ধু।'

নীরবতা নামল, কোনও জবাব দিল না পাঞ্চার, কী যেন ভাবছে। সূর্যের আলো পড়ে নীল আকাশে সোনালী ঝিলিক ছড়াচ্ছে গ্রে বুলের বরফ আচ্ছাদিত চুড়ো। প্রকৃতির মাঝে হাজারো রঙের ছোঁয়া। মন নেচে ওঠা একটা পরিবেশ। আলসে ভঙ্গিতে শার্টের পকেটে হাত ভরে মেকিং বের করে একটা সিগারেট বানাল পাঞ্চার, সেটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মুখ কাত করে আগন্তুকের দিকে চাইল, বলল, 'কাজ খুঁজছ?'

'নির্ভর করে কী কাজ তার ওপর।' পকেট থেকে সস্তা একটা সিগার ধরিয়ে কটুগন্ধি ধোঁয়া আকাশে ছুঁড়ল বেনন।

'রানশের।'

'হয়তো। পকেটের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। কিছুদিন কাজ করে আবার বেরিয়ে পড়া যাবে তা হলে।'

'আমারও মনে হয়েছিল কাজ পেলে তোমার উপকার হবে,' বলল পাঞ্চার। 'মরগান টাউনে গিয়ে শ্যান কর্নির খোঁজ নাও।'

'শ্যান কর্নি? আর কেউ নয় কেন?'

'ও ছাড়া আর কেউ কাজ দিতে পারবে না।'

কৌতূহল বাড়ল বেননের। জানতে চাইল, 'যার কাজ করব তাকে পছন্দ না হলে কাজ নিই না আমি।'

সরু কাঁধ ঝাঁকাল পাঞ্চার। 'কাজ চাইলে শ্যান কর্নিকেই ধরতে হবে তোমার। রেঞ্জের ভেতর দিয়ে গেলে মরগান টাউন এখান থেকে তিন মাইল।' বেননকে ঘিরে একটা চক্কর মারল পাঞ্চারের ঘোড়া। একবারও লোকটা বেননের পিছনে যেতে পারল না, ও ঘুরছে পাঞ্চারের ঘোড়ার সমান তালে। প্রশংসার চোখে স্পিডিকে দেখল পাঞ্চার। 'হর্স ব্রেকিং যে করেছে সে পাকা লোক।'

'হয়তো,' হাতের ইশারায় বিদায় জানিয়ে লোকটার দেখানো পথে রওনা হয়ে গেল বেনন, বলল না বুনো স্পিডিকে বশ মানাতে পুরো তিনটি মাস ব্যয় হয়েছিল ওর।

একবারও পেছনে তাকাল না বেনন, পেছনে তাকানোটা অভদ্রতা। বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, লোকটাকে সে বিশ্বাস করছে না। ট্রেইলে বাঁক নেয়ার সময় দেখল, ঝোপের মধ্য দিয়ে অন্যদিকে যাচ্ছে পাঞ্চার। আরেকটু এগিয়েই পাহাড়ি ট্রেইল ফুরিয়ে গেল, রিজ থেকে নেমে পথটা মিশে গেল শহরগামী এবড়োখেবড়ো চওড়া রাস্তায়।

সেই রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে ক্যাচকোঁচ আওয়াজ করতে করতে ছুটে এলো একটা চার ঘোড়ায় টানা স্টেজকোচ। পেছনে উড়ছে ধুলোর মেঘ। ওকে পার হয়ে চলে গেল গাড়িটা, আরেকটা বাঁক নেয়ার সময় বিচ্ছিরি আওয়াজ করে ব্রেক করল ড্রাইভার, সকালের পবিত্র পরিবেশের শান্ত সমাহিত ভাবটা একেবারেই নষ্ট করে দিয়ে গেল। ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠেছে রাস্তা। ধীর কদমে স্পিডিকে সামনে বাড়াল বেনন। দু'পাশে ক্যানিয়নের ঢালু দেয়াল। নিজেকে একেবারেই অরক্ষিত মনে হলো বেননের, মনে পড়ল পাহাড়ে ফেলে আসা পাঞ্চারের কথাবার্তা। কেমন যেন একটা বিপদের আভাস দিল মন। কী যেন একটা ঘটছে এই অঞ্চলে। একবার পেছন ফিরে দেখল, সূর্যের তাপে দগ্ধ হচ্ছে হলদেটে মরুভূমি।

সকাল নয়টা নাগাদ খিদেয় যখন পেট জ্বলছে, বেনন ভাবছে বেল্ট আরও কষে বাঁধবে, এমন সময়ে শেষ একটা বাঁক ঘুরে মরগান টাউনে পৌঁছে গেল স্পিডি।

সরু, লম্বাটে একটা শহর, ক্যানিয়নের দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। মাঝখানে শহরের একমাত্র সদর রাস্তা, একটু আঁকাবাঁকা। ওই পথটাকে আড়াআড়ি কেটেছে আরও কয়েকটা অপেক্ষাকৃত সরু পথ। পথের ধারে কাঠের তৈরি একতলা দোতলা বাড়ি, রঙ চটে গেছে, বেরিয়ে এসেছে কাঁচা হাতে রাঁদা করা কাঠ, দেখে মনে হয় বাড়িগুলো তাদের মালিকদের দারিদ্র্যের কথা প্রচার করছে নিঃশব্দে।

সাইডওয়াকের ওপর ছায়া ফেলেছে বাড়িগুলোর এগিয়ে আসা দোতলার বারান্দা। ধুলোর মাঝে এখানে ওখানে জন্মেছে গাছ, পাতাগুলো ধূসর হয়ে আছে ধুলোয়। বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে সরু গলি।

বেনন দেখল, ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালের কোল ঘেঁসে জবুথবু হয়ে আছে বেশ কিছু বাড়ি। গলি থেকে নীল গাউন পরা একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো, চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল ওর দিকে, তারপর চেহারাটা দেখা শেষ হতে ঢুকে গেল সদর রাস্তার ধারে একটা দোকানে। দোকানটার নাম, র‍্যাচেল সিম্পসন, ড্রেসমেকার। রাস্তা ধরে আরও খানিক সামনে একটা সেলুন। ওটার ব্যাটউইং দরজা বাতাসে অল্প অল্প নড়ছে, আহ্বান করছে তৃষ্ণার্ত আগন্তুকদের। সেলুনের

জানালার কাঁচে সকালের রোদ পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে। সেলুনের পর আরও খানিকটা দূরে একটা গলির মোড়ে নতুন রঙ করা একটা ইঁটের দালান, পারিপার্শ্বিকতায় একেবারেই বেমানান: ওটার দোতলার বারান্দার রেলিঙে একটা সাইনবোর্ড: *শ্যন কর্নি।* দালানের সামনে হিচর‍্যাকে মাথা নিচু করে ঝিমাচ্ছে বেশ কয়েকটা ঘোড়া। বোর্ডওয়াকের ওপর ছাদের মতো বেরিয়ে এসেছে দালানের দোতলা, সেই ছায়ায় অলস পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে কয়েকজন লোক। গোটা শহরের প্রায় কোনও কিছুই বেননের নজর এড়াল না। ব্যাঙ্কের পেছনে আস্তাবল, সেখানে ঘোড়া রেখে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল ও।

ধীরেসুস্থে খাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে এলো রাস্তায়, বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল। একটা সিগার ঝুলছে ঠোঁটের কোনায়, ধোঁয়া টানল বুক ভরে। আগের তুলনায় শহরে কর্মতৎপরতা আর চাঞ্চল্য বেড়েছে বলে মনে হলো ওর। পাহাড়ের দিক থেকে ট্রেইল ধরে নেমে এলো এক রাইডার, চার-পাঁচজন লোক বোর্ডওয়াকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আলাপ করছে, তাদের সামনে ঘোড়া থামিয়ে নামল। ড্রেস মেকিঙের দোকান থেকে সাদা স্কার্ট পরা সুন্দরী একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো, দোকানের সামনের রেলিঙে ধবধবে ফরসা সুন্দর হাত দুটোর ভর রেখে সরাসরি বেননের চোখে তাকাল। মেয়েটির দৃষ্টিতে কী যেন কিসের অজানা একটা আকর্ষণ আছে, ভেতরটা নড়ে গেল বেননের, বুকের মাঝে এক সাগর তৃষ্ণা জাগল। তরুণীর বয়স বাইশের বেশি হবে না, আন্দাজ করল বেনন। চুলগুলো কুচকুচে কালো। গোল কপাল। আয়ত, টানাটানা দুটো মায়াময় চোখ। ঠোঁটগুলো পরিপূর্ণ, রসাল, লাল। পানপাতার মতো মুখ। ভ্রূ দুটো ধনুকের মতো বাঁকানো। খাড়া নাক, কিন্তু চেহারার সঙ্গে মানানসই। মুখে কৌতূহল। পরমেশ্বর ওকে অনেক যত্ন নিয়ে বানিয়েছেন। মেয়েটার চোখে বেশিক্ষণ চাইল না বেনন, নিজেকে শাসন করে চোখ সরিয়ে নিল।

ঠিক ওই মুহূর্তে পেছন থেকে কে যেন বলল, 'এক মিনিটের জন্যে তোমাকে আমার অফিসে আসতে হবে, স্ট্রেঞ্জার।'

বলার ভঙ্গিটা ভদ্র, কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ধীরেসুস্থে ঘুরে দাঁড়াল বেনন, দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা-চওড়া, প্রশান্ত, কিন্তু নির্বিকার চেহারার এক লোক। লোকটার বুক পকেটে মার্শালের টিনের তারা। গোঁফগুলো দেখার মতো। ধূসর। সলার ঝাঁটার কাঠি যেন। নরম সুরে জিজ্ঞেস করল বেনন, 'কার অফিসে যেতে হবে বলছ?'

বেননের গানবেল্ট আর অস্ত্রগুলো সঙ্গে নেই। কোমরে ঘুরে এলো মার্শালের নজর। চেহারায় সামান্য কৌতূহলের আভাস ফুটল। 'আমি রবিন কুক,' বলল লোকটা, 'এ-শহরের মার্শাল।' কণ্ঠস্বর আগের মতোই ভদ্র, কিন্তু বলার কঠোরতা সামান্য হলেও কানে বাজে। কপাল কুঁচকে গেছে মার্শালের, দুটো গভীর ভাঁজ পড়েছে চামড়ায়। 'কয়েকজন ভদ্রলোক মিনিট খানেকের জন্যে তোমাকে জেল অফিসে দেখতে চায়।'

মগজটা পূর্ণমাত্রায় চালু হয়ে গেল বেননের। কালকে পাহাড়ে গুলির শব্দের সঙ্গে ওকে জেল অফিসে নিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক আছে, মন বলছে ওর। 'চলো,' পা বাড়িয়ে বলল বেনন।

বেননের পাশে থাকল মার্শাল, কথা বলার গরজ দেখাচ্ছে না।

হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে বেনন আর মার্শালকে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করল একজন, তারপর চলে গেল ভেতরে। বোধহয় কাউকে খবর দিতে গেল। রাস্তায় চার-পাঁচজন লোক আলাপ করছিল। তারা এখন আর রাস্তায় নেই, একটা অফিসের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। বেনন লক্ষ করল, লোকটার ঘোড়ার গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। লোকটাকেও চিনতে পারল। এই লোকই পাহাড়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছিল। এখনও তাকিয়ে আছে লোকটা, ইচ্ছে করেই না চেনার ভান করছে।

'আগে বাড়ো,' মৃদু স্বরে বলল মার্শাল। বলার ভঙ্গিতে নির্দেশের ভাবটা চাপা থাকল না।

দরজা পেরিয়ে অফিসটায় পা দিয়ে চারপাশ দেখে নিল বেনন। ভেতরটা অন্ধকার মতন। উল্টোদিকের দেয়ালের কাছে একটা টেবিল। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন লোক, অপেক্ষা করছে ওরই জন্যে। ঘরের বাতাসে লড়াইয়ের শান্ত উত্তেজনা। শরীরের পেশি শক্ত হয়ে গেল বেননের।

'গতকাল তুমি সোপস্টোন রিজে রাত কাটিয়েছিলে?' প্রশ্ন যে করল তার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গি বেশ আক্রমণাত্মক।

'রাস্তার ধারে একটা রিজে ছিলাম,' বলল বেনন, 'ওটার নাম জানি না। এখানে আমি নতুন।'

'গুলির আওয়াজ শুনেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'এ-ব্যাপারে কিছু জানো?'

'না।'

'তোমার অস্ত্র কোথায়?'

'ব্ল্যাঙ্কেট রোলের সঙ্গে আছে, ঘোড়ার পিঠে।'

বিড়বিড় করে কথা বলল কয়েকজন। মার্শাল কুক চট করে বেরিয়ে গেল অফিস ছেড়ে। অন্ধকারে আগের চেয়ে ভাল দেখতে পাচ্ছে বেননের অভ্যস্ত চোখ। ঘরে মোট পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, টেবিলের সামনে। প্রত্যেকের চেহারায় গভীর সন্দেহের ছাপ। একজন ছাড়া অন্য সবাই মধ্যবয়স্ক। কথা যে বলছিল সে যুবক, বয়সে বেননের চেয়ে বড় হবে না। সমান বয়সী। অন্যদের তুলনায় যুবকের মাথা ছয় ইঞ্চি উঁচুতে। উচ্চতার অনুপাতে শরীরের দিক থেকেও যুবক দশাসই। কাঁধ আর বাহুর পেশিগুলো একটু নড়াচড়াতেই কিলবিল করছে। চওড়া বুক, সরু কোমর, পেশল উরু। মুখটা গোল, কিন্তু কর্তৃত্বপূর্ণ। চুলগুলো হলুদ, সিল্কের মতো। বেননের মনে হলো, প্রচণ্ড একটা শক্তি যুবককে পরিচালিত করছে,

যার ওপর সম্ভবত নিজেরও কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই যুবকের।

তার প্রশ্ন করার ধরনটাই এমন, যেন সে নিশ্চিত ভাবেই জানে প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে। 'কোথা থেকে এসেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল যুবক।

'মরুভূমির পশ্চিম দিক থেকে।'

'সেটা জানতে চাইনি। কোন্ শহর থেকে?'

হাসল বেনন। চোখ দুটো হাসল না। শান্ত স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'তুমি কে, বন্ধু?'

বিরক্ত দৃষ্টিতে বেননকে দেখল যুবক। 'আমি শ্যন কর্নি। বলো কোন্ শহর থেকে এসেছ তুমি।'

'যতটুকু তোমার জানা প্রয়োজন,' ধীর গলায় বলল বেনন, 'ততটা তোমাকে আগেই বলেছি।'

শ্যন কর্নির কর্তৃত্বপরায়ণ চেহারা লাল হয়ে গেল রাগে। চোখে বিষাক্ত গোক্ষুরের দৃষ্টি নিয়ে বেননকে দেখল সে। ঠোঁটের ওপর চেপে বসল ঠোঁট। চাপা গলায় বলল, 'ভবঘুরে কোনও রাইডার এভাবে কথা বললে তাকে আমার পছন্দ হয় না, স্ট্রেঞ্জার।'

অন্যদের সঙ্গে ঢিলে একটা সার্জের সুট পরা মধ্যবয়স্ক একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সে বলল, 'বাজে একটা ঘটনার সঙ্গে তুমি জড়িয়ে গেছ, স্ট্রেঞ্জার। শ্যনের প্রশ্নের জবাব দিলে ভাল করবে। কী ঘটেছে...'

তাকে থামিয়ে দিল শ্যন কর্নি। 'কথা যা বলার আমি বলব, শেরিফ চ্যাপলিন।'

চুপ হয়ে গেল শেরিফ। কৌতূহলী বেনন শেরিফের দিকে চাইল। কোনও বিকার নেই চ্যাপলিনের চেহারায়, বিনা দ্বিধায় যুবকের ধমক হজম করে নিয়েছে। শেরিফের চরিত্র মনের খাতায় টুকে নিল বেনন।

'রাতে ওখানে তুমি কী করছিলে?' জানতে চাইল কর্নি।

'বিশ্রাম নিতে থেমেছিলাম।'

রবিন কুক আবার অফিসে ঢুকেছে। শান্ত গলায় বলল, 'ওগুলো পাওয়া গেছে।'

ক্ষণিকের জন্যে থমথমে নীরবতায় ডুবে গেল ঘর। প্রত্যেকের চেহারা এবং ভাবভঙ্গি মনে গেঁথে গেল বেননের। শেরিফ সার্জের সুট পরা একটা পাপেট। মার্শাল বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন নীরস একজন লোক। উপস্থিত অন্য চারজন এখানে ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের একজনকে প্রায় বুড়োই বলা চলে, লোকটা তামাকের ঢেলা চিবাচ্ছে আর চুপ করে কথা শুনছে। একজন পেট মোটা, লোকটার গায়ের চামড়া ইন্ডিয়ানদের মতো গাঢ়। আরেকজনের নাকটা বাড়াবাড়ি রকমের খাড়া, যুবকের কথায় নাক ওপর-নীচ করছে সে। আর আছে শ্যন কর্নি। সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

'চাকরি দরকার?' জানতে চাইল শ্যন কর্নি।

বেনন জবাব দেবার আগেই ঘরে প্রবেশ করল আরেকজন, দাঁড়াল বেননের পেছনে। ঘরের পরিবেশটা হঠাৎ করেই পাল্টে গেল। এতক্ষণ বেননের প্রতি সন্দেহ আর বৈরি একটা ভাব ছিল লোকগুলোর, এখন সে-সমস্ত অনুভূতির লক্ষ্য হয়ে গেল পেছনের লোকটা। রীতিমতো বিদ্বেষের দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছে উপস্থিত রানশাররা। কৌতূহলী হয়ে ঘাড় ফেরাল বেনন। লোকটা লম্বা, ঋজু দেহ, পেশিগুলো দড়ির মতো পাকানো। চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ, ছটফট না করে থাকতে পারে না। হাসছে এখন ঠোঁট বাঁকা করে, বিদ্বেষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে টিটকারির হাসি দিয়ে। মাথার চুলগুলো তার লালচে। মুখে অসংখ্য লাল লাল ফুটকি। চোখ দুটো সবুজ, দৃষ্টি শীতল।

ভদ্রতার ধার ধারল না শ্যন কর্নি, কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'ব্যক্তিগত মিটিং হচ্ছে, সিমন্স।'

'তাই শুনেই তো এসেছি।' হাসল যুবক।

চোখের আগুনে হ্যারল্ড সিমন্সকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করলেও মুখে কিছু বলল না শ্যন কর্নি। বেননকে সিমন্স প্রশংসা-মাখা কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে।

'চাকরি দরকার?' আবার একই প্রশ্ন করল শ্যন কর্নি।

'কার চাকরি?'

'হয়তো আমি দেব।'

'সেক্ষেত্রে আমি পরে ভেবে দেখব।'

'তুমি বোধহয় পরিস্থিতি বুঝতে পারছ না। তোমার সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে। হয় আমার চাকরি করবে, নয়তো জেলে ঢুকবে।'

'জেলে কী কারণে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল বেনন।

'গত রাতে তুমি গুলির শব্দ শুনেছ। বড় বেশি কাছে ছিলে। হয়তো সব কথা বলছ না। তোমার পেট থেকে কথা আদায় করতে জেলে রাখা যেতে পারে।'

'সেক্ষেত্রেও আমি তোমার চাকরি করব কি না সেটা পরে ভেবে দেখতে হবে।'

নীরবে বেননের দিকে তাকিয়ে থাকল চার রানশার। চিন্তার জাল বুনছে। ছোবল দেয়ার আগে ফণা তোলা গোক্ষুরের চোখের মত চকচক করছে শ্যন কর্নির চোখ দুটো। সিক্সগানের পাশে হাত ঝুলিয়ে দিল সিমন্স।

একটা চুরুট ধরাল বেনন। কাঠিটা টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রেতে ছুঁড়ল নিখুঁত লক্ষ্যে। মুহূর্তের জন্যেও ওর চোখ শ্যন কর্নির ওপর থেকে সরল না। ধোঁয়া ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, বেরিয়ে এলো অফিস থেকে।

বাইরে এসে বোর্ডওয়াকে থামল বেনন, একবার ভাবল আস্তাবলে গিয়ে স্পিডিকে নিয়ে রওনা হয়ে যায়, তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টাল। এখন ওকে শহর ছেড়ে এভাবে চলে যেতে দেয়া হবে বলে মনে হয় না। রাস্তা পার হলো ও, সাদা রঙ করা হোটেলের দোতলার বারান্দার নীচে, বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল। রাস্তায় লোক

চলাচল বেড়েছে। সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। একটা কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে মানুষগুলো। এসব বেনন আগেও দেখেছে অনেকবার। চুরুট দাঁতে কামড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ও, মাথা খাটাচ্ছে পূর্ণ গতিতে।

গাছের সারি পার হয়ে শহরে ঢুকল একটা লোক, ধীর কদমে ঘোড়া চালাচ্ছে, পেছনে উড়ছে ধুলোর মেঘ। কৌতূহলহীন চোখে দেখল বেনন।

সরাসরি না তাকিয়েও সিমন্সকে দেখতে পেল বেনন, অলস পায়ে হেঁটে আসছে বোর্ডওয়াক ধরে।

'হ্যালো, হ্যারি,' বলল কে যেন।

'আমার সঙ্গে কথা বোলো না,' জবাবে বাঁকা হেসে বলল সিমন্স, 'শ্যন কর্নি রাগ করতে পারে।' বেননের পাশে থামল সে, বোর্ডওয়াকের প্রান্তে বুটের তলা ঘষে অর্ধনিমীলিত চোখে হলুদ ধুলো দেখল। অলস গলায় বলল, 'তোমাকে একটা চাকরির অফার দেয়া হয়েছে। আমি আরেকটা চাকরির অফার দিচ্ছি।'

ভ্রু কুঁচকে গেল বেননের। 'কাজটা কীসের?'

'রানশের কাজ, এটুকুই বলতে পারি,' নিরাসক্ত একটা ভাব সিমন্সের চেহারায়।

'আমি কোনও ঝামেলায় জড়াতে এখানে আসিনি,' বিড়বিড় করে বলল বেনন।

'তা হলে তোমার কপাল খারাপ,' নিচু গলায় বলল সিমন্স। 'না চাইলেও ঝামেলায় জড়িয়ে গেছ তুমি।' হাসছে সিমন্স, যেন কোনও দুষ্টুমি করার জন্যে সঙ্গী হিসেবে বেননকে পেয়েছে।

'অফারের জন্যে ধন্যবাদ, তবে চাকরি নেয়ার ইচ্ছে নেই আমার।' ড্রেস মেকিঙের দোকান থেকে সাদা স্কার্ট পরা মেয়েটা আবার এসে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়েছে। এবার তার পাশে নীল গাউন পরা মেয়েটাও আছে। 'মেয়েটা কে?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইল বেনন।

টাকরা দিয়ে টক করে একটা শব্দ করল সিমন্স। 'তুমি একটা পর্যবেক্ষক বদমাশ। কোন্ মেয়ে? লরা সিম্পসন? নাকি যে-মেয়েটা সাদা স্কার্ট পরে আছে? সাদা স্কার্ট হচ্ছে জুডিথ হুইটলি। জেল অফিসে ওর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার। তামাক চিবাচ্ছিল, সাদা-গোঁফ বুড়ো জলদস্যু।' চিন্তিত চোখে বেননকে দেখল সিমন্স। 'কিন্তু, তুমি না ঝামেলায় জড়াতে চাও না?'

রাস্তার আরেক মাথায় চাইল বেনন। একদল অশ্বারোহী আসছে। তাদের সঙ্গে একটা প্যাক হর্স আছে। ঘোড়াটার পিঠে কম্বলে মোড়ানো কী যেন একটা। ঠোঁটের ওপর চেপে বসল বেননের ঠোঁট, চুরুট কামড়ে ধরে বলল, 'কাকে আনল ওরা?'

বেননের চেহারা তীক্ষ্ণ নজরে দেখল সিমন্স, এখন আর হাসছে না। 'গতরাতে পাহাড়ে যে মারা গেছে, তাকে নিয়ে আসছে।' সবুজ চোখে কী যেন হিসেব করছে সিমন্স, বুঝতে পারল বেনন। 'লেসলি কর্নি, শ্যন কর্নির ভাই। এখন অনেক কিছু

তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছ, তাই না?'

যুবক রানশারকে ভাল লাগছে বেননের, লোকটার সঙ্গ উপভোগ করছে। বুঝতে পারছে, ভাল বন্ধু হবার সমস্ত গুণ আছে লোকটার। দরজির দোকানের দিকে আবার ফিরল বেনন।

মহিলা দু'জন দরজির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে রাস্তা দেখছে। লরা সিম্পসনের চেহারায় বিষাদের ছাপ। জুডিথ হুইটলির মুখটা প্রশান্ত, গম্ভীর। বেননকে তাকাতে দেখেছে জুডিথ, এক পলক বেননকে দেখে নিয়ে আবার শবযাত্রার দিকে মনোযোগী হলো মেয়েটা হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখাল বেনন, চুরুট ফেলে দিল রাস্তায়। বিড়বিড় করে সিমন্সকে বলল, 'নিজস্ব কারণে তোমার চাকরিটা নিচ্ছি আমি।'

'নিজস্ব কারণেই আমিও চাকরি দিতে ইচ্ছুক।' হাসল সিমন্স। 'ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে যাও।' পাহাড়ের দিকে দেখাল। 'তিন মাইল যাওয়ার পর একটা কাঁটাতারের বেড়া দেখতে পাবে, ওখানেই আমার রানশ।' রাস্তার ওপর ঘুরে এলো রানশারের দৃষ্টি। শুকনো গলায় বলল, 'তবে, শহর ছেড়ে তুমি যেতে পারবে কি না তাতে সন্দেহ আছে। কেউ কেউ চাইবে তুমি জেলখানায় থাকো। আর, সেরকম কেউ চাইলে, তুমি যদি বাধা দাও, তা হলে পাশে পাবে আমাকে।'

'ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞ বোধ করছি আমি,' আন্তরিক স্বরে বলে আস্তাবলে চলে এলো বেনন, স্পিডিকে নিয়ে বাইরে, আলোয় আসার পর দেখল, ওর স্যাডল রোল সার্চ করা হয়েছে, গানবেল্টের বাকল বের হয়ে আছে। গানবেল্ট পরে ট্রিগারগার্ডের ভেতর তর্জনী ঢুকিয়ে অস্ত্র দুটো চরকির মতো ঘোরাল বেনন বারকয়েক, তারপর মসৃণ গতিতে হোলস্টারে পুরে ফেলল। এবার স্যাডলে উঠে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

হোটেলের সামনে সদলবলে দাঁড়িয়ে আছে শ্যান কর্নি। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে শহরের মানুষ। হ্যারল্ড সিমন্স একটু দূরে একটা বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, নির্বিকার মুখে কী ঘটে দেখছে। রবিন কুক বেননকে ঘোড়ার পিঠে দেখে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো, ডাকল হাতের ইশারায়। 'তোমাকে ঘোড়া থেকে নামতে হবে, মিস্টার।'

মার্শালের গায়ে ঘষা দিয়ে ভিড়ের সামনে স্পিডিকে নিয়ে এলো বেনন, স্যাডল থেকে পিছলে নেমে শ্যান কর্নির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বেননকে লক্ষ করেছে শ্যান কর্নি। তার কাঁধ দুটো একটু উঁচু হয়ে গেল।

'সম্ভবত তোমার কথাতেই মার্শাল আমার স্যাডল রোল ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, তাই না?' বেননের কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু অন্তর্নিহিত উত্তেজনাটুকু উপলব্ধি করল শ্যান কর্নি।

'ঠিকই ধরেছ।' *তাতে কী হয়েছে,* এমন ভঙ্গিতে বলল শ্যান কর্নি।

হাত দুটো উরুর পাশে ঝুলিয়ে দিল বেনন। শ্যান কর্নির পেছনের লোকটা

ধাক্কাধাক্কি করে এক পাশে সরে গেল। ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বুঝে গেল সবাই। থমথমে একটা নীরবতা বিরাজ করছে চারপাশে।

'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি,' শান্ত গলায় বলল বেনন। 'আর কখনও অনুমতি না নিয়ে আমার জিনিস ছোঁবে না। বুঝতে পেরেছ? যদি ছোঁও, তো সোজা নরকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

এক পা পিছিয়ে এলো বেনন, স্যাডলে উঠে রাস্তা ধরে ধীর গতিতে রওনা হলো সিমন্সের দেখানো পথে। বারান্দার থামে গা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিমন্স, নিঃশব্দে হাসছে, হাত দুটো সিক্সগ্যানের পাশে।

অবাক বিস্ময় নিয়ে শ্যন কর্নির দিকে চেয়ে আছে জুডিথ হুইটলি। এবার আগন্তুকের দিকে তাকাল। ক্যানিয়ন ধরে পাহাড়ি রাস্তায় এগিয়ে চলেছে লোকটা। একটু পরই বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

শ্যন কর্নির মুখটা লাল হয়ে আছে। রাগ আর বিরক্তির মিলিত ছাপ তার চেহারায়।

লরা সিম্পসন জুডিথ হুইটলির কানে ফিসফিস করে বলল, 'কে ও? কে ওই সুপুরুষ লোকটা?'

তিন

ধীর গতিতে মরগান টাউন থেকে বেরিয়ে এলো বেনন, কিন্তু বাঁক ঘুরে কেউ ওকে লক্ষ করছে না বুঝতেই বাড়িয়ে দিল স্পিডির গতি।

এঁকেবেঁকে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে পথ। মাঝে মাঝে দু'পাশে দেখা যাচ্ছে ট্রেইল। ওগুলো পাইন গাছের আড়ালে কোনও রানশহাউসে যাবার পথ। কখনও কখনও গ্রে বুল পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছে বেনন। তবে মনোযোগ বেশি দিচ্ছে দু'পাশের ঘন সবুজ বনের দিকে। দিনটা রৌদ্রকরোজ্জ্বল। বাতাসে পাইনের ঝাঁজাল সুবাস। মায়াময় পাহাড়ি নির্জন এই পরিবেশে চির তৃষ্ণার্ত বেননের মন উদাস হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ দেখে। মরগান টাউনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও এখন আর ততটা খারাপ লাগছে না। বিস্তৃত মরুভূমি পার হয়ে এদিকে এসেছিল ও শান্তির খোঁজে, অথচ আসতে না আসতেই জড়িয়ে পড়তে হলো ঝামেলায়।

বিপদ এড়াতে চাইলেও বিপদ বেননকে পাশ কাটায় না, ঠিকই জড়িয়ে নেয় নিজের সঙ্গে।

পরবর্তী বাঁক নিতেই একজন অশ্বারোহীকে আসতে দেখল ও। লোকটা কুঁজো হয়ে স্যাডলে বসেছে, দেখে মনে হয় ঘুমন্ত। বেশ মোটা। ঘোড়াটা দুলকি চালে ছুটছে, সেই সঙ্গে একই তালে লাফাচ্ছে লোকটার থলথলে ভুঁড়ি। কপালের ওপর স্টেটসন হ্যাট টেনে রেখেছে, চেহারা দেখা যায় না। বেনন কাছে চলে

আসার পর মুখ তুলল অশ্বারোহী, স্যাডলে সোজা হয়ে বসল। লোকটার কালো চোখ দুটো বিরাট একটা নাকের দু'পাশে কোনওরকমে খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে। দেখার মতো লোক সে নয়, তার ওই নাকটা ছাড়া। নাকের ফুটো দুটো বেননকে জোড়া-কামানের কথা মনে পড়িয়ে দিল।

ঘোড়া থামিয়ে ফেলল অশ্বারোহী। বেননও থামল। ইচ্ছে করেই ওকে দেখার সুযোগ করে দিল লোকটাকে। কৌতূহলী চোখে বেননকে দেখছে লোকটা। বেননের হাত স্যাডল হর্নের ওপর, কোনও বিপদ ওর তরফ থেকে আসবে না, এটা তারই ইঙ্গিত। যথেষ্ট সময় অশ্বারোহীকে দেয়া হয়েছে মনে হতেই এবার মুখ খুলল বেনন, 'তুমি আমাকে আগে কখনও দেখোনি, রুডাবাগ, আর আমিও তোমাকে চিনি না। কী বলতে চাইছি মাথায় গেঁথে নাও।'

চওড়া একটা হাসিতে ঠোঁট প্রসারিত হলো রুডাবাগের। থলথলে ভুঁড়িতে হাত বোলাল। ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে চিনি না, ক্যালিবার পয়েন্ট ফোর-ফাইভ!'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেনন, তারপর রুডাবাগকে পাশ কাটিয়ে রওনা হলো নিজের পথে। তিনশো গজ এগোনোর পর কাঁটাতারের বেড়াটা দেখতে পেল ও। কাঁটাতারের পাশ দিয়ে গেছে পথটা। দু'পাশে পাইন গাছ মাথার ওপর আচ্ছাদন তৈরি করেছে, দিনের বেলাতেও ট্রেইলে আবছায়া। পাঁচ মিনিট পর গাছের সারি শেষ হয়ে গেল। সামনে ঢেউ খেলানো একটা সবুজ ঘাসের বেসিন। বেসিনটাকে ঘিরে রেখেছে ঘন হয়ে জন্মানো গাছ, আর দীর্ঘ, নিচু, লালচে টিলার সারি।

মাঠের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝর্না, ওটার পানিতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, ঝিকমিক করে জ্বলে উঠছে ঝর্নার ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথাগুলো।

ক্রীকের ধারে রানশহাউসটা। আহামরি কিছু নয়। তবে কাজ চালানোর মত। পাশে করাল, আর কয়েকটা ছাউনি। বার্নটা এক ধারে। পাশেই বাঙ্কহাউস। ছোট একটা রানশের জন্যে চলনসই।

ক্রিকের ওপর কাঠের তক্তা ফেলে একটা সেতু তৈরি করা হয়েছে। ওটার ওপর উঠতেই স্পিডির খুরের আওয়াজ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ফাঁপা শোনাচ্ছে এখন আওয়াজটা।

মুখ তুলে তাকাল খর্বকায় একজন লোক। এতক্ষণ সে রানশহাউসের বারান্দায় বসে একটা রাইফেলে তেল দিচ্ছিল। একবার তীক্ষ্ণ নজরে আগন্তুকের চেহারা দেখে নিয়েই আবার রাইফেলে মনোনিবেশ করল সে।

ঘোড়া থেকে নামল বেনন। খর্বকায় লোকটা বেননের বুকে রাইফেল তাক করে উঠে দাঁড়াল। চাঁছাছোলা গলায় বলল, 'কেউ তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে?'

'এটা হ্যারল্ড সিমন্সের রানশ?'

'হ্যাঁ।'

শ্রাগ করল বেনন, একটা খালি বাক্স পড়ে আছে উঠানে, ওটাকে পা দিয়ে উল্টো করে তার ওপর বসল। পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাল। ভাব দেখে নিশ্চিন্ত মনে হলেও পূর্ণ সচেতন হয়ে আছে বেননের স্নায়ু। খর্বকায় লোকটা সন্দেহের চোখে ওকে দেখছে, এখনও তাক করে রেখেছে রাইফেল।

চল্লিশ হবে লোকটার বয়স, আন্দাজ করল বেনন। মাথার তালুর কাছে চুলগুলোয় পাক ধরেছে। খুব পলকা দেহ। মেজাজটাও চড়া। চেহারা দেখে মনে হয়, খামখেয়ালি ধরনের। হঠাৎ করে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসতে পারে। ধোঁয়া ছেড়ে চারপাশে নিরুৎসাহিত চেহারায় তাকাল বেনন।

বাঙ্কহাউসের জানালায় একজন তরুণকে দেখতে পেল ও, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। বয়স হওয়ার আগেই ছোকরার মুখে বলিরেখা দেখা দিয়েছে। সর্বক্ষণ চাপের মুখে থাকার ফল। চেহারা দেখে মনে হয় অকালপক্ক। বদমায়েসির ছাপ চোখে-মুখে। সম্ভবত অভিভাবকদের অনুশাসনে মানুষ হয়নি।

ম্যাচের কাঠি মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে নেভাল বেনন, বুক ভরে ধোঁয়া টানল। একটু কঠোর হয়ে গেল ওর চেহারা। রানশের পরিবেশটা অস্বস্তিকর। দুই কাউহ্যান্ড চুপচাপ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

একটু পরই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হলো সেতুর ওপর। উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নামল হ্যারল্ড সিমন্স। সঙ্গে সঙ্গে পাটকাঠির মতো শুকনো বেঁটে কাউবয়ের মনোযোগ হারাল বেনন।

'তুমি একে চেনো?' সিমন্সকে জিজ্ঞেস করল বাঁটকু।

'হ্যাঁ।'

চেহারা দেখে মনে হলো, রেগে গেছে কাউবয়। ভ্রূ কুঁচকে গেল তার। বিড়বিড় করে বলল কী যেন। বোধহয় শাপান্ত করল। রাইফেল হাতে ঢুকে পড়ল বাঙ্কহাউসে।

হাসল সিমন্স, কিছু যায় আসে না, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি হয়তো পছন্দ করতে পারবে না গ্যারিক কিরবিকে। আবার বলা যায় না, হয়তো ওকে তোমার ভাল লাগতেও পারে। গ্যারিক আমার ফোরম্যান। এসো আমার সঙ্গে।'

সিমন্সের পিছু নিয়ে রানশহাউসের বারান্দায় উঠল বেনন। সামনের ঘরটা লম্বা, ছাদটা নিচু। ভেতরে আসবাবপত্র তেমন একটা নেই। শুধু এক কোণে একটা বাঙ্ক। বাঙ্কের পাশে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে চারটে রাইফেল রাখা। উল্টোদিকে একটা ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের তিনহাত দূরে একটা ডেস্ক আর দুটো চেয়ার। ডেস্কের ওপর টালি বই। ঘরটা রানশের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসে ঠাসা। জানালাগুলো কাঠের, পাল্লা বাইরের দিকে খোলে। ভেতর থেকে আটকানোর ব্যবস্থা।

একটা চেয়ারে ধপ করে বসল সিমন্স। সবুজ চোখে বেননকে আপাদমস্তক দেখল।

'ড্রিঙ্ক চলবে?'

'না।'

'তুমি আমার নাম শুনেছ। তোমার নাম কিন্তু আমি জানি না।'

'রক বেনন।'

'বেনন? রক বেনন? নামটা পরিচিত লাগছে।'

'তাই?'

'কোথায় যেন শুনেছি। কোথায়...

'কোনও ওয়ান্টেড পোস্টারে আমার নাম পাবে না।'

একটু নিশ্চিন্ত দেখাল হ্যারল্ড সিমন্সকে। বেনন বলল, 'মানে, সাম্প্রতিক পোস্টারগুলোয় নেই, আগের কোনও ওয়ান্টেড পোস্টারে দেখে থাকতে পারো। কিছুদিন আগে বিশেষ বিবেচনায় আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নিয়েছে গভর্নর।'

'শ্যান কর্নির বিরুদ্ধে শহরে যে রুখে দাঁড়ালে তার পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী?'

'শহর থেকে বেরোনো। বলতে পারো আত্মরক্ষা।'

'ধরো তোমার চালাকি কাজে লাগল না, তখন কী হতো?'

'কাজে লেগেছে, তাই না?'

'কিন্তু ধরো, লাগল না, তখন?'

'একবারে আমি একটার বেশি পদক্ষেপ চিন্তা করি না।'

'সেটা বুঝতে পারছি,' গম্ভীর চেহারায় বলল সিমন্স। 'যেখানে তোমার থাকার কথা তার চেয়ে আধ মাইল এগিয়ে আছ তুমি। শ্যান কর্নির চেহারা দেখার পর সেই তখন থেকে আপনমনে হাসছি আমি।' হাসল সিমন্স। হাসিতে খুশির সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠোরতাও আছে। 'শহরে তুমি প্রায় বন্দি হয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু পরোয়া করোনি, শ্যান কর্নির সামনে দাঁড়িয়ে হুমকি দিয়েছ, তারপর সে সামলে উঠে কিছু করার আগেই ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এসেছ। দ্রুত চিন্তা করে তেমন লোকের বিরুদ্ধে তোমার চাল খাটত না, বেনন, কিন্তু শ্যান কর্নিকে তুমি ঠিকই চিনে নিয়েছ।' আঙুল দিয়ে হ্যাটের কানা ধরল সিমন্স। 'তোমাকে স্যালুট।'

মরগান টাউনের ঘটনাগুলো মনে মনে আরেকবার যাচাই করল বেনন। তথ্যের প্রয়োজন, কাজেই জিজ্ঞেস করল, 'শ্যান কর্নি কে আসলে?'

'ক্রো ট্র্যাকের মালিকের ছেলে। বাপ পঙ্গু। রানশটা ও-ই চালায়। এখান থেকে উত্তরে পাহাড়ি এলাকায় ক্রো ট্র্যাক, বিরাট বড় রানশ।'

'ওর পাশে রোদে পোড়া একজন মোটাসোটা লোক ছিল।'

'রয় ডিকেন্স, আরেকজন বয়স্ক রানশার। এরও প্রচুর গরু আছে। এ ছাড়া ম্যাট হুইটলির কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি। আর চতুর্থ লোকটা, ওই যে হাড্ডিসার চেহারা, ওর নাম রাসেল আর্নল্ড। ওই চার রানশার এই এলাকার আশি ভাগ জমি আর গরুর মালিক।'

'শেরিফ লোকটাকে মাটির মানুষ মনে হলো,' হালকা সুরে বলল বেনন।

'আর মার্শালকে দেখে মনে হলো, তাকে যা করতে বলা হয়, তা-ই করে।'

'আবার আন্দাজ করতে লেগেছ তুমি।' হাসল সিমন্স। তবে চোখে ফুটে ওঠা কৌতূহল লুকাতে পারল না। নিজের সঙ্গে কথা বলছে এমন ভাবে বলল, 'মরগান টাউনে কেন এসেছ, ইচ্ছে করলেই তো মরুভূমির দিকে যেতে পারতে! গুলির আওয়াজ হবার পর বোঝা উচিত ছিল না, এদিকে এলে বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারো?'

ভ্রূ উঁচু করল বেনন।

মাথা নাড়ল সিমন্স। 'আমি বলছি না তুমি লেসলিকে গুলি করেছ কিন্তু, তাতে কিছু যায় আসে না, বিরাট ঝামেলায় জড়িয়ে গেছ তুমি।'

মৃদু হাসল বেনন। 'তা হলে তো পালাতে হয়!'

'কোনও একটা উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ তুমি,' নিচু গলায় বলল সিমন্স। 'নিজের স্বার্থেই এসেছ।' বেননের চোখে তাকাল। 'বেতন মাসে তিরিশ ডলার।'

'যদি আমি থাকি।'

পোকার খেলোয়াড়ের মতো নির্বিকার হয়ে গেল সিমন্সের চেহারা। 'এখানে থাকলে বাড়তি সুবিধে পাবে।'

'তা পাবো,' স্বীকার করল বেনন। ভাবছে গ্যারিক কিরবি আর রুগ্ন ছোকরার কথা। থাকবে, না চলে যাবে, এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ও। রানশের পরিবেশটা ঠিক স্বাভাবিক লাগছে না ওর কাছে। অথচ সিমন্সকে ভাল লেগে গেছে, মনে ইচ্ছে জাগছে ওকে সাহায্য করার।

বেনন চিন্তিত, তা ওর চেহারা দেখেই বুঝতে পারল সিমন্স, বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার মাথা সবসময় কাজ করে, বন্ধু। এই রানশে কিছু একটা তুমি বুঝতে পারছ না, কাজেই মাথা ঘামাচ্ছ। আমার উপদেশ শুনে দেখো কাজে লাগে কি না। থেকে যাও এখানে, নিজেই বুঝে যাবে কেন কী ঘটছে।'

'তা বুঝব।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সিমন্স। হাসিটা ধীরে ধীরে মুছে গেল মুখ থেকে, সে-জায়গায় চিন্তার ছাপ পড়ল

নীরবে তাকিয়ে আছে বেনন, দেখছে বেপরোয়া লোকটাকে। এটা ওর অভ্যেস। প্রথম দেখাতেই কে কেমন সেটা বুঝে নেয়ার দুর্লভ গুণ আউট-ল জীবনে অর্জন করেছে ও, শিখতে হয়েছে স্রেফ বাঁচার তাগিদে।

'সাহায্য দরকার আমার,' বলল সিমন্স। 'তোমাকে থাকতে অনুরোধ করছি না, কিন্তু থাকলে ভাল। দেখে তোমাকে গানম্যান মনে হয়, অস্ত্রের জোর কাজে আসবে আমার।'

স্টীলের একটা তিন কোনা রডে কে যেন জোরে জোরে বাড়ি দিচ্ছে, আওয়াজ হচ্ছে ঠং-ঠং। খেতে ডাকা হচ্ছে। দুপুর হয়ে গেছে। বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এলো দুই কাউবয়, রানশহাউসের কাঠের বারান্দায় ওদের বুটের শব্দ ফাঁপা শোনাল। মিডৌ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো আরেকজন কাউবয়। চেয়ার

ছাড়ল সিমন্স, বেননকে 'চলো' বলে ডাইনিং রুমে নিয়ে এলো পথ দেখিয়ে ।

মাঝারী একটা ঘর। ঘরে একটা টেবিল ও ছয়টা চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। তিনজন কাউবয় ইতিমধ্যেই চেয়ারে বসে পড়েছে। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দশাসই আকৃতির এক চিনে ম্যান। চতুর্থ কাউবয় একটু পরেই এলো, চেয়ারে বসতে বসতে এক পলক বেননকে দেখে কৌতূহল মিটিয়ে নিয়ে মনোযোগ দিল খাবারে। নিঃশব্দে খাচ্ছে বেনন। ক্রুদের উদ্দেশে সিমন্স বলল, 'নতুন কাউবয়ের নাম রক বেনন।' চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল রানশার। ...ওয়াং, কফিতে যদি আবার ডিমের খোসা পাই, তা হলে প্লেট ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলব!'

নড়ল না, আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল চিনে ম্যান, চেহারায় কোনও পরিবর্তনও হলো না। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে চোখ গরম করে রাঁধুনিকে দেখল সিমন্স। 'আমি শপথ করে বলছি, সত্যিই প্লেট ছুঁড়ব।' যথেষ্ট হয়েছে বুঝে এবার বেননের সঙ্গে ক্রুদের পরিচয় করিয়ে দিল সে। 'কিরবিকে তো চেনোই, শান্ত হৃদয় কিরবি। বাচ্চা ছেলেটাকে যে দেখছ, ওর নাম ফ্রেড বাউয়ি। আর হ্যান্ডসাম যে-লোকটা গোগ্রাসে আমার পয়সায় কেনা খাবারগুলো গিলছে, ও নিজের নাম বলে চাঙ্ক অসব্রুক। নামটা আসল কি না তা অবশ্য আমি জানি না। আর শেষেরজন এড লুইস।'

খাওয়ার ফাঁকে বেননকে দেখল ক্রুরা। কেউ বাড়তি কৌতূহল প্রকাশ করল না। একমনে খাচ্ছে বেনন, ফাঁকে ফাঁকে তীক্ষ্ণ নজরে যাচাই করে নিচ্ছে ক্রুদের। মানুষের চেহারায় তার কৃতকর্মের ছাপ পড়ে, চাইলে যে-কারও সম্বন্ধে অনেক কিছু আঁচ করা যায়। এড লুইস স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার মানুষ। আমোদ প্রিয়, হাল্কা মন, গভীরতা কম। গ্যারিক কিরবি ঘাড় গোঁজ করে বসে, চামচ দিয়ে কফি নাড়ছে। লোকটা সে রুক্ষ, কঠোর; হঠাৎ করেই রেগে যায়, এবং রাগ সামলে রাখতে জানে না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, রাগের মাথায় যা ইচ্ছে তা-ই করে বসতে পারে এই লোক। ভাল বন্ধু, কিন্তু খারাপ শত্রু। কিরবিকে যাচাই শেষ করে এবার তরুণ কাউবয়ের দিকে মনোযোগী হলো বেনন। ফ্রেড বাউয়ি এখনও যুবক নয়, কিন্তু চেহারায় পরিষ্কার লাম্পট্যের ছাপ। এই ধরনের ছোকরা রাগ আর জেদের বশে নিজের ক্ষতি করতেও পিছ পা হয় না। পশ্চিমে এ-জাতের ছোকরা বেশি দিন বাঁচে না। যারা বাঁচে, তারা বিখ্যাত নয়তো কুখ্যাত হয়। চাঙ্ক অসব্রুক চোরা চোখে বেননকে দেখছে। মেপে নিচ্ছে, তুলনা করছে নিজের সঙ্গে, বুঝে নিতে চাইছে নতুন সঙ্গীর সঙ্গে তার আচরণ কেমন হবে। এই লোক নিজের শক্তির জন্যে গর্বিত। যতক্ষণ নিজের শক্তিমত্তা দেখাতে না পারছে, ততক্ষণ এ স্বস্তি পাবে না। এমন মানুষ বেনন আগেও দেখেছে অনেক।

খাওয়া শেষে রানশহাউসের বারান্দায় এসে বসল সবাই। অলস গল্প জুড়ে দিয়েছে এড লুইস আর হ্যারল্ড সিমন্স, চুপ করে শুনছে বেনন, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। ওর চুরুটের ধোঁয়া এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে বারান্দার

থামের পাশ দিয়ে। কিছুক্ষণ পর, যেন ওর উপস্থিতির কারণেই, গল্প থেমে গেল, নেমে এলো অস্বস্তিকর নীরবতা। পরিবেশের আড়ষ্টতা কাটাতে চেয়ে হাসল সিমন্স, কিন্তু তার দৃষ্টি দেখে বেনন বুঝল, কতটা অসহায় বোধ করছে রানশার।

ঠোঁটের কোণে চুরুট ঝুলিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল বেনন, স্পিডির পিঠ থেকে স্যাডল রোল নামিয়ে রেখে স্পিডিকে বার্নে রেখে এলো। বারান্দায় এখনও জমাট নীরবতা। প্রতিটা মুহূর্ত অনুভব করল বেনন, ওর পিঠে সেঁটে আছে কাউবয়দের অপলক দৃষ্টি। একবারও ফিরে তাকাল না বেনন, চলে এলো বাঙ্কহাউসে।

বেশ বড় বাঙ্কহাউস। একটা টেবিল আর অদক্ষ হাতে বানানো ছয়টা চেয়ারের চার পাশ ঘিরে বারোটা বাঙ্ক। একদিকের দেয়ালের গায়ে একটা চুলো। শীতকালে ওটাকে বোধহয় ফায়ারপ্লেস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাতাসে ঘাম, ধুলো আর ঘোড়ার গায়ের গন্ধ। খালি একটা বাঙ্কে স্যাডল রোল নামিয়ে রেখে আবার পোর্চে ফিরে এলো বেনন।

রানশহাউসের ভেতর চলে গেছে সিমন্স। বারান্দার কিনারে সামনে ঝুঁকে বসে আছে গ্যারিক কিরবি, হাত দুটো রেখেছে হাঁটুর ওপরে। তাকিয়ে আছে হলুদ ধুলোর দিকে। কপালের ফুলে ওঠা নীল শিরাগুলো জায়গায় জায়গায় লাফাচ্ছে দপ দপ করে। কিছু একটা বলতে হয় তাই বলল, 'চাঙ্ক, তোমার তামাক বাঙ্কহাউসে রেখে এসেছ।'

একটা ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল অসব্রুক, ভাব দেখে মনে হলো এতক্ষণ ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে বসে ছিল। স্পারের ঝুন ঝুন আওয়াজ তুলে বাঙ্কহাউসে গিয়ে ঢুকল সে। তার দিকে মুহূর্তের জন্যে মাত্র তাকাল বেনন, তারপর মনোযোগ ফেরাল অন্য কাউবয়দের দিকে।

একটা শীতল প্রত্যাশা নিয়ে ওকে দেখছে লোকগুলো, অনুভব করল বেনন। আর কেউ হয়তো ব্যাপারটা টেরই পেত না, কিন্তু অভ্যস্ততার কারণেই শীতল দূরত্বটুকু বুঝতে দেরি হয়নি বেননের। বাঙ্কহাউসের ভেতর কী যেন পড়ল ধপ করে। আওয়াজটা হতেই বেননের দিক থেকে মুখ ফেরাল কাউবয়রা। অপেক্ষা করছে যেন সবাই। কী ঘটেছে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে বেনন। এমন ওর জীবনে আগেও ঘটেছে।

আবার বাঙ্কহাউসে ঢুকল বেনন, দেখল মেঝেতে পড়ে আছে ওর স্যাডল রোল। চাঙ্ক অসব্রুক ওগুলো মেঝেতে ফেলে দিয়েছে। টেবিলের সামনে পা ফাঁক করে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাউবয়। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে অসব্রুক, বুকটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। নিচু, কিন্তু কর্কশ গলায় বলল, 'তোমার আবর্জনা আমার বাঙ্কে ছিল।'

'আমি যখন স্যাডল রোল রাখি, বাঙ্কটা তখন খালি ছিল,' শান্ত গলায় বলল বেনন, 'বাঙ্কে কারও নাম লেখা ছিল না।' অসব্রুককে পাশ কাটিয়ে মেঝে থেকে স্যাডল রোল তুলে আরেকটা বাঙ্কে রাখল বেনন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বেননের মুখোমুখি হলো অস্‌ব্রুক, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে সন্দেহ আর উত্তেজনায়। দু'জনের মাঝখানে এখন টেবিলটা। টেবিলের কিনারায় দু'হাত রাখল বেনন, বুঝতে পারছে, এই অযথা লড়াই এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই। এখানে থাকতে হলে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করে নিয়েই থাকতে হবে। কথা যখন বলল ও, বলল নিরাবেগ নিরুদ্বিগ্ন গলায়।

'অস্‌ব্রুক, কাজটা ভাল করোনি।'

দাঁত খিঁচিয়ে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না অস্‌ব্রুক, তার আগেই দু'হাতে টেবিলটা অস্‌ব্রুকের গায়ের ওপর ঠেলে দিল বেনন। ছোটখাটো একটা গর্জন ছেড়ে ধাক্কা দিয়ে টেবিলটা সরাল অস্‌ব্রুক, কিন্তু পা বাড়ানোর আগেই এক লাফে পৌঁছে গেল বেনন, ওর কাঁধের জোর এক ঠেলায় দরজার কাছে চলে এলো অস্‌ব্রুক। এতক্ষণে সামলে নিয়েছে কিছুটা, জ্যাব করল সে বেননের পেটে। ফোঁস করে শ্বাস ফেলে ঘুসিটা হজম করল বেনন, পর মুহূর্তেই কাঁধের সমস্ত জোর দিয়ে মেরে বসল অস্‌ব্রুকের থুতনিতে। চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। দেরি না করে আবার মারল ও। এবার চোয়ালে। মড়মড় করে উঠল চোয়ালের হাড়। পিছিয়ে বাঙ্কহাউসের বাইরে চলে এলো অস্‌ব্রুক, হুড়মুড় করে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল উঠানে। বেনন ছাড়ল না, কলার ধরে টেনে তুলল লোকটাকে, তারপর আরেকটা ঘুসি মারল চোয়ালে। ছেড়ে দিতেই আবার পড়ে গেল অস্‌ব্রুক।

হাঁপাতে হাঁপাতে কাউহ্যান্ডদের দেখল বেনন। কেউ নড়েনি জায়গা ছেড়ে। ফ্রেড বাউয়ি তাকিয়ে আছে, চোখে বিদ্বেষ আর আশা ভঙ্গ হওয়ার বেদনা। গ্যারিক কিরবি তিক্ত চেহারায় নিজের বুট জুতো দেখছে। রানশহাউসের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এডি, দেখে মনে হলো অস্বস্তিতে ভুগছে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে হ্যারল্ড সিমন্স, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। ক্রুদের কেউ দেখেনি তাকে। বেননকে একটা হাফ স্যালুট করল সিমন্স।

পরিষ্কার বুঝল বেনন, এখানে তিনজন কাউবয় আছে, যারা একটা ভাষাই বোঝে। চাবুকের ভাষা। কিরবি, বাউয়ি আর চাঙ্ক অস্‌ব্রুক ভদ্রতা বা ক্ষমা করতে জানে না। চট্ করে একবার পেছনে চাইল বেনন। অস্‌ব্রুক বসে আছে মাটিতে, চোয়াল ডলছে।

কিরবির দিকে ফিরল বেনন। এখনই সময় নিজের জায়গা করে নেয়ার। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল ও, শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আর কেউ চেষ্টা করে দেখতে চাও?'

কোনও কথা বলল না কেউ। কেউ নড়ল না। এতক্ষণ পর পেটের ব্যথা টের পেল বেনন। অস্‌ব্রুক ভাল ঘুসিই হাঁকিয়েছে। শরীরটা দুর্বল লাগছে। মনে হচ্ছে বিশ্রাম নেয়া খুবই প্রয়োজন।

ডুবে গেছে সূর্য, সন্ধে নামছে, আকাশে নানা রঙের খেলা। একটু পরেই নীল

পাহাড়গুলো কালো হয়ে যাবে। টিলা আর পাহাড়ের কাছে কোথায় কে জানে বিষণ্ন সুরে ডেকে উঠল একটা কয়োট, দুর্গম এই এলাকার একাকীত্ব আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে গ্রে বুল চুড়োগুলোর গা ছুঁয়ে, গাছের পাতায় পাতায় শিরশিরে একটা আওয়াজ তুলছে, যেন দূরের কোনও জলপ্রপাত হঠাৎ করেই আঁধার নামল, রানশহাউসের জানালা দিয়ে উঠানে কিছুটা জায়গা আলোকিত করল লণ্ঠনের হলুদ আলো।

ফ্রেড বাউয়ির ঘোড়াটা ক্রিকের সেতুর ওপর দিয়ে সশব্দে পার হলো। উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নামল তরুণ কাউবয়। জানাল, সব ঠিক আছে।

ক্রুরা বারান্দায় বসে আছে, আঁধারে আবছা দেখাচ্ছে ওদের আকৃতি। কে যেন সিগারেটের শেষাংশ টোকা দিয়ে দূরে ফেলে দিল। আগুনের ছোট একটা বিন্দু মাটিতে পড়ে ফুলঝুরির মতো ছড়িয়ে গেল। এতক্ষণ সবাই অপেক্ষা করছিল, বুঝতে পারল বেনন। এখন ফ্রেড বাউয়ি আসায় অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে। বারান্দায় উঠে দাঁড়াল সবাই। 'ভেতরে এসো তোমরা।' রানশহাউসে ঢুকল সিমন্স।

তার পিছু নিয়ে বড় ঘরটায় চলে এলো সবাই। সবার শেষে ঢুকল বেনন। শুনতে পেল বেশ কয়েকটা ঘোড়া আসছে এদিকে। এখনও অনেক দূরে আওয়াজটা, কিন্তু আসছে। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে সিমন্সের রানশে।

ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়েছে সিমন্স। লাল চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে। হাসছে রানশার। তিক্ত হাসি। 'কয়েকজন বাইরে থাকবে, আবার কয়েকজন চলে আসবে ভেতরে,' বলল সে। 'এডি, বাড়ির কোনায় গিয়ে লুকিয়ে থাকো।' তাকাল বেননের দিকে। 'তুমি নিজস্ব কারণে এখানে এসেছ, বেনন। তোমার কারণটা একটু পরেই আমাদের সবার হয়ে যাবে।'

একটা একটা করে জানালার কাঠের পাল্লা বন্ধ করতে শুরু করল সিমন্স। কাজটা সেরে টেবিলের ওপর থেকে লণ্ঠন নিয়ে ঘরের কোনায় রাখল, যাতে কম আলোকিত হয় ঘর। কিরবি, বাউয়ি আর চাঙ্ক অসব্রুক জানালাগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে আবছা দেখাচ্ছে ওদের।

কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে ফাঁপা আওয়াজ করে এপারে চলে এলো ঘোড়াগুলো, উঠানে থামল। আচমকা থামায় হ্রেষাধ্বনি করল কয়েকটা ঘোড়া।

পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বেনন।

'সিমন্স, বাইরে এসো!'

দরজার চৌকাঠে পা দিয়ে ওখানেই থামল সিমন্স, অল্প আলোয় তার চেহারা দেখে মনে হলো হাসি চাপছে। 'এসো, শ্যন!'

বেননের পেছনে বুট ঘষটে সরে গেল কে যেন। পিছনে তাকিয়ে বেনন দেখল ফ্রেড বাউয়ি, লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেছে। 'আওয়াজ কোরো না, বাউয়ি,' সতর্ক করল বেনন।

চোখ দুটো জ্বলে উঠল বাউয়ির, রাগ চাপতে গিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

খুব সাবধানতার সঙ্গে কয়েক পা পিছিয়ে এসেছে সিমন্স। তিনজন লোক ঢুকল ঘরে। শ্যন কর্নি আর শেরিফকে চিনতে পারল বেনন।

সিমন্সের ওপর থেকে ঘুরে বেননের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো শ্যনের। মরগান টাউনের স্মৃতি লোকটার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে, চেহারাতে তার ছাপ পড়েছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আমাদের সঙ্গে মরগান টাউনে যাচ্ছ তুমি।'

সিমন্সের চেহারা দেখে মনে হলো খুব মজা পাচ্ছে। হালকা গলায় জানতে চাইল, 'আজকেই একে তুমি চাকরি দিতে চেয়েছিলে। কেন, শ্যন?'

কড়া নজরে সিমন্সকে বিদ্ধ করল শ্যন কর্নি। 'যাতে ওর ওপর চোখ রাখতে পারি।'

'এখানে চাকরি নিয়েছে ও। আমিই বরং ওর ওপর চোখ রাখব।'

'না,' এক কথায় সিমন্সকে নাকচ করে দিল কর্নি। 'ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

শেরিফের দিকে মনোযোগ সরাল সিমন্স। 'ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কী অভিযোগ?'

'লেসলি কর্নিকে খুন করেছে ও।'

সিমন্সের চোখ নিঃশব্দে হাসল। 'ওই ওয়ারেন্ট ছিঁড়ে ফেলতে পারো।'

'কী?' এক পা সামনে বাড়ল শ্যন কর্নি।

সিমন্সের গলা অবিচল শোনাল। 'বেনন তোমাদের সঙ্গে কোথাও যাবে না।'

নৈঃশব্দের মধ্যে প্রত্যেকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ প্রকট হয়ে উঠল। লণ্ঠনের আলোয় লোকগুলোকে অসহিষ্ণু মনে হলো। মনে হলো, শ্যন কর্নি জোর খাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভ্রূ কুঁচকে গেছে কর্নির। ভাবছে সে। বেনন অনুভব করল, ওর ধারণাই ঠিক, মাথা একটু ধীরে চলে শ্যন কর্নির। কিন্তু লোকটার দৃঢ়তা কেমন? এই পরিস্থিতিতে কী করবে লোকটা?

'তুমি ভুল করছ, সিমন্স,' অবশেষে নীরবতা ভাঙল শ্যন।

সিমন্সের হাত চলে গেল হোলস্টারের কাছে। 'আমি আমার লোকদের নিরাপত্তা দিই, শ্যন। আসার আগে এটা তোমার জেনে আসা উচিত ছিল। বোঝা উচিত ছিল একটা বেহুদা ওয়ারেন্ট এনে আমার লোককে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি। ...হ্যাঁ, একটা উপায় আছে। যদি জোর করে ওকে নিতে চাও, তো চেষ্টা করে দেখতে পারো।' চোখে চ্যালেঞ্জ নিয়ে শেরিফের দিকে তাকাল সিমন্স। 'চেষ্টা করবে, শেরিফ?'

শেরিফের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অসহায় দৃষ্টিতে শ্যন কর্নিকে দেখল সে। বেননের পেছনে আবার বুটের আওয়াজ হলো, আরও একটু সরে

গেল ফ্রেড বাউয়ি।

'আমরা গোলাগুলিতে যাব না,' সিদ্ধান্তে এসে শেরিফকে বলল কর্নি। বিষদৃষ্টিতে সিমন্সকে দেখল সে। 'কালকে মরগান টাউনে আসার আগে আরও একটু ভেবে দেখো। বিপদে পড়ে গেছ তুমি। কালকে যদি মরগান টাউনে তোমাকে দেখা না যায়, তা হলে আমার নির্দেশ থাকবে, যেখানে তোমাকে পাওয়া যাবে, যাতে সেখানেই গুলি করে মারা হয়... পাগলা কুকুরের মতো।'

'কেন আমার পেছনে লেগেছ সেটা বুঝতে পারছি, শ্যন।' হাসল সিমন্স। শান্ত গলায় বলল, 'জানা থাকল আমাকে খোঁজা হবে। তুমিও তা হলে সতর্ক থেকো।'

'লাগতে আসার আগে হাতে কী তাস আছে দেখে নিয়ো আরেকবার।' চোখ সরু করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখল শ্যন, ঘুরে দাঁড়িয়ে শেরিফের উদ্দেশে বলল, 'চলে এসো, শেরিফ।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকগুলো। দু'একটা কথা হলো উঠানে। একটু পরেই ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। এতক্ষণে নড়ল সিমন্স, এডিকে বলল, 'ব্রিজের ওপর পাহারায় থাকবে তুমি। অন্য কাউকে পাঠাবার আগে ওখান থেকে নড়বে না।'

নির্দেশ পালিত হলো। এডি চলে গেল সেতুর দিকে। অসব্রুক আর বাউয়িকে নিয়ে বাঙ্কহাউসে চলে গেল কিরবি। বেননের দিকে ফিরল সিমন্স, এখন আর হাসছে না।

'তোমার নিরাপত্তা দরকার ছিল, পেয়েছ। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। সেজন্যে আমি কোনও দাবি রাখছি না। ইচ্ছে করলে তুমি নিজের পথে চলে যেতে পারো, আমি কিছু মনে করব না।'

'আমি ঋণী থাকতে অভ্যস্ত নই,' শান্ত গলায় বলল বেনন।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' কাঁধ ঝাঁকাল সিমন্স। 'তোমাকে চাকরি দেয়ার পেছনে আমারও কিছু কারণ আছে, সময় হলেই জানতে পারবে। ...আর, ক্রুদের কথা যদি বলো, ওদের সবাইকে আমি চিনি, এই এলাকায় এরা ছাড়া আর কেউ আমার রানশে কাজ করবে না। আমি একটা লড়াইতে জড়িয়ে গেছি, বুঝতে পারছ বোধহয়, শক্তিশালী পক্ষটা আমি নই।' ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটু থামল সিমন্স, তারপর মত পাল্টে বলল, 'ছেলেদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন হবে সেটা তুমিই ঠিক করবে, এ-ব্যাপারে আমার কোনও ভূমিকা থাকবে না। আশা করি বুঝে গেছ ওরা কী রকম, কাজেই নতুন করে কিছু বললাম না।'

বাঙ্কহাউসে চলে এলো বেনন। কিরবি আর অসব্রুক চুপচাপ দুটো বাঙ্কে শুয়ে আছে। ফ্রেড বাউয়ি টেবিলে তাস ফেলে সলিটেয়ার খেলছে, যেন দুনিয়ার আর কোনও দিকে মনোযোগ নেই। তিনজনের কেউ বেননের দিকে সরাসরি চাইল না, কিন্তু স্যাডল রোল বাঙ্কে বিছানোর সময় বেনন অনুভব করল, আড় চোখে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করা হচ্ছে। বাঙ্কে শুয়ে লণ্ঠনের দিকে তাকাল বেনন, চোখ বন্ধ

করে দেখল, হলদে আভা আসছে পাতার ভেতর দিয়ে। এভাবে ঘুমানো কষ্টকর। বাউয়ির দিকে তাকাল বেনন, দ্বিধাহীন চিত্তে নির্দেশ ঝাড়ল, 'আলো নিভিয়ে দাও, বাছা।'

ঝাঁকি খেল ছোকরা কাউবয়ের মাথা। দু'চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে বেননকে দেখল সে। র‍্যাটল স্নেকের মতো ঠাণ্ডা চাহনি। খেঁকিয়ে উঠল, 'জাহান্নামে যাও!'

গা থেকে ধীরেসুস্থে ব্ল্যাঙ্কেট সরাল বেনন, বাঙ্কের কিনারায় হাত রেখে বলল, 'আমাকে যদি বাতি নেভাতে উঠে আসতে হয়, তা হলে জাহান্নাম কেমন সেটা টের পাবে তুমি। আলোটা নেভাও।'

লাথি দিয়ে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল বাউয়ি। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি লড়বে, না হার স্বীকার করে নেবে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিরবি, দু'চোখে চাপা উত্তেজনা। কিন্তু ফুঁ দিয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে দিল বাউয়ি, ধুপধাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল বাঙ্কহাউস থেকে। অসব্রুককে ডেকে নিয়ে বাইরে চলে গেল কিরবি। একটু পরই দড়াম করে বন্ধ হলো একটা দরজা। সিমন্সের সঙ্গে চড়া গলায় তর্ক করছে তিন কাউবয়, আবছা ভাবে শুনতে পেল বেনন।

একটা ব্যাপারে এখন ও নিশ্চিত, সিমন্স নিতান্ত উপায় নেই বলেই এ-ধরনের মানুষদের চাকরি দিতে বাধ্য হয়েছে। সিমন্সের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে লোকগুলো। হয়তো একারণেই ওকে চাকরিতে নিয়েছে সিমন্স, অন্য কাউবয়দের সংযত করতে। এই লাইনে ভাবতে চেষ্টা করল বেনন, কিন্তু বড় বেশি ক্লান্ত ও, কিছুক্ষণ পরেই ঘুমে বুজে এলো দু'চোখ। ঘুমিয়ে পড়ল বেনন।

চার

স্যাডলে উঠে আরাম করে বসল বেনন। 'যাচ্ছি আমি, এলাকাটা একটু ঘুরে ফিরে দেখি।'

'যাও,' অলস গলায় বিড়বিড় করল সিমন্স।

সূর্যের আলোয় হাসছে পাহাড়, গাছপালা, ঝর্না, উপত্যকা। জোরে ছুটতে চাইছে স্পিডি, কিন্তু গতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখল বেনন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বাঙ্কহাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে নীরবে ওর দিকে ঘৃণা নিক্ষেপ করছে গ্যারিক কিরবি। কেন ওকে ঘৃণা করে লোকটা? ফোরম্যানের পদ হারাতে হবে ভয় পাচ্ছে, নাকি অন্য কোনও কারণে? স্পিডির গতি বাড়াল বেনন। ভোরের শিশির জমেছে ঘাসের ডগায়, সূর্যের রশ্মিতে ঝিকমিক করছে হিরের টুকরোর মতো। মাঠ পেরিয়ে দ্রুত ছুটল স্পিডি।

আকাশটা ঘন নীল, একচিলতে মেঘ নেই। পাহাড়ি বাতাসে পাইনের মাদকতা মেশানো গন্ধ। পাঁচশো গজ পার হতেই জঙ্গলের শুরু। মাঝখান দিয়ে গেছে চওড়া, আঁকাবাঁকা একটা পথ, ক্রমশ ওপরে উঠেছে। সে-পথে স্পিডিকে নিয়ে চলল বেনন। একবার ফিরে তাকাল, যা ভেবেছিল তা-ই, একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এসেছে সিমন্সের রানশ থেকে, আড়াআড়ি ভাবে মাঠ পার হচ্ছে, একটু পরেই চলে গেল চোখের আড়ালে।

সকালটা বড় প্রাণকাড়া, মনটা ফুরফুর করছে বেননের। গান ধরল ও:

'স্যাম ব্যাস হ্যাড আ গ্যাল আপ ফ্রিসকো ওয়ে;
টু হিম শি উড বি ওয়েড,
বাট অ্যান আউট-লয লাইফ ইয ফুল অভ স্ট্রাইফ,
অ্যান্ড সো টু হার হি সেইড,
আ উইডো ইউ মাইট সাডেন বি
ইফ আই টেক এ লাভিং ওয়াইফ;
সো ডু নট ক্রাই, বাট সে গুড-বাই;
আই অ্যাম রাইডিং আউট অভ ইয়োর লাইফ॥

বাট দেন হার পও হি সেইস টু স্যাম:
ইয়াংম্যান, ইউ উড বেস্ট স্টেই হিয়ার;
উইদ দিস শটগান, আই উইল মেক ইউ ওয়ান;
সো স্যাম লিভ্‌ড্‌ অ্যানাদার ইয়ার-রর॥

আউট-ল জীবনটাকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গানটিতে, কিন্তু বেননের গলা শুনে মনে হতে বাধ্য, কানের কাছে তারস্বরে ডাকছে কোনও গাধা। কে কী মনে করবে তা নিয়ে গায়ক বেননের কোনও চিন্তা নেই, নিজের আনন্দে গান গায় ও।

পাহাড়ি এলাকা। টিলার পর টিলা। সবুজ ঘাস আর গাঢ় সবুজ পাইনের জঙ্গল। ঝিরঝিরে বাতাস। সেই বাতাসে ভেসে আসছে পাখির কলকাকলি। দূরে সাদা আলোর ঝিলিক দিচ্ছে গ্রে বুলের বরফে ছাওয়া দুটো চুড়ো। চমৎকার পরিবেশ। প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বেননের মনে হলো, মিশে যাবে ও বিশ্বের এই অপরূপ শোভার সঙ্গে। অসংখ্য রঙের একটা ঝিলিক ছিটিয়ে বেননের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল হলদে-সোনালী-সবুজ-নীল একটা কাকাতুয়া।

ট্রেইল ধরে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে চলেছে বেনন। দেখতে দেখতে কখন যেন পেরিয়ে গেল দু-দুটো ঘণ্টা। একটা রিজের ন্যাড়া চুড়োর কাছে চলে এসেছে ও। এখানে ট্রেইল আরেকটা রাস্তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রাচীন একটা সাইনবোর্ড উত্তর দিকে দেখাচ্ছে। ওটাতে লেখা আছে: ***কার্সন্স ফোর্ড।*** নির্দেশিত পথে এগিয়ে কিছুক্ষণ পর খোলা একটা জমিতে চলে এলো বেনন, থামল এখানে।

পুবদিকে একটা সবুজ ঢেউয়ের মতো ওপরে উঠে গেছে জঙ্গল, তবে এই উচ্চতা থেকে অন্য তিনদিকের পাহাড়ি এলাকা একটা মানচিত্রের মতো দেখাচ্ছে। সূর্যের সোনালী আলোয় পাহাড়, টিলা, ঝর্না, বন আর উপত্যকা যেন পটে আঁকা কোনও ছবি। পশ্চিমে রুপোর মতো চিকচিক করছে মরুভূমি। দিগন্তটা দেখাচ্ছে নীলচে। তার চেয়ে অনেক কাছে খেলনার মতো দেখাচ্ছে মরগান টাউনকে, ক্যানিয়নের দু'পাশে শুয়ে আছে, জঙ্গলের গায়ে গা লাগিয়ে। চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে সরাসরি সামনে, নীচের দিকে চাইল বেনন। রিজের দক্ষিণ দিক দিয়ে ওপরে উঠেছে ও, রিজের উত্তর দিকে চাদরের মতো বিছিয়ে আছে একটা উপত্যকা। গ্রীষ্মের খর তাপে শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে ঘাসগুলো। নিচু, লম্বা একটা রানশহাউস আছে উপত্যকার এক ধারে। পাশেই বাঙ্কহাউস, বার্ন, করাল আর কিচেন। পেছনে পাহাড়। বেশ সুরক্ষিত। উপত্যকার ঠিক মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা কালচে-নীল নদী। তার ওপর সেতু আছে। ও-পথই ব্যবহার করে ওই রানশের মানুষ। ওখানে ধুলো উড়ছে, ঘোড়ায় চেপে কী যেন করছে কয়েকজন রাইডার।

চোখে প্রশংসা নিয়ে চারপাশ দেখল বেনন। পুব দিকে তাকাতেই দেখতে পেল আকাশের বুকে খোঁচা মারছে গ্রে বুলের দুটো চুড়ো। এই এলাকার সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার যোগাযোগ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে ওই পাহাড় শ্রেণী। কী আছে ওই পাহাড়ের পর? আরও একটা পাহাড়, নদী, মাঠ, জঙ্গল? জানে না বেনন। ভাবতে গেলে মনটা উদাস লাগে। জীবন থেমে থাকে না। একদিন সবাই আশ্রয় পায়, খুঁজে নেয় শান্ত একটা জীবন। তেমন দিন কবে আসবে ওর জীবনে? বিপদের মুখোমুখি হতে ভালবাসে ও, বিপদই ওকে খুঁজে নেয়। এখানে যা হবে তা একদিন পুরোনো হয়ে যাবে। যদি বেঁচে থাকে, তা হলে অন্য কোনও রাতে, ক্যাম্পফায়ারের ধারে হয়তো মনে পড়ে যাবে আজকের দিনটির কথা। তখন বড় মধুর মনে হবে স্মৃতিটুকু।

আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল বেনন, মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে ফিরে চলল জঙ্গলের মাঝের ট্রেইল ধরে। লক্ষ করল, গাছের সারির পেছনে অপেক্ষা করছে একটা মেয়ে। ট্রেইলের ওপর এমন ভাবে ঘোড়া রেখেছে যে, সামনে এগোনোর পথ নেই।

'গুড মর্নিং, মিস হুইটলি।' থামল বেনন, হ্যাটে আঙুল ছুঁইয়ে ভদ্রতা দেখাল। মেয়েটিকে চিনতে পেরেছে ও, শহরে দেখেছিল। গতকাল সাদা স্কার্ট পরেছিল মেয়েটা, এখন পরে আছে একটা রাইডিং ড্রেস। চমৎকার মানিয়েছে রূপসী মেয়েটাকে। কৌতূহলে চকচক করছে তার কালো চোখ দুটো।

'আমাকে চিনতে পেরেছ তা হলে,' মেয়েটার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখা দিল।

হাসল বেননও। 'পারব না কেন?'

'আমার ধারণা হয়েছিল গতকাল তুমি নানান চিন্তায় অস্থির ছিলে।'

'আমার নাম,' নিচু গলায় বলল বেনন, 'রক বেনন।'

'আমি জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম,' বিড়বিড় করল জুডিথ।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল বেনন। 'নীচের ওই উপত্যকা কাদের?'

'আমাদের।'

'রিজের পেছনে কী আছে?'

'আরেকটা উপত্যকা। ওখানে পেরোল্‌স্‌রা গরু চরায়।' পুব দিকের উঁচু টিলাসারি দেখাল জুডিথ। 'ওদিকে যেতে থাকলে পাবে জেম কর্নির রানশ। রানশটা যদিও চালায় তার মেঝো ছেলে, শ্যন কর্নি।' তীব্র কৌতূহল নিয়ে চাইল জুডিথ। 'জেম কর্নি কিন্তু লেসলি কর্নির বাবা। সে-রাতে তোমার ক্যাম্পফায়ারের কাছে খুন হয়েছে লেসলি কর্নি।'

'আমার ক্যাম্পফায়ার নিভে গিয়েছিল। ঘুমাচ্ছিলাম আমি।'

সরাসরি আসল কথা পাড়ল এবার জুডিথ। 'আমি সে-ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

মেয়েটার চোখে তাকাল বেনন। 'জানলে কী করে যে আমি এখানে থাকব?'

'হ্যারল্ড সিমন্সের রানশ থেকে বেরোনোর পর থেকেই তোমাকে অনুসরণ করছি আমি।'

মনে মনে মেয়েটার প্রশংসা করল বেনন। এতখানি পথ ওকে অনুসরণ করা হয়েছে, তবু টের পায়নি ও। গাফিলতি, নিজেকে শাসন করল, এভাবে চললে বেশিদিন আর বাঁচতে হবে না। মুখে বলল না কিছু, অপেক্ষা করছে, মেয়েটা মুখ খুলবে।

'গুলির ব্যাপারে কোনও কৌতূহল আছে তোমার?' একটু থেমে থেমে জিজ্ঞেস করল জুডিথ।

একটা চুরুট ধরাল বেনন, প্রশ্নটা নাড়াচাড়া করে দেখল, তারপর বলল, 'কিছুটা। গুলির পর আমি কেবিনে দেখতে গিয়েছিলাম।'

'কেবিনের ভেতরে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

উদগ্রীব মনে হলো মেয়েটাকে, স্যাডলে একটু সামনে ঝুঁকে এলো। 'কিছু কি পেয়েছ কেবিনে, বেনন? এমন কিছু, যেটা তুমি পকেটে করে নিয়ে এসেছ?'

মেয়েটার হাত লক্ষ করল বেনন। লম্বা, সরু আঙুলগুলো দুধ-সাদা। সুন্দর নখ। হাতের আকৃতি অত্যন্ত চমৎকার, আকর্ষণীয়। এই মুহূর্তে মেয়েটা স্যাডল হর্ন আঁকড়ে রেখেছে দু'হাতে। গাছের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে মেয়েটার ঘন কালো চুলে, চিকচিক করছে। রাইডিঙের পোশাক পরে আছে, তবু মেয়েটার শরীর থেকে মহিলাসুলভ মোহনীয়তা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এমন ভাবে কারও নারীত্ব নাড়া দেয়নি আগে বেননকে। চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে পুরো মনটা যেন দখল করে নিচ্ছে জুডিথ।

'কিছু নিয়ে এসে থাকলে দিয়ে দাও, বেনন,' নীরবতা ভাঙল জুডিথ।

'এর আগে অনেকেই আমাকে বিশ্বাস করেছে,' ধীর গলায় বলল বেনন।

'কেউ তারা ঠকোন।'

স্যাডলে সোজা হয়ে বসল জুডিথ, আস্তে করে মাথা দোলাল। 'যদি জানতে চেয়ে থাকো আমি বিশ্বাস করি কি না তোমাকে, আমি বলব, করি বিশ্বাস।'

'কী ধরনের মানুষ ছিল এই লেসলি কর্নি?'

মুখটা কালো হয়ে গেল জুডিথের। ভয়ে নয়, টের পেল বেনন, তিক্ত স্মৃতি রোমন্থন করছে মেয়েটা। বিড়বিড় করে বলল, 'মৃত মানুষের বদনাম করতে নেই, বেনন।'

'ওর কোনও শত্রু ছিল?'

'কোনও বন্ধু অন্তত ছিল না।'

পরিস্থিতি পরিষ্কার বুঝতে হলে প্রশ্ন করতেই হবে, কাজেই জিজ্ঞেস করল বেনন, 'ও কি একা ওই কেবিনে বাস করত?'

'না। কর্নিদের রানশে থাকত।'

'তা হলে রাতের বেলা ওই কেবিনে কী করছিল সে?'

অপলক চেয়ে থাকল জুডিথ, কোনও জবাব দিল না। চুরুট নিভে গেছে, ওটা ধরিয়ে দীর্ঘ নীরবতায় ছেদ টানল বেনন। কিছুটা লজ্জা লাগছে ওর অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে, কাজেই অন্য প্রসঙ্গে সরে এলো। 'আমার মতো মানুষের পক্ষে এত কথা কাউকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, দুঃখিত, মিস। আমি চির ভবঘুরে, সব ট্রেইলই পাহাড়ের দিকে গেছে। পাহাড়ে উঠে দেখব সামনে আরেকটা পাহাড়, সেটাও পেরোতে চাইব। এভাবেই একসময় কেটে যাবে জীবনটা। তারপর মৃত্যু এসে ডেকে নেবে আমাকে। তার আগে মুক্তি...' কী ভাবছে বুঝতে পেরে থেমে গেল বেনন। সংসার বোধহয় ওর জন্য নয়।

নিচু স্বরে প্রশ্ন করল জুডিথ, 'যদি ভবঘুরেই হও, তা হলে এখানে রয়ে গেলে কী কারণে?'

'হ্যারল্ড সিমন্স আমার উপকার করেছে, ঋণটা শোধ করতে হবে।'

'তুমি ঋণী করো, ঋণী থাকো না, তাই না?'

খুব মোলায়েম গলা জুডিথের, শুনলে মনে হয় নূপুরের রিনিঝিনি। পরিপূর্ণ এক যুবতী জুডিথ, অপরূপা, অতুলনীয়া, সৌন্দর্যের এক অবাক করা আধার। একদিন কেউ এই মেয়েকে জয় করে নেবে, সেদিন হয়তো এই মেয়ের বুক ভরা ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে সে-লোক। তার সামনে আর কোনও পথ থাকবে না যে, সামনে ছুটবে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। জুডিথকে যে পাবে, তার ছোটার দিন শেষ, থিতু হয়ে জীবনকে উপভোগ করার সময় শুরু। নিজেকে খুব একা লাগল বেননের।

'ঋণী থাকলে আত্মসম্মান থাকে না,' দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল বেনন। 'আর আমার মতো মানুষের সম্মান ছাড়া দুনিয়াতে আর আছেই কী!'

'সাহস, তোমার সাহস আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল জুডিথ। 'গতকাল মরগান টাউনে তোমাকে দেখেছি আমি, নির্ভীক ভাবে শ্যন কর্নির মুখোমুখি হয়েছিলে।

হ্যারল্ডের কপাল ভাল তোমার মতো মানুষকে পক্ষে পেয়েছে। ওর লোকেরা...' ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে গেল জুডিথ, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'মানুষ হিসেবে হ্যারি ভাল। তোমাদের মধ্যে মিলও অনেক। তফাৎ শুধু এটুকু যে, হাসি দিয়ে মানুষের কাছে নিজেকে গোপন রাখে সে, আর তুমি গোপন রাখো নিস্পৃহ চেহারা দিয়ে।'

আমি ওর মতো হতে চাই, সহজেই মিশতে চাই স্বল্প পরিচিত মানুষের সঙ্গে, বলতে গিয়েও বলল না বেনন। বলল, 'আমি ওকে পছন্দ করি।'

'তোমরা ভাল লড়াকু জুটি,' আবার বলল জুডিথ। চট করে একবার পেছনের ট্রেইল দেখল। তারপর বলল, 'শ্যন কর্নি আজকে একটা মিটিং ডেকেছে। খবরটা সিমন্সের জন্যে জরুরী।'

'ঠিক আছে, আমি ওকে জানিয়ে দেব। ...আর, অন্য কোনও ব্যাপারে... তোমাকে কোনও দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'আমি তো বলেছি, বিশ্বাস করেছি তোমাকে।'

আস্তে করে মাথা নোয়াল বেনন, মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করল। পেছন থেকে কথা বলে উঠল জুডিথ। থামল বেনন, মেয়েটা পাশে আসার পর এগোল আবার।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে জুডিথের। তীব্র, ব্যাখ্যাতীত একটা কৌতূহল বোধ করছে ও অন্তরে। অজান্তেই বারবার চোখ চলে যাচ্ছে বেননের মুখে। সুদর্শন হয়তো বলা যাবে না, তবে শক্তিশালী, সুপুরুষ একজন মানুষ, যার অন্তরটা পরিষ্কার। সতর্কও। চোখে খেলা করছে দুঃসাহস আর সততা। একটু গভীর মনোযোগ দিলেই বোঝা যায়, এই লোক কোনও দিনও বিবেকের টুঁটি চিপে ধরে নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবে না। মাত্র একপলকে চিন্তাগুলো খেলে গেল জুডিথের মনে। লোকটা সিমন্সের মতো সহজবোধ্য হলে আরও ভাল হতো, সখেদে ভাবল জুডিথ।

'অনেক কিছু নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তোমার নজর কেড়েছে,' বলল জুডিথ। 'চোখ-কান খোলা রাখলে আরও অনেক কিছুই জানবে। শ্যন কর্নিকে শত্রু বানিয়েছ তুমি। শ্যন ভুলে যাবার মানুষ নয়। কথাটা তোমার মনে রাখা উচিত।'

'আমার মনে থাকবে, মিস হুইটলি।'

'আমার নাম জুডিথ,' নিচু স্বরে বলল মেয়েটা।

'আমি জানি। বাইবেলে একটা মেয়ে আছে ওই নামের। তার কথা আমি মাঝে মাঝেই ভাবি।'

চোখ নামিয়ে নিল জুডিথ। দু'গালে রক্তিম আভা ধরল। রাশে দোলা দিয়ে পনিটাকে সরাল মেয়েটা, ধীর গতিতে ট্রেইল ধরে নীচে নামতে শুরু করল। তাকিয়ে থাকল বেনন, একটা বাঁকের আড়ালে মেয়েটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল

জুডিথের চলে যাওয়া মনের গভীরে এতটা প্রভাব ফেলবে বুঝতে পারেনি

বেনন। হঠাৎ করেই কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে গেল অন্তর। ট্রেইল ধরে সিমন্সের রানশের দিকে ফিরতে শুরু করল ও, ভুলেই গেল স্বাভাবিক সতর্কতা। জুডিথের কথা ভাবছে।

কাঠুরেদের একটা ক্যাম্প আছে খানিক নীচে, পাহাড়ের গায়ে। ওখানে পৌঁছে জোর করেই চিন্তাস্রোতকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো ও। ক্যাম্পটা পাশ কাটিয়ে সহজ আরেকটা ট্রেইল ধরল। এ-পথে দ্রুত উপত্যকায় নেমে যাওয়া যাবে। দিনটা ক্রমেই তেতে উঠছে, গাছের তলায় ভ্যাপসা গরম। 'যার য়া প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি বা কম কারও পাওয়া উচিত নয়,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। 'সিমন্সের ঋণটা শোধ করে দিয়ে চলে যাব আমি এখান থেকে।' ভাবনাটা মনের মাঝে বার কয়েক আউড়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল বেনন। বাঁধনহীন পাখির মতো মুক্ত ও, স্বাধীন। কারও তোয়াক্কা করে চলতে হয় না ওকে। সুখের স্বপ্ন দেখতে হলে, থিতু হওয়ার কথা ভাবতে হলে জীবনটাকে নির্দিষ্ট ছকে বাঁধতে হবে। এখনই তার সময় হয়েছে তা মনে করে না ও। সুখ কোনও এক অচিন পাখি, একদিন হয়তো ওর বুকে বাসা বাঁধবে।

কানের কাছে ভ্রমরের মতো গুঞ্জন শুনতে পেল বেনন। পর মুহূর্তেই আওয়াজটা। 'টাশ্‌শ্‌!'

সামনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেল স্পিডি। স্যাডল থেকে পিছলে নেমে পড়ল বেনন, কয়েক গড়ান দিয়ে চলে এলো একটা পাইন গাছের পেছনে। এবার একটু সুস্থির লাগছে! রাইফেলধারীর খোঁজে সামনের ঝোপগুলোকে তীক্ষ্ণ নজরে জরিপ করল বেনন। তখনও গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায়নি।

গুলিটা ডানদিক থেকে করা হয়েছে, আওয়াজ ওদিক থেকেই এসেছে। মরা গাছের কাণ্ড আর ঝোপঝাড়, কটনউড – যেকোনটার পেছন থেকে গুলি করা যেতে পারে। একটা মিউল হরিণ ট্রেইল ধরে নেমে আসছে, দেখল বেনন। ওটার লেজ হঠাৎ করেই খাড়া হয়ে গেল, লাফ দিয়ে একটা ঝোপে ঢুকে গেল হরিণটা।

দুশো গজ দূরে ওপরের ট্রেইলের ধারে বিরাট একটা মরা পাইন গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। অ্যাম্বুশের জন্যে জায়গাটা আদর্শ। ওখান থেকে নীচের ট্রেইলে অনেক দূর দেখা যাবে।

হামাগুড়ি দিয়ে আরেকটা গাছের পেছনে চলে এলো বেনন, তারপর ক্রল করে ঘুর পথে উঠতে শুরু করল পাইনের গুঁড়ি লক্ষ্য করে। জঙ্গলের মাটি দেখা যায় না ঝরা পাতায়। ভেজা ভেজা পাতা, কোথাও বা সূর্যের আলো পড়েছে বলে শুকনো। আওয়াজ না করে এগোনো কঠিন, তবে বেননের অভিজ্ঞতা আছে। ধীরে হলেও নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে ও পাইনের গুঁড়ির দিকে।

মরা পাইনের পেছনে চলে এলো বেনন, অস্ত্র হাতে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল ওপড়ানো শেকড়ের কাছে। শেকড়ের তলায় বেশ খানিকটা জায়গা গর্ত হয়ে আছে, ওখানে একজন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারবে।

কেউ নেই ওখানে। গর্তে নেমে নীচের ট্রেইলে চোখ বোলাল বেনন, দেখতে

পেল উল্টোদিকে জঙ্গলের সীমানার খানিকটা পেছনে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। গ্যারিক কিরবি চুপ করে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। গুলিটা সে-ই করেছে, সন্দেহ নেই। গুলি করে সরে গেছে অন্যদিকে। রাইফেলটা এখনও কোলের ওপর রাখা।

অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলো বেনন, তৈরি হয়ে আছে, দরকারে দেরি না করে গুলি করবে। ওকে দেখল কিরবি, কিন্তু রাইফেল তোলার চেষ্টা করল না একেবারে কিরবির সামনে গিয়ে থামল বেনন। হাঁপাচ্ছে ও এখনও, উত্তেজিত হয়ে আছে স্নায়ু। লক্ষ করল, গ্যারিকের চোখ থেকে শীতল ক্রোধ ঝরে পড়ছে। রাগ দূর হয়ে গেল, সতর্ক হয়ে উঠল বেনন।

'কিছু বাজে অভ্যেস আছে তোমার, কিরবি,' শান্ত গলায় বলল বেনন, 'তার মধ্যে একটা হলো পেছন থেকে গুলি করা।'

'আমি তোমার গায়ে গুলি লাগাতে চাইনি,' জবাবে বলল কিরবি। 'চাইলে পারতাম।'

'তা হলে গুলি করেছ আমাকে একটু ভয় খাওয়ানোর জন্যে, নাকি!'

ঘোড়া থেকে নামল কিরবি, রাইফেলের বাঁট মাটিতে রেখে মাযলের ওপর একটা হাত রাখল। ছোটখাটো মানুষ সে, বেননের চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে মুখ উঁচু করতে হলো এতে করে কিরবির রাগ আরও বেড়ে গেল। এক পা পিছাল কিরবি, হুঁশিয়ার করার জন্যে বলল, 'ভবঘুরে আগন্তুকদের পছন্দ করি না আমি।'

'সেটা আমি গত রাতে টের পেয়েছি,' শুকনো গলায় বলল বেনন।

'এখানে এসে হুইটলির মেয়ের সঙ্গে দেখা করার অর্থ কী?' ভ্রূ কুঁচকাল কিরবি। মাথা নাড়ল। 'ব্যাপারটা আমার কাছে কাকতালীয় মনে হয়নি।'

'তোমার সমস্যাটা কী, বন্ধু? মিস হুইটলির সঙ্গে কথা বলায় তোমার এত গায়ে লাগছে কেন!'

'কারণ আছে তাই। কারণটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে নাকি! আমি তোমাকে পছন্দ করি না, এটাই যথেষ্ট। লেসলির খুনের ব্যাপারে অনেক বেশি জানো তুমি।' দোনলা বন্দুকের নলের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কিরবির চাহনি। 'আসলে কতটুকু জানো তুমি, বেনন?'

'তা দিয়ে তোমার কাজ কী!'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল কিরবির। লোকটার চোয়াল ভাঙা চেহারায় ক্ষণিকের জন্যে একটা ভয়ের ছায়া দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ব্যাপারটা মনের খাতায় টুকে রাখল বেনন। খানিকটা বোঝানোর সুরে বলল, 'দেখো, আমাদের উচিত পরস্পরকে মানিয়ে চলা। আমি ঠিক করেছি কিছুদিনের জন্যে সিমসের সঙ্গে থাকব। তুমি যদি আমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারো, তা হলে আগেই তা জানিয়ে দাও, আমি তৈরি থাকব। কেউ আমাকে পাখির মতো গুলি করে মারতে চাইবে জানলে আমারও অনেক কিছু করার আছে এই খেলা দু'জন খেলতে পারে

'তোমাকে কর্নিদের লোক বলে মনে হচ্ছে আমার,' নিচু স্বরে অভিযোগ করল কিরবি।

'তুমি ভুল ভাবছ। গতকাল শ্যন কর্নির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। কথাটা তোমার জানা আছে।'

'শ্যন কর্নির সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করে না কেউ। করলে পার পায় না। এর একটাই অর্থ। গোটা ব্যাপারটা সাজানো ছিল।'

'মানিয়ে চলবে, নাকি চলবে না? আমার জানা থাকা দরকার যে তোমার কাছ থেকে বিপদ আসবে কি আসবে না।'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল কিরবি। 'চাঙ্ক অসক্রুককে পিটিয়েছ তুমি, ফ্রেড বাউয়িকে ধমক দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে ওরকম কিছু করতে এসো না, আমি তোমাকে অত সহজে ছেড়ে দেব না। আমি সিমন্সের পক্ষে রানশটা চালাই, কথাটা মনে রেখো। এখানে থাকতে হলে আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে তোমাকে। কী বলেছি বুঝতে পারছ? আমি ফোরম্যান, আর তুমি সাধারণ একজন কাউবয়।'

'তোমার কথাটা মানতে পারছি না।'

'কোন্ কথাটা!'

'তোমার নির্দেশ মানতে হবে বলছ, সেটা আমার পছন্দ নয়

'যা বলার বলে দিয়েছি, সাবধান থেকো।'

'তুমিও বন্ধু,' অতি ধীরে বলল বেনন, 'খুব সাবধানে থেকো। পরেরবার পেছন থেকে কেউ গুলি করলে তাকে আমি ছেড়ে দেব না।'

কড়া চোখে বেননকে একবার দেখে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল কিরবি, ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ট্রেইল ধরে ওপরে উঠে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বেনন, তারপর লোকটা অনেক দূরে চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে হাঁটতে শুরু করল, স্পিডিকে নিয়ে ফিরে চলল সিমন্সের রানশের দিকে। ট্রেইল ধরে নেমে এসে চওড়া মাঠে চলে এলো ও আধঘণ্টার মধ্যে। সেতু পেরিয়ে সিমন্সের উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নামল।

ক্রুরা সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে, তবে সিমন্স আছে তার অফিস ঘরে। একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে বসে আছে সিমন্স, নানা ভাবনায় ন্যাজেহাল। বেননকে ঘরে ঢুকতে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'ফিরেছ তা হলে তুমি।'

'ফিরব না ভাবছিলে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সিমন্স। 'চলে গেলে তোমাকে দোষ দিতে পারতাম না।'

একটা চুরুট ধরাল বেনন, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মিস হুইটলি তোমাকে জানাতে বলেছে, আজ রাতে সবাইকে নিয়ে নিজের রানশে মিটিং করবে শ্যন কর্নি।'

'তা হলে জুডিথের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার।' অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল সিমন্স। 'তুমি, বন্ধু, খুব দ্রুত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। বড় বেশি

দ্রুত।'

'তাতে তোমার আপত্তি আছে?'

একটু দ্বিধা করল সিমন্স, তারপর বলল, 'না। আসলে আমি খুব নার্ভাস বোধ করছি। কী বলেছি ভুলে যাও।'

একটু হাসল বেনন। 'শেষ কবে ড্রিঙ্ক করেছ?'

'ড্রিঙ্ক করলে যদি চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতাম, তা হলে সর্বক্ষণ পাঁড় মাতাল হয়ে থাকতাম ...শ্যান কর্নি তা হলে মিটিং ডেকেছে!'

'তুমি যাবে মিটিঙে?'

কেন যেন হেসে ফেলল সিমন্স, আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল, 'সে-কারণে জুডিথ আমাকে মিটিঙের খবর জানাতে বলেনি। না, আমরা ওই মিটিঙে যাব না। আজ রাতে অন্য জায়গায় কাজ আছে আমাদের।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিমন্স। 'শিগ্‌গিরই তুমি জানবে কেন আমরা ওই মিটিঙে যাব না। আমার সঙ্গে থাকো, বেনন, কথা দিতে পারি, প্রচুর উত্তেজনার খোরাক পাবে।'

রানশার মিথ্যে বলছে না, চেহারা দেখে বুঝতে পারল বেনন।

পাঁচ

সন্ধে নেমেছে বেশ অনেকক্ষণ হলো। আঁধার হয়ে গেছে চারপাশ। সিমন্সের উঠানে জড় হয়েছে ক্রুরা, রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত।

গ্রে বুল পর্বতের গা ছুঁয়ে আসছে হিমশীতল বাতাস। চাঁদ ওঠেনি আকাশে। অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সিমন্স। লণ্ঠনের হলদে আলোয় তাকে দেখাচ্ছে প্রাচীনকালের কোনও জলদস্যুর মতো। লোকটার স্নায়ু টানটান হয়ে আছে জমাট উত্তেজনায়, বারান্দায় দাঁড়িয়েও টের পেল বেনন। এখন হাল্কা আচরণ করছে না সিমন্স, প্রতিটি নড়াচড়া তার সুচিন্তিত। সিগারেটে সুখ টান দিয়ে শেষ অংশটুকু ধুলোর মধ্যে ফেলে দিল রানশার সবার ওপর ঘুরে এলো তার দৃষ্টি, স্থির হলো বেননের ওপর।

'কোনও প্রশ্ন, বেনন?'

'না।' কৌতূহল প্রকাশ করল না বেনন।

'ঠিক আছে তা হলে!' বারান্দা থেকে নামল সিমন্স। উঠানে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘোড়া। স্যাডলে উঠে এগিয়ে চলল সেতুর দিকে। তার পেছনে চলল সবাই। এক মিনিটের মাথায় সেতু পার হয়ে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যাওয়া ট্রেইল ধরে ওপরের দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা।

কিছুক্ষণ পর একটা ক্যানিয়নের পাশ দিয়ে ছুটল সিমন্সের ঘোড়া। নীচে নদী আছে, পানির ছল-ছলাৎ শুনে বুঝতে পারল বেনন। আধঘণ্টা হলো এক নাগাড়ে

ছুটছে ঘোড়াগুলো। কোথায় যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে বেননের কোনও ধারণা নেই। অল্পক্ষণ ঘোড়া হাঁটাল ওরা। বোধহয় কোনও রানশহাউস পাশ কাটাল। তারপর আবার ছুটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই গাছের তলা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, ফাঁকা একটা জায়গায় পৌঁছে থামল।

'সিমন্স?' গাছের আড়াল থেকে প্রশ্ন করল একটা কণ্ঠ।

'হ্যাঁ।'

'সামনে যাও।'

কয়েকশো গজ পরেই খোলা জায়গাটা চওড়া হয়ে গেল বেশ বড় একটা মাঠে উপস্থিত হলো ওরা। কাউকে বলতে হলো না, বেনন বুঝে গেল কী চলছে এই অঞ্চলে। ওর কান আর নাক বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ভেড়ার গন্ধ বাতাসে ডাকছে ওগুলো তীক্ষ্ণ নজরে তাকাতেই সাদা সাদা প্রাণীগুলোকে আবছা ভাবে দেখতে পেল বেনন।

আরেকটা লোক সিমন্স আছে কি না জিজ্ঞেস করল সিমন্স জবাব দিতেই গাছের আড়ালে সরে গেল সে।

'কিরবি, তুমি সামনের দিকটা দেখবে,' নির্দেশ দিল সিমন্স। 'আমরা পেছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। ট্রেইল ধরেই যাব আমরা, ওপরের মাঠের বাঁকে পৌঁছে ওখানে ছেড়ে দেব। চলো, রওনা হও সবাই। ভেড়া যাতে দলছুট না হয়! তাড়া দেবে, কিন্তু ধাওয়া করবে না! সাবধান!'

এতক্ষণে বুঝতে পারল বেনন, কেন আগে মুখ খোলেনি সিমন্স। গরুর দেশে ভেড়াকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়। অথচ ছোট রানশারদের উন্নতির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে ভেড়া। বড় রানশাররা ভেড়া পালতে দেবে না। চিরাচরিত নিয়মে ছোট আর বড়র সংঘাত বাধবে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত বিজয়ী হয় বড় রানশাররা। কোনও বইয়ে লেখা নেই ভেড়া পালা যাবে না, কিন্তু অলিখিত আইন হচ্ছে, যে ভেড়া পালবে, তাকে শেষ করে দাও। এ আইন অলঙ্ঘনীয়।

মাঝরাতে জঙ্গলের ভেতরের ট্রেইলে ভেড়া নিয়ে আসা গেল। আকাশটা ঘন কালো, গাছের আচ্ছাদনের কারণে কোনও তারা দেখা যাচ্ছে না। সামনের ভেড়াটা নেতা গোছের। সেটার গলায় একটা ঘণ্টি আছে। মৃদু টুংটাং শব্দে বাজছে ঘণ্টি। কাল সকালেই মরগান টাউনে ভেড়ার খবর পৌঁছে যাবে, ভাবল বেনন। কে দেবে, কীভাবে খবর যাবে তা জানা যাবে না, কিন্তু খবর ঠিকই যাবে।

'এখানে আমরা বাঁক নেব,' কিরবির গলা শুনতে পেল ও।

আগের জায়গাতেই ঘোড়া রাখল বেনন, দেখল আরেকজন রাইডার সামনে এগিয়ে গেল। নিচু স্বরে গাল বকছে অসক্রুক। আস্তে আস্তে আবছা সাদা ভেড়ার পাল বাঁক নিচ্ছে। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে সরু কোনও একটা ট্রেইল ধরেছে কিরবি এখানে ভেড়া দলছুট হবে সে-সুযোগ নেই, কাজেই পালের পেছনে ধুলোর ঘূর্ণিপাকে চলে এলো বেনন। সিমন্সের পাশে ঘোড়া নিয়ে এলো।

ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিমন্স, 'কয়টা বাজে?'

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ঘড়ি দেখল বেনন। বিস্মিত হয়ে বলল, 'একটা!'

'আমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ রাত্রি,' মন্তব্য করল সিমন্স।

বিশ মিনিট পর জঙ্গল পেরিয়ে এলো ওরা, বেরিয়ে এলো আরেকটা মাঠে। এখানে ছড়িয়ে গেল ভেড়াগুলো। রাইডাররা ফিরে এলো সিমন্সের কাছে।

'ভেড়ার সঙ্গের লোকরা কোথায়?' জানতে চাইল সিমন্স।

গাছের আড়াল থেকে এক লোক পায়ে হেঁটে বের হয়ে এলো। 'এই যে, এখানে।'

'কাছেই একটা কেবিন আছে, রাতে ওখানে থাকতে পারো তোমরা। কিন্তু দিনে ভুলেও কেবিনের ধারেকাছে যাবে না। সবচেয়ে ভাল হয় জঙ্গলের ভেতর ক্যাম্প করলে। হাতের কাছে রাইফেল নিয়ে তৈরি থাকবে। সকালে নাস্তার পর আসব আমরা।'

ভেড়ার সঙ্গে দু'জন এসেছে। তাদের একজন আইরিশ। 'ঠিক আছে, মিস্টার সিমন্স,' আইরিশ টানে বলল সে।

'চলো তা হলে, বাড়ি ফেরা যাক,' কাউবয়দের উদ্দেশে বলল সিমন্স।

মাঠ পেরিয়ে সর্পিল একটা ট্রেইল ধরল সে। তার পেছনে চলল অন্যরা। একটু পরই র‍্যানশহাউসে পৌঁছে গেল সবাই। স্পিডিকে করালে রেখে স্যাডল হাতে বাঙ্কহাউসে ঢুকল বেনন। স্যাডল রেখে বেরিয়ে এলো আবার। শুনতে পেল, অফিসে কিরবির সঙ্গে কথা বলছে সিমন্স।

'আজ রাতে আমি ঝামেলা আশা করছি না। কিন্তু তুমি জঙ্গলে টহল দেবে। গোলমালের আভাস পেলে আমরা যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর পাই।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এলো কিরবি, কড়া চোখে একবার বেননকে দেখে নিয়ে পাশ কাটাল। করালের দিকে চলে গেল সে। তাকে নিচু স্বরে গাল বকতে শুনল বেনন। একটু ইতস্তত করে অফিসে ঢুকল ও। নিজের চেয়ারে আরাম করে বসে আছে সিমন্স, তবে আজকে তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'আমার তুরুপের তাস তোমার জানা হয়ে গেছে,' বেননকে দেখে বলল সে।

মাথা দোলাল বেনন। একটা চুরুট ধরাল। লক্ষ করল, তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখছে সিমন্স।

'হয়তো জানতে চাইবে আগে কেন বলিনি,' বলল সিমন্স। 'আমি চাইনি তুমি চলে যাও। দেখেই বোঝা যায়, তুমি জাত কাউবয়। ভেড়ার কথায় হয়তো নাক কুঁচকে চলে যেতে। আমি নিজেও ভেড়া পছন্দ করি না।'

বুক ভরে ধোঁয়া টানল বেনন। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কখনও কোনও গানফাইটে দাঁড়িয়েছ, সিমন্স?'

'না।'

'আমি দাঁড়িয়েছি,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। 'শিগ্গিরই তোমাকেও দাঁড়াতে হবে।'

'এ-ব্যাপারে তোমার ধারণা পরিষ্কার মনে হচ্ছে?'

'হুঁ। গরুর দেশে ভেড়া নিয়ে এসেছ তুমি। এর ফলাফল অত্যন্ত মারাত্মক। আগেও এ-ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমি। কোনও ক্যাটলম্যান ভেড়া সহ্য করবে না। আজ রাতে আমরা নীরবে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমি বুঝতে পারছি না জেনেশুনে কেন তুমি নিজের ওপর এত বড় বিপদ ডেকে আনলে।'

সোজা হয়ে বসল সিমন্স। চোখ থেকে হাল্কা হাসির ভাবটা দূর হয়ে গেল। দুশ্চিন্তা ঠেলে সরিয়ে বেননের চোখে নজর রাখল সে। 'বেনন, আমার বয়স এখনও কম। অনেক কিছু পাওয়ার আছে আমার। অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, যেগুলো বাস্তবায়ন করতে চাই। বাবার কাছ থেকে এই রানশটা পাবার সময় থেকেই আমি একজন খুদে রানশার। জেম কর্নি, হুইটলি বা আর্নল্ডরা যেমন দাম পায়, তেমন কেন, তার সিকিভাগ দামও আমাকে দেয় না কেউ। ওদের রানশ বড়, জমি বেশি, অর্থ আছে, ওরা গরু ছাড়া আর কিছু চেনে না। এদিকের পাহাড়ি এলাকার বাইরে আরও একটা জগৎ আছে, সেটাও এরা ভুলতে বসেছে। বাইরের পৃথিবীর কী হাল তাতে এদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি জানি কী ঘটছে বাইরে। গরুর সঙ্গে সঙ্গে ভেড়াও পালা যায়। ভেড়াতে লাভও বেশি। চারপাশে সবাই ভেড়া পালছে। ভেড়া এখানেও আসবে। এদিকের টিলা আর উপত্যকা ভেড়ার জন্যে আদর্শ বড় রানশার হতে গেলে, পিছিয়ে পড়তে না চাইলে, গরুর পাশাপাশি ভেড়াও রাখতে হবে। আমার মত ছোট রানশারদের বড় হতে হলে ভেড়া একটা চমৎকার মাধ্যম।'

একটু চুপ করে থেকে বেনন বলল, 'বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি। হয়তো শেষ পর্যন্ত এই রানশটাও খোয়াতে হবে তোমাকে।'

'এই এলাকায় অনেকেই আমার বন্ধু ছিল,' ভ্রূ কুঁচকে বলল সিমন্স। 'আমি ভেড়ার কথা বলতে শুরু করার পর কেউ আর আমার বন্ধু নেই। সেদিন জেলখানায় আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে দেখেছ তুমি। ওরা জানে আমি আমার ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটাব। আর সেজন্যেই আমার ক্রুদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে ওরা। যাদের এখন চাকরিতে রেখেছি, তাদের ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলতে চাই না, তুমি নিজেই জানো। তবে এরা শক্ত মানুষ। আর শক্ত মানুষই আমার দরকার। কিরবি কর্নিদের রানশে কাজ করত। ওখানে একজনকে ডুয়েলে মেরে ফেলায় তাকে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয়। ফ্রেড বাউয়িকে আমি দু'পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করি না। ওর কোনও নীতিবোধ নেই। চাঙ্ক অসব্রুক ছিল হুইটলির রানশে, সেখান থেকে বরখাস্ত হওয়ায় আমার এখানে এসে জুটেছে। বুঝতে পারছ কাদের নিয়ে কাজ করছি আমি? একমাত্র এডি আমার পুরোনো লোক।' উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে বারকয়েক পায়চারি করল সিমন্স। রাগে থমথমে দেখাল তার চেহারা। 'জাহান্নামে যাক বুড়ো রানশাররা। আমি ভেড়া নিয়ে এসেছি, খেলা শুরু হয়েছে। এবার দেখা যাক ফলাফল কী হয়। একটা কথা বলতে পারি, জান থাকতে পিছাব না আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'লড়াই বাধবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তাতে কিছু যায় আসে না,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল সিমন্স। 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই। আর সারাজীবন ছোট রানশার হয়ে সবার অবহেলা পাবার তুলনায় আমার বয়সটা যথেষ্ট কম।' কথা না বলে কিছুক্ষণ পায়চারি করল সিমন্স তারপর বলল, 'বড় রানশারের মতো টাকা-পয়সা হবে, এটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন মরগান টাউনের ব্যাঙ্কে বুক ফুলিয়ে ঢুকতে পারব, এটা ভাবলেই ভাল লাগে। এক টুকরো কাগজে সই করে চাইলেই বিশ হাজার তিরিশ হাজার ডলার পেতে পারে ম্যাট হুইটলি আমি ওরকম একজন রানশার হতে চাই।'

'ভেড়া পালার পেছনে কারণটা বুঝতে পারছি,' খানিকটা নিস্পৃহ শোনাল বেননের গলা সিমন্সের কাছে ঋণী ও, তা না হলে ভুলেও এই লড়াইয়ে জড়াত না। কিন্তু এখন আর চলে যাবার উপায় নেই। লড়াইয়ের প্রথম পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

রেগে গেল সিমন্স রাগ চেপে বলল, 'মানুষের ভেতরটা তুমি পরিষ্কার দেখতে পাও, বন্ধু বেনন যতটা দেখা উচিত, তার চেয়ে বেশি দেখো।'

'অর্থাৎ, দেখতে পাওয়াটা অনুচিত?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল বেনন। নিজেকে ওর খাঁচায় বন্দি বাঘ বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবী কত খোলামেলা, অথচ কত কাছে থেকেও কত দূরের। ইচ্ছে করলেই ও চলে যেতে পারবে না নিজের পথে।

'আমি তোমার একটা উপকার করেছিলাম,' থেমে থেমে বলল সিমন্স। 'কিন্তু সেজন্যে আমি তোমাকে আটকে রাখব না। ইচ্ছে হলে চলে যেতে পারো তুমি।'

চুরুটের শেষ অংশটুকু অ্যাশট্রেতে টিপে নেভাল বেনন। সিমন্সকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আমরা ধরে নেব কথাটা তুমি বলোনি, ঠিক আছে?'

চুপ করে থাকল সিমন্স। রাগ সামলে নিয়ে হাসার চেষ্টা করল। বেনন বুঝে গেল, কৌতুক বোধ অটুট আছে রানশারের। তবে একে ইচ্ছে করলেই রাগিয়ে দিয়ে ঝগড়া বাধানো সম্ভব। ভবিষ্যতের জন্যে জ্ঞানটুকু মগজের পেছনে রেখে দিল বেনন।

সিমন্স বলল, 'কী সব আজেবাজে কথা বলছি আমরা, চিন্তা করে দেখো একবার! বেনন, আমার আচরণের জন্যে আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে।' মৃদু হাসল বেনন 'আমিও দুঃখিত যে তোমাকে রাগিয়ে দিয়েছি। আমাদের সামনে এখন বিরাট একটা পোকার খেলা, এই বিপজ্জনক খেলার শেষ দেখতে হবে আগেও দেখেছি এ-ধরনের খেলা। হয়তো তোমার কোনও উপকারে আসব আমি। তবে খেলা শেষ হবার আগেই তুমি এমন একটা জ্ঞান পাবে যে, মনে হবে ওই জ্ঞানটুকু না থাকলেই ভাল হতো। বুঝে যাবে রক্তের গন্ধ ভাল না।'

'তুমি শক্ত মানুষ, বেনন,' প্রসঙ্গ পাল্টাল সিমন্স। 'অসক্রুক টের পেয়েছে। ও আর তোমার সঙ্গে লাগতে যাবে না। প্রাপ্য সম্মানটুকু ঠিকই পাবে ওর কাছ

থেকে তবে গ্যারিক কিরবি আর ফ্রেডের ব্যাপারে সাবধান, ওরা অসব্রুকের মতো তোমাকে মেনে নেবে না।'

'জানি।' অফিস থেকে বেরিয়ে এলো বেনন, চলে এলো বাঙ্কহাউসে। কিরবি গেছে পাহারায়, আর এডি কী যেন করছে উঠানে। অসব্রুক বাঙ্কে শুয়ে আছে। টেবিলে তাস ফেলে সলিটেয়ার খেলছে ফ্রেড বাউয়ি বুট জুতো খুলতে খুলতে তার সঙ্গে চোখাচোখি হলো বেননের। ছোকরার চেহারায় আবার নগ্ন বিদ্বেষের ছাপ দেখতে পেল বেনন। মুখের ওপরে ব্ল্যাঙ্কেট টেনে দিয়ে শুলো বেনন, ভাবতে লাগল কী করা যায় ফ্রেডের ব্যাপারে বেত খাওয়া নেড়ি কুকুরের মতো হয়েছে ছোকরার অবস্থা। গজরাতে গজরাতে পিছিয়ে যাচ্ছে, একই সঙ্গে দাঁত বের করে ভয় দেখানোর চেষ্টাও করছে। একে একটু বশে রাখতে হবে। মুখের ওপর থেকে ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে নির্দেশ ঝাড়ল বেনন, 'আলো নেভাও, বাছা।'

টেবিলে দু'কনুই রেখে বেননের দিকে চাইল ছোকরা। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, পাঁজরের হাড়গুলো ওঠানামা করছে। আস্তে করে উঠে বসল বেনন। কিন্তু ওকে কিছু বলতে হলো না, বাতি নিভিয়ে দিল ফ্রেড বাউয়ি।

এই পাহাড়ি এলাকায় ভেড়া ঢুকে পড়েছে নিরাপদে, কিন্তু সবার চোখ এড়িয়ে নয়। পাসের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভেড়ার পাল আসতে দেখেছে জুডিথ হুইটলি। ভেড়াগুলো চোখের আড়ালে চলে যাবার পর ঘোড়া নিয়ে হুইটলি রানশের দিকে ছুটল মেয়েটা। আরও নীচে, আরেকজন দর্শক ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসে নীরবে ভেড়ার পাল দেখেছে। ভেড়াগুলো অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর রুডাবাগ তার নিজের আস্তানায় ফিরল। তামাক চিবাচ্ছে আর এক মনে ভাবছে সে, ভবিষ্যতে পক্ষ নিতে হলে কার পক্ষ নেবে।

ছয়

পশ্চিমের বারান্দায় একটা হুইল চেয়ারে বসে আছে পঙ্গু জেম কর্নি। গায়ের ওপর একটা চাদর টেনে রেখেছে। সূর্যাস্ত দেখছে। রঙিন আকাশ আস্তে আস্তে কালচে হয়ে আসছে, দূরে মিটমিট করে জ্বলছে হুইটলিদের রানশহাউসের আলো অন্যদিকে, আরও দূরে নিচু জমিতে দেখা যাচ্ছে আর্নল্ডদের সাদা রং করা রানশহাউস, আস্তে আস্তে মলিন হয়ে যাচ্ছে রঙটা।

র‍্যাভিন, নদী আর ঢেউ খেলানো পাইনের বন ছাড়িয়ে রুপোলি দেখাচ্ছে কুয়াশাচ্ছন্ন মরুভূমিটা। নীচের দিকে লোকালয়, আর ওপরে নিজের বিশাল রানশ – জীবনটাকে এভাবেই উপভোগ করতে চেয়েছিল জেম কর্নি। টেনেসির পাহাড়ে জন্ম তার, চিরকাল অপছন্দ করে এসেছে সমতল নিচু জমি।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে আসার আগে হুইটলিদের উপত্যকা সংলগ্ন রাস্তায় আরোহীদের আসতে দেখল জেম কর্নি। বাঁক নিয়ে তারা ক্রো ট্র্যাকের দিকেই আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে ছেলেকে ডাকল জেম কর্নি। শ্যন কর্নি পাশে এসে দাঁড়াল। কথা বলল না কোনও, জানে বুড়ো কর্নি আগ বাড়িয়ে কাউকে কথা বলতে দেখলে অসন্তুষ্ট হয়।

'লোক আসছে,' মন্তব্যের সুরে বলল জেম। পরক্ষণেই প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কেন?'

'আমি ওদের আসতে বলেছি,' ব্যাখ্যা করল শ্যন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জেম কর্নি, নীরব একটা দেয়াল তুলে পারিপার্শ্বিকতার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। এখন সে কী ভাবছে, বা তার অনুভূতি কী, সেটা কোনও ভাবেই বোঝার উপায় নেই। তার চেয়েও বড় কথা, শীতল দেয়ালের ওপাশে ছেলেকে রাখে বুড়ো কর্নি। একটা সিগার দাঁতে কামড়ে চোখ সরু করে আরোহীদের আসতে দেখল জেম। প্রতিবেশীরা উঠানে হাজির হতে নিস্পৃহ হয়ে গেল তার চেহারা।

অভিবাদন জানিয়ে বারান্দায় উঠে এলো হুইটলি, রয় ডিকেন্স, আর্নল্ড আর হেনরি র‍্যানিয়ার। অনেক বছর ধরে এদের চেনে জেম কর্নি, তবুও স্বভাব সুলভ ভদ্রতায় আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করল। এই ভদ্রতা বুড়ো কর্নি প্রত্যেকের সঙ্গেই করে।

জেম কর্নির চেয়ারের পেছনে দাঁড়াল শ্যন, চেয়ারসহ বাবাকে তুলে লিভিং রুমে নিয়ে এলো, চেয়ারটা নামিয়ে রাখল ফায়ারপ্লেসের পাশে। পরিশ্রান্ত হলেও বোঝা গেল না, বড় করে শ্বাস টানছে না সে।

অতিথিরা শ্যনের পিছু নিয়ে লিভিং রুমে এসেছে, তাদের বসতে অনুরোধ করল জেম কর্নি।

বসল সবাই।

নিজেও শক্তিশালী লোক রয় ডিকেন্স, তবু শ্যনের শক্তি দেখে প্রশংসার সুরে বলতে বাধ্য হলো, 'তোমার গায়ে বেশ জোর, শ্যন।'

ছেলের দিকে না তাকিয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকাল জেম কর্নি, ভারী গলায় বলল, 'গ্লাস আর বোতল আনতে হবে।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল শ্যন, পেছনে রেখে গেল অস্বস্তিকর একটা থমথমে পরিবেশ। পাইনের একটা গাঁট ঠুস করে ফাটল আগুনে, আলো বিচ্ছুরিত হলো ক্ষণিকের জন্যে, নিচু ছাদের ঘর আর সাদা রং করা দেয়াল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়েই আবার লণ্ঠনের স্বাভাবিক আলোয় ফিরে গেল। বাইরে কিচেনে মানুষ কথা বলছে, প্লেট ধোয়া-মোছার আওয়াজ হচ্ছে।

ফায়ারপ্লেসের ওপরে দেয়ালে ঝুলছে একটা বাফেলো গান। সেটার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে ঝুলছে একটা ক্যাভালরি তলোয়ার। বাফেলো গানটা ছিল জেম কর্নির বড় ছেলের। সে মারা গেছে কী এক অসুখে, ডাক্তাররা ধরতে পারেনি। তারপর আরও দুটো ছেলে হয়েছে জেমের তাদের একজন দু'দিন আগে মারা

গেছে। বাকি রয়েছে শুধু মেঝো ছেলে শ্যন। লিভিং রূমের দেয়ালে মাত্র একজন মহিলার ছবি ঝুলছে, সেটা বুড়ো জেমের বউয়ের। সুন্দরী ছিল মহিলা। দশ বছর আগে মারা গেছে। সেই থেকে আর কোনও মহিলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়নি জেম কর্নি।

হুইস্কি নিয়ে ফিরে এলো শ্যন কর্নি, বাবাকে ড্রিঙ্ক ঢেলে দিল। অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করল জেম, তারা প্রত্যেকে গ্লাসে হুইস্কি নিয়ে বসার পর চুমুক দিল নিজের গ্লাসে। বলল, 'আগামীকাল মরগান টাউনে আমার ছেলে লেসলির শেষকৃত্য হবে। কষ্ট করে আসার দরকার নেই কারও। যে মরেছে সে মারা গেছে, আর যারা জীবিত আছে তাদের এত সময় নেই যে, মরা মানুষের জন্যে মূল্যবান সময় নষ্ট করাবে।'

হুইটলি ছাড়া আর সবাই হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়েছে। ম্যাট হুইটলির বয়স পঞ্চান্ন, তবে পাহাড়ি এ অঞ্চলে এই বয়সী লোকদের বুড়োই বলা হয়। হুইটলির মুখটা সরু, চামড়ার রং ফ্যাকাসে সাদা, গোঁফ আছে। গোঁফের দু'প্রান্তে তামাকের বাদামী ছোপ লেগেছে। হাতগুলো দার্শনিকের হাতের মতো, স্বচ্ছ চামড়ার নীচে নীল শিরা দেখা যায়। কণ্ঠস্বর নরম এবং নিচু, চট করে বোঝা যায় না মনোভাব।

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা,' বলল ম্যাট হুইটলি, 'ঈশ্বর ওর আত্মাকে শান্তি দিন।'

'আমার মনে হয় না দেবে।' অসন্তুষ্ট চেহারায় মাথা নাড়ল বুড়ো রানশার। 'নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী জীবন কাটাত সে। ওই পরিণতির জন্যে নিজেই দায়ী ও। বিছানায় মারা গেছে লেসলি, বুকে একটা বুলেটের ফুটো নিয়ে ওর নিজের গানবেল্ট একটা চেয়ারের পেছনে ঝুলছিল। সন্দেহ নেই, মরার আগে কোনও মেয়ের কথা ভাবছিল সে। সারা জীবন ওই একটা ভাবনাই ছিল ওর মগজ জুড়ে।'

'কিন্তু ও তোমার ছেলে ছিল!' আপত্তির সুরে বলল শ্যন।

'সেটা আমি সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করেছি,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল রানশার। 'হ্যাঁ আমার ছেলে ছিল সে, অপদার্থ একজন মানুষও ছিল

ঘরে একটা নৈঃশব্দ্য নেমে এলো। গম্ভীর মুখে চুপ করে বসে আছে সবাই। আর্নল্ড বুদ্ধি করে প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আমাদের দেখা করতে বলেছিলে, জেম?'

শ্রাগ করল রানশার। 'আমার ছেলে আসতে বলেছে। ও চালাচ্ছে এখন ক্রো ট্র্যাক।' চেয়ারে হেলান দিল জেম, নীরবতার একটা কালো চাদর জড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে একাকী হয়ে গেল সবার মাঝে।

কয়েক পা সামনে এসে দাঁড়াল শ্যন কর্নি, মনে হলো যেন বাবার দীর্ঘ ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাবার মতোই দীর্ঘদেহী সে। লণ্ঠনের আলোয় তাকে আরও প্রকাণ্ড দেখাল। চিবুকটা সামনে বেড়ে আছে শ্যন কর্নির, তাকে আরও উদ্ধত আর বেপরোয়া দেখাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, হিসেবী, বয়স্ক রানশারদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করছে।

'শেরিফকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল আমি সিমসের রানশে গিয়েছিলাম,' কথা শুরু

করল সে। 'রক বেনন নামের একজনকে মরগান টাউনে ধরে নিয়ে আসার কথা ছিল। সিমন্স তাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। ওই মুহূর্তে ওখানে আমি চাইনি লড়াই শুরু হোক, কাজেই রক বেননকে ছাড়াই ফিরতে হয়েছে আমাদের। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ কী আচরণ আমাদের সঙ্গে করেছে সিমন্স?'

শ্যন থেমে যেতে বিড়বিড় করল পেরোল্‌স্, 'বাচ্চা ছেলে... আমাদের সঙ্গে বাজাবাজি করতে চাইছে, নাকি! ওর বাবা আমার বন্ধু ছিল। ছোটবেলায় ওকে ঘোড়ার পিঠে নিয়ে অনেকবার ঘুরিয়েছি আমি। তবে তার মানে এই নয় যে, আমার সঙ্গে কেউ বাজে ব্যবহার করে পার পাবে, সিমন্সের কথা বাদই দিলাম।'

রয় ডিকেন্স তার নারকেলের মতো মাথাটা নাড়ল। কোনওরকম কোনও অনুভূতির ছাপ নেই তার চেহারায়। এমনিতেই একটু রুক্ষ মেজাজের মানুষ সে। 'রক বেনন নামের লোকটাকে ছাড়তে এত আপত্তি কীসের ছোকরার?'

'ওর চোর-বাটপার ক্রুদের সঙ্গে আরেকটা তস্কর যোগ হলো,' বলল আর্নল্ড। 'পুবে আমি রক বেননের নাম শুনেছি। লোকটা আউট-ল ছিল, পরে ক্ষমা করা হয় তাকে।'

'আমি সব সময়েই সিমন্সকে পছন্দ করতাম,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল ম্যাট হুইটলি। 'ওর পরিবারের ভাল চেয়ে এসেছি সব সময়। আর দুর্বিনীত ক্রুদের নিয়োগ দেয়াটা...'

'দুর্বিনীত?' রেগে গেল ডিকেন্স। 'আমি তো বলব ওরা একদল চোর ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'অবশ্যই!' সায় দিল শ্যন। বয়স্ক লোকগুলোর অনুভূতি বুঝতে পারছে সে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে কীভাবে এদের নিজের মতাদর্শে চালিত করা সম্ভব। 'ওই লোকগুলোকে রাখতেই হবে ওকে, ভেড়া আনতে হলে।'

'ভেড়া?' বলল ম্যাট হুইটলি 'ওসব ফালতু, কথার কথা। সিমন্স এত সাহস করবে না।'

'তা হলে বলব হ্যারল্ড সিমন্সকে চেনা এখনও তোমার বাকি,' মন্তব্য করল শ্যন।

শেরিফ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার মুখ খুলল সে, 'সিমন্স একগুঁয়ে ধরনের মানুষ। মতামত বদল করবে না।'

'আমরা সিমন্সের মত পাল্টে দেব,' বিড়বিড় করে বলল আর্নল্ড। এখনও তার ঠোঁটে এক টুকরো তিক্ত হাসি লেগে আছে।

'যদি অবশ্য সত্যি সে ভেড়া আনে,' নিরাবেগ গলায় মনে করিয়ে দিল ডিকেন্স।

'ভেড়া ও নিয়ে এসেছে,' ঘরের মধ্যে বোমা ফাটাল শ্যন। 'চুড়োর কাছে আছে এখন ভেড়াগুলো। সিমন্স ওখান থেকে রেঞ্জে নিয়ে আসবে।'

'কোথায় আছে ভেড়া বললে?' চেয়ারে সোজা হয়ে বসল পেরোল্‌স্

'খুঁজে পাইনি। ওপরে একজন লোককে পাহারায় রেখেছে সিমন্স, সে

রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে। কাছে যেতে হলে তাকে শেষ করে যেতে হবে। এখনই আমি নিজের লোকদের বিপদের মুখে ঠেলতে চাই না।'

খবরটা এমনই, যেন পশ্চিম দিকে সূর্য উঠেছে। ঘরের ভেতরে তাপমাত্রা হঠাৎ করেই যেন কমে গেল। শীতল একটা থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এতক্ষণ রানশাররা একটা সম্ভাবনা নিয়ে অলস আলাপ করছিল। এখন সেই সম্ভাবনা আর শুধুই সম্ভাবনা নেই, বাস্তবে রূপ নিয়েছে। বয়স্ক রানশারদের ভাবান্তর লক্ষ করে খুশি হয়ে উঠল শ্যন। সৎ লোক এরা প্রত্যেকে। দরাজ, দিলখোলা মনের মানুষ। কাউকে কথা দিলে জীবন দিয়ে হলেও কথা রাখবে। কিন্তু কেউ যদি এদের ক্ষমতাকে হেয় করতে চায়, তা হলে তার রক্ষা নেই। সিমন্স ঠিক তাই করেছে। কারও মতামতের তোয়াক্কা না করে ভেড়া আমদানি করেছে সে। ভেড়া যে চরাতে চায়, সে যত বড় বন্ধুই হোক না কেন, সে-বন্ধুত্বের কোনও দাম নেই। এটা গরুর দেশ। এখানে ভেড়া পালতে দেয়া হবে না। হয় না। হয়নি কখনও। ব্যাপারটা ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো। একজন কেউ ভেড়া চরাতে শুরু করলে বাকিরাও তাকে অনুকরণ করবে, বিপদ হবে বড় রানশারদের। তারা সম্মান হারিয়ে কোনওমতেই ভেড়া পালতে পারবে না, প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে পথে বসতে হবে শেষ পর্যন্ত। এরা প্রত্যেকে জানে, তারা সঠিক পথেই আছে, কাজেই প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে বাধবে না কারও। সতর্ক করার পরও যে ভেড়া পালতে চায়, তাকে সহ্য করা হবে না কোনও লোকালয়ে।

আগের মতোই নিস্পৃহ আছে রয় ডিকেন্সের চেহারা, তবে শ্যন জানে, কোনওদিনই সিমন্সকে পছন্দ করতে পারেনি লোকটা। ফ্যাকাসে মুখটা নিচু করে হাতের আঙুল দেখল ম্যাট হুইটলি। গাঁট গুনতে গুনতে বলল, 'খবরটা শুনে সত্যি খারাপ লাগছে।'

'শুধু খারাপ লাগছে?' তীক্ষ্ণ শোনাল শ্যন কর্নির গলা।

'ওপরে লোক পাঠাতে হবে,' নিচু গলায় বলল আর্নল্ড। 'লোক পাঠিয়ে ভেড়ার পাল মেরে সাফ করতে হবে।'

'তোমার কী মত, জেম?' খানিকটা ব্যগ্রতার সঙ্গে জানতে চাইল শেরিফ। রেঞ্জ ওয়ার শুরু হলে তার অবস্থানই সবচেয়ে দ্রুত নড়বড়ে হয়ে যাবে।

জেম কর্নির চেহারা দেখে মনের কথা বোঝা গেল না। অপলক দেখল সে রানশারদের, তারপর ধীর গলায় বলল, 'এই খেলাটা আমার ছেলে চালাচ্ছে।'

ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একজন কাউহ্যান্ড। খুকখুক করে কেশে নিয়ে বলল, 'বাইরে তোমার খোঁজে লোক এসেছে, শ্যন।'

দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো শ্যন কর্নি। বারান্দার এক ধারে উঠানে ঘোড়ার ওপর বসে আছে লোকটা। রাতের অন্ধকারে চট করে তার পরিচিতি প্রকাশ পাবে না। কথা শুরু করতেই তাকে চিনতে পারল শ্যন, রুডাবাগের লোক।

'আমি তোমাকে এখানে আসতে বলিনি,' বিরক্ত হয়ে বলল শ্যন

'ভেড়া ঢুকে পড়েছে এলাকায়,' বলল হিগিন্স। 'খবরটা তোমার জানা দরকার ছিল, নয় কি?'

'কোথায় আছে ওগুলো?'

'পাস রোডের কাছে।'

লম্বা পদক্ষেপে লিভিং রুমে ফিরে এলো শ্যান। দরজার কাছ থেকেই বলল, 'ভেড়া এসে গেছে আমাদের এখানে।'

ঝটকা দিয়ে চেয়ার ছাড়ল আর্নল্ড। 'চলো, এখনই ওদের ঠেকাব আমরা!'

'এক মিনিট,' হাত তুলে বলল শ্যান, 'আগে আমার কথা শুনে নাও। আজকে সিমন্স ঝামেলার জন্যে তৈরি থাকবে। আজকে নয়, অন্য সময়ে হামলা করব আমরা। ওকে ভেড়া নিয়ে আসতে দাও রাত আরও আসবে। নিজেদের সুবিধে মতো সময়ে কাজ সারব আমরা।'

'ভেবেছ কিছু কীভাবে কী করবে...' হাসল আর্নল্ড নিষ্ঠুর হাসি।

'আমি যখন লোক চাইব তখন যেন লোক দিয়ে সাহায্য করতে পারো, সেটা দেখো,' জবাবে বলল শ্যান।

'যে কয়জন চাও, পেয়ে যাবে,' দৃঢ় স্বরে বলল রয় ডিকেন্স।

একসঙ্গে চেয়ার ছাড়ল অন্য রানশাররা। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করল শেষ কোনও সিদ্ধান্তসূচক কথা বলবে জেম কর্নি। কিন্তু জেম শুধু বলল, 'গুড নাইট, জেন্টলমেন।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো রানশাররা। বারান্দা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিল শ্যান কর্নি। সবাই ঘোড়ায় উঠে চলে যাওয়ার আগে বারান্দা থেকে নড়ল না, তারপর ফিরে এলো লিভিং রুমে। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করল। জানে, জেম কর্নি এখন কিছু একটা মন্তব্য করবে। একটা মন্তব্য করেই নিজের মনোভাব বুঝিয়ে দেবে পঙ্গু বুড়ো।

'শ্যান,' বিরক্ত স্বরে বলল বুড়ো, 'খুবই বোকামির কাজ করেছ। নিরেট গাধা না হলে সিমন্সের ওখানে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে না। সিমন্স বাধা দেবে, এটা বোঝা উচিত ছিল। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া যাওয়াই উচিত হয়নি। গিয়েছ, এবং খালি হাতে ফিরে এসেছ। দুটো ভুল করেছ তুমি একটা কাজ করতে গিয়ে। এর চেয়ে অনেক ভাল শিক্ষা তোমাকে দিয়েছি আমি। আমার বংশের নাম ডোবানোর জন্যে তোমাকে আর কিছু না করলেও চলবে, যা করার লেসলিই করে দিয়ে গেছে।'

লাল হয়ে গেল শ্যান কর্নির চেহারা বুড়ো জেম অত্যন্ত বিরক্ত এবং হতাশ না হলে এতগুলো কথা বলত না।

'আমি ঠিকই ওই বেননকে ধরে আনব,' নিচু গলায় বলল শ্যান।

'শুনলাম সে নাকি আউট-ল ছিল?'

'একটু আগে সে-কথা আমিও শুনলাম, আগে জানতাম না।'

'এই লোকটা সে-রাতে এসেছে। তার মানে এ লেসলিকে খুন করেনি। খুনটা

যে করেছে, সে লেসলিকে ভাল করেই চিনত। রক ব্রেনন লেসলির খুনি নয়।'
'আমি জানি।'
প্রশ্নটা সরাসরি ছুঁড়ে দিল জেম, 'তা হলে ওর পেছনে লেগেছ কেন?'
'আমি চাই না সে সিমন্সের হাত আরও শক্ত করুক।'
শীতল চোখে ছেলেকে দেখল জেম কর্নি। এমন একটা কিছু আছে ওই দৃষ্টির মধ্যে যে, অস্বস্তিতে পড়ে গেল শ্যান। 'প্যাঁচালো লোক তুমি,' কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল রানশার। 'আমি হলে তোমার কোনও কথা বিশ্বাস করতাম না। সময়ে সময়ে আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেসব ভাবলে এখনও আমার খারাপ লাগে, কিন্তু সেগুলো ছিল সাদা মনে করা ভুল তুমি অসৎ লোক, শ্যান। আজকে এখানে বসে তোমার কথা শুনলাম, ভেড়া নিয়ে অনেক কথা বললে তুমি, কিন্তু আসলে ভেড়ার কথা তুমি ভাবছিলে না, সর্বক্ষণ তোমার মাথা জুড়ে ছিল সিমন্স। ওকে ঘৃণা করো তুমি।'
'কারণ যাই হোক,' শীতল স্বরে বলল শ্যান, 'আমি সিমন্সের বারোটা বাজাতে চাই।'
চেয়ারের হাতলে চেপে বসল বুড়ো রানশারের দু'হাত। সোজা হয়ে বসল রানশার। তারপর বজ্র গম্ভীর গলায় বলল, 'যদি কারও সঙ্গে তোমার শত্রুতা থাকে, তাকে সরাসরি লড়াইয়ে আহ্বান কোরো। বিরোধিতার কারণ দেখাতে গিয়ে কাপুরুষের মতো মিথ্যের আশ্রয় নিয়ো না। আমি মনে করি না তুমি কাপুরুষ। ঈশ্বর কাপুরুষদের নরকে দিক।'
গমগম করছে ঘরটা এখনও। শ্যান কর্নির মাথার ভেতরে যেন আগুন জ্বলে উঠল। মেঝের দিকে চেয়ে থাকল সে। একটু পর নিচু, উত্তাপহীন স্বরে বলল, 'তোমাকে দোতলার ঘরে দিয়ে আসব?'
তীব্র চোখের তিক্ত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকল জেম কর্নি। শ্যানকে হাত কচলাতে দেখার পর বলল, 'আমার ধারণা গ্যারিক কিরবি লেসলিকে খুন করেছে। তোমার মনে থাকার কথা, খুদে বদমাসটা আমাদের এখানে চাকরি করত। কর্নিদের ঘৃণা করে সে। সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করত লেসলিকে অপমান ভোলার মানুষ নয় কিরবি, ক্ষমা জিনিসটাও তার মধ্যে নেই। আমার পা দুটো যদি ভাল থাকত, তা হলে নিজে গিয়ে হারামজাদার মুখোমুখি দাঁড়াতাম, ছেলের খুনের বদলা নিতাম। আমি যখন পারছি না, আমার হয়ে তোমাকেই দায়িত্বটা পালন করতে হবে।'
'কাজটা আমাকেই ব্যক্তিগত ভাবে করতে হবে, স্যার?'
'লেসলি ছিল বদমাসের গোড়া,' আবেগহীন গলায় বলল জেম। 'কিন্তু আমাদের বংশের লোক ছিল সে। নামটা যাতে ধুলোয় না লুটায় সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। এলাকার লোক আরেকবার দেখুক, মার খেয়ে মার হজম করি না আমরা। যাও, কিরবিকে শেষ করে দাও।'
'যদি...' কথা শুরু করেও থেমে গেল শ্যান। দরজার কাছ থেকে সুরেলা

একটা মিষ্টি গলা জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কি বাড়ি ফিরে গেছে?'

জেম কর্নির সামনে এসে দাঁড়াল জুডিথ হুইটলি, হাসছে। চোখের দৃষ্টি নরম হলো জেম কর্নির।

'বাড়ি গেছে একটু আগে,' বলল রানশার। 'তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের কিন্তু এত রাতবিরেতে পাহাড়ে-টিলায় ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়। একা একা তো নয়ই।' ছেলের দিকে তাকাল জেম। 'শ্যান, জুডিথকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো।'

চিন্তিত চোখে বয়স্ক রানশারের দিকে চাইল জুডিথ। ঠাট্টা করে বলল, 'প্রহরী হিসেবে যাচ্ছে ও? শেয়ালের কাছে মুরগি বরগা দিচ্ছ না তো?'

ভ্রূ কুঁচকে ছেলেকে দেখল রানশার, তারপর বলল, 'শ্যান যদি বদমায়েসি করে, তা হলে ওর ওপর গুলি চালিয়ে দিয়ো, জুডিথ।'

জুডিথের পিছু নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল শ্যান কর্নি। গলা উঁচিয়ে ডাক দিল রানশার, 'কার্টহুইল!'

জীবন্ত একটা পাটকাঠি এসে দাঁড়াল দশাসই রানশারের সামনে। পাটকাঠির মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর আর বিষণ্ন। চোখে প্রভুভক্ত কুকুরের মতো ভক্তির দৃষ্টি।

'শ্যানের সঙ্গে একটু আগে কে দেখা করতে এসেছিল?'

'রুডাবাগ স্মিথের এক চ্যালা।'

নাক দিয়ে অবজ্ঞার শব্দ করল রানশার। 'ইদানীং ভাল ভাল সব মানুষ আমাদের রানশে সাক্ষাৎ দিচ্ছে, কার্টহুইল! ...আমার চেয়ারটা ঘুরিয়ে দাও।'

নির্দেশ পালিত হলো।

'এবার তুমি যেতে পারো।'

নিঃশব্দে চলে গেল কার্টহুইল, বারান্দায় প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

জেম কর্নি চেয়ারে হেলান দিয়ে জেব স্টুয়ার্টের ছবির দিকে তাকাল। মাঝে মাঝে জেব স্টুয়ার্টের সঙ্গে কথা বলে বুড়ো রানশার, নিজেকে স্টুয়ার্টেরই সমকক্ষ মনে করে সে।

'এই দুনিয়ায় আগের মতো সম্মান বা দুঃসাহসের আর স্থান নেই, স্টুয়ার্ট,' বিড়বিড় করে বলল জেম। 'বাঁচার মজা শেষ হয়ে গেছে। তুমি কম বয়সে মরে বেঁচেছ। বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা অত্যন্ত কষ্টের।'

একটা মাঠের মাঝখানে চলে আসার আগে পর্যন্ত জুডিথ আর শ্যান কর্নির মধ্যে কোনও কথা হলো না। মাঠের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় চলে আসার পর জুডিথের ঘোড়ার সামনে নিজেরটাকে নিয়ে এসে থামল শ্যান। অত্যন্ত বিভ্রান্ত আর রাগান্বিত হয়ে আছে সে। জিজ্ঞেস করল, 'বুড়োকে ও-ধরনের কথা বলার কোনও দরকার ছিল?'

'তোমার ওপর আস্থা রাখার ব্যাপারে? সত্যি বলতে কী, শ্যান...

'জুডিথ,' গোঙাল কর্নি। 'মানুষকে একটু দয়া তো করে দেখো!'

'আগে নিজে দয়া কোরো, তারপর অন্যের কাছে দয়া কামনা কোরো,' নিষ্ঠুরের মতো বলল যুবতী।

'হৃদয়টাকে চিরে ফালা ফালা করে দিতে পারো তুমি কঠিন কথা দিয়ে,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শ্যন। 'আমি কী করেছি বলো যে, এরকম ব্যবহার পেতে হবে? জুডিথ, এভাবে আমার ভালবাসাকে অপমান কোরো না তুমি।'

জুডিথের মিষ্টি কণ্ঠস্বর যেন ধারাল একটা ক্ষুর। নরম সুরে বলল, 'সব কিছুই তুমি নিজের মতো করে চাও, তাই না শ্যন? তুমি ভাবো, সবাইকে তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে হবে। কোনও কুকুর যদি তোমার নির্দেশ না মানে, তা হলে সেটাকে তুমি চাবুক মেরে শিক্ষা দেবে। কোনও মহিলা যদি তোমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা না বলে, তা হলে তুমি চাও বোধহয় মহিলাকে চাবুক মারতে। পারলে তুমি মারতে, তাই না, শ্যন?'

ঝটকা দিয়ে জুডিথের ঘোড়ার রাশ ধরে ফেলল শ্যন। রাগে গম গম করে উঠল তার গলা। 'দেখো, জুডিথ,' বলল বজ্রগম্ভীর স্বরে, 'কোনও লোক... আমি আবারও বলছি, কোনও লোক আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না, তোমাকে আমি জয় করে নেবই। হ্যাঁ, আমি হয়তো তোমার পছন্দ মতো অত আবেগবপ্রবণ নই, কিন্তু যা চাই সেটার জন্যে লড়তে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'প্রয়োজনে চাবুক তো আছেই, কী বলো!' তীক্ষ্ণ স্বরে টিটকারি দিল জুডিথ।

দু'হাতে জুডিথের মুখ ধরল শ্যন, প্রায় তুলে ফেলল স্যাডল থেকে। তারপর ঠোঁটে চুমু খেল জোর করে। ঘোড়া চালানোর ছড়িটা জুডিথের হাতে ধরা ছিল, ওটা দিয়ে শ্যনের মুখের পাশে আঘাত করল মেয়েটা। মাথা থেকে হ্যাট পড়ে গেল শ্যনের। ঘোড়াটা চমকে উঠে দূরে সরে গেল। ঘোড়া সামলে আবার জুডিথের মুখোমুখি হওয়ার আগেই থামতে বাধ্য হলো শ্যন। মাত্রাতিরিক্ত শান্ত গলায় কথা বলে উঠেছে জুডিথ। 'থামো, শ্যন, না হলে তোমার বাবার উপদেশ আমার কাজে লাগবে।'

উত্তেজিত শ্যন জিজ্ঞেস করে বসল, 'এত রাতে বাইরে এত ঘোরাঘুরি কীসের তোমার!'

'রাতে বেড়াতে আমার ভাল লাগে,' শান্ত স্বরে বলল জুডিথ।

'একদিন না একদিন রাতে বেড়াতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবে তুমি, দেখো!' এক মুহূর্ত পরেই জিজ্ঞেস করল শ্যন কর্নি, 'যেদিন রাতে গুলির শব্দ হলো, তখন ওই সময় কোথায় ছিলে তুমি?'

হাতের ছড়ি দিয়ে জবাবটা দিল জুডিথ। চড়াৎ করে ছড়ি পড়ল শ্যনের গালে। রাগে ঘোঁৎ করে উঠল শ্যন, দেখল বিদ্যুৎ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

অনুসরণ করার চেষ্টা করল না শ্যন, নীরবে তাকিয়ে থাকল মেয়েটার গন্তব্যের দিকে। এক হাতে ডলছে আহত গাল। চোখে স্বর্ণজ্বরগ্রস্ত রোগীর মতো চকচকে দৃষ্টি।

সাত

হগি গ্র্যান্ট ক্রো ট্র্যাকের একজন রাইডার। মরগান টাউন থেকে ফেরার পথে সিমন্সের রানশের পাশ দিয়ে ফিরছে সে, গেটের কাছে দেখতে পেল দাঁড়িয়ে আছে গ্যারিক কিরবি। ঘোড়াটা এক পাশে সরিয়ে এনে কিরবির কাছাকাছি হলো গ্র্যান্ট। লোকটা সে বয়স্ক, রোদে পোড়া, চেহারার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কালো গোঁফটা আছে দেখার মতো। গ্যারিক কিরবির সামনে থামল সে। গায়ে পড়ে বলল, 'কর্নিদের রানশে কাজ করতে তুমি, কিরবি। কখনোই তোমাকে আমি পছন্দ করতে পারিনি। তুমিও আমাকে পছন্দ করতে না। আর সত্যি বলতে কী, কেউ তোমাকে পছন্দ করে না। আমার তো ধারণা তুমি নিজেও নিজেকে পছন্দ করো না।'

'যেতে থাকো, হগি,' শান্ত স্বরে পরামর্শ দিল কিরবি।

'রাস্তাটা তোমার?' গায়ে পড়া ভাবটা হগির মজ্জাগত। ধীরেসুস্থে পকেট থেকে একটা পেট চ্যাপ্টা বোতল বের করল। কর্ক খুলে চুমুক দিল বোতলে। সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। এবার তামাক আর সিগারেটের কাগজ বের করল সে, ধরাল একটা সিগারেট। মুখ ভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'খাবে এক চুমুক? সেরা জিনিস।'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল কিরবি, কিন্তু চোখ সরাতে পারল না বোতলের ওপর থেকে। নিজের অজান্তে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল।

'আমি চুমুক দিয়েছি, তাই খাবে না? দেমাগ দেখাচ্ছ? দেখাও। এমনিতেই তুমি কোনওকালে মদ বেশি খেতে পারতে না।'

হঠাৎ করেই আবার হাত বাড়াল কিরবি। 'দাও, বোতলটা দাও।' প্রায় ছিনিয়েই নিল সে বোতল, তারপর মুখে তুলে লম্বা চুমুক দিল, যেন অত্যন্ত পিপাসার্ত।

হগি গ্র্যান্টের চোখ দুটো চতুর শেয়ালের মতো জ্বলজ্বলে। কোনও মাতালের চোখের দৃষ্টি অত তীক্ষ্ণ হয় না। দুর্বল আপত্তির সুরে বলল, 'একটু রেখো আমার জন্যে।'

বোতলটা মুখ থেকে নামাল কিরবি, ফিরিয়ে না দিয়ে লোভীর মতো দেখল বোতলটা। একটুই অবশিষ্ট আছে। আরেক চুমুকে শেষ করে দিল সেটুকুও।

'তোমার গলার ভেতরটা মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল,' বিড়বিড় করল গ্র্যান্ট।

'ছয় মাস আমি মদ ছুঁইনি, হগি!'

'শুনেছি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আর কখনও খাবে না।'

চোখে রাগ নিয়ে হগিকে দেখল কিরবি। 'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ঠিকই। তুমি

আবার কোন্ জাহান্নাম থেকে বোতলটা যে নিয়ে এসে দিলে!'

'তোমার বদলে অনেক বেশি দুঃখিত হওয়ার কথা আমার।' খালি বোতলটা দেখাল হগি। 'একেবারে শেষ করে দিলে?' বিরক্তির প্রকাশ ঘটাতে বোতলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল হগি সিমন্সের উঠানের ভেতর। দু'হাতের তালু দেখল কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'না, কিরবি, এরপরের বার আমার কাছে কোনও ড্রিঙ্ক পাবে না তুমি। সারা রাস্তা এখন শুকনো গলায় চলতে হবে আমাকে, ভেবেছ একবার?' রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল হগি, কিরবির উদ্দেশে বলল, 'এখন আবার বোতলের জন্যে শহরে ফিরে যেতে হবে আমাকে! যাবে নাকি আমার সঙ্গে?'

'ড্রিঙ্ক করার জন্যে?'

'তো আর কীসের জন্যে?'

'এক মিনিট, দাঁড়াও,' তাড়াতাড়ি বলল কিরবি। আড়াই মিনিটের মাথায় ঘোড়া নিয়ে হগির পাশে চলে এলো সে, দু'জন চলল শহরের দিকে। সর্বক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে আছে কিরবি।

কিছুক্ষণ পর হগি বলল, 'এতদিন না খেয়ে লাভটা কী হলো তোমার? সেই তো আবার খেতে যাচ্ছ।'

'মদ আমার জন্যে বিষের মতো ক্ষতিকর।' ঘোড়া থামাল কিরবি। হগির দিকে তাকাল। 'তুমি তো জানো মদ আমার কী করে।' ইতস্তত করল। 'তা হলে আমরা কেন শহরে যাচ্ছি বলতে পারো, হগি?'

হগি ঘোড়া থামায়নি। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এসো না তা হলে। এখন মনে হচ্ছে তোমার না আসাই উচিত হবে। বুড়ো জেম কর্নি শহরে আছে। শ্যান কর্নিও শহরে।'

'দাঁড়াও!' ঘোড়া নিয়ে হগির পাশে চলে এলো কিরবি।

'একটু আগে লেসলি কর্নিকে গোর দিয়ে এসেছি আমরা,' বলল গ্র্যান্ট। 'এ-ধরনের কাজ আমার ভাল লাগে না করতে।'

'কর্নিদের আরেকজনকে হয়তো আজকে তোমাদের গোর দিতে হবে।' ছোটখাটো মানুষ কিরবি, কিন্তু তার ভেতর থেকে উপচে পড়ছে বিদ্বেষ আর অপছন্দের ঢেউ। 'আমি কর্নিদের তোয়াক্কা করি না। কর্নিদের কোনও লোকের বন্ধুত্বও আমার দরকার নেই

প্রতিহিংসাপরায়ণ এক খুদে শয়তান, ভাবল হগি। বলল, 'আমিও কিন্তু কর্নিদেরই লোক।'

'তাতে কী হয়েছে? আমি ডরাই?'

'কিছু না। কিছুই হয়নি।' মাথা নাড়ল হগি। 'তুমি ভয় পাবে কেন। সাহস তোমার চিরদিনই বেশি। একটু বেশিই বেশি।'

'আমরা কথা বলছিলাম ড্রিঙ্কের ব্যাপারে,' মনে করিয়ে দিল কিরবি।

সায় দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল হগি। ঢালু রাস্তা ধরে মরগান টাউনে ঢুকল ওরা। স্যাডলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে কিরবি। হাত দুটো ঝুলছে দেহের পাশে।

পারনার তালু ঘষা খাচ্ছে হোলস্টারে রাখা সিক্সগানের বাঁটে।

পশ্চিমের আকাশে সোনালী আভা ছড়িয়ে বিদায় নিয়েছে সূর্য, নেমে গেছে দিগন্তচক্রবালের নীচে। মরগান টাউনের দক্ষিণের বোর্ডওয়াকে সন্ধের আঁধার জমতে শুরু করেছে। ওখানে দাঁড়ানো লোকগুলোর অবয়ব আবছা হয়ে আসছে। শেরিফ জেলখানার সামনে, হুইলচেয়ারে বসা জেম কর্নির পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সেদিকে একবার তাকিয়ে পাশ কাটাল গ্যারিক কিরবি, হোটেলের বারান্দায় অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ানো শ্যান কর্নিকে দেখল না, নামল সেলুনের সামনে। রাস্তায় ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রা হাঁটাহাঁটি করছে। এল্‌ক্‌হর্ন সেলুনের সামনেও তাদের বেশ কয়েকজন আছে। ঘোড়ার দড়ি বাঁধার সময় চট করে তাদের একবার দেখে নিল কিরবি, সরু ঘাড়ের চামড়া লাল হয়ে উঠল। কোনওদিকে আর না তাকিয়ে ঢুকে পড়ল সে সেলুনে। বার পর্যন্ত কিরবির সঙ্গেই থাকল হগি। ক্রো ট্র্যাকের একজন রাইডার একটা বোতল ঠেলে দিল কাউন্টারের ওপর দিয়ে, তারপর হাঁটা ধরল সেলুনের দরজা লক্ষ্য করে।

লোকজন নিচু স্বরে কথা বলছিল, কিরবি বার কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানোর পর তাদের কথার আওয়াজ থেমে গেল। অনেকের নজর ওর পিঠে সেঁটে আছে, টের পেয়ে গলাটা আরও বেশি শুকিয়ে গেল কিরবির।

'রাই হুইস্কি।' সামনে থেকে বোতলটা ঠেলে সরিয়ে বারটেন্ডারকে অর্ডার দিল কিরবি। কাউন্টারের পেছনে আয়না। সেখানে নিজের ভঙ্গুর, পরাজিত প্রতিচ্ছবি দেখে ঘাড়ের ওপর থেকে মস্ত একটা বোঝা হঠাৎ করেই নেমে গেল ওর। চোখ সরু করে আয়নার দিকে তাকাল কিরবি। ওর চোখ লাল হয়ে উঠল। বারটেন্ডার কাউন্টারের ওপর দিয়ে মদের বোতল আর গ্লাস ঠেলে দিতেই গ্লাসে বড় দুটো পেগ নিল সে। চুমুক দিয়ে খালি করে ফেলল গ্লাস।

হঠাৎ করেই বুক পকেটে চাপড় দিল হগি গ্র্যান্ট, বলে উঠল, 'আরে আমার টাকা কই? টাকা নেই দেখছি!'

দরজার দিকে পা বাড়াতেই গ্র্যান্টের হাত খপ করে শক্ত হাতে চেপে ধরল কিরবি। 'যাচ্ছ কোথায়!'

'আসছি,' নিচু স্বরে বলল হগি। 'টাকা নিয়ে আসি।'

কড়া চোখে গ্র্যান্টকে দেখল কিরবি। ঘরের ভেতরটা হঠাৎ করেই যেন আরও নীরব হয়ে গেল। হাতটা ছেড়ে দিল কিরবি। 'যাও, কিন্তু আসতে ভুল কোরো না। তুমি না এলে তোমাকে আমি ধরে আনব, সেটা মনে রেখো। একা আমি মদ খাই না।'

'বললাম তো আসছি।' দ্রুত পায়ে সেলুন থেকে বের হয়ে এলো হগি, ক্রো ট্র্যাকের রাইডারদের পাশ কাটিয়ে রাস্তা পার হলো, চলে এলো হোটেলের বারান্দায়। ওখানে শ্যান কর্নি দাঁড়িয়ে আছে। 'তোমার লোক শহরে এনে দিয়েছি,' বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল হগি, 'জীবনে আর কোনওদিন এধরনের কাজ করতে বোলো না।'

সেলুনের ভেতর পোকার খেলা রেখে হাতের তাস ফেলে উঠে পড়ল নিয়মিত

জুয়াড়ী নীল আইরিশ। চলে যাওয়ার আগে খদ্দেরদের সে নিচু স্বরে পরামর্শ দিল, 'চিপ্স্গুলো নগদ করে নিয়ে চলে যাও, আজকে আপাতত খেলা শেষ।'

সিমন্সের উঠানের কাছে একটা করালের খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসে আছে রক বেন্‌ন, সূর্যাস্ত দেখছে। এসময় কেমন যেন বিষণ্ণ আর একাকী হয়ে যায় ওর মন। কিন্তু আজকে বেননকে একাকিত্ব ভোগ করতে হলো না, কারণ ও বসার একটু পরই জঙ্গলের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হলো লরা সিম্পসন। ঘোড়া থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নামল মেয়েটা, বেননের সামনে দু'হাত কোমরে রেখে দাঁড়াল।

'হ্যালো,' হ্যাটের কানা আঙুলে ছুঁয়ে সম্মান দেখাল বেনন।

দু'হাত পেছনে নিয়ে চুল ঠিক করল মেয়েটা, হাসছে স্মিত। চোখে চির পরিচিতের দৃষ্টি। মনে পড়ল বেননের, দু'দিন আগে মরগান টাউনেও এই একইরকম ঘরোয়া একটা ভাব ছিল মেয়েটার মধ্যে। হয় এ অতি চালাক, নয়তো একেবারেই সহজ সরল, আন্তরিক। নীরবে চেয়ে আছে মেয়েটা, অথচ কত কথা বলছে চোখ দিয়ে! বলছে আমাকে পছন্দ করো, আমাকে বিশ্বাস করো, কারণ আমিও তোমাকে বিশ্বাস করি, পছন্দ করি। এবার লজ্জার ছাপ। দু'গালে রক্ত জমল। না, এ মেয়ে সহজ সরল। মানুষকে এতটা বিশ্বাস করা উচিত নয়, তা এ জানে না।

'সিমন্স কি আছে?' চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে জানতে চাইল লরা।

'আমি ছাড়া আপাতত কেউ নেই এখানে।'

কৌতূহল নিয়ে বেননকে দেখল লরা। মেয়েটার সাদা মুখের সঙ্গে ভারী পুরুষ্টু ঠোঁট দুটো মানিয়েছে খুব। 'আমার নাম লরা সিম্পসন।' হাত বাড়াল লরা। 'আমি আর মা শহরের দর্জির দোকানটা চালাই। তুমিই তো রক বেনন, নতুন লোকটা?'

'হ্যাঁ।' হাতটা ধরে ছেড়ে দিল বেনন। মেয়েটার ব্যবহারে একটা উষ্ণতা আছে, মনের ভেতর কোথায় কী যেন নড়ে ওঠে। মাতৃত্ব? হবেও বা। মেয়েরা শুধু ভোগ্যপণ্য নয়, তারা মা, বোন, পুরুষের শেষ জাগতিক আশ্রয়।

'তুমি খুব সাহসী।' মৃদু হাসল লরা। 'না হলে শ্যন কর্নির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না।'

জবাব দিল না বেনন, লক্ষ করল অনুভূতির প্রকাশ কী অবলীলায় মেয়েটার চেহারায় ছাপ ফেলছে। বিস্ময় হলো ওর। বেননের ব্যবহারে কাছে যাওয়ার আভাস নেই দেখে একটু যেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে মেয়েটা। কাঁধ উঁচু করল। 'আর কেউ যখন নেই তো তোমাকেই বলি, গ্যারিক কিরবি এল্‌ক্হর্ন সেলুনে পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ে আছে। বাইরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ক্রো ট্র্যাকের লোকজন। ওরা কিরবিকে ঘৃণা করে, জানো নিশ্চয়ই?'

'ধন্যবাদ,' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন।

আরও কিছু বলবে সেই প্রত্যাশা ছিল মেয়েটার, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, ওঠানামা করছে বুক। তারপর বেনন যখন কিছু বলল না, স্টিরাপে পা দিয়ে

ঘোড়ায় উঠল, চলে যাবার আগে বলল, 'খবরটা সিমন্সের কাজে আসত, কিন্তু... তুমি যেহেতু একা...' হাসল লরা, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'একটা কথা মনে রেখো, প্রতি শনিবার রাতে শহরে নাচের আসর হয়।' এবার মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল কেন যেন। বেননকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঘোড়া ছোটাল। একটু পর চলে গেল গাছের আড়ালে।

মেয়েটার হ'তের কথা চিন্তা করল বেনন। হাতটা মনে রাখতে হবে। মগজে থেকে যাবে, সময় মতো দেখা যাবে ঠিকই মনে পড়ে গেছে। এবার হাতের কথা ভুলে গেল বেনন জরুরী, অত্যন্ত জরুরী একটা কাজ পড়ে আছে সামনে। গ্যারিক কিরবি কর্নিদের হাতের মুঠোয়। তাকে উদ্ধার করতে হবে। উপায়? জানা নেই। নির্ভর করে শহরের পরিবেশের ওপর। সফল হবার সম্ভাবনা? নেই বললেই চলে। নিজে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা? শতকরা একশো ভাগ। বাঁচার সম্ভাবনা? খুবই কম। কিন্তু কিরবিকে বাঁচানোর শেষ একটা চেষ্টা না করলে নিজের কাছে কতটা ছোট হবে ভাবতেই সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়ে গেল বেননের। মনে শুধু একটা প্রশ্নই জাগল, গ্যারিক কিরবির মতো ধূর্ত বুড়ো শেয়াল কর্নিদের ফাঁদে পা দিল কী করে!

এই প্রশ্নটা মনে নিয়েই স্পিডির পিঠে চাপল বেনন, এগিয়ে চলল দু'সারি গাছের মাঝ দিয়ে মরগান টাউনের দিকে। দ্রুত গতিতে ছুটছে স্পিডি। বেশিক্ষণ লাগবে না শহরে পৌঁছুতে।

তারপর? উপরওয়ালা জানেন!

বিবর্ণ সন্ধের আলো মিলিয়ে গিয়ে রাত নেমেছে মরগান টাউনের ওপর। পাহাড়ের মাথায় উঠেছে এক ফালি বাঁকা চাঁদ, তারার আলোয় পথ চলছে। শহরের বাড়িগুলোয় সাঁঝের বাতি জ্বলে উঠেছে, জানালা আর খোলা দরজা দিয়ে হলুদ আলো এসে পড়ছে বোর্ডওয়াক আর রাস্তায়। আলো এবং আঁধারিতে নড়াচড়া করছে মানুষ। তাদের নিচু স্বরের কথার আওয়াজ পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পাচ্ছে বেনন। সাপার খাবার সময় এখন। সুস্থির হয়ে বিশ্রাম নেবার সময়। কিন্তু অভ্যস্ত বলেই বেনন বুঝতে পারছে, চাপা একটা উত্তেজনা আছে শহরের পরিবেশে। হঠাৎ করে খারাপ একটা কিছু ঘটবে, সে-সম্ভাবনায় অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে আছে শহর। সেলুনের ভেতর থেকে স্বাভাবিক হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে না। সেলুনের একটু দূরে হিচর‍্যাকের সামনে ঘোড়া থেকে নামল বেনন, টের পেল, ওকে চিনতে পেরে পেছনে চাপা গলায় আলোচনা করছে কয়েকজন লোক। খবরটা নিঃসন্দেহে দ্রুত ছড়িয়ে যাবে। এল্‌ক্‌হর্নের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ক্রো ট্র্যাকের কয়েকজন কাউবয়, তারা যেভাবে সরে দাঁড়িয়ে বেননকে পথ করে দিল, তাতে বোঝা গেল, কাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে, সে-সম্বন্ধে তাদের নিশ্চিত ধারণা আছে।

সেলুনের আবছা আঁধারিতে ঢুকে একটু থামল বেনন, স্বল্প আলোয় চোখ সইয়ে নিয়ে তারপর সামনে বাড়ল। শুনতে পেল, পেছনে কাউবয়রা কথা বলছে।

একজন বলল, 'যাও, টেডি, শ্যন কর্নিকে খবর দাও।'

বলার ভঙ্গিতে আনন্দ পাবার সুর পরিষ্কার। লোকটা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কী ঘটে দেখার জন্যে।

বার কাউন্টারের সামনেটা বেশ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। এরকমটাই দেখবে, আশা করেছিল বেনন। আলোর সরাসরি নীচে কাউন্টারের পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারিক কিরবি। সেলুনে অন্তত তিরিশজন লোক। কথা বলছে না কেউ। কিরবির ধারেকাছে কেউ নেই। কিরবির দু'হাতে দুটো উদ্যত সিক্সগান, তাক করে রেখেছে লোকজনের ওপর। মনে হচ্ছে সিক্সগানের ওজনে যে-কোন সময় হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে সে। কাউকে নির্দিষ্ট করে দেখছে না কিরবি। ওর চোখে মাতালের ঘোলা দৃষ্টি। বেহেড মাতাল হয়ে আছে কিরবি, সিক্সগান নেড়ে খসখসে জড়ানো গলায় বলল, 'কই, তোমরা আসবে না আমাকে নিতে?'

দু'হাত কাউন্টারের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে বারটেন্ডার, চোখের কোণে বেননকে দেখল। একটু পাশ ফিরে পূর্ণ নজর দিল সে বেননের দিকে। নিঃশব্দে খুলে আবার বন্ধ হলো লোকটার মুখ।

সবার নজর বেননের দিকে ঘুরে গেল। 'রানশে ফিরে যেতে চাও, কিরবি?' উঁচু গলায় কথা বলে উঠল বেনন, যাতে গ্যারিক শুনতে পায়।

'কে জানতে চাইছ?' জড়ানো গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল কিরবি।

বেনন আর গ্যারিকের মাঝখানে যারা ছিল, তারা একটু সরে দাঁড়াল। সরু পথটার আরেকপ্রান্তে কিরবিকে দেখতে পেল বেনন, তাকিয়ে আছে রক্তলাল চোখে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। আবার জিজ্ঞেস করল কিরবি, 'কে জানতে চাইছ?'

'বেনন। বাড়ি যাবে?'

'বেনন!' ফুঁপিয়ে উঠল গ্যারিক। 'নিয়ে যাও... এখান থেকে আমাকে... কিরবির সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে, হঠাৎ করেই হেঁচকি তুলল, তারপর পড়ে গেল মেঝেতে।

কী কী ঘটতে পারে সে-সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আছে বেননের। সেলুন ঘরটা লম্বা এবং নিচু। এক ধারে বার কাউন্টার, অন্য ধারে বেশ কয়েকটা পোকার টেবিল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল সিদ্ধান্তহীনতায়, তারপর আগে বাড়তে শুরু করল ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রা। বেননের সামনের সরু ফাঁকটা বন্ধ হয়ে গেল যেন অদৃশ্য কোনও আদেশে। মানুষের তৈরি দুর্ভেদ্য দেয়ালের ওপাশে আটকা পড়ে গেল গ্যারিক কিরবি।

বাইরে বোর্ডওয়াকে অনেকগুলো পায়ের শব্দ, এগিয়ে আসছে। তাদের কথার আওয়াজ কানে আসছে। উত্তেজিত এবং চাপা স্বরে কথা বলছে লোকগুলো। কিন্তু সেলুনের ভেতরে কুয়াশার ঘন চাদরের মতো ভাসছে শীতল নীরবতা। পা ফাঁক করে দাঁড়াল বেনন, অস্ত্রের বাঁটে ছুঁয়ে আছে হাতের তালু। 'আমি কিরবিকে রানশে নিয়ে যেতে এসেছি,' বুক দুরুদুরু করছে, কিন্তু ঠোঁটে এক চিলতে হাসি, মন্তব্যের সুরে কথাটা বলে অস্ত্র বের করল বেনন, তারপর সামনে পা বাড়াল।

প্রতিপক্ষ সংখ্যায় এতই বেশি যে, অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবার অবস্থা। কেউ সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু করার আগে পেরিয়ে গেল বেশ খানিকটা মূল্যবান সময়। জনতা সব সময় অপেক্ষা করে। কেউ তাদের নেতৃত্ব দেবার আগে পর্যন্ত, তারপর নেতৃত্ব পেলে মরতেও পারে হুজুগের কারণে – তখন আর কোনও হুঁশ থাকে না।

বেনন জানে লিঞ্চ মব কী করতে পারে, কাজেই দেরি না করে দৃঢ় পায়ে মানুষের দেয়ালের কাছে চলে এলো ও। ধীরে ধীরে সময় পেরোচ্ছে, নীরবতা বিস্ফোরোন্মুখ হয়ে উঠছে। সামনের লোকটার পেটে সিক্সগানের নল ঠেকাল বেনন। কথা বলছে না কোনও। তাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু তাকিয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। এটা পরীক্ষিত চালাকি। ভিড়ের মধ্যে একজনের বুকে ভয় ধরিয়ে দাও, বাকিরা সংক্রামক রোগের মতো সেই ভয়ে সংক্রমিত হবে। যাকে ভয় দেখানো হবে, তার মনে হতে হবে যে, সে একা বিপদের মুখে আছে। বেনন সফল হলো। ওর নির্বিকার চেহারা আর নিষ্পলক দৃষ্টি বুকে কাঁপ ধরিয়ে দিয়েছে লোকটার। পাশ ফিরে একটু সরে গেল লোকটা। ফাঁকটাতে ঢুকে পরবর্তী লোকটার ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিল বেনন। দেয়ালে একটা গর্ত ও তৈরি করতে পেরেছে। কিন্তু মুহূর্ত পরেই পেছনের ফাঁকটা বন্ধ হয়ে গেল, ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়দের বৃত্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেল বেনন।

কে যেন সেলুনের দরজার কাছ থেকে চেঁচাল, 'আরে বোকার দল, কী করছ, ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলো ওকে!'

দিক নির্দেশনা পেয়ে গেছে লোকগুলো!

বেননের সামনের লোকটা বুক ফুলিয়ে সিক্সগানের মুখে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল, অস্ত্র কেড়ে নেবে। সুযোগ দিল না বেনন, মাথার ওপর হাত তুলে নল দিয়ে বাড়ি মারল লোকটার মাথায়। একই সঙ্গে হাতের ঠেলা দিল। লোকটা পেছন দিকে পড়ে যেতেই সামনে বাড়ল চট করে। কাঁধ দিয়ে মানুষের বুকে ধাক্কা দিতে শুরু করল। ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কাউবয়রা। তাদের সঙ্গে শহরের কিছু ঘুষখোর মাতালও যোগ দিয়েছে। অসন্তোষের একটা গুঞ্জন ভাসছে ঘরের বাতাসে। দর্শকরা চোখে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে দেখছে কী হয়।

পেছন থেকে লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'পেড়ে ফেলো! পেড়ে ফেলো ওকে!'

বেননের গলায় বাম দিক থেকে থাবা বসাল একজন। ঝটকা দিয়ে সরে গেল বেনন, হাঁটু তুলে সামনের কাউবয়ের পেটে জোর এক গুঁতো মারল। কুঁজো হয়ে গেল লোকটা, কিন্তু তার পাশেরজন বেননের মুখে ঘুসি বসিয়ে দিল। এবার অনেকগুলো হাত এগিয়ে এলো বেননের দিকে। কিন্তু কেউ খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না। জায়গা স্বল্প। পরস্পরের চাপাচাপি আর ধাক্কাধাক্কিতে সময় ব্যয় হচ্ছে বেশি। মাথা নিচু করে সামনে বাড়ল বেনন। সামনের লোকটা অস্বাভাবিক ফরসা। সে-মুখে ঘৃণার ছাপ কেমন যেন ভৌতিক দেখাচ্ছে। মাথায় সিক্সগানের বাড়ি খেয়ে লোকটাকে অস্ফুট চিৎকার করে পড়ে যেতে দেখল বেনন। দ্রুত কয়েকবার ঘুরপাক খেলো ও। সামনে যাকে পেল তাকেই বেধড়ক ভাবে নল

দিয়ে পেটাল। চেষ্টা করল লোকগুলোকে দূরে সরিয়ে দেবার। কিন্তু পেছনে সর্বক্ষণ একজন না একজন আছে, যে ঘুসি মারছে। পিঠে বৃষ্টির মতো কিল-ঘুসি আর খামচি সহ্য করতে হচ্ছে। ফড়াৎ করে শার্টটা ছিঁড়ে রয়ে গেল কার যেন হাতে। পেছন থেকে আবার একটা হাত ওর গলা জড়িয়ে ধরল। থামল না বেনন, লোকটাকে পিঠে নিয়েই সামনে বাড়ল, ঝাঁকি দিয়ে ছুটিয়ে ফেলল হাতটা। ক্ষণিকের জন্যে মুক্তি পেয়েই সামনের কাউবয়ের মাথায় নল দিয়ে গায়ের জোরে বাড়ি মারল ও, তারপর পড়ন্ত কাউবয়কে কলার ধরে ঠেলে দিল এক পাশে। সেলুনের পেছনের দেয়াল আর বড়জোর পাঁচ হাত দূরে। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল বেনন, দেয়ালের কাছে চলে এলো, তারপর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে উদ্যত সিক্সগান হাতে কাউবয় আর মাতালদের মুখোমুখি হলো। পায়ের কাছে অচেতন হয়ে পড়ে আছে গ্যারিক কিরবি।

সিক্সগানের কালো নল কিছুক্ষণের জন্যে আটকে রাখল কাউবয়দের। তাকিয়ে আছে তারা। জোর করে ভয় তাড়িয়ে হাসছে বেনন। কাউকে টের পেতে না দিয়ে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। ধাক্কাধাক্কি করে দমে টান পড়ে গেছে ওর। কাউবয়রা খেপা কুকুরের মতো চাপা গর্জন করছে। পেছন থেকে সেই লোকটা এখনও চেঁচাচ্ছে, পেড়ে ফেলো, ওকে চেপে ধরো! কিন্তু বেননের সামনের লোকগুলো তাকিয়ে আছে সিক্সগানের নলের কালো ফুটোর দিকে। একা এগোবার সাহস কারও নেই। একজন সামনে বাড়লে বাকিরাও বাড়বে, কিন্তু সেই একজন কে হবে? অস্বস্তিকর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সবাই। হাঁটু মুড়ে বসল বেনন, এক হাতে পেঁচিয়ে ধরল কিরবির কোমর, তারপর অচেতন লোকটাকে কাঁধের ওপর তুলে নিল আসুরিক শক্তিতে। এবার হাঁটু এবং উরুর সমস্ত জোর একত্রিত করে উঠে দাঁড়াল ও।

সময় যেন থেমে আছে। সেলুনের দরজার দিকে দেখল বেনন। দরজাটা এখান থেকে তিরিশ ফুট দূরে। অপেক্ষা করছে কাউবয়রা, চেহারায় জেদ আর আক্রোশ। কে যেন বার কাউন্টারের ওপর লাফ দিয়ে উঠে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। তার দেখাদেখি আরেকজন ঘরের উল্টোপাশের লণ্ঠন নেভাল। ধোঁয়াটে আবছায়ায় ডুবে গেল ঘর। এখন একটা লণ্ঠনই জ্বলছে। সেটা জ্বলছে ঠিক বেননের মাথার ওপর। সহজ টার্গেট!

ঝট করে খাপে সিক্সগান পুরল বেনন। নষ্ট করার সময় ওর নেই। হোল্ডার থেকে জ্বলন্ত লণ্ঠন তুলে ছুঁড়ে দিল অপেক্ষমাণ কাউবয়দের দিকে। চেঁচিয়ে উঠল, 'আগুন! আগুন!'

গরম লণ্ঠনটা আগুন দুলিয়ে ছুটে আসছে দেখে সরে গেল সামনের লোকটা। মেঝেতে পড়ে ঠাস করে ফেটে গেল লণ্ঠনের কাঁচ। কেরোসিন তেল ছিটকে গেল চারদিকে। তারপরই কাঠের মেঝেতে তেলের পিছু নিয়ে ছুটল আগুনের নীলচে শিখাগুলো। এক লোকের কোটে কেরোসিনের ছিটে লেগেছে। সরে যাবার আগেই আগুন ধরে গেল তার কোটে বিকট এক আর্তনাদ ছাড়ল লোকটা আগুনের কামড় খেয়ে, তারপর সোজা দৌড় মারল দরজার দিকে। তার পথের সামনে পড়ল

অপেক্ষমাণ কাউবয়রা। কাউবয়দের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা একটা জ্বলন্ত মশালের মতো। আতঙ্ক তার এমনই যে, কোট খুলতে ভুলে গেছে। মাথায় শুধু একটা চিন্তা: রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে হবে।

সেলুনের মেঝে শুকনো রাখার জন্যে যে কাঠের কুচি ছিটানো হয়, সেগুলোতে সহজেই আগুন ধরে গেল। শুকনো প্রেয়ারিতে যেন দাবাগ্নি লেগেছে। ঘাসের বদলে এখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে কাঠের কুচি, বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়াচ্ছে।

মেঝের আগুন আতঙ্কিত করে তুলল কাউবয়দের, দিশেহারার মতো হুড়োহুড়ি শুরু করল কে কার আগে দরজা দিয়ে বেরোবে। মাত্র একজন লোক ভাঙা লণ্ঠন থেকে ছড়িয়ে পড়া আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। ধোঁয়া আর আগুনের তাপ এবং মৃদু আলো একটা ভয়ঙ্কর জান্তব পরিবেশ তৈরি করেছে। চাপা একটা অসন্তোষের গুঞ্জন ঘরের ভেতরে। ক্রো ট্র্যাকের রাইডাররা অন্যায় ভাবে সাধারণ দর্শকদের ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিরবিকে কাঁধে নিয়ে ঠেলাঠেলির মধ্যে ঢুকে পড়ল বেনন। দরজার চৌকো আকৃতি দিয়ে হলদে আলোর আভাস আসছে, দেখা যাচ্ছে দরজাটা আবছা ভাবে।

ঘরের ভেতরে আতঙ্কিত জনতা। একটু পরপর টেবিল ভেঙে পড়ার আওয়াজ হচ্ছে। কে যেন একটা জানালার কাঁচ ভেঙে সে-পথে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুইং ডোর আঁকড়ে ধরেছে বেশ কয়েকটা হাত। যে যাকে পারছে মারছে, চেষ্টা করছে নিজে আগে বেরিয়ে যেতে। ঘাড়ে-কপালে খামোকা কয়েকটা ঘুসি খেলো বেনন। এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝতে পারল, কী করতে হবে। পর পর কয়েকটা লাথি দিয়ে সামনের পথ খানিকটা পরিষ্কার করতে পারল ও। দরজার কাছে এসে আবার চাপাচাপিতে আটকে গেল। এখানে জমাট সিমেন্টের দেয়ালের মতো হয়ে আছে মানুষের শরীর। কিরবির ছোট শরীরের ওজনটুকুও এখন অনেক মনে হচ্ছে বেননের কাছে। পেছনের ঠেলাগুঁতোয় সামনের বাধার চেয়ে বেশি জোর। দুই মিনিটের মাথায় আগুন আর ধোঁয়া পেছনে রেখে সেলুন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো বেনন, কাঁধে তখনও পড়ে আছে অচেতন কিরবি। হিচর‍্যাকের পাশ দিয়ে রাস্তায় চলে এলো বেনন – ওখানেই থামতে হলো ওকে। হঠাৎ করে মনে হলো শরীরে আর একতিল শক্তি নেই।

হোটেল আর পার্শ্ববর্তী দোকানের জোর আলো পড়েছে রাস্তায়, সেই আলোর মাঝখানে ধরা পড়ে গেছে ও, ঘেরাও হয়ে গেছে। ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রা দেখে ফেলেছে ওকে, ঘিরে ফেলেছে! হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে শ্যন কর্নি, চোখে বিজয়-পরবর্তী দুর্বিনীত চাহনি।

'অনেক তামাশা হয়েছে,' বলল শ্যন, 'এবার কিরবিকে কাঁধ থেকে নামাও।'

শ্যনের পাশে হুইল চেয়ারে বসে আছে এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধের দাড়ি কালো রঙের। চোখও কালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেননের দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাত রেখেছে চেয়ারের হাতলে। আঙুলগুলো শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে হাতল।

'কাঁধ থেকে নামাও ওকে,' আবার বলল শ্যন কর্নি।

জবাবে ঠোঁট প্রসারিত হলো বেননের। শেষ মুহূর্তে এখন হার স্বীকার করার

কোনও অর্থ নেই। 'নিয়ে যাব ওকে,' ধীর কণ্ঠে বলল বেনন, 'ওকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

'মরতে চাও?' তীব্র টিটকারির সুরে জানতে চাইল শ্যন কর্নি।

কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে কিরবিকে আরও ভাল ভাবে ধরল বেনন। ওর ডান হাতে ঝুলছে সিক্সগান। হাতটা একটু নাড়ল ও, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমিও মরতে পারো। সমান সুযোগ। চেষ্টা করে দেখতে চাও?'

বাঁকা হাসল শ্যন। প্রকাণ্ড দেহ নড়ল না একচুল। চড়া গলায় নির্দেশ দিল, 'ছেলেরা, ওর পেছনে যারা আছ, অস্ত্রটা কেড়ে নাও।'

'আলোটা মুখে পড়েছে বলেই কি তোমাকে চিনতে সুবিধে হচ্ছে?' জানতে চাইল বেনন। নিজেই বলল, 'না হলে বুঝলাম কী করে যে, তুমি একটা কাপুরুষ?' ও বুঝতে পারছে এখন আর কিছু করার নেই। খেলা শেষ হয়ে গেছে। হেরে গেছে ও। কিন্তু প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। অহেতুক রাগ। মেনে নিতে পারছে না পরাজয়।

কালো দাড়িওয়ালা লোকটার চেহারায় ফুটন্ত আক্রোশ দেখল ও। চেয়ারের হাতলে জোরে চাপড় দিল পঙ্গু লোকটা। শ্যন কর্নির মুখটা লাল হয়ে গেছে। পঙ্গুর দিকে চাইল সে। বেনন তাকে বলতে শুনল, 'এখানে আমি কর্তৃত্বে আছি, স্যার। আমি সামলাব আমার মতো করে।'

শ্যন কর্নি পরবর্তী নির্দেশ দেয়ার আগেই বেননকে ঘিরে থাকা দেয়ালটায় চির ধরল। মার্শাল রবিন কূক একজন কাউবয়কে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, চলে এলো বেননের পাশে। একেবারেই নির্বিকার তার চেহারা, কোনওরকম কোনও অনুভূতির চিহ্নমাত্র নেই। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ওকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে বাড়ি নিয়ে যাও, বাছা।'

'এক মিনিট!' ধমকে উঠল শ্যন কর্নি। 'তুমি মাতবরী করার কে!'

'শহরে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমার দায়িত্ব,' অপ্রভাবিত স্বরে বলল কূক। 'লোক সরিয়ে নাও, মিস্টার কর্নি।' চোখের ইশারা করল মার্শাল। 'বেনন, তোমার লোক নিয়ে চলে যাও।'

'তোমার কথা শুনতে আমরা বাধ্য নই,' বলে উঠল পেছনে দাঁড়ানো একজন কাউবয়।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মার্শাল। এবার তার চেহারায় রাগের ছাপ দেখা গেল। 'আমি যা বলছি তাই হবে,' গম গম করে উঠল মার্শালের গলা। 'কেউ যদি অমান্য করে তা হলে গরম সীসে দিয়ে জবাব দেব আমি। অস্ত্রের দিকে কেউ হাত বাড়ালে মরতে হবে তাকে।'

রবিন কূকের দিকে ফিরল বেনন, নিচু স্বরে বলল, 'আমি তোমাকে বুঝতে ভুল করেছিলাম, দুঃখিত।'

জবাবে মাথা কাত করে ইশারা করল মার্শাল।

কোনও দিকে না তাকিয়ে হিচর্যাকের সামনে চলে এলো বেনন, বাধা দিল না কেউ। স্যাডলে আড়াআড়ি ভাবে কিরবিকে রেখে স্পিডির পিঠে চাপল ও। এবার

কিরবিকে রাখল ঊরুর ওপর। একটা ময়দার বস্তার মতো পড়ে থাকল কিরবি। খুদে কাউবয়ের ঘোড়ার দড়ি হাতে নিয়ে সামনে বাড়ল বেনন। মুহূর্তের জন্যে থামল মার্শালের পাশে, মাথা নিচু করে সম্মান দেখাল। কোমরের দু'পাশে হাত ঝুলিয়ে স্থির তাকিয়ে আছে মার্শাল শ্যন কর্নির দিকে। কেউ উল্টোপাল্টা করলে শ্যন কর্নিকে সেজন্যে দায়ী করা হবে, সেটা জানিয়ে দিচ্ছে নীরবে। হাতের ইশারায় বেননকে চলে যেতে বলল কুক।

চট করে একবার দেখে নিল বেনন, বারান্দায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে শ্যন কর্নি। মুখটা কালো হয়ে আছে তীব্র ক্রোধে। টুথব্রাশের মতো ভ্রূর নীচ দিয়ে জ্বলন্ত চোখে ওকে দেখছে পঙ্গু বুড়ো লোকটা।

মরগান টাউন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরও বৃদ্ধের কথা মনে রয়ে গেল বেননের।

বেননের ঘোড়ার আওয়াজ দূরে চলে যাবার আগে পর্যন্ত জায়গা ছেড়ে নড়ল না মার্শাল। বেনন নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে অফিসের দিকে চলল সে, ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়দের পরোয়া না করে। অফিসে ঢুকে চেয়ারে বসল মার্শাল, পাইপ ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টানল, হাত দুটো রাখল পেটের ওপর।

ভেতরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল শেরিফ, মার্শালকে আরাম করে বসে থাকতে দেখে ভ্রূ কুঁচকাল, জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কুক? কাজটা কেন করলে!'

ঠোঁটের কোণে পাইপ চেপে ধরে জবাব দিল মার্শাল, 'ওর দুঃসাহস দেখে, চ্যাপলিন।'

'লড়াকু লোক।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে সায় দিল কুক। 'শ্রদ্ধা করার মতো।'

চিন্তিত এবং উত্তেজিত হয়ে আছে শেরিফ, অফিস জুড়ে পায়চারী শুরু করল। কয়েকবার মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেলল, তারপর না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'আমরা এখন কী করব, কুক?'

'দেখব কী হয়।'

'দেখব! দেখার কী আছে! বয়স্ক রানশাররা তাদের গরুর পাল রক্ষার জন্যে লড়বে। এতদিন এই এলাকা ওরাই চালিয়েছে। কিন্তু এখন কম বয়সী অনেকেই আছে, যাদের টাকা-পয়সা নেই। তারা হ্যারল্ড সিমন্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। কেউ কিছু করতে সাহস পাচ্ছিল না, কিন্তু যখন ওরা দেখবে শ্যন কর্নির মুখের ওপর হাসছে রক বেনন, আর তারপর অক্ষত দেহে শহর ছেড়ে বেরোতে পারছে... তখন? সাহস বাড়বে ছোট রানশারদের, ওরা সিমন্সের দলে ভিড়ে যাবে।' চুল খামচে ধরল শেরিফ, থমকে দাঁড়াল মার্শালের সামনে। 'ঈশ্বর! বুঝতে পারছ প্রতিবেশীদের মধ্যে লড়াই বাধলে তোমার আর আমার অবস্থা কি হবে? আমরা কার পক্ষ নেব? আমাদের অবস্থান কি হবে?'

'আমরা আইন অনুযায়ী চলব,' বিড়বিড় করে জানাল কুক। একমনে ধূমপান করে চলল। অনেকক্ষণ পর আপন মনে বলল, 'দৃশ্যটা দারুণ। কাঁধে অজ্ঞান একজনকে নিয়ে ওভাবে কেউ রুখে দাঁড়িয়েছে... দৃশ্যটা দারুণ।'

*

মার্শাল চলে যাবার পর তিক্ত স্বরে আদেশ দিল শ্যান কর্নি, 'ছেলেরা, সবাই রানশে ফিরে যাও।' বুড়ো বাপের দিকে চাইল সে, চেহারায় অপমানের ছাপ সুস্পষ্ট। আড়ষ্ট গলায় বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আমার পদ্ধতি তোমার পছন্দ হয়নি। রক বেনন গানম্যান। ওর চলনে বলনে গানম্যানের ছাপ। কিন্তু সেজন্যে আমি ভয় পাইনি। আমি লড়িনি, কারণ সে আমাকে যেচে লড়তে আহ্বান করছিল। ওর ইচ্ছেতে সায় দেবার মতো বোকামি আমি করব না। আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ সারব। আশা করছি আমার কাজ শেষ হবার আগে তুমি কোনও মন্তব্য করবে না।'

'আজ রাতটা আমি হোটেলেই থাকব,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জেম কর্নি।

হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে দিতে যাচ্ছিল শ্যান, কিন্তু বৃদ্ধ জেম বলল, 'তুমি রানশে ফিরে যাও। কার্টহুইলকে আসতে বলো। কার্টহুইল... কার্টহুইল!'

হোটেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কার্টহুইল, চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ঠেলে নিয়ে চলল লবিতে। হল রূম ছাড়িয়ে জেম কর্নির ঘরে চেয়ার নিয়ে এলো। দরজা বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকল।

গুরুত্বহীন হালকা পাতলা লোকটার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল জেম কর্নি।

'কী মনে হলো, কার্টহুইল?'

'বেনন?' মেঝের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল কার্টহুইল। অত্যন্ত বিব্রত মনে হলো তাকে। 'দেখে তো মনে হলো কঠোর লোক।'

'কঠোর!' ছোটখাটো একটা গর্জন ছাড়ল জেম। 'শুধু কঠোর? শক্তপাল্লা ও। দরজার চৌকাঠ ভেঙে পড়বে, কিন্তু পাল্লা ভাঙবে না, সেই জিনিস ওই রক বেনন। একা দাঁড়িয়ে শ্যানের দলবলের বিরুদ্ধে কী দেখাল ও! এমন ভাবে হাসছিল যে বেশির ভাগ লোক ভয় পাবে ওর তুচ্ছতাচ্ছিল্য দেখে, কিছু করার আগে দুইবার ভাববে।' চেহারা দেখে মনে হলো মস্ত একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে বুড়ো জেমের বুকের ভেতরে। ক্রোধে লাল হয়ে আছে মুখটা। 'কী কপাল দেখো, ওর মতো একটা ছেলের বদলে সারা দুনিয়াটা দিয়ে দিতে পারি আমি, অথচ ও আমার শত্রু!'

'শ্যান শুধু সাবধানতা দেখিয়েছে,' রানশার কী বলতে চায় বুঝে শ্যান কর্নির পক্ষ টেনে বলল কার্টহুইল।

'কাউকে কাপুরুষ বলার পর তার পক্ষে সাবধানতা দেখানো মানায় না,' ঘড়ঘড়ে গলায় আপত্তি জানাল জেম। 'রক বেননের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে আর কোনও উপায় নেই এখন শ্যানের। ও যদি না দাঁড়ায়, তা হলে ওকে আমি নিজের ছেলে বলে স্বীকার করব না, কার্টহুইল। তোমাকে যেতে হবে একটা কাজে। মরুভূমির ওধারে যাবে তুমি, গিয়ে খুঁজে বের করবে কে আসলে এই রক বেনন। ওর ব্যাপারে সবকিছু জানতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে।'

'আজ রাতেই রওয়ানা হবে তুমি।' হাতের ইশারায় দরজা দেখাল জেম।

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল কার্টহুইল। একা থম মেরে বসে থাকল বুড়ো রানশার। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল আজকে কী দেখেছে। একসময় বিড়বিড় করে বলল, 'মাত্র একজন লোক। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।'

উঠানে স্পিডিকে রেখে কিরবিকে কাঁধে তুলে বাঙ্কহাউসে নিয়ে এলো বেনন, নামিয়ে রাখল একটা বাঙ্কে। এডি আর বাউয়ি আছে ভেতরে, দু'জনই উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে বেননকে দেখল। কোনও ব্যাখ্যা না দিয়েই বেরিয়ে এলো বেনন। ওর আসার আওয়াজ পেয়েছে সিমন্স, অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

'মরগান টাউন থেকে কিরবিকে নিয়ে এসেছি,' তাকে বলল বেনন। 'পাঁড় মাতাল হয়ে আছে লোকটা।'

অফিসের জানালা দিয়ে স্বল্প আলো এসে বাইরে পড়েছে। সে-আলোয় বেননের ছেঁড়া শার্ট আর ফোলা মুখ দেখতে পেল হ্যারল্ড সিমন্স। বেননকে হাতের ইশারায় অফিসে ঢুকতে বলে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছিল?'

'লরা সিম্পসন সন্ধেয় এখানে এসেছিল। বলল শহরে সেলুনে আটকা পড়েছে কিরবি। ক্রো ট্র্যাকের লোকজন ওকে ধরতে পারে বলে আভাস দিল। বাধ্য হয়েই গিয়ে ছুটিয়ে আনতে হলো ওকে।'

'ক্রো ট্র্যাকের লোকজন তখন ওখানে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

বোকার মতো তাকিয়ে থাকল সিমন্স, চোখ পিট পিট করছে। 'যেভাবে বললে অত সোজা ভাবে সব ঘটল?' মাথা নাড়ল। 'তা হলে মারামারির চিহ্ন কেন তোমার শরীরে। হাসছ কেন, বলো!'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'রবিন কুক আমাকে অবাক করেছে। বিপদের সময় আমার পাশে দাঁড়িয়েছে লোকটা।'

সিমন্স বলল, 'কেউ নিশ্চয়ই আগে কিরবিকে ড্রিঙ্ক খাইয়েছে, না হলে ও কখনোই শহরে যেত না মদ খেতে। ও ভাল করেই জানে, মদ খেলে হুঁশ থাকে না ওর। আমি...'

হাঁ করেই থাকল সিমন্স। চেহারায় আশঙ্কার ছায়া পড়ল। উত্তর দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। বেননকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরোতে চাইছিল সিমন্স, কিন্তু বেননই আগে বের হলো। সোজা স্পিডির কাছে ছুটল বেনন। বাউয়ি আর এডি ছিটকে বেরিয়ে এলো বাঙ্কহাউস থেকে। গুলির প্রথম আওয়াজ হবার আধ মিনিটের মাথায় প্রত্যেকে ওরা ঘোড়ায় চেপে ছুটল শব্দ লক্ষ্য করে। বেননের উদ্দেশে চেঁচাল সিমন্স: 'ভেড়া! ভেড়ার পাল! আমি চাঙ্ক অসব্রুককে পাহারায় রেখে এসেছিলাম!'

রানশহাউসের উত্তর দিকের জঙলা পথ ধরে ছুটছে সিমন্স। সরু একটা পথ, ওপরের মাঠের দিকে উঠে গেছে। মাঠটা আরও আধ মাইল দূরে। ওখানে গোলাগুলির আওয়াজ বেড়ে গেছে। অন্ধকারে গর্জে উঠছে অনেকগুলো পিস্তল-

বন্দুক। নীরবে ছুটছে সিমন্স, কিন্তু বাউয়ি এক নাগাড়ে ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছে, ঘোড়া ছোটাচ্ছে বেননের পেছন পেছন। রিভলভারের আওয়াজ ছাপিয়ে পর পর দুবার ভারী গর্জন ছাড়ল একটা রাইফেল। চেঁচিয়ে উঠল একজন লোক। ওটা বোধহয় কোনওরকমের সংকেত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল আর রিভলভারের হুঙ্কার থেমে গেল।

ওপরের মাঠে বেরিয়ে এলো বেননরা। ওদের সামনে হুড়োহুড়ি করছে একপাল ভেড়া। অন্ধকারেও তাদের সাদা অবয়ব চোখে পড়ে। ভেড়ার পালের পাশ দিয়ে ছুটল সিমন্স। টের পেল, তার বামপাশে কয়েকজন অশ্বারোহী জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ডালপালা ভেঙে রিজের দিকে ছুটছে। সিমন্স চেঁচাল: 'অ্যাই! চাঙ্ক!' কোনও পরোয়া না করে ভেড়া পালকদের কেবিন লক্ষ্য করে ছুটল রানশার। এখনও বারবার চাঙ্ক অসব্রুককে ডাকছে।

'সাবধান!' পেছন থেকে হুঁশিয়ার করল বেনন, ঘোড়া থামিয়ে নামল মাঠে। ওকে পাশ কাটাল ছোকরা কাউবয়, এখনও গালি দিচ্ছে ভাগ্যকে বেননের পাশেঘোড়া থেকে নামল এডি। দু'জন একসঙ্গে কেবিনের দিকে পা বাড়াল। ওদের সামনে তড়পাচ্ছে একটা ভেড়া। গুলি লেগেছে গায়ে, কিন্তু মরেনি এখনও। গাছের সারির পাশ দিয়ে ঘুরে এলো বেনন, সন্দেহ করার মতো কোনও আওয়াজ শুনতে পেল না। কেবিনের কাছে চলে এলো ও, দেখল দরজার পাশে উবু হয়ে বসে আছে সিমন্স। হাতের আড়ালে ম্যাচের কাঠি জ্বালল রানশার।

আলো পড়ল চাঙ্ক অসব্রুকের মুখে। কাউবয়ের বুকে চকচক করছে খানিকটা কালচে রক্ত। একটা হাত পড়ে আছে ফুটোর ওপর, যেন জখমটা দেখছে। আসলে তা নয়, মারা গেছে অসব্রুক।

সামনে বেড়ে সিমন্সের হাতের আগুনটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল বেনন। বেসুরো গলায় ডাকল সিমন্স, 'কেউ আছ?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল বেনন। 'ভেড়া পালকরা আগেই পালিয়েছে। চাঙ্ক রয়ে গিয়েছিল শেষ চেষ্টা করতে। আর কেউ নেই এখানে।'

'একজন গেল আমাদের,' ভাঙা গলায় বলল সিমন্স। 'আরও পাঁচজনকে শেষ করতে হবে ওদের।'

'বাউয়িকে বলো আমার ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে আসতে,' নিচু গলায় বলল বেনন। 'আজকে আমি এখানে পাহারায় থাকব।'

আট

সিমন্সের স্যাডলে অসব্রুকের দেহ আড়াআড়ি ভাবে তোলা হলো। অন্ধকারে পায়চারি করতে করতে গালাগালি করছে ফ্রেড বাউয়ি। অন্যরা দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়, প্রত্যেকেই সতর্ক। রাতটা আর দশটা রাতের মতো নয়। মাঝে মাঝে

ডেকে উঠছে দু'একটা ভেড়া ঝিরঝিরে বাতাস বইছে মাঠের ওপর দিয়ে, হাল্কা হয়ে আসছে গান পাউডারের গন্ধ দূরের রিজে পৌঁছে গেছে আক্রমণকারীরা, তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ কমে আসছে।

'ক্রো ট্র্যাক,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। 'একটু আগে মরগান টাউন ছেড়েছে ওরা।'

'হয়তো,' বলল সিমন্স।

'আর কে হবে?'

'ফ্রাঙ্ক পেরোল্‌স্‌। ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'সেদিন জেল-অফিসে দেখেছি।'

'ওকে চেনা বাকি আছে তোমার,' তিক্ত স্বরে বলল সিমন্স প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, 'এখানে থাকার কোনও মানে নেই। ভেড়া পালকরা পালিয়েছে, আর ফিরবে না । ওদের আমি দোষ দিচ্ছি না। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে।'

আপত্তি করল না বেনন।

মাঠ পার হয়ে ফিরতি ট্রেইল ধরল ওরা। সিমন্স আগে আগে যাচ্ছে। তার দু'পাশে এডি আর বাউয়ি, অসব্রুকের দেহটা স্যাডলের ওপর ধরে রেখেছে। বাড়তি ঘোড়াটা নিয়ে পেছনে আসছে বেনন। দূরে পাহাড়ের মাথায় একটা কয়োট করুণ বিলাপ করছে।

রানশে পৌঁছুনোর পর অসব্রুকের দেহ কিচেনের পেছনে একটা স্টোর রুমে রাখতে এডিকে সাহায্য করল সিমন্স। কাজটা সেরে বারান্দায় এসে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল রানশার। একটা সিগারেট ধরাল। হাতটা থরথর করে কাঁপছে তার। বেনন লক্ষ করল, রাগে কাঁপছে সিমন্সের হাত, ভয়ে নয়। কথা যখন বলল, গলা থাকল একদম শান্ত।

'তুমি কি একা ভেড়া পাহারা দিতে পারবে, বেনন?'

'পারব।'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বেনন, সিমন্স আর কিছু বলল না। বাঙ্কহাউসে ফিরে এলো ও। কিরবি এখনও আগের জায়গাতেই মড়ার মতো পড়ে আছে। শোয়ার ভঙ্গিও বদলায়নি। নাক ডাকছে বেহুঁশ হয়ে।

ফ্রেড বসে আছে টেবিলে কনুই রেখে। বেননকে ছোকরা বুনো জন্তুর সতর্কতায় লক্ষ করল। ছোকরার চোখের দৃষ্টি বেননকে সতর্ক করে তুলল রক্তের গন্ধে উত্তেজিত হয়ে আছে বাউয়ি। কাঁধের ওপর ব্ল্যাঙ্কেট রোলটা তুলে নিয়ে বাউয়ির দিকে ফিরল বেনন।

'তোমার বয়স কত?'

'বিশ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল বাউয়ি।

'তোমার আত্মীয়স্বজনরা কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল বাউয়ি। 'জানি না কোথায়। হয়তো মরে টরে গেছে। শেষ ছিল ওকলাহোমায়। ওখান থেকেই পালিয়েছিলাম আমি।'

বাউয়ির চেহারায় এমন কিছু নেই যে, ভাল লাগবে সাদা একটা ভ্রুকুটি

ছাড়া আর কিছু একে বলা যায় না। সততা যতটুকু ছিল, বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে এর। তবু একে হয়তো ঠিক পথে নিয়ে আসা যাবে বেনন বলল, এখান থেকে চলে যাও, বাউয়ি, পাস পেরিয়ে নতুন কোনও জায়গায় গিয়ে চাকরি নাও, তোমার জন্যে ভাল হবে।'

'এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না আমার,' আড়ষ্ট গলায় বলল ফ্রেড বাউয়ি

আর বলার কিছু নেই। বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এলো বেনন, ব্ল্যাঙ্কেট রোলটা স্যাডলের সঙ্গে বাঁধল সেখান থেকে গেল সিমন্সের অফিসে 'সকালে... কথা শুরু করেও থামতে হলো ওকে ঘরের আরেক মাথায় বুকে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে জুডিথ হুইটলি হ্যাটে আঙুল ছুঁইয়ে সম্মান দেখাল বেনন। বলল, 'আমি জানতাম না তোমাদের বিরক্ত করা হবে।'

'না, বিরক্ত কীসের!' মৃদু আপত্তি জানাল সিমন্স একটু বিব্রত মনে হলো তাকে 'একটা কথা বলতে এসেছে জুডিথ রাতে বেরোয় ও। এদিক বিচার করলে ওকে নিশাচর বলতে পারো।'

'ওপরের মাঠে যাচ্ছি আমি,' তাড়াতাড়ি করে বলল বেনন 'সকালে নাস্তা খেতে আসব।'

'এক মিনিট,' বিড়বিড় করে বলল জুডিথ, এগিয়ে এলো কয়েক পা 'আমিও তোমার সঙ্গে কিছুদূর যাব।' মৃদু হাসল সিমন্সের দিকে তাকিয়ে 'যেতে হয়, বাবা চিন্তা করবে। ইদানীং বেশি দুশ্চিন্তা করে।'

'তোমার বাবাকে দোষ দিতে পারছি না,' বলল সিমন্স। 'আমারও দুশ্চিন্তা হয়।'

'আমার জন্যে রানশের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছ?' হাসল জুডিথ।'

'আমি তোমার কথা ভেবে বলেছি,' লজ্জা পেয়ে বলল সিমন্স।

দরজার কাছে, বেননের পাশে চলে এলো জুডিথ সিমন্সের চেহারা লক্ষ করল বেনন। কয়েক মুহূর্ত সেখানে কোনও অনুভূতির ছাপ থাকল না। কিন্তু তারপর দেখতে পেল যা দেখবে বলে আশা করেছিল। সিমন্সের অন্তরের কথা জানা হয়ে গেল বেননের। ঈর্ষায় জ্বলছে সিমন্স। যতই নির্বিকার থাকার চেষ্টা করুক, আসলে তীব্র ভাবে এই মেয়েকে আপন করে পেতে চায় রানশার। মনোভাব গোপন করার জন্যে বলল সিমন্স, 'তোমাদের সুন্দর মানিয়েছে, কিন্তু তোমার শার্টটা বদলে নিলে ভাল করতে, বেনন।'

রানশারের গলা বিশ্বাসঘাতকতা করল একটু বেসুরো শোনাল কথাগুলো।

'কী বলেছি মনে রেখো,' বলল জুডিথ।

'নিশ্চয়ই মনে রাখব।' মাথা দোলাল সিমন্স। 'রওনা হয়ে যাও, চিন্তা কোরো না।'

পাশে সরে জুডিথকে বের হবার জায়গা দিল বেনন, তারপর চলে এলো স্পিডির কাছে। বাড়ির পেছনে গেল জুডিথ, ঘোড়া নিয়ে উঠানে ফিরে এলো

'বিদায়, জুডিথ!' অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল সিমন্স

'বিদায়!' জবাবে হাত নাড়ল মেয়েটা। কণ্ঠস্বরটা এমনই মধুর যে, বেননের মনে হলো, মিষ্টি সুরে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে কেউ।

পাশাপাশি চলল বেনন আর জুডিথ। বেনন জানে, ওদের দিকেই এখন তাকিয়ে আছে সিমন্স। গাছের সীমানায় গিয়ে মেয়েটাকে আগে যেতে দিল বেনন। কিছুক্ষণ পর ভেড়ার মাঠের কাছে চলে এলো ওরা। এখানে এসে আবার আগে আগে চলল বেনন। কোনও কথা হয়নি ওদের মাঝে। মেয়েটার উপস্থিতি এই নীরবতাকে আরও প্রকট করে তুলল। মাঠের এক ধারে কেবিনের চৌকো অবয়ব দেখতে পেল বেনন, সামনে বেড়ে আছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল বেননের। যাত্রাটা আরও দীর্ঘ হলে ভাল লাগত। বুঝতে পারল, জুডিথের নিঃশব্দ সাহচার্য উপভোগ করছিল ও। কেবিনের সামনে নেমে ব্ল্যাঙ্কেট রোল টেনে নামাল ও, মৃদু স্বরে জুডিথের উদ্দেশে বলল, 'শুভ রাত্রি।'

'তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

বেননের পিছু পিছু কেবিনে এলো জুডিথ, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। ম্যাচ জ্বেলে এক কোনা থেকে লণ্ঠনটা খুঁজে বের করে ধরাল বেনন। লণ্ঠনের কাঁচ এখনও গরম হয়ে আছে। ধোঁয়াটে হলদে আলোয় বিব্রত মনে হলো জুডিথের চেহারা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে জুডিথ, ওকে কেমন ছোটখাটো দেখাচ্ছে। অনেক যত্নে গড়া একটা নিখুঁত পুতুল যেন। গর্ব, সততা আর মেয়েলি রহস্যের বিরাট একটা আধার, মনে হলো বেননের। বুকের মাঝে কী যেন নড়ে উঠল, কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করল জুডিথকে। নিজের চাহিদা লক্ষ করে বেনন বুঝল, কেন সিমন্স ঈর্ষায় ভোগে এই মেয়ের জন্যে।

মিষ্টি সুরেলা গলা জুডিথের। কেবিনের ভেতরে মূর্ছনা তুলল। 'মরগান টাউনে তুমি আহত হয়েছ। ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু পারেনি।'

'পরেরবার কি ব্যর্থ হবে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল যুবতী।

'পরেরবার? ভবিষ্যতের চিন্তা বেশি না করাই ভাল। পরে যেটা হবে, সেটা পরেই দেখা যাবে। জীবন এমনিতেই অনেক কষ্টের, দুঃসহ; ভবিষ্যতের চিন্তার বোঝা এখনই ঘাড়ে না নিলেও চলে।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল জুডিথ। 'তোমার মধ্যে একটা দুঃখবোধ আছে। আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না।'

'আমি যা চাই তা পাওয়ার উপায় আমার নেই।'

'কী চাও?'

'সম্ভবত,' শব্দ চয়ন করছে বেনন, 'শান্তি। মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাশা নেই আমার। আমি শান্তি চাই। উচ্চাশার জন্যে সিমন্সের মতো ঝুঁকি আমি নেব না।'

'কিন্তু ওর জন্যে তুমি ঝুঁকি নিচ্ছ।'

'সেটা আলাদা ব্যাপার। বন্ধুত্ব আর উচ্চাশা এক নয়। এখানে কাজ শেষ হয়ে গেলে চলে যাব আমি।'

'তুমি নিশ্চয়ই জানো সিমন্স কেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাই না?'

'বয়স কম ওর। টাকা-পয়সাও বেশি নেই। কিন্তু শুধু টাকা কামানোর জন্যে এসব করছে না সিমন্স। মাথা তুলে বড় রানশারদের পাশে সম্মানের সঙ্গে দাঁড়ানোর ইচ্ছে রয়েছে ওর, তার আগে থামবে না। ওর মধ্যে পুরুষালী গর্ব আছে। কোনওদিন কোনও মেয়েকে ও বড় বাড়ি ছেড়ে ছোট বাড়িতে সংসার করার জন্যে আসতে বলবে না। মেয়েটিকে প্রস্তাব দেয়ার আগে তাই বড় একটা বাড়ি দরকার ওর। আমি ওকে দোষ দিই না, কারণ ওর স্বপ্নের মেয়েটি তুমি।'

'তুমি ঠিকই ধরেছ,' মৃদু গলায় বলল জুডিথ। 'আমার জন্যেই মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় সিমন্স।'

বেনন তাকিয়ে থাকল, জুডিথের সুন্দর চোখের রহস্য ভেদ করতে পারল না।

হ্যারল্ড সিমন্স জুডিথকে ভালবাসে, কিন্তু কোনওদিন ব্যক্তিত্বের অন্তরাল থেকে মেয়েটিকে বের করতে পারেনি, বুঝতে পারেনি হৃদয়টা ও কার জন্যে তুলে রেখেছে। বেননের মনে হলো, এই জ্ঞানটুকু ওর জন্যে খুব দরকারী, যদিও বুঝতে পারল না, কেন দরকারী। অস্বস্তি লাগল ওর, অস্থির লাগল কোনও জবাব খুঁজে না পেয়ে।

জুডিথ বলল, 'কী ঘটতে যাচ্ছে তুমি জানো? ভেড়া নিয়ে আসায় অচ্ছুত হয়ে গেল সিমন্স। তোমরা ছয়জন ছিলে, এখন আছ পাঁচজন। সবাই মারা যাওয়ার আগে এই লড়াই থামবে না। কেউ কেউ হয়তো বা পালাবে। কিন্তু তুমি পালাবে না। জেনেশুনে মৃত্যুকে আহ্বান করছ তুমি। কেন, বেনন?'

'তুমি কী চাও?' হঠাৎ করেই জানতে চাইল বেনন।

'চাই আরও কেউ মরার আগেই এ লড়াই থামুক।'

'সেটা হবার নয়। কেউ বলতে পারবে না হ্যারল্ড সিমন্স লড়াই শুরু করেছে। ও ভেড়া না নিয়ে এলে আর কেউ আনত।'

বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে রেখেছে জুডিথ, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার ভয় করছে।'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল বেনন আর জুডিথ। চকচক করছে জুডিথের চোখ। বেননের নিঃশ্বাসের গতি দ্রুত হয়ে গেল। একজন পুরুষ তার স্বপ্নের নারীর মধ্যে যা যা চাইতে পারে, তার সবই বিপুল পরিমাণে রয়েছে জুডিথের। নিজের সঙ্গে লড়ছে বেনন। কাঁপা গলায় বলল, 'আমার মনে হয় এখন তোমার চলে যাওয়া উচিত।'

'আমার মনে হয় না ভয় কাকে বলে তুমি জানো,' মৃদু গলায় বলল জুডিথ, এক দৃষ্টিতে বেননকে দেখছে। 'তবে তুমি খুব একা,' একটু থেমে বলল।

'শুভরাত্রি,' বলল বেনন।

খানিকটা অবাক জুডিথ, দু'চোখ বিস্ফারিত হলো। এক মুহূর্ত বেননের মুখটা নিরীক্ষা করল মেয়েটা, তারপর বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। অনুসরণ করল না বেনন। নিশ্চুপ নিথর দাঁড়িয়ে আছে ও, শুনল বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছে বেনন। দূরে একটা ঘোড়ার শব্দ, কাছে চলে আসছে। এদিকেই আসছে। লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল বেনন। এখন মাথায় অন্য কোনও চিন্তা নেই, অপেক্ষা করছে আগন্তুকের জন্যে। একটু পর সিমন্সের গলার আওয়াজ শুনতে পেল ও বাইরে। 'আমি ভেতরে আসছি, বেনন। আমি সিমন্স।'

লণ্ঠনের আলো বাড়াল বেনন, দেখল দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রানশার।

হ্যারল্ড সিমন্সের মনের কথা তার চেহারায় স্পষ্ট লেখা আছে। সন্দেহ, রাগ আর ভয় একই সঙ্গে পীড়িত করছে তাকে। বেনন বুঝল, এতক্ষণ মাঠের আরেকধারে অপেক্ষা করছিল সিমন্স, জুডিথকে কেবিনে ঢুকতে এবং বেরোতে দেখেছে, তারপর এসেছে এখানে। খানিকটা রাগ হলো বেননের, তারপর রাগটা চলে যেতেই সিমন্সের জন্যে দুঃখ হলো। ওর জানা আছে, প্রেমিকের মর্ম যাতনা কতটা তীব্র হতে পারে।

'আমি দেখতে এলাম আসলেই এখানে রাত কাটাতে মনস্থ করেছ কিনা,' বেসুরো গলায় বলল সিমন্স।

'চিন্তা কোরো না,' জবাবে বলল বেনন। 'ভেড়া বা আর কোনও ব্যাপারে চিন্তার কোনও দরকার নেই।'

চোখ সরু করে বেননকে দেখল সিমন্স। অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'ঈশ্বর! বেনন, তুমি বড় বেশি ধূর্ত।'

'বললাম তো চিন্তার কোনও কারণ নেই,' আশ্বস্ত করল বেনন।

কেবিনের ভেতরে নজর বোলাল সিমন্স। তারপর সরাসরি আসল প্রসঙ্গে এলো। 'দেখো, বেনন, ওই মেয়ে আমার জান। সেই ছোটবেলা থেকেই ব্যাপারটা এমন। একটা সময় ছিল, যখন আমি প্রতিষ্ঠিত রানশারদের ভিড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম। যেখানে ইচ্ছে যেতে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। কিন্তু বড় হয়ে বুঝতে শিখলাম, কত ছোট একটা রানশ চালাই। নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। না,' হাত তুলল সিমন্স, 'টাকা-পয়সার তোয়াক্কা করিনি। কিন্তু জুডিথকে পেতে হলে বড় আমাকে হতেই হবে। রাসলিং করার তুলনায় আমি অনেক বেশি সৎ, কাজেই বড় হবার জন্যে ভেড়াকে বেছে নিয়েছি। এখন আমি সমাজ থেকে বিচ্যুত। ঠিক যেখানে আমাকে চেয়েছিল, সেখানেই আমাকে পেয়েছে শ্যান কর্নি। যেদিন আমি প্রথম নাচের আসর থেকে জুডিথকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলাম, সেদিন থেকে আমার কল্লা চাইছে ও। এতদিন সুযোগ পায়নি বলে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু এখন আমি ভেড়া নিয়ে আসায় অজুহাত মিলে গেছে শ্যানের। যে-কেউ এখন আমাকে পাখি শিকারের মতো শিকার করতে পারবে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত কেউ উচ্চবাচ্য করবে না। জেনে শুনেই এ-পথ আমি বেছে নিয়েছি। প্রেমের কাঙাল দরিদ্র একজন মানুষ বড়লোকের একমাত্র সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়ে মেয়ের বাবার হাত-পা ধরছে, তাঁবেদারি করছে, তেমনটা আমি হতে চাইনি। আমি জুয়া খেলছি ঈশ্বর জানেন এই খেলার শেষ কোথায়। কিন্তু ক্ষান্ত হব না আমি, যতক্ষণ দিনের আলো চোখে দেখি। আর, দিনের আলো আমার

জানো ওই জুডিথ, বেনন। ছোটবেলা থেকেই আমার কাছে ও দিনের আলো।

'বলেছ কখনও ওকে?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল বেনন। 'জানিয়েছ ভালবাসার কথা?'

'জানানো বোকামি হতো,' বলল সিমন্স। 'লড়াই বাধলে খুনোখুনি হবেই আর নিজেকে সেজন্যে দায়ী মনে করত জুডিথ। আজকে কেন এসেছিল ও, জানো? এসেছিল আমাকে অনুরোধ করতে, যাতে আমি নিজেকে গোলমালে না জড়াই! কিন্তু ওকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল বেনন 'উপায় ছিল না তোমার,' একটু পর বলল ও

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাতের তালু ঘষল সিমন্স, দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে সামনে, তাকিয়ে আছে সে মেঝের দিকে। মুখ তুলল। ধীরে ধীরে একটুকরো হাসি দেখা দিল তার মুখে। এগিয়ে এসে বেননের কাঁধে একটা হাত রাখল

'কখনও কখনও আমি মাত্রাতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠি। কয়দিন হলো তোমাকে চিনি? তিন দিন। প্রথম থেকেই তোমাকে বিশ্বাস করেছি। আর সবার মতো নও তুমি। কিছু একটা আলাদা করে দিয়েছে তোমাকে আর সবার কাছ থেকে। আমার কপাল ভাল যে, তোমাকে নিজের পক্ষে পেয়েছি। জুডিথের কথা কী বলেছি ভুলে যেয়ো।'

'ভুলে গেছি,' নিচু স্বরে জানাল বেনন।

কেবিন ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সিমন্স। বাইরে তার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, দূরে, নীচের দিকে চলে যাচ্ছে। রানশে ফিরছে রানশার। লণ্ঠন নিভিয়ে ব্ল্যাঙ্কেট রোল হাতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো বেনন, স্পিডিকে নিয়ে চলে এলো বনের সীমানায়। স্পিডি চরে খেতে পারবে। স্যাডল বুট থেকে রাইফেলটা নামাল ও, তারপর ঘোড়ার কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে বনের ভেতরে ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল রাইফেলটা পাশেই রেখেছে। চোখ তুলল আকাশের দিকে। কালো আকাশে নক্ষত্রগুলোকে গুঁড়ো হিরের মতো দেখাচ্ছে, ঘোলা আলো ছড়াচ্ছে ওগুলো। পার্বত্যময় এলাকা বাতাসে পাইন আর তাজা ঘাসের বুনো গন্ধ। ক্লান্ত হয়ে আছে বেনন, ইচ্ছে করছে নিঃস্বপ্ন ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে, কিন্তু ঘুম আসছে না। এক সময় বেনন বুঝতে পারল, আবার ও বন্ধুত্বের জালে আটকা পড়ে গেছে। সিমন্স ওকে বিশ্বাস করে কোনওদিনও সিমন্সের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না ও সম্ভব হলেও কোনওদিন সিমন্সের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না জুডিথকে। নিঃশব্দে জায়গা করে দিতে হবে, সরে যেতে হবে ওকে জুডিথের কাছ থেকে। আগেও এমন ভাবে সরে যেতে হয়েছে ওকে পছন্দের মানুষের কাছ থেকে। কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতেও আবার একই ভাবে সরে যেতে হবে জীবন বড় বিচিত্র। চাহিদা সৃষ্টি করে, কিন্তু চাহিদা পূরণের কোনও পথ খোলা রাখে না

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনন। জুডিথের চেহারাটা মনের চোখে দেখতে পেল।

কৈশোরের সেই মেয়েটির সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়েছে জুডিথের। পাশ ফিরে শুলো বেনন। নিজেকে খুব একা মনে হলো ওর।

নয়

নাস্তার জন্যে সকালে রানশে এলো বেনন। ওখান থেকে ওকে যেতে হলো রানশের সামনের মাঠে। এক কোণে পারিবারিক একটা গোরস্থান আছে মাঠে। সিমন্সের বাবা-মার কবর আছে ওখানে। অসক্রুকের জন্যে সেখানে কবর খুঁড়েছে এডি

দিনটা শুরু হতেই ভ্যাপসা গরম পড়ে গেছে। কিন্তু গোরস্থানটা পাইন গাছের নীচে, ছায়ায়। এখানে আবহাওয়া এখনও শীতল এবং পরিবেশটা সৌম্য

রানশ থেকে অসক্রুকের মৃতদেহ নিয়ে কবরে শুইয়ে দিল ওরা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল। সঙ্গীদের ওপর চোখ বোলাল বেনন একটা কথা বুঝল, যত কঠিন লোকই এরা হোক না কেন, মৃত্যুর প্রতি দুর্বার শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে প্রত্যেকের। ওরা জানে, একদিন মৃত্যুর কাছে হেরে যেতে হবে ওরা খানিকটা লজ্জিতও। ওরা এ-ও জানে, চাঙ্ক অসক্রুককে যেভাবে ওরা কবর দিচ্ছে, তার চেয়ে ভাল ভাবে কবরে শোয়ার অধিকার অসক্রুকের ছিল। অপেক্ষা করছে ওরা, সিমন্স বলবে যা বলার।

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছে সিমন্স। সবাইকে একবার দেখে নিয়ে হলুদ মাঠের দিকে চোখ ফেরাল। তারপর দেখল পাশে রাখা ফলকের দিকে। ফলকে অসক্রুকের নাম, বয়স আর জন্ম-মৃত্যু খোদাই করা আছে। কিছুক্ষণ ফলকটা দেখে মৃদু স্বরে শুরু করল সিমন্স: 'আমার বাবা অনেক আগে আমাকে একবার বলেছিল, মানুষের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে এমন ভাবে জীবন কাটানো, যাতে মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে তার কাছে আসে। সে আমলে বুড়োরা জীবনটাকে উপভোগ করে গেছে। তাদের একটা বিশ্বাস ছিল। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য ছিল। সে বিশ্বাস, সে উদ্দেশ্য থেকে কেউ তাদের টলাতে পারেনি মৃত্যুর আগে বাবা হেসেছিল, আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, এটা কোনও ব্যাপারই নয়। আজ আর সেরকম মানুষ তেমন একটা চোখে পড়ে না। আমি অন্তত সেরকম নই। সেরকম মানুষ খুব কমই আছে। আমি জানি না মৃত্যু কী, আমি এটাও জানি না জীবন কী। হয়তো আমাদের জীবনে আমরা বুঝতে পারব কিংবা হয়তো পারবও না। চাঙ্ক খারাপ ছেলে ছিল না। ওর ঘোড়া ছোটানোর দিন শেষ হয়েছে এখন ওর বিশ্রামের সময়। কিন্তু আমাদের বিশ্রামের সময় এখনও আসেনি, আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা, নিশ্চিত হতে চাইল সিমন্সের কথা শেষ হয়েছে, তারপর কাজে লেগে গেল এডি আর ফ্রেড বাউয়ি, কোদাল দিয়ে কবরের

ভেতর আলগা মাটি ফেলতে শুরু করল দু'জন। প্রথম দিকে অনিচ্ছার সঙ্গে কাজ করল তারা, কিন্তু একটু পরই কাজের গতি বেড়ে গেল। দ্রুত শেষ করতে চাইছে অপছন্দের কাজটা অন্যরাও ওদের বিশ্রাম দিতে এগিয়ে এলো কবরটা ভরে ফেলার পর রানশের বারান্দায় ফিরে এলো সবাই বারান্দার কিনারায় বসল কিরবি গতকালের অত্যধিক মদ্যপানের কারণে তাকে এখনও অসুস্থ দেখাচ্ছে। লোকটা যে কত রুগ্ন তা প্রকট হয়ে উঠেছে। লাল চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেড বাউয়ি। তার কিছুটা পেছনে কে' লে দেহের ভর দিয়ে নিশ্চুপ অপেক্ষা করছে এডি। হ্যারল্ড সিমন্স কথা শুরুর আগে সবাইকে একবার দেখে নিল, তারপর বলল, 'আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ যে, অসক্রুকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। এটা শুরু, কোনওকিছুর শেষ নয় আমরা এখানে পাঁচজন আছি। কিন্তু পাঁচজনই থাকব তেমন নয়। ভেড়া আনার সঙ্গে সঙ্গে গরু-মালিকদের কাছে আমরা অমানুষ হয়ে গেছি। সেজন্যে কোনও আফসোস আমি করব না। করছি না। আমি শুধু জানিয়ে রাখছি পরিস্থিতি ওদের চোখে আমরা ক্ষতিকর নেকড়ের মতোই বিপজ্জনক। হামলা করার আগে আমাদের কেউ জানান দেবে না, কেউ আমাদের শুভানুধ্যায়ী থাকবে না, কারও দয়া আমরা পাব না আমি যদি বড় কোনও রানশার হতাম, তা হলে হয়তো ভেড়া পালকের প্রতি আমার মনোভাবও এমনই হতো তোমরা আমার কথা শুনলে, এবার সিদ্ধান্ত নাও কী করবে কেউ যদি আজ রাতে পাস পেরিয়ে চলে যেতে চাও, তা হলে তাকে আমি কাপুরুষ বলব না।'

'আমি ভাবছি ভেড়া রাখার মাঠের কথা,' বলল বেনন। 'জায়গাটা আমার পছন্দ হয়নি

'কেন?' জানতে চাইল সিমন্স।

'বেশি খোলামেলা। ওখানে হামলা করা সহজ। গতকাল রিজের ওপর থেকে আরেকটা মাঠ দেখেছি আমি, নদীর পাড়ে। ওটা তোমার?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওটা পাঁচ মাইল দূরে।'

'তবু, ওখানে ভেড়া রাখলে একটা দিকে নজর কম রাখতে হবে আমাদের। তা ছাড়া, ভেড়া এখন কোথায় আছে সেটা শত্রুপক্ষ জানে আজ রাতে আমরা ভেড়া সরিয়ে নিতে পারি।'

চিন্তা করছে সিমন্স। কিরবি তিক্ত স্বরে বলে উঠল, 'আমি হলে ওর কথা শুনতাম না

একটু দ্বিধা করে মাথা দোলাল সিমন্স। 'ঠিক আছে, আজ রাতে আমরা ওখানে ভেড়া সরিয়ে নেব।'

উঠে দাঁড়াল কিরবি, কাউকে কিছু না বলে ঘোড়ার পিঠে উঠে চলে গেল বনের দিকে বাউয়ি চলে গেল বাঙ্কহাউসে। এডি রানশহাউসে ঢুকল কী যেন করতে চেহারা দেখে মনে হলো হাসি চাপছে সিমন্স। 'ওরা তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, কিন্তু তোমার কথা মেনে নিতে হচ্ছে। বাধ্য হয়েই মানছে ওরা, জানে, তুমি ওদের চেয়ে যোগ্য

উঠানের ধুলোয় রোদ পড়ে লাল দেখাচ্ছে। ধুলোয় আঁকিবুঁকি কাটল সিমন্স। 'আমার এক বন্ধু কাল রাতে মরগান টাউনে ছিল। সে তোমাকে দেখেছে সেলুন থেকে বেরোতে। যেভাবে সে বলল কী ঘটেছিল, আমার আফসোস হয়েছে ওখানে ছিলাম না বলে। মনে হচ্ছে এই এলাকায় দীর্ঘদিনের গল্পের খোরাক হয়ে গেছ তুমি।' হাসল সিমন্স 'ওরকম বোকামি আর করতে যেয়ো না, পরেরবার না-ও বাঁচতে পারো।'

'বাঁচতেও পারি।'

'ধরো বাঁচলে না

'পরে কী ঘটবে সেটা সব সময় ভাবতে পারে না মানুষ,' বিড়বিড় করে বলল বেনন।

'শুনলাম তুমি নাকি হাসি মুখে ওদের মুখোমুখি হয়েছ?' ভ্রূ ওপরে তুলল সিমন্স, চোখ দুটো হাসছে। 'শ্যান কর্নিকে তুমি সবার সামনে কাপুরুষ বলেছ, তারপর জ্যান্ত বেরিয়ে এসেছ ওই ব্যাপারে তোমার ভুল ধারণা আছে, বেনন। শ্যান কর্নি আর যাই হোক, কাপুরুষ নয়। তুমি দেখেছ ওর ধৈর্য। আর কেউ হলে তোমার কথায় প্রভাবিত হতো, যত বড় কাপুরুষই হোক না কেন, কালকে তুমি যে-কথা বলেছ, তার পর লড়তে বাধ্য হতো, কিন্তু কারও মতামতের তোয়াক্কা করে চলা শ্যান কর্নির ধাতে নেই। সারা দুনিয়া ওকে কাপুরুষ মনে করুক, তারপরও নিজের কাজে একগুঁয়ের মতো লেগে থাকবে সে। তুমি ওর গতি কমিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু থামাতে পারবে না ওকে। একসময় না একসময়ে গন্তব্যে সে ঠিকই পৌঁছাবে।'

গভীর মনোযোগে রানশারের কথাগুলো শুনল বেনন, মনে রাখল।

'ভেড়ার কারণে ও আমার পেছনে লাগেনি,' বলল সিমন্স। 'ও আমাকে শেষ করতে চায়। আমার জমিটা ওর দরকার, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দরকার জুডিথের মনোযোগ। ...কর্নিদের কোনও খোলা জমি নেই। ওদের জমি পাহাড়ের দিকে। আমার মাঠগুলো ওদের জমির পর – কাজেই অনেকদিন থেকে আমাকে ফাঁসাতে চাইছিল শ্যান। এখন সুযোগটা পেয়ে গেছে।'

'ভেড়ার মাঠে ফিরে যাব আমি,' জানাল বেনন।

কী যেন ভাবছে সিমন্স। বলল, 'আমি আগেও বলেছি, এই এলাকায় গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে গেছ তুমি। অনেকেই মনে করবে লেসলি কর্নির মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি আর সবার চেয়ে বেশি জানো।'

সিমন্সের দিকে চাইল বেনন, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'হয়তো আসলেই আমি আর সবার চেয়ে বেশি জানি।'

ভ্রূ কুঁচকাল সিমন্স। 'যে-কেউ খুনটা করে থাকতে পারে। খুব কম লোকই লেসলি কর্নির বন্ধু ছিল। অতিরিক্ত গর্বের কারণে বেশিরভাগ মানুষ ওকে দেখতে পারত না। লাম্পট্যের কারণেও অনেকেই ওকে অপছন্দ করত মানুষের বউয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার একটা বদঅভ্যাস ছিল তার বেননের চোখে তাকাল সিমন্স 'ওর মেয়ে ঘেঁষা স্বভাবের জন্যে হয়তো আমিই কোনওদিন গুলি

করে মারতাম। আমার যথেষ্ট কারণ ছিল ওকে গুলি করার। ...তবে একটা কথা বলি, তোমার বদলে আমি হলে গায়ে পড়ে ঝামেলায় জড়াতাম না।'

'আমার কর্মপদ্ধতি ভিন্ন।' হাসল বেনন।

বাতাসে হাতের ঝাপটা দিল সিমন্স। 'পুরোনো কথা বলতে চাই না, হয়তো এমন কোনও তথ্য বেরিয়ে আসবে, যেটা তোমার জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে।'

'যে-রাতে গুলির শব্দ হলো, সে-রাতে রানশে ছিলে তুমি?'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল সিমন্স।

'কিরবি ছিল?'

এবার একটু দ্বিধা করল সিমন্স, 'না।'

'সে-রাতে তা হলে দেখা যাচ্ছে সবাই বাইরে ছিল!'

'আর কে ছিল?' হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করে বসল সিমন্স

'সেটা আপাতত তোমার না জানলেও চলবে।' স্যাডলে চাপল বেনন, ভেড়ার মাঠের দিকে চলল। একটা ঘোড়ার পেছনটা দেখতে পেল, নীচের ট্রেইল ধরে বনের ভেতর দিয়ে ঘুরপথে ওপরের দিকে উঠছে।

ভেড়ার মাঠে ঢোকার আগে বনের ধারে লরা সিম্পসনকে অপেক্ষা করতে দেখল বেনন। ওকে দেখে হাসল মেয়েটা, সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'জানতাম এ-পথে তুমি ফিরবে।'

হ্যাটের ব্রিমে আঙুল ছুঁইয়ে সম্মান দেখাল বেনন। একটু অস্বস্তিতে ভুগছে ও মেয়েটা বড় বেশি সরল, একটুতেই অনেক আঘাত পেতে পারে। চেহারাটা যেন মনের আয়না, পরিষ্কার পড়া যায় হৃদয়ের অনুভূতি। ওর চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, ভাললাগা – সবকিছুর ছাপ পড়ে চেহারায়।

বাকস্কিনের একটা স্কার্ট পরেছে মেয়েটা, গায়ে সিল্কের শার্ট। কলারটাকে জড়িয়ে আছে গাঢ় রঙের একটা টাই। মাথায় হ্যাট নেই, গাছের ফাঁক দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় ঝিলিক মারছে কালো রেশমি চুল। একদৃষ্টিতে বেননের দিকে তাকিয়ে আছে লরা, মৃদু হাসছে। নীরব একটা আহ্বান আছে মেয়েটার চোখে।

বেননের পাশে ঘোড়া চালিয়ে কেবিনের সামনে চলে এলো লরা। বেনন ঘোড়া থেকে নামতে ইতস্তত করছে দেখে বলল, 'তুমি কি এখানে ক্যাম্প করেছ?' প্রশ্নটা করে জবাবের অপেক্ষা করল না মেয়েটা, ঘোড়া থেকে নেমে কেবিনের দিকে পা বাড়াল। স্যাডল ছেড়ে স্পিড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল বেনন। ওর নীরবতা দেখে পেছন ফিরল লরা, মুখ থেকে হাসিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল শ্রাগ করল কী ভেবে। তারপর আবার বেননের পাশে ফিরে এলো। এখন ওর কালো চোখে আহ্বান নেই। আছে কৌতূহল আর আশাভঙ্গের বেদনা। বেননের উৎসাহের অভাব নিঃসন্দেহে ওকে হতাশ আর আহত করেছে। এই আঘাতটা যেন ওর প্রাপ্য নয়, এমন ভাবে বেননের দিকে তাকিয়ে আছে লরা। ছেলেমানুষি, বুঝতে পারছে বেনন, মেয়েটা বয়সের তুলনায় একেবারেই অপরিপক্ব। ভাল ব্যবহারে শিশুর সরলতায় কাছে চলে আসে, আবার একটু আঘাত পেলেই বিস্মিত হয়ে দূরে সরে যায়।

'পুরুষরা আজব,' স্বীকার করার সুরে বলল লরা। 'সবাই মনে করে মেয়েরা হয় খারাপ, না হলে ভাল, ভাল-মন্দের মিশেল নয়। কোনও মেয়ে যদি আগ বাড়িয়ে কাছে আসে, তা হলে পুরুষরা ধরেই নেয়, সেই মেয়ে খারাপ। এমন কেন হবে? এসব পুরোনো ধারণা পুরুষরা ছাড়তে পারে না?'

'আমাকে এ-প্রশ্ন করছ কেন?' খুব নরম সুরে জানতে চাইল বেনন।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি আর সবার চেয়ে আলাদা,' বিড়বিড় করে বলল লরা। 'সবাইকে প্রথমে আলাদা মনে হয়। আসলে বোধহয় দুনিয়াতে সব পুরুষই একইরকম।'

সহজ গলায় বলল বেনন, 'তোমার হাতটা একটু দেখতে দেবে?'

মাথা কাত করে সাবধানী দৃষ্টিতে বেননকে দেখল লরা, ডান হাত বাড়াল। মুখে রক্ত জমেছে ওর। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। হাতের তালু উল্টেপাল্টে দেখল বেনন, তারপর হাতটা ছেড়ে দিল।

'কেন?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল লরা।

পকেট হাতড়াতে গিয়েও থেমে গেল বেনন, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ডো স্কিনের গ্লাভ্‌স্ পরো?'

চমকে শ্বাস টানল লরা, মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো আতঙ্কিত মনে হলো ওকে হঠাৎ করে। ফিসফিস করে বলল, 'ওটা আমাকে দিয়ে দাও!'

'তোমার ওটা?'

'দয়া করে দিয়ে দাও... ওটা আমার দোকানের জিনিস।'

'আমি দুঃখিত, গ্লাভের কথা বলেছি,' নরম সুরে বলল বেনন। 'মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

বেননকে পকেটের দিকে হাত বাড়াতে দেখেছে লরা, সামনে বেড়ে জোর করে বেননের পকেটে হাত ভরে দিল মেয়েটা। পকেটের কাছটা একটু ছিঁড়ে গেল। দ্রুত পিছু হটল বেনন, হাত সরিয়ে দিল, একটু জোর খাটাতে হলো। সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে লরা, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো বলছে, 'আমি জানতাম... আমি জানতাম... আমি জানতাম ওটা তোমার কাছে আছে। আমি ছাড়াও আরও লোক ওটার কথা জানে। ওরা কেড়ে নেবে। আমাকে দিয়ে দাও... আমাকে দিয়ে দাও।'

'না,' নিচু স্বরে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল বেনন।

ঝড়ের বেগে ঘোড়ার কাছে চলে গেল লরা, স্যাডলে উঠল লাফ দিয়ে। 'তুমি ওটার জন্যে মারা যাবে, দেখো!' বলে দ্রুত বেগে ঘোড়া দাবড়াল, মাঠ পেরিয়ে চলে গেল বনের ভেতরের ট্রেইল ধরে।

দাঁড়িয়ে থাকল বেনন, নিজের ব্যবহারে লজ্জিত বোধ করছে। মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলার কোনও অধিকার নেই ওর, নিজেকে মনে করিয়ে দিল, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানো খুবই অনুচিত কাজ হবে। কিন্তু ডো স্কিনের গ্লাভ্‌টা নিজের কাছে রেখে দেয়ার অর্থ বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি জিইয়ে

রাখা। সে-রাতে কেবিনের ভেতর ওটা পড়ে থাকতে দেখে ভদ্রতার কারণে গ্লাভ্‌টা তুলে নিয়েছিল ও, যাতে কোনও ভদ্রমহিলার নামে কলঙ্ক না ছড়ায়। একটু আগেও ভাবছিল জুডিথ আর সে ছাড়া আর কেউ গ্লাভের কথা জানে না, কিন্তু লরা সিম্পসনের হুঁশিয়ারি শোনার পর এখন মনে হচ্ছে, আরও অনেকেই গ্লাভের কথা জানে। গ্লাভ্‌টা কাছে রাখা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ওটার মালিকের প্রতি অনুচ্চারিত একটা কর্তব্য আছে ওর। সে-কর্তব্যের কারণেই মালিক ছাড়া আর কাউকে গ্লাভ্‌টা দেয়া ঠিক হবে না।

কেবিনের পেছনে ঝোপঝাড় সরানোর আওয়াজ পেয়ে চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল বেনন, হাত চলে গেল সিক্সগানের কাছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো কিরবি। রাগে কালচে দেখাচ্ছে লোকটার মুখ। স্যাডল থেকে নামল না। চাপা গর্জনের মতো বলল, 'বেনন, ওই মেয়ের কাছ থেকে দূরে থেকো!'

'কেন, কিরবি?'

'তা না জানলেও চলবে। ওকে তোমার কাছে আসতে উৎসাহিত কোরো না। মেয়েটা বোকা, যে-কোন পুরুষের ফাঁদে পা দিয়ে বসতে পারে। মিথ্যে বললেও বিশ্বাস করবে ও, হাসলে কাছে চলে আসবে।'

'কিরবি,' শান্ত গলায় বলল বেনন। 'এ-বিষয়ে কথা না বললেও চলবে।'

'একশোবার বলব। বলতে হবে আমাকে। কী চাইছিল ও তোমার কাছে?'

'একটা কথা বলি, শোনো, কিরবি,' আরও শান্ত হয়ে গেল বেননের গলা। 'তুমি যদি গভীর রাতে কাদার মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাও, আর চাও যাতে কেউ সকালে তোমাকে ট্র্যাক করতে না পারে, তা হলে তোমার উচিত কাদা থেকে উঠেই ঘোড়ার খুর ভালমতো মুছে নেয়া। কী বলছি, বুঝতে পারছ?'

'তুমি বড় বেশি জানো,' হিসহিস করে উঠল কিরবি। 'বেশি দেখো চোখে।'

'তা হলে আমাকে আর ঘাঁটিয়ো না।'

রাগে ফেটে পড়তে চাইছে খর্বকায় লোকটা, নিজের সঙ্গে লড়াই করছে মেজাজ সামলে রাখতে। যুদ্ধে কিরবিরই জিত হলো, কারণ অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলল সে, 'জীবনে আমি অনেক ভুল করেছি, বেনন। কারও কোনও উপকারে আসিনি। মরগান টাউনে বিরাট একটা উপকার করেছ তুমি আমার। সেজন্যে আমার ধন্যবাদ জানিয়েছি তোমাকে। কিন্তু ওই ধন্যবাদ পর্যন্তই, এর বেশি কিছু আশা কোরো না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না, পছন্দও করি না।'

'তুমি কাউকে পছন্দ করো সেটা আমি বিশ্বাস করি না,' মন্তব্য করল বেনন।

'পুরুষমানুষ কুকুরের মতো,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল কিরবি। 'যা বলেছি মনে রেখো, মেয়েটার কাছ থেকে দূরে থেকো।' আর কথা বাড়াল না দুবলাপাতলা কাউবয়, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জোর কদমে চলে গেল কেবিন পেরিয়ে, বনের ভেতর।

আরও কিছুক্ষণ একা সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকল বেনন, চিন্তা করল কিরবির পাগলামির কথা। অতীতের কোনও একটা ঘটনার কারণে লোকটা এরকম উদ্ভট আচরণ করছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

দিনটা গরম হয়ে উঠছে। বাতাস থেমে গেছে। দূরে গ্রে বুলের দুটো চুড়ো দেখা যাচ্ছে, মেঘমুক্ত আকাশের বুকে খোঁচা মারছে। মাঠে চরছে ভেড়ার পাল, ঘাস খাচ্ছে। শান্ত একটা পরিবেশ।

স্পিডিকে নিয়ে মাঠের ওপরের দিকে, বনের ভেতর চলে এলো বেনন। মনটা বলছে, মাঠের খুব বেশি কাছে থাকা নিরাপদ হবে না। তা ছাড়া, দিনের বেলায় ভেড়ার পাল পাহারা দেয়ার কোনও অর্থ নেই। মানুষ রাতের বেলায় অন্য মানুষের জীবনে বিপদ ডেকে আনে।

লালচে পাইনের বনে ছায়াছায়া অন্ধকার। নিজেকে বিপদমুক্ত মনে হলো বেননের। বনের ভেতর পাতা দিয়ে তৈরি আচ্ছাদনের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে সূর্যের সোনালী ছুরি নেমেছে, চিরে দিয়েছে ছায়ার গা। মাটিতে পাতার কার্পেট, ভেজা ভেজা। যেখানে আলো পড়েছে, সেসব জায়গা থেকে নীলচে বাষ্প উঠছে। পাহাড়ে নীরব একটা মোহময় স্বপ্নিল পরিবেশ। জঙ্গলের বুনো গন্ধ মনকে একাকী করে দেয়। বামদিকে একটা আওয়াজ শুনতে পেল বেনন। এক নাগাড়ে বিড়বিড় করার মতো একটা হালকা শব্দ।

মাঝ-সকালে জঙ্গলের ট্রেইল ধরে আরও ওপরের একটা মাঠে চলে এলো বেনন। মাঠ পেরিয়ে থামতে হলো ওকে। সামনে গভীর একটা ক্যানিয়ন। কোনও বেড়া নেই ক্যানিয়নের পাড়ে। ছয়শো ফুট নীচে দেখা যাচ্ছে নদীর পানি। ওখানে সূর্যের আলো পড়েনি। দুপুরের আগে পড়বেও না।

ক্যানিয়নের উল্টো পাড়ে টিলার সারি। বেনন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গাটা তার চেয়ে বেশ উঁচু। টিলাগুলোর গা থেকে নেমে এসেছে নদীটা, সরু একটা খাদ ধরে কিছুদূরে এসে প্রবেশ করেছে ক্যানিয়নে। খাদের ভেতর সূর্যের আলো নেই, তবুও বোঝা যাচ্ছে নদী ওখানে খরস্রোতা। পানির মাথায় সাদা ফেনার মুকুট। ক্যানিয়ন ধরে সিকি মাইল এগিয়েছে নদী, তারপর একটা টিলাকে দু'ভাগ করে দিয়ে গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। ওখানে তাকিয়ে কালো গর্তটার পাশে ছোট একটা বসতি দেখতে পেল বেনন, আরেকবার চোখ বোলাল মাঠে। গতকাল উঁচু একটা পাহাড় থেকে এই মাঠটাই দেখেছিল ও, পছন্দ করেছিল ভেড়া রাখার জন্যে।

এখনই ফেরার কোনও ইচ্ছে নেই বেননের, ক্যানিয়নের পাড় বেয়ে সরু একটা কার্নিস ধরে নীচের দিকে নামতে শুরু করল ও। এঁকেবেঁকে নীচের দিকে নেমে গেছে পথ, চওড়ায় বড়জোর তিন ফুট হবে। পা পিছলে পড়লে ছয়শো ফুট নীচে নদীর বুকে পড়তে হবে। বাঁচার কোনও উপায় নেই

এই কার্নিসটা নিয়মিত ব্যবহার করে হরিণ আর ভালুক, ধুলোতে হরিণ আর ভালুকের পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারল বেনন। বিশ মিনিট পর নীচে নেমে নদীর পাড়ে চলে এলো ও। নদী এখানে অগভীর, কিন্তু প্রশস্ত স্রোত আছে বেশ স্বচ্ছ পানির নীচে নদীর নুড়ি পাথরে ভরা মেঝে দেখা যায় স্পিডির কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেল নদীর মাঝে গিয়ে, তারপর কমে গেল গভীরতা শরীর না ভিজিয়েই অপর পাড়ে উঠতে পারল বেনন নদীর [illegible] দিয়ে একটা ওয়্যাগন রোড গেছে,

ওটা ধরে বসতিতে পৌঁছে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না।

একটা সেলুন, একটা স্টোর আর পুরোনো একটা অতিকায় কাঠের বাড়ি নিয়ে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট এই বসতি। পেছনে পাহাড়ের খাড়া গা। পেছন দিক থেকে এখানে কারও পক্ষে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। ধুলোভরা রাস্তাটা নদীর পাড় ধরে এগিয়ে গেছে, তারপর বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে একটা টিলা পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে ঢালু একটা উপত্যকায়। সেলুনের সামনে ঘোড়া থেকে নামল বেনন, স্পিডিকে বেঁধে পা বাড়াল, সেলুনে ঢুকবে।

তিনজন লোক বসে আছে সেলুনের বারান্দায়। রোদে পোড়া চেহারা তাদের। রুক্ষ মানুষ। বাঁকা চোখে বেননকে মাপল। একবার দেখেই এরা কী ধরনের মানুষ বুঝে গেল বেনন। সেলুনের দরজায় দেখতে পেল রুডাবাগ স্মিথকে। গোটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মোটা রুডাবাগ।

বারান্দায় বসা লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে রুডাবাগের সামনে থামল বেনন। ধৈর্য আর সতর্কতা নিয়ে ওকে দেখল রুডাবাগ। কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। দরজা ছেড়ে নড়ার কোনও ইচ্ছে তার আছে বলে মনে হলো না।

'হ্যালো, রুডাবাগ।'

'হ্যালো।' বেননের দিকে তাকাল না লোকটা, চোখ বোলাল বারান্দায় বসা তিনজনের ওপর। 'এ রক বেনন,' পরিচয় করিয়ে দিল রুডাবাগ। বলার ভঙ্গিতে বেনন বুঝল, আগেই ওর ব্যাপারে আলাপ করেছে রুডাবাগ এবং তার চ্যালারা।

সমীহ নিয়ে বেননকে দেখছে এখন তিন গানহ্যান্ড।

'ভেতরে এসো।' পিছিয়ে বেননকে সেলুনে ঢোকার পথ করে দিল রুডাবাগ। বারান্দায় বসা তিন গানহ্যান্ডের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল, 'বেননের ঘোড়াটা পেছনে উঠানের ছায়ায় নিয়ে রাখো তো কেউ।' বেননের দিকে চাইল সে। 'চিন্তার কিছু নেই, এখানে বিপদ হবে না।'

'ভাবছ আমি নরম হয়ে গেছি?' সেলুনে ঢুকে চারপাশ একবার দেখল বেনন। 'তোমার নিজের জায়গা?' জিজ্ঞেস করল।

'আমার,' সায় দিল রুডাবাগ। কাউন্টারের পেছনে [illegible] একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এলো, একটা টেবিলে বসতে বলল বেননকে। 'এখনও রাই হুইস্কি চলে তো?'

'চলে।'

গ্লাস দুটোতে হুইস্কি ঢেলে একটা গ্লাস বেননের হাতে ধরিয়ে দিয়ে [illegible] বসল রুডাবাগ। মৃদু হাসছে। বলল, 'তুমি নরম হওনি সেটা দেখে বোঝা [illegible]।' স্মৃতি রোমন্থন করল রুডা[illegible]গ। ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচিয়েছিল বেনন ওকে। রুডাবাগকে ফাঁসিতে ঝোলানোর বন্দোবস্ত হবার পর [illegible] দূর থেকে [illegible] বলেছিল, আসলে ব্যাঙ্কটা ও ডাকাতি করেছে। তারপর [illegible]কে লেজে নিয়ে সরে যায় ও। খসিয়ে ফেলে অনুসরণকারীদের। পরে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে রুডাবা[illegible]র। রুডাবা[illegible] কখনও ধন্যবাদ দেয়[illegible] পরে সম[illegible] [illegible]লো [illegible]
[illegible]ক করে [illegible] [illegible]লে নড়েচড়ে বসল রুডা[illegible] [illegible]ক করার

পরে. আগে ক্ষতিপূরণ করতে হবে ওকে। ওর লোক বেশি মাতবরী করতে গিয়ে শ্যন কর্নিকে বলে দিয়েছে রাতে উপত্যকায় ভেড়া আসার খবর। পরে রুডাবাগ জানতে পেরেছে. ভেড়ার পালের সঙ্গে বেননও আছে। কিন্তু ততক্ষণে বেশি দেরি হয়ে গেছে, সতর্ক করার সময় ছিল না।

'খুশি হওনি আমাকে দেখে?' হালকা গলায় জানতে চাইল বেনন।

'হয়েছি সেটা বলতে পারছি না,' সরল স্বীকারোক্তি করল রুডাবাগ।

'নাম কী এই জায়গার?'

'কার্সন্স ফোর্ড।'

'আছ কতদিন হলো?'

'বছর খানেক তো হবেই

'তা হলে তো এলাকাটা ভাল চেনো। নদীর ভাটিতে কী আছে?'

'হুইটলি উপত্যকা,' বলল রুডাবাগ। 'কর্নিদের রানশটা আমাদের কার্সন্স ফোর্ডের পেছনে. পাহাড়ের উল্টোদিকে।'

'সব সময় তুমি প্রচুর গরুর মাঝখানে থাকতে চাও,' মন্তব্যের সুরে বলল বেনন। তারপর রুডাবাগকে ভ্রূ কুঁচকাতে দেখে বলল, 'যদিও এই জায়গাটা তোমার কার্যকলাপের জন্যে খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার।'

'অতটা খারাপও নয়। কাজ চলে যাচ্ছে।'

'এখনও মানুষের গরু চুরিতেই আছ, নাকি নতুন কিছু ধান্দা করছ?'

'আছি, আছি, সেই একই পেশাতে মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে যাচ্ছি।'

'অসুবিধে হচ্ছে না?'

'না, শক্তিশালী পক্ষের বন্ধুত্ব অর্জন করে নিয়েছি।'

'শ্যন কর্নির?'

'হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত ওরই জিত হবে। সিমন্সের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ভুল করছ তুমি।'

'রাসলিঙের সঙ্গেও জড়িত শ্যন কর্নি?'

'না।'

'তাই।' কথাটা পাত্তা দিল না বেনন গ্লাস মুখে তুলে এক চুমুক রাই গিলল।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল রুডাবাগ 'এখানে কেন এসেছ, বেনন?'

'চাকরি খুঁজতে এসেছিলাম তারপর জড়িয়ে গেছি সিমন্সের সঙ্গে। শেষ না দেখে যেতে পারব না।'

'সেক্ষেত্রে ভুল করবে আগেও তুমি কঠিন সব কাজ করেছ, আমি জানি। কিন্তু এবার তোমার কোনও আ নেই র‍্যাটল স্নেকের লেজে পা দিয়ে বসেছ এবার। শ্যন কর্নিকে খেপিয়েছ সিমন্সকে তো শেষ করবেই. খুঁজে বের করে তোমাকেও শেষ করবে রানশাররা আমি তোমার ভাল চাই. সেজন্যেই বলছি. সময় থাকতে চলে যাও এখান থেকে

'সিমন্স আমার বন্ধু.' নিচু স্বরে জানাল বেনন

'ও।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুডাবাগ 'সব সময় কোনও না কোনও বন্ধুর জন্যে

জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি। ওরা কে কী করেছে তোমার জন্যে? কিচ্ছু না।' দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল রুডাবাগ। 'আমাকে কী করতে বলো তুমি?'

'খেলতে থাকো। আমার বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই না করলেই আমি খুশি।'

'তোমার বিরুদ্ধে! আমি?' চোখ বড় বড় করল রুডাবাগ। তিন ইঞ্চি জিভ বের করে ফেলল। 'কক্ষনো না। তবে একটা কথা কি জানো, বেনন, শক্ত গেরোতে পড়েছ তুমি এবার। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি লড়াই শেষ হবার আগে ওরা বুঝতে পারবে লড়াই কাকে বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা তোমাকে ঠিকই কোণঠাসা করবে। শ্যন কর্নিকে আমি ভালমতো চিনি।'

বারান্দায় বুটের আওয়াজ হলো। 'রুডাবাগ!' পরিচিত একটা কণ্ঠ ডাকল।

'এজন্যেই তোমার ঘোড়াটা পেছনের উঠানে রাখতে বলেছিলাম,' তাড়াহুড়ো করে চেয়ার ছেড়ে বলল সেলুনমালিক। 'আমি জানতাম ও আসবে।' পেছনের দরজাটা দেখাল বেননকে। 'এদিক দিয়ে।'

বেনন বেরিয়ে যাবার পর সেলুনের দরজার দিকে এগোল রুডাবাগ, আগন্তুককে ঢুকতে দেখে বলল, 'হ্যালো, হ্যারল্ড। হঠাৎ এখানে যে? ব্যাপার কি?'

হ্যারল্ড সিমন্স এসেছে।

যতটা নিঃশব্দে সম্ভব স্পিডির কাছে চলে এলো বেনন, নদী পার হয়ে ক্যানিয়নের পাড় বেয়ে ওপরের মাঠের দিকে চলল। ভ্রূ দুটো কুঁচকে আছে ওর।

দশ

হুইটলি উপত্যকার মাঝ দিয়ে যে রাস্তাটা আছে, সেটা ম্যাট হুইটলির বাড়ির একেবারে পাশ দিয়ে গেছে। নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা, টিলাময় পাহাড়ি এলাকায় ঢোকার একমাত্র সহজ পথ। এ-পথেই চলাচল করে কর্নিরা, মরুভূমির দিক থেকে ফিরে যায় নিজেদের পাহাড়ি রানশে। নীচের উপত্যকা থেকে মরগান টাউনে আসার সময় আর্নল্ডরাও এ-পথ ব্যবহার করে। এখানে নদীর ওপর একটা ব্রিজ আছে। রাতে সে-ব্রিজ পার হয় সন্দেহজনক আগন্তুকরা, চলে যায় কার্সন্স ফোর্ডের দিকে। কেউ আশ্রয় নেয় কার্সন্স ফোর্ডে, কেউ গ্রে বুল পাস পেরিয়ে এ-অঞ্চল থেকে চলে যায়, আবার কেউ বা ঢুকে যায় গোলকধাঁধার মতো ক্যানিয়নগুলোয়। আজকে পথযাত্রীদের ঘন ঘন আনাগোনা জুডিথ হুইটলিকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। সবারই যেন তাড়া আছে কোথাও যাবার। নিজের মেজাজের চেয়ে এই অঞ্চলের মেজাজ ভাল করে চেনে জুডিথ। সেজন্যেই ও বুঝতে পারছে, আজকে একটা কিছু হবে। খারাপ কিছু।

মায়ের দিকে চাইল জুডিথ, চেয়ারে বসে একমনে উল বুনে চলেছে। বাবা নিশ্চুপ বসে আছে টেবিলের আরেক মাথায় লণ্ঠনের আলোয় সরল মানুষটার নিষ্পাপ মুখটা চিন্তিত দেখাচ্ছে কোলের ওপর একটা বই রাখা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, পড়ছে বলে মনে হয় না।

'আজকাল খুব বেশি ঘোরাফেরা করছ, জুডিথ,' হঠাৎ করেই বলল মা। 'বয়স হচ্ছে, এখন একটু সুস্থির হতে শেখো।'

পোর্চে জুতোর আওয়াজ হলো। দরজায় এসে দাঁড়াল হুইটলি রানশের ফোরম্যান, স্টিভ ক্রেমার। 'লরা সিম্পসন এসেছে।'

ঘরের অর্ধেকটা পেরোনোর পর থামতে হলো জুডিথকে। ঘুরে দাঁড়াল ও। পেছন থেকে কথা বলে উঠেছে বাবা। 'এক মিনিট, জুডিথ।' গালে রক্ত জমল জুডিথের, দেখল বাবার চিন্তিত চেহারা। 'লরা মেয়ে ভাল নয়,' বলল রানশার। 'এখানে তোমার কাছে কী চায় সে?'

'কথা বলতে এসেছে,' নিচু গলায় বলল জুডিথ। চাপা একটা রাগ অনুভব করছে। বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ছাড়া ওর কোনও বন্ধু নেই।'

'বন্ধু নির্বাচনে তোমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত,' মন্তব্য করল ম্যাট। 'বন্ধুদের দেখে একজন মানুষকে বিচার করা যায়।'

'ম্যাট!' মেয়েকে রেগে যেতে দেখে মৃদু আপত্তির সুরে বলল মা।

'আজকে তুমি বাইরে যেয়ো না,' বিচলিত স্বরে বলল ম্যাট।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো জুডিথ, পোর্চ পেরিয়ে উঠানে চলে এলো। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে লরা সিম্পসন, ছোট্ট একটা পুতুলের মতো লাগছে ওকে দেখতে। চাঁদের ঝাপসা আলোয় ওর গোল মুখটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'জুডিথ, আমি না গ্লাভ্...'

'দাঁড়াও!'

কাছেই ঘোরাফেরা করছে কয়েকজন কাউবয়। রাস্তার পাশে রুডাবাগের দোকানের কাছেও দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। স্বাভাবিক স্বরে কথা বললে ওদের কানে যাবে। লরাকে নিয়ে একটু দূরে একটা কটনউড গাছের নীচে চলে এলো জুডিথ। দু'জনই যার যার নিজস্ব কারণে অস্থির হয়ে আছে। নদীর ছলাৎ-ছল ছাপিয়ে একটা ঘোড়ার আওয়াজ জোরাল হয়ে উঠল। নীচের উপত্যকা থেকে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আরোহী।

'বলো,' নিচু গলায় বলল জুডিথ।

'নতুন লোকটা – রক বেনন। ওর কাছে গ্লাভ্টা আছে।' উত্তেজনায় কাঁপছে লরার গলা।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

'ওহ্, জুডিথ! কী হবে?

জানে গ্লাভ্টা কার?'

'লোকটা আমার হাত দেখেছে!'

'আমার হাতও দেখেছে, লরা।'

'আমি বলে ফেলেছি ওটা আমার দোকানের জিনিস!'

আরোহী কাছে চলে এসেছে। 'কী খবর, ছেলেরা,' রুডাবাগের দোকান টানের সময় হাঁক ছাড়ল সে। লোকটার গলা জুডিথ চেনে। পেরোলদের ফা...

পাহাড় থেকে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। কেমন যেন অস্থির লাগছে জুডিথের। রক বেননের কথা মনে পড়ল ওর। সূর্যের আলোর বিপরীতে লোকটার চওড়া কাঁধ দেখার স্মৃতি মনে পড়ল। ওর কথা বলার ভঙ্গি, অন্তর্নিহিত একাকিত্ব আর বিষণ্ণতার কথা মনে এলো। অজান্তেই একবার শিউরে উঠল জুডিথ রক বেননের কালো গভীর চোখের শান্ত দৃষ্টি মনে করে। তারপর অন্তর থেকে যা অনুভব করছে তাই বলল লরাকে। 'আমরা বেননের কাছে নিরাপদ। আমাদের বিপদে ফেলবে না ও।'

'পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করা যায় না,' মৃদু স্বরে বলল লরা। নিজেও কথাটা বিশ্বাস করে না।

'ওকে বিশ্বাস করা যায়।'

'ভুল কোরো না।'

'আমি ওকে বিশ্বাস করি, লরা।'

স্যাডলে ঝুঁকে এলো লরা, ফ্যাকাসে দেখাল ওর ফর্সা মুখ। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। ফিসফিস করে বলল, 'আমার মতো হয়ো না তুমি, জুডিথ, খুব দুঃখ পাব। বেননের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি। ও আমাকে দেখে হাসল। আমি ভেবেছিলাম ও আমাকে পছন্দ করে।'

'সবাই তোমাকে দেখে হাসে, লরা। মানুষের হাসিকে তুমি অন্য অর্থে নাও।'

'ও আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি ডো স্কিনের রাইডং গ্লাভ্স্ পরি কি না। জিজ্ঞেস করেছে বলে দুঃখ প্রকাশও করল! কেন দুঃখিত হবে সে? আমি গ্লাভ্টা ওর কাছে চেয়েছিলাম, কিন্তু দিল না। ধরো কেউ যদি ওটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়, তখন?'

'না,' নিচু গলায় বলল জুডিথ। 'আমি মনে করি না কেউ কেড়ে নিতে পারবে।'

'অনেকেই জানে গ্লাভ্টা ওর কাছে আছে। কেউ হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারে।'

একটু রেগে গেল জুডিথ, জিজ্ঞেস করে বসল, 'কেন তুমি সব সময় পুরুষদের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে যাও, লরা?'

'কেউ আমাকে ভালবাসুক সেজন্যে বোধহয়,' বাচ্চাদের সরলতায় স্বীকার করল লরা। 'ভালবাসা চাই, তাই অমন করি। খোদা, কী যে একা লাগে আমার!'

'লরা, আমি দুঃখিত।' মেয়েটার বাহুতে হাত রাখল জুডিথ। 'এরকম করে কথা বলা আমার উচিত হয়নি।'

'আমি কিছু মনে করিনি।' আস্তে করে ঘোড়াটা সরিয়ে নিল লরা। 'যাই, মা আমার জন্যে চিন্তা করবে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে। আসলে গ্লাভের চিন্তায় এত খারাপ লাগছিল যে, না এসে থাকতে পারিনি। সবাই জেনে গেলে তোমার আমার কী হবে? আমাদের সম্পর্ক? শ্যন কর্নি খুব নিষ্ঠুর। সিমন্সকে ও মেরে ফেলবে। আমি জানি বেননকেও মেরে ফেলবে ও।'

চুপ করে তাকিয়ে থাকল জুডিথ। হাত নেড়ে বিদায় জানাল লরা, তারপর

জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ব্রিজের ওপর ফাঁপা শব্দ তুলে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল ঘোড়াটা মরগান টাউনের দিকে।

ছায়া থেকে জুডিথের পাশে এসে দাঁড়াল স্টিভ ক্রেমার। লম্বা লোক সে। কথা বলে খুবই নিচু স্বরে। বলল, 'লরার একা যাওয়া উচিত হয়নি। তোমারও একা বেড়ানো ঠিক নয়।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল জুডিথ। 'চারপাশে কী হচ্ছে, স্টিভ?'

'আমি জানি না।' আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল ফোরম্যান, আর কোনও কথা বলার ইচ্ছে নেই। চলে গেল বাঙ্কহাউসের দিকে।

রানশহাউসের খাবার ঘরে ঢুকে বাবার মুখোমুখি হলো জুডিথ, রেগে আছে। ম্যাট হুইটলি বই থেকে মুখ তোলার আগে কিছু বলল না ও। তারপর জানতে চাইল, 'জায়গার এখানে অভাব আছে? সবার জায়গা হতে পারে না, বাবা?'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে কোমল হয়ে গেল ম্যাট হুইটলির চেহারা। বইটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'সবার জায়গা হবে কি না সেটা বলার আমি কে, বলো, জুডিথ? এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।'

'কেন নেই?' অসহায় কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল জুডিথ। 'খারাপ কিছু যদি ঘটে, তা হলে তার দায়িত্ব তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে? নিজের রেঞ্জে যা খুশি করার অধিকার আছে হ্যারল্ড সিমন্সের। চাঙ্ক অসব্রুক মারা গেছে। এটাকে তুমি খুন ছাড়া আর কী বলবে, বাবা? তুমি কি খুনিদের পক্ষে সাফাই গাইবে?'

চোখের ইশারায় জুডিথকে চুপ করতে বললেন মিসেস হুইটলি, অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে মহিলা। কোন্ পাতা পড়ছিল সেটায় চিহ্ন দিয়ে বইটা পাশে সরিয়ে রাখল ম্যাট হুইটলি। জুডিথ বাবাকে সব সময়েই সৎ একজন দৃঢ়চেতা মানুষ মনে করে এসেছে। অত্যন্ত দয়ালু একজন সহৃদয় মানুষ বাবা, এটা জুডিথ ছোটবেলা থেকেই মনে করে। মনে করে কোনও বিপদেই বিচলিত হয় না বাবা। কিন্তু এখন বিস্মিত হয়ে জুডিথ ভাবল, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বাবা!

'তুমি ছেলে হলে ভাল হতো,' আস্তে করে বলল ম্যাট হুইটলি। 'মানিয়ে নিয়ে চলছি আমি। কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানতে হয়।'

'যেমন, বাবা?'

স্ত্রীর দিকে তাকাল রানশার, শ্রাগ করল। 'আমার মনে হয় জুডিথের সত্যি জানার বয়স হয়েছে।' হাতের নখ দেখল হুইটলি। 'জুডিথ, এখানে আমাদের সময়টা সব সময় নির্বিঘ্নে কাটেনি। যেচে পড়ে লড়াই করব তেমন মানুষ আমি নই, তুমি জানো। কিন্তু কর্নিরা লড়াই ভালবাসে। অনেকদিন আগে জেম কর্নির সঙ্গে আমার একটা মৌখিক চুক্তি হয়েছিল, আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ব না। ছয়জন কাউবয় নিয়ে বিশ বছর আগে এখানে আসে জেম কর্নি। ও যেখানে থাকবে সে এলাকার রাজা হতে হবে ওকে, এমনই এক মানুষ জেম কর্নি। ওপরের পাহাড়ি এলাকা আমার ছিল। কিন্তু জেম কর্নির চোখ পড়ল ওখানে।

লড়াই চাই না, তাই ওর কাছে বেচে দিলাম আমি জমি। জানতাম না বেচলে ভয়ঙ্কর এক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকতে হবে আমাকে। ওর সঙ্গে সুপ্রতিবেশীর সম্পর্ক আছে তার কারণ আমি ওর কথা মেনে নিয়ে চলেছি এতকাল আমি লড়াই না চেয়ে শান্তি চেয়েছি। এখনও চাই। কিন্তু শ্যন কর্নি এখন ক্রো ট্র্যাকের দায়িত্বে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছে সে যদিও জেমের চেয়ে কম কঠোর মানুষ শ্যন।'

'একটা পশু ও!' বলে উঠল জুডিথ। 'ঘোড়াকে চাবুক দিয়ে পেটায় ও ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেলে মানুষকেও পেটাবে।'

'ঠিকই ধরেছ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানশার।

'আমি হলে আমার একজন লোককেও ওর সঙ্গে দিতাম না হ্যারল্ড সিমন্সের বিরুদ্ধে লড়ব কেন আমরা!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ম্যাট হুইটলি, তাকে আরও বয়স্ক দেখাল 'মুখে ওসব বলা সোজা, মা। তুমি কর্নিদের চেনো না। ওদের জেদের কাছে শুরু থেকেই হার মেনে চলেছি, যাতে লড়াই না হয়। এভাবে মানুষের বুড়ো আঙুলের নীচে বাস করা কষ্টকর। বারবার ভেবেছি, তুমি যদি ছেলে হতে! আমাকে মাথা নিচু করে চলতে হয়েছে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। একদিন এই রানশটা তোমার হবে। আমি চাইনি কর্নিদের শত্রুতা তোমাকে মোকাবিলা করতে হোক। শ্যনের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই তোমার।'

আর কিছু বলার নেই, চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল ম্যাট হুইটলি

বাবা চলে যেতেই জিজ্ঞেস করল জুডিথ, 'কতদিন ধরে এরকম চলছে, মা?'

'তোমার বাবা ভাল একজন মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছে, জুডিথ।' মেয়ের দিকে অপলক চোখ রাখল মিসেস হুইটলি। 'কখনও কখনও দেখেছি তিক্ততার চরমে পৌঁছে গেছে ও। বাড়ি ফিরে বলেছে অপমান আর সহ্য হয় না। কিন্তু সামলে নিয়েছে তোমার কথা চিন্তা করে। ...আসলে, এরকম বাজে একটা জায়গাতে বসবাসের উপযুক্ত নয় তোমার বাবা। ভাল হতো যদি ও শহরেই থেকে যেত

'আমি জানতাম না,' নিচু স্বরে বলল জুডিথ, খারাপ লাগছে ওর।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মিসেস হুইটলি। মাকে আগেও এভাবে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখেছে জুডিথ। 'জীবনটা আমরা যেরকম কল্পনা করি, সেরকম নয়, জুডিথ, বয়স বাড়লে বোঝা যায় তোমার এখন এসব নিয়ে চিন্তা না করাই উচিত তারুণ্যের দিনগুলো তুমি উপভোগ করো এটাই আমরা চাই।'

দরজায় কার যেন পায়ের আওয়াজ গ্রীবা ফেরাল জুডিথ। একটু চমকে মতো উঠল

আড়ষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে শ্যন কর্নি! 'গুড ইভনিং মাথা থেকে হ্যাট খুলে ভেতরে পা রাখল সে

ছোট্ট করে মাথা দোলাল মিসেস হুইটলি, কিচেনে চলে গেল পেছনে বন্ধ

হয়ে গেল দরজাটা

পা বাড়াতেই কাঁধের ওপর দোল খেল শ্যান কর্নির হলুদ চুল। জুডিথের সামনে দাঁড়াল যুবক রানশার, হাসার চেষ্টা করে বলল, 'চড়া মেজাজের জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। তবে, জুডিথ, তুমি মানুষকে সহজেই রাগিয়ে দিতে পারো।'

জুডিথ কিছু বলবে সে অপেক্ষা করল শ্যান কর্নি। তারপর মেয়েটা শীতল নীরবতা ভাঙছে না দেখে আবার তার রাগ হতে লাগল। বলে বসল, 'শুনলাম রক বেননের কাছে একটা গ্লাভ্ আছে? ওটা আমার চাই।'

প্রচণ্ড রাগে হাত দুটো কাঁপছে, অনুভব করল জুডিথ। স্বাভাবিক ভদ্রতা ভুলে বলে ফেলল, 'ওর পেছনে লেগো না, নিজেকে তা হলে শুধু আরও হাস্যাস্পদই করে তুলবে, লাভ হবে না কোনও।'

শ্যান কর্নির মুখটা লালচে হয়ে উঠল। রাগ করবে না শপথ করে এখানে এসেছে সে, অথচ জুডিথ তাকে রাগিয়ে দিচ্ছে। নিজেকে দিশেহারা মনে হলো যুবক রানশারের। 'ওটা আমার চাই,' অবুঝের মতো আবার বলল শ্যান। 'তুমি চাও ওটা আমি তোমাকে এনে দিই?'

'কেন চাইব তা?'

'লেসলির কাছে কোনও মেয়ের গ্লাভ্ পাওয়া যাওয়ার অর্থ সেই মেয়ে লেসলির সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল। পরিণতি বুঝতে পারছ? লোকে কী বলবে? কোথায় যাবে তার সম্মান? আমি জানি প্রায়ই লেসলির সঙ্গে ঘুরতে বেরোতে তুমি।'

'হ্যাঁ, বেরোতাম,' বিড়বিড় করল জুডিথ। 'একটা সময় ছিল যখন লেসলি ছিল চমৎকার একজন মানুষ। মহিলাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করত ও।' চোখ তুলে তাকাল জুডিথ। 'লেসলি তোমার মতো ছিল না।'

'ও একটা শয়তান ছিল!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল শ্যান। 'ওকে আমি চিনি। মরার আগে ইচ্ছে করে কেবিনের মেঝেতে গ্লাভ্টা ফেলে রেখে গেছে ও, যাতে আমি মনে করি আমি যা পাইনি সেটা ও পেয়েছে কোনও একটা মেয়ের কাছ থেকে।'

'তুমি বলতে চাইছ আমার কাছ থেকে।'

'বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না,' তিক্ত চেহারা হলো শ্যানের, 'কিন্তু কখনও কখনও অবিশ্বাস করতে পারি না।'

ঘন ঘন শ্বাস ফেলল জুডিথ। 'ইচ্ছে হলে বিশ্বাস কোরো। তুমি কী ভাবো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কোনওদিন যাবে আসবে না।'

দাঁতে দাঁত পিষল শ্যান। দেহের দু'পাশে মুঠো পাকিয়ে গেল দু'হাত। চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। পরিষ্কার বুঝল জুডিথ সামনে দাঁড়ানো দানবটার মনের কথা। উপায় থাকলে জুডিথকে পিটিয়ে আধমরা করে কথা শুনতে বাধ্য করত শ্যান কর্নি। কিন্তু রাগের বশবর্তী হয়ে জুডিথের গায়ে হাত দেয়ার তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান সে। প্রবল মানসিক শক্তি খাটিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। এটাই শ্যানের ভয়ঙ্কর দিক, অনুভব করল জুডিথ। রাগ সামলাতে পারে সে। প্রচণ্ড

জেদ দিয়ে চেপে রাখতে পারে আর সব অনুভূতি।

গম্ভীর গলায় বলল শ্যন, 'অনেক মজা পেয়েছ তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে। তবে, জুডিথ, অপেক্ষা করো, আমারও সময় আসছে। টের পাবে কেমন লাগে।' কথা শেষে জুডিথের জবাবের জন্যে দেরি না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো শ্যন। বাইরের অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেবার আগেই ধাক্কা লাগল হুইটলিদের একজন কাউবয়ের সঙ্গে। লোকটাকে দু'হাতে ধরল সে, আঙুলগুলো চেপে বসল লোকটার গায়ে। ব্যথা পেয়ে বিড়বিড় করে গাল বকল কাউবয়। সচেতন হয়ে তাকে ছেড়ে দিল শ্যন কর্নি, ঘোড়ার কাছে চলে এলো। আকাশে এক চিলতে চাঁদ ম্লান জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। সে-আলোয় ট্রেইল ধরে ঝড়ের গতিতে ওপরের দিকে চলল সে।

ব্রিজ পেরোনোর পর বনের ট্রেইল ধরল। একটু পর ঘোড়ার গতি কমিয়ে হাঁটার পর্যায়ে নিয়ে এলো। দু'পাশে গাছ। মাথার ওপরে পাতার চাদোয়া। চাঁদের আলো এখানে পৌঁছেনি। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সে অন্ধকারে অনিশ্চিত সুরে প্রশ্ন ছুঁড়ল একটা কণ্ঠ: 'শ্যন কর্নি?'

এক ঝটকায় ঘোড়াটাকে জায়গায় ঘুরিয়ে ফেলল কর্নি, আওয়াজের দিকে চোখ ফেরাল। একই সঙ্গে হাতে উঠে এলো সিক্সগান। অস্ত্রটা অন্ধকারে তাক করে বলল, 'হ্যাঁ। কে?' আওয়াজ কোথা থেকে আসে শোনার জন্যে মাথা কাত করে অপেক্ষা করছে।

'একটা খবর আছে,' বলল আত্মগোপনকারী। 'আজকে রাতে কার্সন্স ফোর্ডের ওপরের মাঠে ভেড়া সরিয়ে নিচ্ছে সিমন্স।'

'কে তুমি?'

'তাতে তোমার কী! যা বলছি সেটা মনে রেখো। ওখানে গেলে নিজের চোখেই দেখতে পাবে। বেশি কৌতূহল দেখিয়ো না, এবার রওনা হয়ে যাও।'

ওপরের ট্রেইল ধরে শ্যন কর্নি অনেক দূরে চলে যাওয়ার পর ঝোপের আড়াল থেকে বের হলো লোকটা, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘোড়া ছোটাল নীচের ট্রেইলে। হুইটলিদের র‍্যানশহাউস পার হবার সময় হাঁটার গতিতে ঘোড়া চালাল, স্যাডলে নিচু হয়ে বসল। ব্রিজে ওঠার পর স্পার দাবাল ঘোড়ার পেটে, দ্রুত ছুটল। এবার বাড়ির দিকে ফিরছে ফ্রেড বাউয়ি। এখন তাকে সুখী মনে হচ্ছে।

মাঠ পার করে জঙ্গলে পথ ধরে ওপরের দিকে ভেড়া নিয়ে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। সবাই এখন বাউয়ির জন্যে দেরি করছে। একটু অস্থির হয়ে আছে প্রত্যেকে, হাতের কাজ শেষ করার আগে স্বস্তি পাচ্ছে না। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে বিরক্ত স্বরে বলল সিমন্স, 'ওই যে, আসছে ও।' সবাই তাকাল। জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে মাঠে বেরিয়ে এসেছে অশ্বারোহী, ওদের সামনে থামল। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ফ্রেড বাউয়ি।

'কোনও জাহান্নামে ছিলে এতক্ষণ?' জানতে চাইল সিমন্স।

'হগি গ্র্যান্ট আর কেলে ব্যাটা... কী যেন নাম? স্টিভ হলার। ওই ব্যাটা আর গ্র্যান্টের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। অনেক ঘুরে ওদের খসাতে পেরেছি নিশ্চিত

হয়ে তারপর এলাম।'

'ঠিক আছে, ভেড়াগুলোর সামনে চলে যাও,' নির্দেশ দিল সিমন্স।

চলে গেল বাউয়ি। কিরবি আর এডি আগেই গেছে, ওদের দেখা যাচ্ছে না। ম্যাহ্যাহ্যাহ্যা! ম্যাহ্যাহ্যাহ্যা! করতে করতে চলেছে ভেড়ার পাল। দু'পাশে গাছ। ট্রেইলটা বেশ সরু। দু'দিকে প্রহরী না থাকলেও চলে। পাতার গালিচায় সামান্য আওয়াজ করছে ভেড়াগুলোর খুর। পালের পেছনে চলে এলো বেনন। ওর পেছনে আছে সিমন্স। মরা পাতা থেকে ধুলো উড়ছে, শ্বাসের সঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে পাতার সূক্ষ্ম গুঁড়ো। বিরক্তিকর পরিবেশ। 'ভেড়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কতদিন লাগবে কে জানে!' বিড়বিড় করছে সিমন্স, শুনতে পেল বেনন।

রাত গভীর হচ্ছে। গ্রে বুল পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে শীতল বাতাস, গাছের পাতায় পাতায় প্রবাহিত হচ্ছে, যেন দূরের কোনও জলপ্রপাতের শব্দ। কমে যাচ্ছে তাপমাত্রা। শীত লাগল বেননের। এরকম রাতে নিজেকে বড় একা মনে হয়। মনে হয় কী যেন নেই। কোথায় যেন বুকের গভীরে বিরাট একটা শূন্যতা। আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে সহস্র নক্ষত্র, যেন চোখ টিপে জানতে চাইছে জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের খবর। অপেক্ষা করছে নীরবে, ওর জবাবের জন্যে।

'একেবারে থম মেরে গেলে যে?' পেছন থেকে জানতে চাইল সিমন্স।

'ভাবছিলাম,' বিড়বিড় করল বেনন।

'কী?'

'কিছু না।'

বাস্তবে ফিরে এলো বেনন। সিমন্স উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে অনেক বেশি করে অনুভব করতে বাধ্য করেছে জীবনের প্রাপ্তি, ঝুঁকি আর হতাশাগুলো। যার আশা নেই তার জন্যে কোনওকিছু তেমন একটা অর্থ বহন করে না। দিন শেষ হলে সে ধরে নেয়, জীবন থেকে আরও একটা দিন চলে গেল।

'আচ্ছা, বড় রানশগুলো সবই তো উত্তর দিকে, নদীর পাড়ে। দক্ষিণে কী আছে?'

'পাহাড় আর জঙ্গল। ছোট কয়েকজন রানশারও আছে ওখানে। ওরা ছোট ছোট পাহাড়ি উপত্যকায় গরু চরায়। ...আরে, ওটা কীসের শব্দ?'

কান পাতল বেনন, কিছু শুনতে পেল না। 'কই, কোনও আওয়াজ তো নেই!'

নিচু স্বরে গাল বকল সিমন্স, তারপর বলল, 'অস্থিরতা। ভুল শুনেছি। তোমার মতো মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি না, সেজন্যে হয়তো জীবনেও বুঝব না কাঁধের ওপর কিরবিকে নিয়ে কর্নিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসতে পেরেছিলে কেন। কর্নিদের কাউবয়রা এক পাল নেকড়ের মতো ঘিরে ফেলেছিল তোমাকে।'

'নেকড়ের আর নেকড়েকে ভয় কী! আমিও তো ওদেরই মতো, জীবনের দু'পয়সা দামও নেই।'

এক ঘণ্টা হলো পথ চলছে ওরা। ধুলো আর ভেড়ার গায়ের গন্ধ সহ্য হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মাথার ওপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাতাস ছেড়েছে বেশ জোরে, আরও শীতল হয়ে বইছে পশ্চিম দিকে। অন্ধকারে একটা সিগারেটের আগুন দেখল বেনন, নাচছে আগুনটা, ঘোড়ায় বসে সিগারেট ফুঁকছে কেউ। হাঁচি দিল একটা ঘোড়া। আগের চেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে ভেড়াগুলো। বেনন আর সিমন্সের দিকে এগিয়ে এলো একজন 'এটাই সেই জায়গা,' বলল কিরবি

ফ্রেড বাউয়ি আর এডিও চলে এসেছে জঙ্গলের কাছে। 'একা থাকবে এখানে, মত বদলাওনি তো?' জানতে চাইল সিমন্স

'কোনও অসুবিধে হবে না।' বলল বেনন, মাঠে চলে এলো, ক্যানিয়নের কিনারে স্পিডির পিঠ থেকে নেমে নীচে তাকাল। অন্ধকারে খরস্রোতা নদীটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু জলের ছলাৎ-ছল ঠিকই শোনা যাচ্ছে। পাতলা কুয়াশার চাদরের ওপাশে অনেক নীচে মিটমিট করছে কার্সন্স ফোর্ডের আলো

বেননের পাশে চলে এলো সিমন্স, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরাল। আগুনের আলোয় চেহারাটা দেখল বেনন। এখন রানশারের চেহারায় হাস্যকৌতুকের ছাপ নেই, কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে। কাঠিটা পুড়ে নিভে যেতেই অন্ধকার যেন আরও জাঁকিয়ে বসল।

কার্সন্স ফোর্ডের আলো দেখল সিমন্স, বলল, 'এখান থেকে চমৎকার লাগে দেখতে।'

মনে মনে সায় দিল বেনন, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

ঘোড়া ফিরিয়ে চলে যাবার আগে বলল সিমন্স, 'সকালে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসব, তার আগে পর্যন্ত তা হলে তুমি একাই থাকছ?'

বেনন কিছু বলার আগেই কিরবির গলা শোনা গেল: 'ওদিকে কী করছ, সিমন্স?'

স্যাডলে সোজা হয়ে বসল সিমন্স। 'কী বললে?'

এক পর্দা চড়ে গেল কিরবির গলা: 'বেনন? তুমি ওখানে? বেনন?'

চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল বেনন। সিমন্স বলে উঠল, 'বেনন আমার সঙ্গে, এখানে!'

মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ভেড়ার পাল। আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধকার বন দেখল বেনন। কিরবি খেঁকিয়ে উঠল, 'তা হলে ওদিকে কোনায় কে! অ্যাই, কে ওখানে!'

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে কুঁজো হয়ে সামনে বাড়ল সিমন্স, নিচু গলায় বেননের উদ্দেশে বলল, 'ওখান থেকে সরে যাও, বেনন!' দৌড়ে কিরবি যেদিকে আছে সেদিকে চলল রানশার।

হাঁটু মুড়ে বসে আছে বেনন, একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে। ওখানে একজন আছে লোকটা বনের ভেতর ঢুকে যাওয়ায় আর দেখা গেল না একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলো সে। পেছন থেকে কারা যেন তাড়িয়ে আনছে ভেড়াগুলোকে গাদাগাদি করে এগিয়ে আসছে ওগুলো। লোকটার অবয়বের ওপর

সিঙ্গগান তাক করল বেনন, চেঁচিয়ে বলল, 'কে তুমি, বনের ধারে!'

জবাব দিল না কেউ। কিন্তু সিমন্স যেদিকে গেছে, সেদিকে: ডানদিক থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে ফ্রেড বাউয়ির গলা শুনতে পেল ও।

'কে ওখানে! বেনন?'

'চুপ করো, ফ্রেড,' ধমক দিল বেনন, দক্ষিণ দিকের লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি করল।

লাগেনি গুলি। আগেই সরে গেছে লোকটা। বনের ভেতর ঢুকে পড়েছে। তাকে আর দেখতে পেল না বেনন। কিন্তু ওর গুলির জবাবে একসঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ল পনেরোটা রাইফেল। ঝোপ আর গাছের ভেতর জোনাকীর মতো জ্বলতে দেখল বেনন আগুনের শিখা। পুরো দক্ষিণ দিক জুড়ে আছে শত্রুপক্ষ!

শান্ত, ঠাণ্ডা একটা গলা নির্দেশ দিল: 'ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ফেলে দাও নীচে।'

কথা শেষ হবার পরক্ষণেই ঘোড়ায় চড়ে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো বনের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো একদল লোক, ভেড়া খেদিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা খাদের দিকে!

একই সঙ্গে গুলি চালাল সিমন্স, কিরবি আর এডি। আক্রমণকারীরা রাইফেল দিয়ে মুহুর্মুহু গুলি চালিয়ে জবাব দিল বেনন দেখল, ওর দিকেই পিলপিল করে এগিয়ে আসছে ভেড়ার দল, ডাকছে গলা ছেড়ে। একজন অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করে গুলি করল বেনন, পর মুহূর্তেই লাফ দিয়ে সরে গেল। ও যেখানে ছিল, সেখানে মাটিতে গর্ত খুঁড়ল কয়েকটা গুলি। এক সেকেন্ড পরই আরেকটা গুলি বাকিগুলোকে অনুসরণ করল। এটা করা হয়েছে ওর ডান দিক থেকে। ওখান থেকে গুলি আসবে চিন্তা করেনি বেনন। ঝট করে ফিরল ও, অন্ধকারে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল লোকটার অবস্থান। আবার গুলি হলো ওদিক থেকে। পাতার ফাঁকে আগুনের ঝলক দেখতে পেল বেনন। সিমন্স যেখানে আছে, তার খুব কাছে থেকে বেননকে লক্ষ্য করে গুলি করছে কেউ!

সামনে তাকাল বেনন। সাদা একটা নিচু স্রোতের মতো আসছে ভেড়ার পাল। এখন ওদের ঠেকানোর উপায় নেই। পেছনে অনেক বেশি লোক ওদের তাড়িয়ে আনছে। তিন লাফে বেশ অনেকদূর সরে এলো বেনন খাদের পাড় থেকে, তবু শেষ রক্ষা হলো না, ভেড়ার দেয়ালে ধাক্কা খেল ও, আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে। খাদের দিকে ওকে ঠেলে নিয়ে চলল ভেড়াগুলো। গড়াচ্ছে বেনন, থামার চেষ্টা করল। পাশে একটা পাইন গাছের সরু কাণ্ড দেখে জাপটে ধরল গায়ের জোরে। এতক্ষণে দেহ স্থির হলো হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও গাছটাকে অবলম্বন করে। দু'পাশ দিয়ে ছুটছে তাড়া খাওয়া অসংখ্য ভেড়া। পেছনে তাকিয়ে দেখল, ক্যানিয়নের পাড়ে পৌঁছে গেছে দলের প্রথম সারির ভেড়াগুলো একটু পরই ওদের আর দেখা গেল না, খসে পড়েছে নীচে। অসহায় ডাক ছাড়ছে প্রাণীগুলো, অনুসরণ করছে আগের ভেড়াগুলোকে। কয়েক শো ফুট নীচে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। একটা ভেড়াও বাঁচবে না।

গাছটাকে শক্ত করে ধরে একজন অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করে গুলি করল বেনন। গুলি লেগেছে। একটা ঘোড়া একই জায়গায় পাক খেতে শুরু করল। সিমন্সরা এক নাগাড়ে গুলি করছে। এখন আর পাল্টা গুলির সেই বৃষ্টি নেই, আক্রমণকারী দলটা এখন ছড়িয়ে পড়ে বনের ভেতর ফিরে যাচ্ছে।

ঠকাস করে একটা গুলি এসে লাগল পাইনের কাণ্ডে। সংযত, নিচু একটা গলা শুনতে পেল বেনন।

'কাজ শেষ, চলে এসো সবাই।'

গলাটা চেনা চেনা লাগছে। এক মুহূর্ত পর বেননের মনে পড়ল কার গলা, শ্যন কর্নি আছে জঙ্গলের ধারে। তারই নির্দেশে আজকে সিমন্সের সর্বনাশ করা হয়েছে।

মাত্র কয়েকটা ভেড়া মাঠের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে। তারপর সেগুলোও একে একে পড়ে গেল নীচে। করুণ চিৎকার করল কয়েকটা। জঙ্গলের মধ্যে থেকে গুলি করে ওগুলোকে মেরেছে ক্রো ট্র্যাকের রাইডাররা।

বাতাসে পোড়া গান-পাউডারের কটুগন্ধ, ছড়িয়ে যাচ্ছে ধূসর ধোঁয়া, আঁধারে কুয়াশার মতো লাগছে দেখতে। উঁচু গলায় শ্যন কর্নিকে গালাগালি করছে সিমন্স, ডাকছে মুখোমুখি লড়াই করার জন্যে।

এখনও জঙ্গলের ভেতর থেকে দু'একটা গুলি হচ্ছে। বেনন ভাবল, এবার মাঠের আরেক প্রান্ত থেকে বোধহয় সিমন্সের ওপর হামলা করার পরিকল্পনা আছে শ্যন কর্নির। কিন্তু এক সেকেন্ড পরই ওর ভুল ধারণা ভেঙে গেল, শুনতে পেল শ্যন কর্নির গলা। শান্ত গলায় বলছে রানশার:

'সিমন্স, আশা করি বুঝে গেছ ভেড়া আনলে তার পরিণতি কী হবে। এবারের মতো তোমাকে জ্যান্ত ছেড়ে দিলাম। আবার যদি উদ্ধত আচরণ করো, তা হলে গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে সেই চামড়া দিয়ে বাঁধব, তারপর লবণ দিয়ে দেব গায়ে।'

জবাব দিল সিমন্স এক পশলা গুলির মাধ্যমে। গালাগাল দিয়ে উঠল ক্রো ট্র্যাকের এক রাইডার, বোধহয় গুলি লেগেছে গায়ে। কে যেন শ্যন কর্নির সঙ্গে উঁচু গলায় তর্ক শুরু করে দিল। বেনন আন্দাজ করল, ক্রুরা চাইছে এগিয়ে এসে একবারে সমস্ত ঝামেলা শেষ করে দিতে। শ্যন কর্নির আপত্তির কারণেই শুধু পারছে না। শ্যন কর্নির জেদই বজায় থাকল। কারণ ক্রো ট্র্যাকের রাইডাররা আর গুলি করছে না, চলে যাচ্ছে বনের আরও গভীরে। কান খাড়া করে রেখেছে বেনন, শুনতে পেল, কাছের একটা ট্রেইল ধরেছে অশ্বারোহীরা, ধীরেসুস্থে চলে যাচ্ছে নিজেদের পথে। কিছুক্ষণ পর নীরবতা নামল মাঠে।

আশঙ্কাভরা গলায় ডাকল সিমন্স: 'বেনন?'

পাইন গাছটা ছেড়ে পা বাড়াল বেনন, ভাবছে সেই দুটো গুলির কথা। গুলি দুটো ডানদিক দিক থেকে এসেছে। সিমন্সের অবস্থানের কাছ থেকে। ওখানে ক্রো ট্র্যাকের কোনও লোক ছিল না। ধীর পায়ে সিমন্সের কাছে চলে এলো। ওখানে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে কিরবি, এডি, আর সিমন্স। ফ্রেড বাউয়িকে দেখতে পেল

না। রাগ মাথাচাড়া দিচ্ছে বেননের, কিন্তু শান্ত গলায় ডাকল ও, 'বাউয়ি!'

'হ্যাঁ?' দশ গজ দূর থেকে কাঁপা গলায় জবাব দিল ফ্রেড বাউয়ি। ঝোপের ভেতর পায়ের শব্দ হলো। সরে যাচ্ছে ছোকরা, অবস্থান পাল্টাচ্ছে।

'গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগে ওভাবে আমাকে ডাকলে কেন, ফ্রেড?' ধীর গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ল বেনন।

'ব্যাপার কী!' বিড়বিড় করে বলল সিমন্স, বেননের আরও কাছে সরে এলো। কিরবি আর এডিও এগিয়ে আসছে। ঝোপের মধ্যে সরে যাচ্ছে এখনও ফ্রেড। তাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না।

'তুমি কোথায় জানার আগে আমি গুলি শুরু করতে চাইনি,' বলল বাউয়ি।

'তাই!' মৃদু গলায় বলল বেনন। উত্তেজনা দানা বেঁধে উঠছে, সতর্ক হয়ে ওর কথা শুনতে অপেক্ষা করছে সবাই। কিন্তু আর কোনও কথা বলল না বেনন। অস্বস্তি বোধ করছে কিরবি, একটু সরে পিছিয়ে দাঁড়াল।

পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাল বেনন। ইচ্ছে করেই আগুনের আলোয় ওকে দেখার সুযোগ করে দিল। নিজে আগুনের দিকে ভুলেও তাকাল না, ওর চোখ থাকল ঝোপের ওপর। যদি বাউয়ি গুলি করে তা হলে মাযল ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করবে ও, তৈরি হয়ে আছে।

ঝোপের ভেতর থেকে গুলি হলো না। উত্তেজনা মিইয়ে গেল। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিমন্স, বলল, 'ভেড়া তো গেল, এবার?'

'ও জানল কী করে এখানে ভেড়া নিয়ে আসব আমরা?' নিজেকেই প্রশ্ন করল বেনন। সিমন্সের দিকে তাকাল। 'ওরা ওদের চাল দিয়েছে, এবার আমরা আমাদের চাল দেব।'

'কীসের চাল?' হতাশ গলায় জানতে চাইল সিমন্স।

আঁধারে দাঁড়িয়ে কর্তব্য স্থির করে ফেলল বেনন।

এগারো

তাকিয়ে আছে সিমন্স, কিরবি আর এডি। নিচু গলায় রানশারের উদ্দেশে বলল বেনন, 'আমি তোমাকে আগেও বলেছিলাম, সিমন্স, আমাদের সামনে বিরাট একটা পোকার খেলা। এই বিপজ্জনক খেলার শেষ দেখতে হবে। খেলা শেষ হবার আগেই তুমি এমন একটা জ্ঞান পাবে যে, মনে হবে ওই জ্ঞানটুকু না থাকলেই ভাল হতো। বুঝে যাবে রক্তের গন্ধ ভাল না।'

'কি করতে চাও?'

'কোন্ রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছে শ্যন কর্নি?'

'নীচের দিকে নামছে,' ইতস্তত করে বলল সিমন্স। 'তার মানে টিলার পাশ দিয়ে যাবে। তা হলে হুইটলিদের সেতু পার হয়ে রানশে যাচ্ছে।'

'তা হলে তো ওর আগেই ক্রো ট্র্যাকে যাওয়া সম্ভব,' বলল বেনন। হাসছে ও অন্ধকারে, কেউ দেখল না। 'চলো, আমরা একটু ঘোড়া দাবড়ে বেড়িয়ে আসি।'

'দাঁড়াও, আগে বলো কোথায় যাবে,' বলল চিন্তিত রানশার, আঁচ করতে পারছে বেননের গন্তব্য। 'এখন গিয়ে আর কী হবে, ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে।'

'হারানোর কিছু আছে তোমার?' জানতে চাইল বেনন।

'না,' ঠোঁট কামড়ে বলল সিমন্স।

'তা হলে চলো।'

একটু পর ঘোড়া নিয়ে ক্যানিয়নের পাড়ে চলে এলো ওরা সবাই হাত নেড়ে নির্দেশ দিল বেনন। 'বাউয়ি, কিরবি, তোমরা আমাদের সামনে সামনে চলো।' একটু থমকে গেল দলটা। কিরবির শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেল বেনন, কর্তৃত্ব হারিয়ে রেগে যাচ্ছে লোকটা গলার আওয়াজ একটু চড়ে গেল বেননের, 'আগে বাড়ো, কিরবি।'

এবার কাজ হলো, ক্যানিয়নের ধার দিয়ে সরু কার্নিস বেয়ে নীচের দিকে এগোল কিরবি। তার পেছনে বাউয়ি। বেনন থাকল দলের শেষে। একসঙ্গে দু'জন চলার মতো চওড়া নয় কার্নিসটা ক্যানিয়নটা ওদের গ্রাস করে নিল নিকষ অন্ধকার দিয়ে। একটা ভেড়া কীভাবে যেন বেঁচে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে ট্রেইলের মাঝখানে। ওটাকে তাড়িয়ে নিয়ে নদীর পাড়ে এসে থামল ওরা। ভেড়ার লাশ পড়ে আছে এখানে ওখানে, শ্যান কর্নির প্রতিহিংসার সাক্ষ্য রেখে। অগভীর একটা জায়গায় নদী পেরল ওরা। থেমে দাঁড়াল কিরবি, বুঝতে পারল না কোনদিকে যাবে।

'যত দ্রুত সম্ভব ক্রো ট্র্যাকে পৌঁছুতে চাই আমরা,' বলল বেনন 'পারলে শ্যান কর্নির আগে।'

'ওই যে ওখানে কার্সন্স ফোর্ড।' আঙুল তুলে কয়েকটা টিমটিমে বাতি দেখাল কিরবি। 'ওটা রুডাবাগের শহর। শহরের ভেতর দিয়ে কি যাব আমরা?'

'ক্ষতি কী,' বলল বেনন। 'আগে যেতে চাই। ক্রো ট্র্যাকে যাব। যেখান দিয়ে তাড়াতাড়ি হয়, সেখান দিয়েই যাব।'

ওয়্যাগন রোড ধরে বসতিটায় ঢুকল ওরা। সেলুনে হলদে বাতি জ্বলছে। একজন লোক বেরিয়ে এলো অগ্রসরমান ঘোড়ার আওয়াজে কৌতূহলী হয়ে। থামল না ওরা, গহ্বরের কাছে চলে এলো। এখানে এসে বাঁক নিয়ে সরু আরেকটা ট্রেইল ধরল কিরবি, এখন উঠে যাচ্ছে গহ্বরের ডানপাশ দিয়ে। হাঁটার গতিতে এগোল ওরা। পাঁচশো ফুট ওঠার পর নীচে নদীর পানিতে কার্সন্স ফোর্ডের আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল বেনন, তারপর বনের ভেতর প্রবেশ করল ওরা

'আর কতদূর?' জানতে চাইল বেনন।

'এক মাইল হবে।'

'গতি বাড়াও।'

রাতের হিম বাতাসে ঠাণ্ডা আরও জেঁকে বসেছে। কিছুদূর যেতেই ঢালু জমি

সমান হয়ে গেল স্বল্প ব্যবহৃত একটা ট্রেইল ধরে খানিকটা পথ চলল ওরা, তারপর ওপরে উঠে যাওয়া একটা ট্রেইলে সরে এলো। দূরে দেখা গেল ক্রো ট্র্যাকের রানশহাউসের আলো, কালো আকাশের গায়ে অস্তিত্ব জাহির করছে বাড়িটা

'সাবধান!' বলে উঠল সিমন্স। 'সামনে বিপদ হতে পারে।'

কিরবির আগে চলে এলো বেনন, নেতৃত্ব দিল এবার। বেশিক্ষণ লাগল না ওদের ক্রো ট্র্যাকের উঠানে পৌঁছাতে

ক্রো ট্র্যাক রানশহাউসের সদর দরজাটা খোলা, লণ্ঠনের জোর আলো আসছে ভেতর থেকে। সে আলোয় বারান্দার কিছুটা আলোকিত হয়েছে বারান্দায় একজন বৃদ্ধকে দেখতে পেল বেনন, একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসে আছে। চিনতে পারল, এই পঙ্গু লোকটাকে মরগান টাউনে আগেও দেখেছে ও, বুড়ো জেম কর্নি! বৃদ্ধের ওপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে চারপাশটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ও। আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে।

ডানদিকে বাঙ্কহাউস। আলোর আভা আসছে কয়েকটা জানালা দিয়ে। ওদিক থেকে একজন লোক এগিয়ে এলো।

'ওর ওপর চোখ রাখো, এড,' নিচু গলায় বলল বেনন।

জেম কর্নি সামনে ঝুঁকে বসল চেয়ারে, বজ্রগম্ভীর গলায় জানতে চাইল, 'কে! কে ওখানে?'

এড চলে গেছে অগ্রসরমান কাউবয়ের কাছে, শান্ত, নিচু স্বরে কথা বলছে। কোনও বিপদ হলো না। ক্রো ট্র্যাকে কাউবয় ছাড়া পাহারা দেবার মতো আর কেউ নেই।

'বাঙ্কহাউসে যাও তোমরা,' কিরবি আর বাউয়িকে নির্দেশ দিল বেনন, 'আনার মতো যা পাবে সব নিয়ে এসে উঠানে জড় করো। ভেতরে কেরোসিনের বাতিও থাকার কথা জিনিসগুলোর ওপর কেরোসিন ঢেলে দিয়ো।'

'কে ওখানে!' হেঁকে উঠল জেম কর্নি। কিন্তু তাকে আর কৌতূহলী থাকতে হলো না, বেনন আর সিমন্স রানশহাউসের আলোয় এসে ঘোড়া থেকে নামল।

সিঁড়ি বেয়ে জেম কর্নির সামনে দাঁড়াল বেনন, শান্ত স্বরে বলল, 'তোমার ছেলে একটু আগে আমাদের ওপর হামলা করেছিল। এক পাল ভেড়া ওপর থেকে ফেলে মেরেছে সে। কাজটা ঠিক করেনি।'

'অনেক সাহস তোমার,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল জেম কর্নি। কম্বলের ওপর দু'হাত রেখেছে সে। বসে আছে চেয়ারে। পঙ্গু একজন মানুষ, অথচ প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রচণ্ড কর্তৃত্ব। বেনন বুঝতে পারল, কেন মানুষ জেম কর্নিকে ভয় পেত।

বাঙ্কহাউসে প্রতিবাদের সুরে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে একটা কণ্ঠ। ভেতরে জিনিস ভাঙচুর হচ্ছে, তার হালকা শব্দ শুনতে পেল ওরা রানশহাউসের সামনে থেকে।

'তোমাকে আরও সম্মানের চোখে দেখতাম আমি,' বলল জেম কর্নি, 'যদি

সঙ্গে কুকুর না রাখতে।'

বেনন বুঝতে পারেনি পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কিরবি। ওর সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল বৃদ্ধ রানশার। এখন কাপড়ের খস খস শুনে তাকাল। দু'চোখে নগ্ন ঘৃণা নিয়ে বৃদ্ধ রানশারের দিকে চেয়ে আছে কিরবি। রাগে অল্প অল্প কাঁপছে খুদে লোকটা। ক্রোধের এরকম তীব্র রূপ আগে কখনও দেখেনি বেনন। গালের পেশি থরথর করে কাঁপছে কিরবির, দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'আমি ভুলিনি তুমি আমাকে পাছায় লাথি দিয়ে ক্রো ট্র্যাক থেকে বের করে দিয়েছিলে।'

যে-কোন সময় জেম কর্নিকে গুলি করে বসবে কিরবি।

'কিরবি,' শান্ত কণ্ঠে বলল জেম, 'আমি নির্দেশ দিয়েছি, দেখামাত্র তোমাকে গুলি করে মারা হবে। আগে হোক পরে হোক, শ্যন আমার আদেশ কার্যকর করবে।'

বেনন তৈরি ছিল, তাই কিরবির কাঁধ নড়তে দেখে পাশে সরে মুঠো করা হাতটা ধরে ফেলল। ঘুসি মারতে পারল না কিরবি পঙ্গু রানশারকে। ঝটকা মারল কিরবি, আরেক হাতে অস্ত্র বের করার চেষ্টা করল, ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে। হাঁটু দিয়ে খুদে কাউবয়ের তলপেটে গুঁতো মারল বেনন, একই সঙ্গে হাত মুচড়ে কেড়ে নিল অস্ত্রটা। হাঁটুর গুঁতো খেয়ে বারান্দা থেকে পড়ে গেল কিরবি, উঠানে হাঁটু মুড়ে বসে হাঁপাচ্ছে, সরু চোখে দেখছে বেনন আর জেম কর্নিকে, উথলে উঠছে বুক ভরা ঘৃণা, চেহারায় তারই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

'আমরা জেম কর্নির বিরুদ্ধে কিছু করতে এখানে আসিনি,' নিচু গলায় তাকে মনে করিয়ে দিল বেনন।

বাড়ির কোনা ঘুরে উঠানে এলো এডি, জিজ্ঞেস করল, 'আনা হয়েছে, আগুন লাগিয়ে দেব, বেনন?'

মাথা নাড়ল বেনন, রানশহাউস দেখাল। 'আগে ভেতরে গিয়ে শ্যন কর্নির জিনিসপত্র নিয়ে এসো, তারপর।'

বুড়ো রানশারকে দেখে বেননের মনের গভীরে একটু একটু করে শ্রদ্ধা জাগছে। সাধারণ মাপের মানুষ নয় জেম কর্নি, বুড়ো সিংহ একটা। পঙ্গু হয়ে বসে আছে চেয়ারে, অথচ চোখের দৃষ্টিতে পূর্ণ কর্তৃত্ব, অসাধারণ আত্মবিশ্বাস।

'আগুন লাগানোর ব্যাপারটা বুঝলাম না,' বলল গম্ভীর রানশার, বেননের বুকের ভেতরটা যেন দেখে নিচ্ছে। 'আমি মনে করেছিলাম সাহস আছে তোমার। তোমার জায়গায় আমি হলে জিনিসপত্র পুড়িয়ে ছেলেমানুষি করতাম না, মুখোমুখি লড়তে আহ্বান জানাতাম শত্রুকে।'

'আমিও তাই করছি।' হাসল বেনন। 'রানশটা তোমার, তাই না? এই রানশের লোক নিয়ে হামলা করেছিল তোমার ছেলে, আমি শুধু তাদেরই বিরুদ্ধে কাজ করছি। ওদের একটু সতর্ক করে দিতে চাই, যেন ভবিষ্যতে একটু বুঝে শুনে চলে। ওরা যে খেলা খেলছে সেটা আমরাও খেলতে পারি, সেই সম্ভাবনা মাথায় গেঁথে নেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছি ওদের।'

কোলের ওপর রাখা হাত তুলে বেননের বুকে তর্জনী তাক করল রানশার

'এই লড়াইটা শুরুতে তোমার ছিল না। তুমি এসবে কেন!'

'সিমন্স আমার একটা উপকার করেছিল।'

'ও।' স্থিরদৃষ্টিতে বেননকে দেখল জেম। 'মরগান টাউনে তোমাকে হাসতে দেখেছিলাম আমি। এখনও তুমি হাসছ। তোমার চোখ হাসছে। আসলেই কি জীবনে ততটা আনন্দ আছে আজও?' একটু থামল রানশার, কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'বাজে প্রশ্ন মনে কোরো না। আমি আসলেই জানতে চাই।'

এড বেরিয়ে এলো রানশহাউস থেকে, দু'হাতে করে নিয়ে এসেছে শ্যন কর্নির কাপড়চোপড় এবং ব্যক্তিগত টুকিটাকি জিনিস। সমস্ত জিনিস একত্র করে আগুন জ্বালল এড। লালচে শিখা লেহন করল কালো আকাশের বুক। এখন আর হাসছে না বেনন, রানশারকে বলল, 'আনন্দ খুব স্বল্পস্থায়ী। তবে ওই স্বল্পস্থায়ী আনন্দটুকু জীবনের একাকী চলার পথে ফিরে ফিরে আসে মনে।'

'এখানে আসার পেছনে একটা কারণ আছে তোমার,' বলল জেম। 'আমি এখনও কারণটা জানি না।'

'তোমার ছেলেকে বোলো অন্য মানুষদের মতামত, অনুভূতি এবং অধিকারকে যেন সে গুরুত্ব দেয়। গোঁয়ার্তুমি করলে ফল ভাল হয় না সেটা ওর বোঝা উচিত।'

চুপ করে তাকিয়ে থাকল জেম কর্নি, কোনও জবাব দিল না।

আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, পুড়ছে শ্যন কর্নি আর কাউবয়দের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, স্যাডল, ব্ল্যাঙ্কেট ইত্যাদি।

সিমন্স বলল, 'আওয়াজ পাচ্ছ? আসছে ওরা। দেরি করা আর উচিত হবে না।'

দূরে ঘোড়ার শব্দ।

কিরবিকে তার অস্ত্র ফিরিয়ে দিল বেনন, কোনও দুঃখ প্রকাশ করল না। সবাইকে ইঙ্গিত করে ধীরেসুস্থে স্পিডির পিঠে চাপল ও, সিমন্সের পেছনে রওনা হয়ে গেল। একটু পরই পাহাড়ি এলাকায়, অন্ধকারে মিশে গেল ওরা।

টিলার গায়ে আঁকাবাঁকা পথ। একটু পরই নীচে কার্সন্স ফোর্ডের আলো দেখা গেল। এবার বসতিটাকে এড়িয়ে বনের ভেতর থেকে বেরোল ওরা, ওয়্যাগন রোড ধরে হুইটলিদের ব্রিজ পার হয়ে আরেকটা রিজে উঠে গেল। একঘণ্টা পর রানশে ফিরল ওরা। উঠানে নেমেই সিমন্স বলল, 'কিরবি রাতের প্রথম প্রহরে তুমি পাহারা দেবে।'

বিকেল। সূর্যটা পশ্চিমে হেলে পড়লেও প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে। বারান্দায় বসে আছে বেনন, ঠোঁটের কোণে নিভে যাওয়া সিগার, ধরাতে মনে নেই। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফ্রেড বাউয়ির কথা ভাবছে ও, তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। ফ্রেড বাউয়ির বয়স বিশ, কিন্তু দুনিয়ার খারাপ দিকগুলো সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখে। সেজন্যে তাকে পুরোপুরি দোষও দেয়া যায় না। পশ্চিমের কঠোর জীবনে কোমল অনুভূতিগুলোর কোনও দাম নেই। কিন্তু সেজন্যে বিশ্বাসঘাতকতাও ক্ষমার চোখে দেখার কোনও কারণ নেই। বিশ্বাসঘাতককে তার

শাস্তি পেতে হবে. ধীরে ধীরে সিদ্ধান্তটা আকৃতি পেল বেননের মনে। কাজটা ওকেই করতে হবে, যদিও ভাল লাগবে না করতে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বেননের পাশে দাঁড়াল সিমন্স, বেনন তাকানোয় বলল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না গত রাতে তুমি কর্নিদের ওখানে কেন গেলে।'

'চিন্তায় পড়ে গেছ?'

'কিছুটা.' বেননের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকাল রানশার। 'যতটুকু চিনেছি, তুমি বেহুদা কাজ করার মানুষ নও। তা হলে? কোনও একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই? কী সেটা?'

একটা ঘোড়া আরেকটাকে তাড়া দিল করালের ভেতরে, পুরো পালটা খেলছে ঘুরে ঘুরে দৌড়ে। ধুলো উড়ছে, বাতাসে ভেসে উড়ে যাচ্ছে হলদে ধুলো।

'ছোট একটা পরীক্ষা করেছি,' বলল বেনন।

'কী দেখলে?'

'এখনও দেখিনি কিছু। পরে জানা যাবে ফলাফল।'

'খুব রহস্যময় কথাবার্তা বলছ!' বেননের পাশে বসে পড়ল সিমন্স।

'নিজেই আমি রহস্যের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছি,' শুকনো গলায় বলল বেনন। 'কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো চোখে লাগছে। জানা দরকার এমন অনেক কিছুই জানতে হবে আমাকে।'

'যেমন?' প্রশ্নটা করেই প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল সিমন্স, 'শ্যান কর্নি আমাদের সর্বনাশ করেছে, এখন আমাদের একটা কিছু করা দরকার। একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার। ভেবে পাচ্ছি না কী করব।'

'অপেক্ষা করব।'

'কীসের জন্যে? যা করার ছিল করে ফেলেছে ওরা, তাই না? আমার ভেড়াগুলো মেরে ফেলেছে, আমাকে পথের ফকির করে দিয়েছে। আর কী করার আছে আমার? কিচ্ছু না।' মাথা নাড়ল সিমন্স। 'আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি।'

'দুটো কাজ করতে পারি আমরা,' বলল বেনন। 'এক, পাল্টা আঘাত করতে পারি। দুই, শ্যান কর্নি কী করে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি।'

'পাল্টা আঘাত করতে হলে কীভাবে করব আমরা?' কিছুটা উৎসাহ ফিরে এলো রানশারের কণ্ঠে

'রাস্তাগুলোর ওপর চোখ রাখতে পারি আমরা। গুলি করে মানুষদের ভড়কে দিতে পারি কয়েকজন মিলে নানা জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকলে তিন-চারদিনের মাথায় দেখবে গোটা এলাকায় কার্ফিউ হয়ে গেছে, কেউ আর ঘর থেকে বের হচ্ছে না।'

'তাতে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে ওরা।' চোখ চকচক করছে সিমন্সের। দ্রুত একটা পরিসমাপ্তি চায় সে, প্রস্তাব করার সুরে বলল, 'তাই করলেই পারি আমরা।'

'তার চেয়ে অপেক্ষা করা ভাল,' নিজের মতামত জানাল বেনন। 'পরিস্থিতি এখন যেরকম, তাতে শ্যান কর্নি থামতে পারবে না, একটা কিছু তাকে করতেই

হবে। বেশিরভাগ মানুষই বড় একটা দান জিতলে থামতে জানে না, পরের দানগুলোয় সব খুইয়ে বসে।'

'তুমি শ্যন কর্নিকে চেনো না। অসম্ভব ধৈর্য ওর।'

'হয়তো অনেক ধৈর্য, আবার হয়তো ধৈর্য ততটা নয়। তবে তুমি যা বলছ, তা যদি সত্যি হয়, শ্যন কর্নি যদি ঠাণ্ডা মাথার লোক হয়, সেটা ভেবেই ওর নিজের উঠানে ওরই জিনিসপত্র পুড়িয়ে দিয়ে এসেছি। আমি বোঝাতে চেয়েছি চারজন পিছুটানহীন নিরাশ্রয় লোক কী করতে পারে। অন্যভাবে ওকে বোঝাতে চেয়েছি যে, একপাল ভেড়া মেরে ফেলেছে বলেই কোনও লড়াইয়ে জিতে যায়নি সে। আমরা যতদিন এই পাহাড়ে থাকব, শ্যন কর্নি বা তার কোনও লোক নিরাপদ বোধ করতে পারবে না। তোমাকে তো আগেই বলেছি এটা একটা পরীক্ষা। আমি দেখতে চাই, যা বোঝাতে চেয়েছি সেটা বুঝতে শ্যন কর্নির কয়দিন লাগে।'

'সেক্ষেত্রে এখানে আমরা থেকে কী করব! এখানে থাকলে শ্যন কর্নি আক্রমণ করার একটা জায়গা পাবে খামোকা।'

মৃদু হাসল বেনন। 'ফাঁদ পাতলে অপেক্ষা তো করতেই হবে। আমরাই তো বড়শির টোপ।'

সশব্দে কিচেনের দরজাটা বন্ধ করে হেলতে দুলতে ওদের দিকে এগিয়ে এলো চাইনিজ কুক। বেনন মনোযোগ দেয়নি, দেখল কুকের বগলের নীচে একটা পোঁটলা, পরনে আজ বাইরে যাওয়ার পোশাক। সিমন্স ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। তার সামনে থামল কুক, নিস্পৃহ চেহারায় বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। আর থাকব না। পাওনা টাকা দিয়ে দাও।'

উঠে দাঁড়াল সিমন্স। 'চলে যাচ্ছ? কেন!'

'টাকা দিয়ে দাও,' আবার বলল ওয়াং।

'বিশ বছর হলো চাকরি করছ তুমি, এখন পাঁচ মিনিটের নোটিসে চলে যাবে? কেন?'

বেনন আর সিমন্সের ওপর থেকে ঘুরে এলো ওয়াঙের দৃষ্টি, মাটির দিকে চোখ নামাল সে, বগলে আরও চেপে ধরল পোঁটলাটা। বলল, 'কর্নিদের ছেলে মারা গেছে। অসক্রুকও মরেছে। আরও অনেকেই মরবে। খুব খারাপ। খুব খারাপ! আমার টাকা দিয়ে দাও।'

বেননের দিকে চাইল রানশার। 'মনস্থির করে ফেলেছে,' বলে অফিসের দিকে পা বাড়াল।

বেননকে বলল ওয়াং, 'সাবধান থেকো তোমরা।'

আস্তে মাথা দোলাল বেনন, মুখটা গম্ভীর।

ছোট একটা থলেতে রুপোর ডলার নিয়ে ফিরে এলো সিমন্স, ওয়াঙের হাতে থলেটা দিয়ে বলল, 'পুরোটা আছে, গুনে নাও।'

'লাগবে না। বিদায়!' উঠান পেরিয়ে মাঠের দিকে চলল কুক, একটু পরই বনের ভেতর দিয়ে মরগান টাউনের ট্রেইল ধরল।

'প্রথম চাইনিজ দেখলাম যে মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়,' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল সিমন্স।

'ও জানে লড়াই বাধবে,' বলল বেনন। 'কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি।'

'জানল কী করে!'

'মরগান টাউনে কোনও চাইনিজ আছে?'

'বেশ কয়েকজন। এ ছাড়া প্রত্যেকটা রানশেই চাইনিজ কুক আছে।'

'ওরাই বলেছে ওকে,' বলল বেনন।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ব্রিজের দিকে আসছে এক অশ্বারোহী, আসছে ধীরে ধীরে, কিন্তু এই রানশেই আসছে। হোলস্টারের কাছে হাত চলে গেল বেননের। আড়চোখে সিমন্সের দিকে চাইল ও। সিমন্স একদৃষ্টিতে দেখছে অশ্বারোহীকে। একটু কাছে আসতেই চিনতে পারল, ঢিল পড়ল শরীরে।

উঠানে এসে থামল যুবক। সাদামাঠা চেহারা। চোখ দুটো বড় বড়। দৃষ্টিতে সামান্য অনিশ্চয়তা। ঘোড়া থেকে নামল না, অপেক্ষা করছে, ভাব দেখে মনে হলো আশা করছে, তাকে আতিথেয়তা দেখানো হবে।

'কী খবর, ওনিল?' হালকা গলায় বলল রানশার। 'হঠাৎ এদিকে যে?'

নিষ্পলক চোখে বেননকে দেখল ওনিল, সিমন্সের কথার জবাব না দিয়ে বেননকে বলল, 'তুমিই রক বেনন?'

সিমন্স বলল, 'ও অ্যালিস্টেয়ার ওনিল, বেনন।'

'মরগান টাউনের দক্ষিণে ছোট একটা রানশ আছে আমার,' ব্যাখ্যা করল ওনিল। 'সিমন্স আর আমি একসঙ্গে গরু জড় করতাম।'

'নেমে বিশ্রাম নাও,' ভদ্রতা করে বলল সিমন্স। 'কেন এসেছ সেটা জিরিয়ে নিয়ে বোলো।'

পকেটে হাত দিয়ে ধীরেসুস্থে মেকিং বের করে একটা সিগারেট বানাল রানশার, ঠোঁটে ঝুলিয়ে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া টানল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাতের নখের দিকে ভ্রূ কুঁচকে দেখল। বলল, 'আমি বরং স্যাডলেই বিশ্রাম নেব। এমনিতেই তোমার উঠানে পোকামাকড়ের আখড়া, তার ওপর শুনলাম...'

'জাহান্নামে যাও!' রসিকতা করে বলল সিমন্স।

খেই না হারিয়ে বলল ওনিল, 'শুনলাম তুমি নাকি বেশ কিছু ভেড়া খুইয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'এবার?'

'তোমার জাদুর ক্রিস্টাল বল দেখে বলো, দেখি পরে কী হবে সেটা আমাদের জানাতে পারো কি না।'

হাতের সিগারেট দেখল রানশার। ওটার আকৃতি তাকে সন্তুষ্ট করেছে, চেহারা দেখে বুঝল বেনন।

মাথার পেছনে হ্যাট ঠেলে দিল ওনিল, কপালে একটা সাদা ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল। 'আমি, টেড লসন আর আর্নেস্ট হেকক্স গত রাতে তোমার ব্যাপারে আলাপ

করেছিলাম, যদিও আলাপের বিষয়বস্তু হবার কোনও যোগ্যতা তোমার নেই। যাই হোক, কথা সেখানে নয়, কথা হচ্ছে, আমরা একমত হয়েছি যে, ভেড়া পোষা তেমন বড় কোনও অপরাধ হতে পারে না।'

'তোমাদের নৈতিক সমর্থন আমাদের অনেক কাজে আসবে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল সিমন্স।

'কাজে আসবে কি না সেটা জানি না। ভাবলাম জানানো দরকার, তাই বললাম।'

'তা এবার কী ধার নিতে এসেছ?'

'শোনো ওর কথা!' বেননের দিকে তাকাল ওনিল। 'জিভ তো না, যেন ক্ষুর। ...আমি এসেছি বেননকে সামনাসামনি দেখতে। মরগান টাউনের ঘটনা শুনে কৌতূহল দমাতে পারলাম না। যে মানুষ মৌমাছির চাকে হাত ঢুকিয়ে হুল না খেয়ে নিরাপদে হাত বের করতে পারে, তাকে দেখা দরকার। নিশ্চয়ই তার কাছে কোনও বিশেষ ওষুধ আছে।' সিগারেট ফেলে দিল রানশার, তর্জনী দিয়ে আস্তে আস্তে কপালের ক্ষতচিহ্নটা ডলল। 'এটা দেখেছ, বেনন? শ্যান কর্নির সঙ্গে লড়াইয়ের ফল। সেবার ওকে প্রায় কাবু করে এনেছিলাম। তখন বয়স কম ছিল, ভেবেছিলাম ওকে এড়ানোর মতো দ্রুত নড়াচড়া করতে পারি। এখন হলে ভুলেও লাগতে যেতাম না। বুঝতে পারছ আমার মানসিকতা? জেতার সুযোগ না থাকলে লড়ব না আমি।' বেননকে আপাদমস্তক দেখল সে। একটু থেমে থেমে বলল, 'ছেলেদের আমি বলব, তোমাকে দেখে মনে হয়েছে লড়তে পারো তুমি।' ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সিমন্স, সেদিকে তাকিয়ে হাসল ওনিল। 'বিদায়, সিমন্স!' বলে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে রওনা হয়ে গেল। একটু পরই লোকটাকে আর দেখা গেল না, বনের ভেতর ঢুকে গেছে ঘোড়াটা।

'শয়তানটা সবসময় পেঁচিয়ে কথা বলে,' অভিযোগ করল সিমন্স। 'কী বলল বুঝতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায় আমার।'

হাসল বেনন। 'ওকে দেখে একজনের কথা মনে পড়ল আমার।' কাজের কথায় এলো। 'ছেলেরা কোথায়, কাউকে দেখছি না যে?'

'মরগান টাউনের পরিস্থিতি বুঝতে গেছে। বাইরে থেকে যতটা সম্ভব দেখে আসবে।'

'চলো, ওপরের মাঠটা একটু ঘুরে আসি।'

'আবার কে যেন আসছে!' পায়চারি থামিয়ে বেননের পাশে দাঁড়াল রানশার। উত্তরের গাছগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আগন্তুক। হুইটলি উপত্যকার সঙ্গে সিমন্সের রেঞ্জটা আলাদা করেছে যে টিলার সারি, সেটা পার হয়ে এসেছে। মাঝারি গতিতে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। কাছাকাছি আসতেই হাত দুটো ওপরে তুলে ফেলল।

সিমন্সের চেহারা লক্ষ করল বেনন, রানশারের মুখ কালো হয়ে গেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'বুঝতে পারছি না!'

উঠানে এসে থামল আগন্তুক, একটু বিচলিত। সিমন্সকে এক পলক দেখে

নিয়ে বেননের দিকে ফিরল। পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বেননের উদ্দেশে বাড়িয়ে দিল।

সামনে ঝুঁকে কাগজটা নিল বেনন, পড়ল, তারপর অশ্বারোহীকে দেখল। কাগজটা ভাঁজ করতে করতে মৃদু স্বরে বলল, 'ঠিক আছে।'

বারো

কাউবয়ের চেহারায় স্বস্তির ছাপ প্রকাশ পেল। দু'জনকে একবার নড করে ফিরতি পথ ধরল সে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে। ভ্রূ কুঁচকে অপসৃয়মান লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনন। কাউবয় দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর রানশারের দিকে ফিরল, দেখল লাল হয়ে উঠেছে সিমন্সের মুখ।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হুইটলিদের লোক।' তীক্ষ্ণ চোখে বেননকে বিদ্ধ করল সিমন্স, অজান্তেই গলার স্বর চড়ে গেল। 'তুমি জানতে না?'

'আন্দাজ করেছিলাম।' কাগজটা পকেটে রাখল বেনন, ডুবন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সন্ধে নেমে আসছে। বনের কাছটা কালচে হয়ে গেছে। সন্ধ্যা সবসময় মনটা বিষণ্ন করে দেয়।

চুপ করে আছে রানশার, নীরবে ব্যাখ্যা দাবি করছে নিজস্ব ভঙ্গিতে।

সোজা হয়ে বসল বেনন, এখনও তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। অনেকটা আনমনে বলল, 'আমাকে যেতে হবে।'

'দেরি হবে ফিরতে?' দায়সারা ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করার চেষ্টা করলেও গলার স্বরে অদম্য কৌতূহল লুকাতে পারল না রানশার।

'দেরি হবে।' উঠে দাঁড়াল বেনন, করালে ঢুকে স্পিডিকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর স্যাডল বেঁধে রওনা হয়ে গেল উত্তর দিকে। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত, একদৃষ্টিতে ওকে দেখছে সিমন্স।

বেনন চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর জায়গা থেকে নড়ল রানশার, একটা সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে টেনে নিল ধোঁয়া। কয়েক টানে অর্ধেক হয়ে গেল সিগারেট। অস্থির বোধ করছে সিমন্স, রাগ লাগছে। নিজেকে মনে হচ্ছে স্কুলে পড়া কোনও প্রেমকাতর বালক, অবহেলিত এবং মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। বারবার সন্দেহের দোলায় দুলছে মন। চোখের সামনে জুডিথের ছবি ভেসে উঠছে। পায়ের তলায় পিষে সিগারেটের আগুন নেভাল সিমন্স, ধুপধাপ পা ফেলে বার্নে চলে এলো, ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এলো আবার। বেননকে অনুসরণ করা উচিত হবে না, কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করল। প্রচণ্ড আবেগে বুকের ভেতরটা কাঁপছে তার। রওনা হয়ে গেল। মুক্ত বাতাসে একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার। উত্তরের রিজের ওপর উঠে বনে ঢুকল সিমন্স। একটা জায়গা চেনে ও সামনে, ওখান থেকে

হুটলিদের উপত্যকা পুরোটা দেখা যায়। বেনন যদি ওদিকে যায়, তা হলে ওর চোখে ঠিকই ধরা পড়বে।

এভাবে লুকিয়ে নজর রাখতে লজ্জা লাগছে সিমন্সের। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লাগছে হিংসা। সেই ছোটবেলা থেকে পুজো করেছে সে জুডিথকে। আর বেননকে ও পছন্দ করে ফেলেছে, মনের মাঝে স্থান দিয়েছে বন্ধু হিসেবে। বেনন আর জুডিথ, দু'জনের প্রতি ওর দু'ধরনের শ্রদ্ধা আছে। ফলাফল: নিজেকে ওদের তুলনায় অযোগ্য আর হীন মনে হচ্ছে। নিজের কাছেও সিমন্স স্বীকার করেনি, কিন্তু বেননের বুদ্ধি, অবিচল ভাবভঙ্গি আর দুঃসাহস ওকে প্রভাবিত করেছে। বেননের তুলনায় অদক্ষ আর অপরিণত মনে হয়েছে নিজেকে তার। জুডিথ এক পরিপূর্ণ নারী। ওর নারীত্ব সিমন্সকে অসহায় করে দিয়েছে সব সময়। বারবার মনে হয়েছে, সে জুডিথের যোগ্য নয়, জুডিথকে শেষ পর্যন্ত জয় করতে পারবে না।

অনুভূতির প্রাবল্যে বিচলিত হয়ে গেছে সিমন্স, যখন দেখেছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জুডিথ আর বেনন। নিজেদের আলাদা একটা জগতে যেন ছিল ওরা। এ-দু'জন ওর চেয়ে যোগ্য, মনে হয়েছে সিমন্সের, একদিন হয়তো দু'জনকেই হারাতে হবে তার। ওদের হারাতে চায় না সিমন্স। বারবার হিংসা লেগেছে। যতই দমিয়ে রাখতে চেয়েছে, পারেনি। তীব্র একটা আবেগ সিমন্সকে পরিচালিত করছে। বেনন এবং জুডিথের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত এবং অনুগত সে মনে মনে আশা করে, ওরাও একই সমান অনুগত এবং বিশ্বস্ত থাকবে তার প্রতি। ওদের মাঝে অজানা একটা শক্তি প্রবাহিত হয়, সে-শক্তির ভাগ ওরও চাই। ওদের চিন্তা চেতনায় যদি তার স্থান না হয়, তা হলে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠবে তার পক্ষে।

এসব ভাবতে ভাবতে রিজের মাথায় উঠে ফাঁকা একটা জায়গায় থামল সিমন্স। এখান থেকে হুইটলিদের র‍্যানশহাউস দেখা যায়। কিছুক্ষণ একনাগাড়ে নজর রাখার পরও বেননকে দেখতে পেল না ও। পেছনে অনেক দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হচ্ছে। কারা আসছে?

সরে একটা ঝোপের আড়ালে চলে এলো সিমন্স, সন্ধের মরা আলোয় আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকিয়ে থাকল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। একটু পরই আওয়াজ বেড়ে গেল। একাধিক ঘোড়সওয়ার আসছে। বাঁক ঘুরে এক সারিতে এগিয়ে এলো তিনজন রাইডার।

সামনের লোকটা স্যাডলে উবু হয়ে বসে আছে, ছুটছে ঝড়ের গতিতে। শেষের লোকটাকে প্রথমে চিনতে পারল সিমন্স। গ্যারিক কিরবি। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পথের ওপর দাঁড়াল র‍্যানশার।

দলের শুরুতে আছে ফ্রেড বাউয়ি। সামনের ট্রেইলে লোকটাকে দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে স্যাডলে বসল সে, হাত চলে গেল হোলস্টারের কাছে। লোকটা কে তা চেনার পরও এক মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল সে, তারপর হাত সরাল অস্ত্রের ওপর থেকে। একেবারে সিমন্সের সামনে এসে থামল বাউয়ি। তার পেছনে

এডি আর কিরবি। প্রত্যেকের চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে সবাই।

'তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে যেতে হবে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিরবি।

'কী?'

'আর্নল্ডের লোকরা পিছনে আসছে,' এবার বলল বাউয়ি।

'কোথায় ছিলে তোমরা?' জানতে চাইল সিমন্স। 'তোমাদের না মরগ্যান টাউনের ওপর চোখ রাখার কথা! এ-সময়ে এখানে কেন?'

'চলো, তাড়াতাড়ি চলো,' বিড়বিড় করল বাউয়ি।

স্যাডলে অস্বস্তির সঙ্গে শরীর মোচড়াল কিরবি।

'আসছে ওরা। দেরি করা ঠিক হবে না।'

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল সিমন্স। দ্রুত এগিয়ে আসছে আওয়াজটা। 'কয়জন?' জানতে চাইল।

'অন্তত নয়জন।'

'ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ো,' নির্দেশ দিল সিমন্স। 'আমরা পালাব না। পালাব কেন? রাস্তাটা কি ওদের? জাহান্নামে যাক রাসেল আর্নল্ড! ঝোপের মধ্যে ঢোকো!'

'তুমি নিশ্চয়ই...' আপত্তির সুরে শুরু করল কিরবি।

'ভয় পেলে পালাও তুমি,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল সিমন্স, রাগে থরথর করে কাঁপছে। কোনও চিন্তা করার মানসিকতায় নেই সে। কোনও বিবেচনা বোধ কাজ করছে না। একের পর এক অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতি, এই একটা চিন্তা ছাড়া আর কোনও কিছু ভাবছে না। নিরাপত্তার কোনও দরকার নেই। দরকার পাল্টা আঘাত হানা। পালাবে না সে। লড়বে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। পাঁচ মিনিট মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলে সিদ্ধান্ত বদলাত সিমন্স, কিন্তু হাতে পাঁচ মিনিট সময় নেই। এবং কোনও কিছু ভাবতেও চাইছে না সে। প্রথমে সিমন্সের নির্দেশ মানল বাউয়ি, ঘোড়া নিয়ে ঢুকে গেল ট্রেইলের পাশের ঘন ঝোপে। তাকে অনুসরণ করল এড। কাঁধ ঝাঁকাল কিরবি। আরেকটু সামনে গাছের পেছনে চলে গেল সে। সিমন্স ছাড়া বাকি সবাই সরে গেল ট্রেইল থেকে। সিমন্স বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, অপেক্ষা করছে অগ্রসরমান আর্নল্ড রাইডারদের আগমনের।

'সরে এসো, হ্যারি,' বনের ভেতর থেকে অনুরোধ করল কিরবি।

'সমান সুযোগ না দিয়ে কাউকে খুন করব না আমি,' জবাবে তিক্ত কণ্ঠে বলল রানশার। সিক্সগান বের করে স্যাডল হর্নের ওপর হাত রেখে প্রতীক্ষায় থাকল। পাথরের মতো বসে আছে সে, চেয়ে আছে বাঁকের দিকে।

আধ মিনিট পরই বাঁক ঘুরে ছুটে এলো আর্নল্ডের কাউবয়রা।

'এটা আমার জমি! তোমরা বেআইনী ভাবে ঢুকেছ!' চেঁচিয়ে বলল সিমন্স। 'বাঁচতে চাইলে ফিরে যাও!'

সিমন্সের সতর্কবাণী কানে যেতেই দল ভেঙে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আর্নল্ডের রাইডাররা। জায়গার ওপর ঘোড়া থামিয়ে ফেলল কেউ কেউ। সন্ধের আবছা

আলোয় এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো দিশেহারা হয়ে গেছে তারা। কিন্তু পরক্ষণেই গাছের আড়ালে সরে গেল বেশিরভাগ অশ্বারোহী। আর্নল্ড এখনও ট্রেইলের ওপর ঘোড়ার পিঠে ঋজু হয়ে বসে আছে। 'বেশি বাড় বেড়েছ, ছোকরা!' গর্জে উঠল বয়স্ক রানশার। তাড়াহুড়োয় সিমন্সকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল সে, তারপর রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়াটাকে এক পাশে সরিয়ে নিল।

একচুল নড়ল না সিমন্স, যেন গুলিতে তার কোনও ক্ষতি হবে না। রোখ চেপে গেছে তার, কিছুতেই পিছু হটবে না। অতান্ডকে লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল।

এ-প্র

নিঃশব্দে মারা পড়ল আর্নল্ডের ঘোড়াটা নালাফ দিয়ে স্যাডল ছাড়ল বয়স্ক রানশার, বিরাট এক লাফে ঢুকে গেল বে পর ভেতর। তার পেছনে আড়াল নিয়েছিল এক কাউবয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে কাঁধ চেপে ধরল লোকটা, তীক্ষ্ণ স্বরে গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল ঝোপের-পেছনে। খালি পড়ে থাকল ট্রেইলটা। এবার শুরু হলো আর্নল্ডদের গুলি। ঝোপের আড়াল থেকে একসঙ্গে আগুন ওগরাতে শুরু করল নয়টা রাইফেল। কাউকে সিমন্স দেখতে পাচ্ছে না যে নিশ্চিত হয়ে গুলি করবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাশে টান দিয়ে ঘোড়াটাকে পিছিয়ে নিয়ে আড়ালে সরে যেতে শুরু করল সিমন্স। সিক্সগানটা কোলের কাছে ধরে রেখেছে, হঠাৎ করে কাউকে দেখলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে পারে।

গাছের ফাঁক দিয়ে আসা একটা বুলেট গাঁথল সিমন্সের কাঁধের নীচে। সিমন্সের ঘোড়াটা পিছিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্র তুলতে চাইল সিমন্স, পারল না। স্যাডল হর্ন ধরতে চাইল, যাতে পড়ে না যায়। অবশ হয়ে গেছে হাত, নির্দেশ মানছে না! আস্তে করে কাত হয়ে গেল রানশারের দেহ, টুপ করে স্যাডল থেকে খসে পড়ল ধুলো আর শুকনো পাতার ওপর। নড়তে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কে যেন দৌড়ে আসছে তার দিকে। শুনতে পেল উত্তেজিত স্বরে ওর নাম ধরে ডাকছে কিরবি। গোলাগুলির আওয়াজ হঠাৎ করেই দূরে সরে যাচ্ছে। আঁধার নামছে দু'চোখে।

'কিরবি!' একবার ডাকতে চেষ্টা করল সিমন্স, তারপর জ্ঞান হারাল।

রানশ ছেড়ে বেরিয়ে ভেড়ার মাঠে চলে এলো বেনন, সেখান থেকে রাতে ভেড়া নিয়ে আসা হয়েছিল যে সরু ট্রেইলে, সেটা ধরে এগোল। আগেরবার চিঠিটা তাড়াহুড়ো করে পড়েছিল, যা বুঝেছে চিঠিতে ঠিক তা-ই লেখা আছে নিশ্চিত হতে আবার কাগজটা বের করে দেখল ও। হাতের লেখাটা প্যাঁচানো, কোনও মেয়ের। কাগজটাও মেয়েরা পছন্দ করবে, এমন। চিঠিটা দিয়ে গেছে হুইটলিদের কাউবয়। চিঠিটা খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই। লেখা হয়েছে:

খুবই জরুরী কোনও কাজে আটকে না গেলে দয়া করে আজ সন্ধে সাতটায় কার্সন্স ফোর্ডে দেখা করো। তোমার জানা দরকার এমন একটা গোপন বিষয়ে

কথা বলব। গতবার যখন দেখা হয় তখন কী বলেছিলাম সেটা মনে রেখো।

জুডিথ।

ম্যাচের একটা কাঠি জ্বেলে কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল বেনন, ছাইগুলো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিল মাটিতে।

সূর্য ডুবে গেছে, দ্রুত নীলচে-বেগুনী হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। ঢাল বেয়ে বইতে শুরু করেছে জঙ্গলের বুনো-গন্ধ মাখা শীতল বাতাস। পেছনে কে যেন দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। অপেক্ষা করল বেনন, যখন দেখল আরোহী লরা সিম্পসন, হাত সরিয়ে নিল অস্ত্রের কাছ থেকে।

বেননকে দেখে হাসল লরা। 'তুমি আমার পথে যাচ্ছ, নাকি আমি তোমার পথে?'

হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখাল বেনন, লরার চোখ দুটোয় খুশির আভা দেখল।

'কোথায় চলেছ, ম্যাম?'

'যেখানে খুশি। যাচ্ছি কোথায় এখনও জানি না।' লাল হয়ে গেল লরার গাল। 'তুমি খুব সুন্দর করে ম্যাম বলো।' ঘোড়া নিয়ে পাশে পাশে এগোল মেয়েটা, একবারের জন্যেও বেননের মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না। হাসছে এখনও, কিন্তু কিছু বলছে না।

সহজ একটা ভঙ্গি আছে মেয়েটার মধ্যে। ওই ভঙ্গি হয় সরলতা, নয়তো দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণে সৃষ্ট। জীবনটাকে উপভোগ করে লরা। হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখালে কিংবা আস্তে করে নাম ধরে ডাকলে চোখ দুটো খুশিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে ওর। মেয়েটার চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করে কোনও কূল কিনারা করতে পারল না বেনন। মনে হলো, লরার ভেতরে একই সঙ্গে ভাল আর মন্দ মিশ্রিত একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কখন যে ভালটাকে তলিয়ে খারাপ উঠে আসবে, কেউ বলতে পারে না। জৈবিক চাহিদা অনেক সময় নৈতিকতাকে গুরুত্বহীন করে তোলে।

এক মাইল পেরোনোর পর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল লরা, 'আমি কি তোমাকে বিরক্ত করছি?'

'না তো!' অবাক হলো বেনন।

'ধন্যবাদ।' স্যাডলে সোজা হয়ে বসল লরা। 'আমি কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। সেদিন তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, তাই ভাবলাম আজও একটু কথা বলে দেখি।' বেননের মুখের দিকে তাকিয়ে মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল মেয়েটা। 'তুমি কি কখনও একাকিত্বে কষ্ট পাও না, বেনন?'

'কেন, লরা?'

সন্ধের আলোয় হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল লরা, যেন ধরতে চাইছে এমন কিছু, যেটা দেখা যায় না, ধরা যায় না। 'ওহ্, বেনন, কত সুন্দর এই পৃথিবী! এত সুন্দর যদি না হতো, তা হলে যা নেই সেটা নেই বলে এত কষ্ট পেত না মানুষ। বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি? সবার সামনেই এমন একটা কিছু আছে,

যেটা সে পেতে পারে, পেতে চায়, পাবে – যদি যা চায় সেটা কোথায় আছে জানতে পারে।'

ভাবার সময় বা ইচ্ছে নেই, কাজেই আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল বেনন।

'বুঝতে পেরেছ তা হলে!' খুশি হলো লরা। বাচ্চা মেয়েদের মতো হাততালি দিল। 'আমি জানতাম তুমি বুঝবে। বেনন, আমাকে বলো কোথায় আছে সুখের সেই অচিন পাখি?'

উত্তর দিতে ইচ্ছে হলো না, কিন্তু সততা বেননকে উত্তর দিতে বাধ্য করল। গম্ভীর স্বরে বলল ও, 'বয়স বাড়লে তুমি এ-প্রশ্নের উত্তর পাবে, লরা। তখন তুমি এত প্রাঞ্জল থাকবে না। তখন সুখ খুঁজবে না, শুধু দুঃখগুলোকে এড়ানোর চেষ্টা করবে।'

জবাবটা লরাকে চিন্তিত করে তুলল। কপালে সরু কয়েকটা ভাঁজ পড়ল তার। নীরবে ভাবছে মেয়েটা।

কিছুক্ষণ পর ওরা ওপরের মাঠের কাছে চলে এলো। এখান থেকেই ভেড়াগুলোকে নীচে ফেলে দিয়েছিল শ্যন কর্নি। বেননের পাশে পাশে ক্যানিয়নের ধার পর্যন্ত এলো লরা। পাহাড়ি নীরবতা ভাঙছে পশ্চিম থেকে ভেসে আসা হালকা একটা আওয়াজ। কান পেতে আওয়াজটা শুনল বেনন। অনেক নীচে মিটমিট করছে কার্সন্স ফোর্ডের আলো। ঘোড়া থেকে নেমে ট্রেইলের পাশে বসল বেনন।

'ওখানে যাবে তুমি?' জানতে চাইল লরা। 'কার্সন্স ফোর্ড তোমার জন্যে উপযুক্ত জায়গা নয়।'

'আঁধার পুরোপুরি নামলে যাব।'

বেননের পাশে এসে বসল লরা, এত কাছে যে, মেয়েটার শরীরের মেয়েলি সুবাস পেল বেনন। ধূসর-কালো ছায়া নামছে ক্যানিয়নের ভেতরে। এখন আর খাদটার তলা দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে অতলান্ত। স্রোতের শব্দ হালকা ভাবে কানে আসছে।

বেননের কাঁধে মাথা রাখল লরা, কথা বলতে শুরু করল গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে।

'আমি ওই অন্ধকার ভয় পাই, বেনন। কী ভয়ানক ওই অন্ধকার! যেন পৃথিবীর শেষ। বয়স বাড়ছে তাই ভয় হয়, ভয় হয় মৃত্যুর কথা ভাবলে। বড় হয়ে যাচ্ছি মনে হলে সারারাত নির্ঘুম কাটে। একদিন বুড়ো হয়ে যাব। কোনওদিন আর সুন্দর হতে পারব না। প্রার্থনা করতে থাকি, যাতে কুৎসিত হওয়ার আগেই সুখের অচিন পাখির দেখা পাই। জানি না কখনও পাব কি না। ঈশ্বরকে মাঝে মাঝে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়। এত অনুভূতি দেন তিনি, কিন্তু তা প্রকাশ করার পথ দেখান না। বারবার মনে হয়, জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে। মনে হয়, হাসি-কান্নায় জীবনের মানে খুঁজে নেব। যদি না পারি? ভয় হয়, বেনন। মনে হয় সময় নষ্ট হচ্ছে। এভাবে একদিন সময় শেষ হয়ে যাবে। এভাবে সময় নষ্ট করার চেয়ে

এখনই মরে যাওয়া ভাল।'

লরা চুপ করে যাওয়ার পরও কথাগুলো যেন বাতাসে ভাসছে। করুণা বোধ করল বেনন, মনে হলো লরা একটা পতঙ্গ, যে পতঙ্গ জানে আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়ে মরতে হবে। অথচ আগুনে ঝাঁপ না দিয়ে কোনও উপায় নেই ওর। হৃদয়ের গভীর থেকে কার যেন ডাক ভেসে আসছে: এসো, আগুনের পরশে নিজেকে পবিত্র করো, মিশে যাও আমার সঙ্গে, মিশে যাও বিশ্বপ্রকৃতি মাঝে।

জীবনের প্রতি ভালবাসা এত প্রবল ভাবে আর কারও মাঝে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না বেনন। অথচ ও জানে, সুখ খুঁজতে গিয়ে দুঃখ কুড়ায় বেশির ভাগ মানুষ। কত মানুষের স্বপ্ন চূর্ণ হতে দেখেছে ও? স্বাপ্নিকদের কষ্ট বেশি। সময় থেমে থাকে না। একদিন দেখা যায় সবাই এগিয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে, শুধু একা একটা নির্জন দ্বীপের মতো থমকে রয়ে গেছে স্বপনচারী।

'প্লীইজ!' ফিসফিস করে বলল লরা।

বেনন হতচকিত। গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে লরা। মুখটা একটু সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। আবছা আলোয় নিষ্পাপ দেখাচ্ছে যুবতীর ব্যগ্র মুখ। অপেক্ষা কর... তীব্র তৃষ্ণা নিয়ে।

'তুমি ভুল করছ, লরা,' মৃদু স্বরে বলল বেনন।

'প্লীইজ!' আরেকটু কাছে সরে এলো লরা, জড়িয়ে ধরল বেননকে। মুখ তুলে বেননের ঠোঁট খুঁজল।

মুহূর্তের জন্যে আগুন জ্বলে উঠল বেননের দেহে, ইচ্ছে হলো দু'হাতে কাছে টেনে নেয় মেয়েটাকে, পিষে ফেলে বুকের মাঝে, ঠোঁট থেকে শুঁষে নেয় সমস্ত সুধা। বুঝতে পারছে ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পাচ্ছে। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াল বেনন, উঠে দাঁড়িয়ে সরে গেল, বিড়বিড় করে বলল, 'আমি দুঃখিত, লরা।'

'কেন!' ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা।

'আমি তোমাকে ভালবাসি না, লরা,' বলল বেনন, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। 'আমি পশু হতে পারি না।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল লরা, স্খলিত পায়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল। ক্যানিয়নের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বেনন। লরা আর পেছনে ফিরে তাকাল না। একটু পরই ঘোড়াটা আঁধারে ছুটতে শুরু করল।

ক্যানিয়নের অন্তহীন গভীরতায় চোখ রাখল বেনন, ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর স্পিডিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সরু কার্নিস ধরে। নদীর পানি কালির মতো দেখাচ্ছে। অগভীর জায়গাটা খুঁজে নিয়ে নদী পেরোল বেনন, ধীর গতিতে চলে এলো ছোট্ট বসতিটার কাছে।

সেলুনের একশো গজ আগে থেমে চারপাশ ভাল করে দেখল। সেলুনের সামনের হিচরেইলে দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। খোলা দরজা দিয়ে হলুদ

একচিলতে আলো এসে রাস্তা আলোকিত করছে।

রুডাবাগের বারান্দায় বসে আছে এক লোক, এ ছাড়া আর কোনও জীবিত প্রাণীর দেখা নেই। অস্বস্তি বোধ করছে বেনন, কেন তা নিজেও জানে না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সামনে বাড়ল ও। হিচর‍্যাকে স্পিডিকে রেখে সেলুনে ঢুকল।

বারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রুডাবাগ স্মিথ, অলস ভঙ্গিতে একটা গ্লাস মুছছে তোয়ালে দিয়ে। বেননকে ঢুকতে দেখে মাথা কাত করে পেছনের ঘরে চলে যেতে ইশারা করল। বেনন ইতস্তত করছে দেখে বলল, 'ভেতরে যাও, আমি আসছি।'

সরাসরি চোখের দিকে তাকাচ্ছে না রুডাবাগ, ইচ্ছে করেই গ্লাসের দিকে মনোযোগ দিয়ে রেখেছে। কিছু একটা গোপন করছে।

পেছনের ঘরে চলে এলো বেনন, দরজা ভিড়িয়ে ঘুরতেই দেখতে পেল জুডিথকে, ঘরের কোনায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার চোখে স্পষ্ট শঙ্কার ছাপ দেখল ও।

কার জন্যে? অন্তরে জানে বেনন, এই মেয়ে ওর হবার নয়। বড় দেরি করে জুডিথকে খুঁজে পেয়েছে ও।

জোর করে ঠোঁটে হাসি টেনে আনল বেনন। 'তোমার চিঠি পেয়ে আর দেরি করিনি।'

'চিঠি?' উদ্বিগ্ন চেহারায় জানতে চাইল জুডিথ।

'তোমার চিঠি। লেখোনি তুমি?'

'না তো!' ভ্রূ কুঁচকে গেল জুডিথের। চোখে খেলে গেল ভয়ের ছায়া। 'চিঠি লিখিনি আমি।' একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল সামনে। 'তুমি এটা লেখোনি?'

দ্রুত পায়ে মেয়েটার কাছে চলে এলো বেনন, বিপদের আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়ে গেছে স্নায়ু। জুডিথের কাগজটায় চোখ বোলাল। লেখা আছে:

জুডিথ, সন্ধে সাতটায় কার্সন্স ফোর্ডে একটু আসবে?

রক বেনন।

'ফাঁদ পেতেছে কেউ!' বিড়বিড় করে বলল বেনন। 'জুডিথ, তুমি তাড়াতাড়ি...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, তার আগেই খুলে গেল দরজা। দৃঢ় পায়ে ভেতরে ঢুকল শ্যান কর্নি। তার পেছনে দরজা বন্ধ করে একপাশে সরে দাঁড়াল রুডাবাগ, উত্তেজনায় চকচক করছে তার চোখ দুটো।

জুডিথকে একপলক দেখে নিয়ে বেননের দিকে চোখ সরু করে তাকাল শ্যান, এত শান্ত স্বরে কথা বলে উঠল যে, স্পষ্ট বোঝা যায় ভেতরে টগবগ করে ফুটছে সে।

'তা হলে ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম আমি। আন্দাজ করেছিলাম তোমরা এ-

অন্যের চিঠি পেলে দেখা করবে।' জুডিথকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে দেখল সে। 'তুমি আমাকে লরা সিম্পসনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, জুডিথ।'

জবাবে কী যেন বলছে জুডিথ, মনোযোগ অন্যদিকে থাকায় শুনতে পেল না বেনন। রুডাবাগের দিকে চেয়ে আছে ও, হাতটা আস্তে আস্তে নামছে হোলস্টারের কাছে।

'না, বেনন,' অনুরোধের সুরে বলল রুডাবাগ।

'কেন?'

'খুনোখুনি চাই না আমি।' অনুরোধের দৃষ্টিতে বেননকে দেখল রুডাবাগ। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

ধীর গলায় জুডিথকে বলছে শ্যান কর্নি: 'আমি তোমাকে বলেছিলাম বেননের কাছ থেকে গ্লাভ্‌টা কেড়ে নেব। বলেছিলাম না? তুমি ভেবেছিলে আমি পারব না। এবার দেখবে আমি পারি কি না।' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল শ্যান, বেননের দিকে চাইল। 'গ্লাভ্‌টা তোমার কাছে আছে, বেনন?'

'আমি তোমাকে ছোট করে দেখে ভুল করেছি,' বিড়বিড় করে বলল বেনন। 'যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক চালাক তুমি।'

'গ্লাভ্‌টা!' হাত সামনে বাড়াল কর্নি।

'ওটা আমি দিতে পারছি না, দুঃখিত।' চট করে একবার সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল বেনন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জুডিথ, দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা, শ্বাস নিচ্ছে অনিয়মিত। ঘরের মাঝখানে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে শ্যান কর্নি, লণ্ঠনের আলোর নীচে তাকে আরও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। চেহারায় তার উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে পরিষ্কার। এক কোনায় নিরপেক্ষ বিচারকের মতো দাঁড়িয়ে আছে রুডাবাগ, চেহারায় অনুভূতির কোনও প্রকাশ নেই। সেলুনের ভেতরে পায়ের আওয়াজ আর ফিসফাস কথা বলার শব্দ। রুডাবাগের সাঙ্গপাঙ্গরা ফলাফলের জন্যে কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে।

এখন আর ফাঁদ এড়ানোর কোনও উপায় নেই। পিছিয়ে যেতে চাইলে ছাড়বে না শ্যান কর্নি। বড় করে দম নিল বেনন, নিজেও জানে না, ওর ঠোঁটে ঝুলছে শীতল হাসি।

এতক্ষণ গভীর মনোযোগে বেননকে লক্ষ করছিল রুডাবাগ। ভাল মতো চেনে সে বেননকে। এবার বেননের ঠোঁটে হাসিটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, জুডিথের উদ্দেশে বলল, 'তুমি বাইরে চলে যাও, ম্যাম।'

ফ্যাকাসে কিন্তু শান্ত চেহারায় বেননকে দেখল জুডিথ। আস্তে করে নড করল বেনন। জুডিথ কী যেন বলতে চাইল, তারপর মত পাল্টে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'ওর ওপর অস্ত্র তাক করো, রুডাবাগ,' নির্দেশের সুরে বলল শ্যান কর্নি। 'আমি গ্লাভ্‌টা আদায় করছি।'

'দাঁড়াও!' কড়া গলায় ধমকে উঠল রুডাবাগ, এক ঝটকায় বের করে আনল দুটো সিক্সগান। 'গানবেল্ট খুলে ফেলো,' নির্দেশ দিল। 'হ্যাঁ, দু'জনেই খোলো।'

বিস্মিত চোখে মোটা আউট-লকে দেখল শ্যন কর্নি। এক মুহূর্ত বুঝল না কী বলবে, তারপরই খেঁকিয়ে উঠল. 'মাতবরি করতে কে বলেছে তোমাকে! কী করতে হবে আগেই তোমাকে বলেছি আমি!'

'আমি শুনেছি তুমি কী বলেছ,' শান্ত স্বরে বললেও একটা সিক্সগান শ্যন কর্নির ওপর তাক করল রুডাবাগ। 'আমি কী বলেছি সেটাও তুমি শুনেছ। গানবেল্ট খুলে ফেলো।'

বাক্ল্ খুলে পায়ের কাছে বেল্টটা ছেড়ে দিল বেনন, লাথি দিয়ে অস্ত্র সমেত ওটাকে পাঠিয়ে দিল ঘরের কোণে। এখনও একদৃষ্টিতে রুডাবাগের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যন কর্নি। চেহারা দেখে মনে হলো এখন আর রুডাবাগকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। কী করবে সেটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে।

শিগ্‌গিরই দ্বিধা কাটিয়ে উঠল সে, খুলে ফেলল গানবেল্ট, ছুঁড়ে দিল ওটা। খপ করে ওটা ক্যাচ ধরল রুডাবাগ। টেবিল ঘুরে বেননের মুখোমুখি হলো শ্যন, ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'হয়তো এটাই ভাল হলো। বেনন, আমার চরিত্র নিয়ে বেশ কিছু কথা বলেছ তুমি, যেগুলো আমার পছন্দ হয়নি। এখন তোমার মনোভাব পাল্টানোর সুযোগটা পেয়ে ভাল লাগছে। কথা দিতে পারি, মতামত পাল্টে ফেলবে তুমি।'

পাথর ভাঙার কাজ করে যারা, তাদেরই মতো সুগঠিত বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ শ্যন কর্নি। কাঁধের পেশিগুলো দড়ির মতো পাকানো। দেখলেই বোঝা যায়, প্রচণ্ড শক্তি ধরে সে। গর্দানটা প্রায় ঘোড়ার গলার মতো মোটা। হাতের কব্জি অত্যন্ত চওড়া। মুঠো পাকানো আঙুলের গাঁটগুলো ফুলে আছে। বেননের চেয়ে লম্বা শ্যন কর্নি, পাশেও চওড়া। ওজনও বেশি। রেগে আছে সে, অথচ আচরণে তার কোনও প্রকাশ নেই। অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দম নষ্ট করবে না সে। এত শক্ত প্রতিপক্ষের পাল্লায় আর কখনও পড়েনি বেনন।

'গতকাল শীত পড়েছিল বেশ,' শুষ্ক স্বরে বলল বেনন, 'উঠানের আগুনটা তোমার পছন্দ হয়েছিল তো?'

আর কিছু বলতে হলো না, ছোটখাটো একটা গর্জন ছেড়ে সামনে বাড়ল জেম কর্নির ছেলে। বেনন বুঝল আরও একটা ভুল ধারণা করেছিল ও। নড়াচড়ায় শ্যন কর্নি মোটেই ধীর নয়, বরং পাহাড়ি সিংহের মতোই দ্রুত। দেয়ালের কাছ থেকে সরে যেতে চাইল বেনন, কিন্তু পারল না। তার আগেই ছুটন্ত ট্রেনের মতো পৌঁছে গেল শ্যন কর্নি, কাঁধ দিয়ে দড়াম করে ধাক্কা মারল বেননের বুকে।

দেয়ালে ধাক্কা খেল বেনন, মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। মগজের ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল। ওর মাথার তালুতে দুটো কিল মারল শ্যন। বেননের মনে হলো মাথা গুঁড়ো হয়ে গেছে। পা থেকে সমস্ত শক্তি চলে গেল। চোখেও আঁধার দেখছে। অবশ হয়ে যাচ্ছে সারা শরীর! উপায় না দেখে শ্যন কর্নির কোমর পেঁচিয়ে ধরল বেনন। গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেল যাতে লোকটার আঘাতে জোর কম হয়।

'ছাড়!' হুঙ্কার ছাড়ল কর্নি. বেননের কৌশলের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়ে

পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ঝটকা দিয়ে বেননের হাত ছাড়িয়ে সরে গেল পেছনে।

এক মুহূর্তের স্বস্তি। বড় করে কয়েকবার দম নিতে পারল বেনন, তারপরই শ্যন কর্নি এগিয়ে এলো আবার। এতক্ষণ চোখের সামনে কুয়াশার মতো দেখছিল বেনন, এখন দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। শ্যন কর্নি দু'হাতের মধ্যে চলে আসতেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও, জড়িয়ে ধরল কর্নির হাঁটু, তারপর দেহ গড়িয়ে দিল এক পাশে। পুরোপুরি ভারসাম্য হারাল শ্যন কর্নি। পড়ে যাচ্ছে, দেয়ালে বাড়ি খেল মাথাটা। শ্যন কর্নির পতনে থরথর করে কাঁপল সারা বাড়ি।

লোকটাকে ছেড়ে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বেনন, একটু কুঁজো হয়ে প্রতিপক্ষের উঠে দাঁড়াবার প্রতীক্ষা করছে। রুডাবাগ স্মিথ এগিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে আবার ঘরের কোনায় চলে গেল। লণ্ঠনটা মাথার ওপর তুলে ধরে রাখল, যাতে আরও ভাল ভাবে লড়াই দেখতে পায়।

মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শ্যন কর্নি, ধীর গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেননের মুখোমুখি হলো। এক মুহূর্তের জন্যে তাকে দিশেহারা মনে হলো। বাম হাতে এখনও গার্ড নেয়নি। এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল বেনন, লাফ দিয়ে সামনে বেড়ে ঝাপটা দিয়ে শ্যন কর্নির বাম হাত সরিয়ে দিয়ে ডান হাত ঘুরিয়ে কাঁধের সমস্ত শক্তিতে ঘুসি মারল শ্যন কর্নির ঠোঁটে। ঠাস করে ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে এলো। বেননের মনে হলো ভেজা কাগজে ঘুসি মেরেছে। মনে হলো, আঙুলের গিঁঠগুলো দাঁতের সঙ্গে সংঘর্ষে ফেটে গেছে। শ্যন কর্নিকে সামলে উঠতে না দিয়ে পর পর আরও কয়েকটা জ্যাব করল ও, আপারকাট বসাল চিবুকে। থ্যাচ্! ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। দেরি না করে আরও একবার ঘুসি মারল বেনন শ্যন কর্নির ঠোঁটে। এবার ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। শ্যন কর্নির ঘোলা চোখে অসহায় রাগ দেখল বেনন। পিছিয়ে দেয়ালের কাছে চলে গেল লোকটা, তারপর বারকয়েক দম নিয়ে ছুটে এলো বেননকে লক্ষ্য করে। প্রথম ঘুসিটা এড়িয়ে যেতে পারল বেনন, কিন্তু দ্বিতীয়টা ওর কনুই ঘেঁষে বুকে লাগল। হুড়মুড় করে টেবিলের ওপর পড়ল বেনন, তারপর টেবিল টপকে মাটিতে। উঠতে উঠতে দেখল, এগিয়ে আসছে শ্যন কর্নির পা। টেবিলটা উল্টে ফেলে উঠে দাঁড়াল ও। লাফ দিয়ে টেবিল টপকাল শ্যন কর্নি, লাথি মেরে বসল বেননের পেট লক্ষ্য করে। পা-টা ধরে ফেলল বেনন, মোচড় দিল গায়ের জোরে। ধড়াস করে আছাড় খেল কর্নি, আরেকবার কেঁপে গেল সেলুনটা। স্পারে লেগে কেটে গেছে হাত, জ্বলুনীতে চোখে আঁধার দেখল বেনন। উঠে এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল কর্নি, আরেক হাতে টিপে ধরল গলা, শ্বাস রোধ করে দুর্বল করতে চাইছে। কর্নির কড়ে আঙুল ধরে মোচড় দিল বেনন। অস্ফুট একটা চিৎকার ছেড়ে গলা থেকে হাত সরাল শ্যন, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বেননকে। কুস্তি শুরু হয়ে গেল। জাপটাজাপটি, টানাহ্যাঁচড়ার মাঝে সামান্য ফাঁক পেলেই পরস্পরের বুকে পেটে ঘুসি মারছে দু'জন, শ্বাস ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে, দরদর করে ঘামছে শীতের রাতে।

দম ফুরিয়ে আসছে, আর বেশিক্ষণ লড়াই করা সম্ভব হবে না বেননের পক্ষে। বুঝতে পারছে, হেরে যাচ্ছে ও। শ্যন কর্নিকে এখন আরও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। লোকটা যেন পাথর খুঁদে তৈরি। কোনও জীবিত মানুষের নয় ওই রক্তাক্ত মুখ, অনুভূতিহীন একটা মুখোশ যেন।

লড়াই দ্রুত শেষ করার জন্যে বেননকে ধাক্কা দিয়ে গায়ের ওপর থেকে সরাল কর্নি, নিজেও পিছিয়ে গেল খানিকটা। এমনিতেই সে বেননের তুলনায় একটু ধীর, তারওপর রক্ত বেরিয়েছে শরীর থেকে। বেনন এখনও জখম হয়নি। মানসিক একটা চাপ আছেই। ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে সে, শরীরটা বিশ্বাসঘাতকতা করার আগেই কাবু করতে হবে সামনে দাঁড়ানো বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন লোকটাকে।

সামনে বেড়ে বেননের পাঁজরে একটা ঘুসি মারল সে। মটমট আওয়াজ করল বেননের পাঁজরের হাড়। ঝড়ের ঝাপটা লাগা রুগ্ন পাইন গাছের মতো ঝাঁকি খেলো বেনন, তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে গেল সারা দেহে। মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা। একটা চিন্তাই শুধু কাজ করছে মাথায়, হেরে গেলে চলবে না। জুডিথের সম্মান নির্ভর করছে ওর জেতার ওপর। হেরে গেলে গ্লাভটা কেড়ে নেবে কর্নি, জুডিথ আর লম্পট লেসলি কর্নির মধ্যে বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে।

আবার এগিয়ে আসছে শ্যন কর্নি, মুঠো করা দু'হাত তুলে রেখেছে বুকের কাছে। মুখটা একেবারেই গার্ড ছাড়া।

আসুক, আরও কাছে আসুক। অপেক্ষা করল বেনন, লোকটার ডানহাত পিছিয়ে গিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল। চট করে দু'পা বামদিকে সরে গেল ও, বাতাস কেটে ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল শ্যন কর্নির মুঠো। হাতটা লক্ষ্যে আঘাত না হানায় বেসামাল হয়ে একটু সামনে বেড়েছে কর্নি। এটাই বেনন চাইছিল। বাম হাতে গলা খামচে ধরে অগ্রসরমান লোকটাকে ঠেকাল ও, তারপর কোমরের কাছ থেকে হাত নিয়ে ডান হাতে আপার কাট ঝাড়ল। ঠিক শ্যন কর্নির চিবুক আর গলার সন্ধিস্থলে লাগল ঘুসিটা। কড়াৎ করে একটা আওয়াজ হলো, ঘাড়ের হাড় ফুটল দানবাকৃতি লোকটার। ঝনঝন করে উঠল বেননের হাত। পিছিয়ে গেল ও, শ্বাস ফিরে পাবার জন্যে সময় চাইছে। কিন্তু তার কোনও দরকার হলো না। শ্যন কর্নি অদ্ভুত ভঙ্গিতে বেঁকে গেল। চেহারা দেখে মনে হলো মরে যাচ্ছে। চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে বেননকে দেখল, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। বার কয়েক শরীর মুচড়ে জ্ঞান হারাল।

মেঝেতে বসে পড়ল বেনন, পা আর শরীরের ভার রাখতে পারছে না। সারা দেহ ঝিমঝিম করছে। জায়গায় জায়গায় চাক চাক ব্যথা। গাল আর ঠোঁট ফুলে গেছে, অবশ লাগছে এখন। এ-ঘরের নীরবতা যেন একটা সংকেত, সেলুনের দিকের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল জুডিথ হুইটলি। এক পলক বেননের মুখটা দেখল মেয়েটা, তারপর থমকে দাঁড়াল। ওর চোখ থেকে যেন আশঙ্কা দূর হয়ে যাচ্ছে, ঠিক দেখেছে কি না নিশ্চিত হতে পারল না বেনন।

কোনা থেকে সরে এসে টেবিলটা তোলার চেষ্টা করল রুডাবাগ, কিন্তু পায়া

ভেঙে গেছে ওটার, ওপরের অংশটাও ফেটে গেছে। চিন্তিত চেহারায় এক মুহূর্ত টেবিলটার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা, হাতে এখনও উঁচু করে রেখেছে লণ্ঠনটা। রুডাবাগের লোকরা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, নির্দেশের প্রতীক্ষায়। ব্যথায় মুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়াল বেনন, কনুই ধরে ওকে সাহায্য করল জুডিথ, পাশে দাঁড়াল চিবুক উঁচু করে মুখে কিছু বলছে না মেয়েটা, কিন্তু আচরণে এমন একটা কিছু আছে, যেটা বেননের মনোযোগ আকৃষ্ট করল। গালে রং ফিরে এসেছে জুডিথের, দেখে গর্বিতা মনে হচ্ছে। ঘরের নিঃশব্দ হুমকি পাত্তা দিচ্ছে না।

রুডাবাগের দিকে তাকাল বেনন 'তুমি জানতে,' বলল ধীরে ধীরে। আঙুল তুলে কর্নিকে দেখাল। 'ওই যে তোমার বস্ পড়ে আছে। তুমি বলেছিলে আমার বিরুদ্ধে কখনও লড়বে না।'

'লড়েছি আমি?' মাথা নাড়ল রুডাবাগ। 'লড়িনি। কর্নিকে তুমি পেটাতে পারবে এই বিশ্বাস ছিল বলেই হাতাহাতি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করেছি। করিনি? তুমি দেখেছ শ্যন কর্নি আমার প্রস্তাবে খুশি হতে পারেনি। এ থেকে কী বুঝলে?'

'কী বুঝব?'

'অনেক দিন ধরে এই পিট্টি শ্যন কর্নির পাওনা ছিল। লড়াইটা দেখার জন্যে আমি সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে রাজি ছিলাম, কিন্তু যোগ্য লোক পাচ্ছিলাম না। তোমাকে কর্নি এখানে ডাকতেই খায়েস মেটানোর সুযোগ পেয়ে গেলাম।'

'এবার তা হলে চলে যাবে এখান থেকে?'

একটু দ্বিধা করে বলল রুডাবাগ, 'তাই তো করা উচিত। জীবনে প্রথম হারুয়া দলের পক্ষ নিলাম। সিমন্স শেষ। তুমি একা, আর শ্যন কর্নিরা বিরাট দল, আমার উচিত জলদি করে সরে পড়া। সুস্থ হবার আগেই আমার খোঁজে লোক পাঠাবে শ্যন কর্নি।'

'রুডাবাগ,' বিড়বিড় করে বলল জুডিথ, 'মানুষটা তুমি আসলে খারাপ নও।'

'ভালও নই,' ভ্রূ কুঁচকে বলল রুডাবাগ। দরজার কাছে চলে গিয়ে বেননের দিকে তাকাল আউট-ল। 'বেনন, একটা কথা মনে রেখো, শ্যন কর্নি তোমার খোঁজে দুনিয়া উল্টে ফেলবে।' আর একটা কথাও না বলে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল সে।

গানবেল্ট তুলে পরে ফেলল বেনন, ওর চাঁদিটা টিশটিশ করছে ব্যথায়। ঘামে ভেজা শার্টটা গায়ে সেঁটে বসেছে, ফাটা ঠোঁটের কোণ দুটো জ্বলছে শুকনো লবণে। পেশিগুলো শক্ত আর আড়ষ্ট হয়ে আসছে। মাটিতে অচেতন পড়ে আছে শ্যন কর্নি, নড়ছে না এখনও। দেখে মনে হচ্ছে শ্বাসও নিচ্ছে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটাকে দেখল বেনন, তারপর ফিরল জুডিথের দিকে। দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, হাত দুটো দেহের পেছনে। মেয়েটার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। একটু আগেও তাকে সাহসী দেখাচ্ছিল। ফিসফিস করে বলল জুডিথ, 'কথাটা তোমার জানা উচিত, বেনন, গ্লাভ্‌টা আসলে আমার।'

ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে একটা সিগার ধরাল বেনন, বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল, তারপর পকেটে হাত ভরে গ্লাভটা বের করে বাড়িয়ে দিল জুডিথের দিকে। বেনন

কিছু বলবে, অপেক্ষা করল জুডিথ, কিন্তু কিছু বলল না বেনন, জুডিথ জিজ্ঞেস করল, 'কোনও প্রশ্ন করবে না?'

মাথা নাড়ল বেনন। 'তোমাকে আমি চিনি, কাজেই নোংরা কোনও সন্দেহ আমার মাথায় আসবে না কোনও দিনও। নেই, কোনও প্রশ্ন নেই আমার গ্লাভ নিয়ে।'

'বেনন!' প্রায় অপরিচিত কঠিন মানুষটা সামান্য পরিচয়েই ওকে কতটা বিশ্বাস করে ফেলেছে বুঝতে পেরে ফুঁপিয়ে উঠল জুডিথ, বেননের চোখের দিকে তাকিয়ে নির্ভরতা খুঁজল।

মেয়েদের ওই দৃষ্টির অর্থ বোঝে বেনন, চোখ সরিয়ে নিল ও। না, আজও কোনও মেয়েকে বাঁধনে জড়ানোর মতো সুস্থির জীবনে ফিরে আসতে পারেনি ও, কী লাভ মিথ্যে আশা দেখে বা দেখিয়ে!

'এবার যেতে হয় আমাকে,' বলল বেনন। 'সিমন্স দেরি দেখলে চিন্তা করবে। ইদানীং বেশ অস্থির বোধ করছে ও।'

'খুব পছন্দ করো তুমি ওকে?'

'হ্যাঁ, করি।' তাকাবে না তাকাবে না করেও তাকাল মেয়েটার চোখে, দেখতে চায় জুডিথের কী প্রতিক্রিয়া হয়। জানতে চাইল, 'তুমিও ওকে অনেক পছন্দ করো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

উত্তরটা কেমন যেন অসম্পূর্ণ শোনাল। বেনন অপেক্ষা করল, কিন্তু আর কিছু বলল না জুডিথ। দরজার কাছে চলে এলো বেনন, দেখল রুডাবাগ আর তার লোকরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বারান্দা পর্যন্ত জুডিথকে সঙ্গ দিল বেনন। মেয়েটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বিদায় জানাল ওকে, তারপর রওনা হয়ে গেল।

জুডিথ দূরে চলে যাবার পর স্পিডির পিঠে চাপল বেনন, রুডাবাগকে বিদায় জানিয়ে ছুটতে শুরু করল ফিরতি পথে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীর।

এক ঘণ্টা পর সিমন্সের উঠানে পৌঁছুল। কেউ নেই সিমন্সের রানশে। একটা বাতিও জ্বলছে না। সিমন্সের অফিসে ঢুকে ম্যাচের কাঠির আলোয় বেনন দেখল, সমস্ত আসবাবপত্র ওলটপালট হয়ে পড়ে আছে। ফুঁ দিয়ে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল ও, সাবধানে পা ফেলে বেরিয়ে এলো বাইরে। সেখান থেকে বাঙ্কহাউসে গেল। একই অবস্থা বাঙ্কহাউসে। সমস্ত বাঙ্ক এবং টেবিল-চেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে।

আবার উঠানে ফিরে এলো বেনন। এতক্ষণে লক্ষ করল, করালে একটা ঘোড়াও নেই।

তেরো

সকাল হয়ে গেছে, কিন্তু জেম কর্নি এখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। রানশে ফিরেই দেরি না করে বসের সঙ্গে দেখা করতে দোতলায় চলে এলো কার্টহুইল। এ-বাড়ির সবখানে তার অবাধ যাতায়াত। বুড়ো জেমের ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল সে চিন্তিত চেহারায়, জিজ্ঞেস করল, 'অসুস্থ, জেম?'

'না, কার্টহুইল।' ঘুম আগেই ভেঙেছে জেম কর্নির, এখন শুয়ে শুয়ে একটা সিগার টানছে। 'ওই হুইল চেয়ারে বসে বসে ক্লান্ত আমি। ...খবর নিয়ে এসেছ বেননের?'

'হ্যাঁ,' শুরু করল কার্টহুইল 'বেনন মন্ট্যানার লোক। এক সময় আউট-ল ছিল, পরে তাকে ক্ষমা করা হয়। ক্ষমা পাবার পর বেআইনী কোনও কাজে তাকে আর দেখা যায়নি, যদিও আইনের লোকরা তাকে এখনও এক ফোঁটা বিশ্বাস করে না। ...যাই হোক, আসল কথা হলো মরুভূমির ওধারে লাস্ট চান্স নামের একটা বড় রানশে র‍্যামরড ছিল লোকটা। কাউবয়দের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ওদের দু'একজনকে বেশ কৌতূহলী মনে হলো। ওদের মুখেই জানলাম, নতুন ফোরম্যানকে পিটিয়ে আধমরা করে রানশের চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে সে। ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি, সে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করল, বেনন একটা কাগুজে বাঘ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি লোকটার কথা এক ফোঁটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কাউবয়রা বেননের ভক্ত। প্রয়োজনে বেননের জন্যে লড়তেও আপত্তি করবে না অনেকে। কাউবয়রা জিজ্ঞেস করছিল বেনন কোনও বিপদে পড়েছে কি না। আমি যদিও কিছু বলিনি, তবে ওদের কেউ কেউ আঁচ করতে পেরেছে বলে মনে হয়।'

'তাতে অসুবিধে নেই,' গম্ভীর স্বরে বলল জেম কর্নি। 'যতজনই আসুক, শ্যান আর হ্যাঙ্ক আর্নল্ডের সঙ্গে জুত করতে পারবে না।' সিগারটা নিভিয়ে কার্টহুইলের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কার্টহুইল, আমি খুব খুশি হতাম, যদি বেনন আমার ছেলে হতো।'

চুপ করে গেল জেম কর্নি বিছানার পাশে অনুগত ভৃত্যের মতো নিশ্চুপ প্রতীক্ষায় থাকল কার্টহুইল। পনেরো বছর হলো, আজ পর্যন্ত একবারও আগ বেড়ে কোনও কথা বলেনি সে, কোনওদিন একতিল পরিমাণ বেয়াদবি করেনি কখনও প্রশ্ন না করে আদেশ পালন করতেই অভ্যস্ত সে।

তিক্ত স্বরে বলল বুড়ো জেম, 'ওরা মুখোমুখি হবে, বেনন আর শ্যান। যে-কোনও একজন মারা যাবে।'

'বেনন যদি না পালায়,' বলল কার্টহুইল। 'শ্যানের হাতে মারা পড়বে।'

'শ্যান দ্রুত, হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জেম কর্নি। 'কিন্তু অভিজ্ঞতা? ওটা আছে বেননের।'

'ইচ্ছে করলে ওদের লড়াইটা এড়ানো যায়,' খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল কার্টহুইল, একটু দ্বিধা করে বলল, 'সিমন্সের সঙ্গে বিবাদ না করলেই হয়।' আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে বলল, 'আমি ভেড়া পছন্দ করি না, কিন্তু দেখেছি আর সবখানে ভেড়া আসছে। এখানেও ভেড়া আসবে। চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারব না আমরা।'

'কার্টহুইল,' ধীর গলায় বলল জেম কর্নি, 'একটা কথা বোধহয় তুমি জানো না, রানশটা আমার, কিন্তু ওটা চালাচ্ছে আমার ছেলে। কাউবয়রা শুধু ওর কাছ থেকেই নির্দেশ নেবে। আর, আমার ছেলে আমার নির্দেশ মানবে না।'

'তা হলে ভুল করবে ও,' এই প্রথম অসন্তোষের সঙ্গে বলল কার্টহুইল।

বিছানায় উঠে বসল জেম কর্নি। 'যা হয় তা হবে, কার্টহুইল, কিন্তু একটা ব্যাপারে কারও কোনও কথা আমি মেনে নেব না। শ্যনকে বলেছি, কিন্তু সে গা করছে না, কাজটা তোমাকেই করতে হবে। পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তোমাকে, গ্যারিক কিরবিকে খুঁজে বের করে লেসলির ঋণটা শোধ করে দিতে হবে। কী বলেছি বুঝতে পেরেছ?'

চোখের পলক না ফেলে বুড়ো রানশারের তীব্র দৃষ্টির মোকাবিলা করল কার্টহুইল; ছোট্ট কাঁধ দুটো ঝাঁকাল, মৃদু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, জেম।'

'ওই কুকুরটাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে হবে,' আবেগহীন গলায় আবারও বলল রানশার। 'আমি জানি লেসলিকে ও খুন করেছে। ওর বিচারের ভার আমিই নেব।' বালিশে হেলান দিয়ে বসল সে। লিভিং রুম পার হয়ে দরজায় উঁকি দিল শ্যন কর্নি। তাকে দেখে কার্টহুইলের দু'চোখ চতুর শেয়ালের মতো হয়ে গেল। কার্সন্স ফোর্ডের মারামারির ছাপ ভালমতই পড়েছে শ্যন কর্নির চেহারায়। গাল দুটো ফোলা, ঠোঁট ফাটা, মুখটা বেগুনী-খয়েরী হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়।

'হলোটা কী তোমার!' বলে উঠল কার্টহুইল।

'আরেকটা চমৎকার পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে ওর,' টিটকারির সুরে মন্তব্য করল জেম কর্নি।

বিরক্ত, ক্লান্ত চোখে কার্টহুইলকে দেখল শ্যন। 'ছিলে কোথায় তুমি?'

'সেটা আমার আর ওর ব্যাপার,' মাঝখান থেকে বলল জেম কর্নি।

কথা না বাড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল কার্টহুইল। তার পিছু নিতে যাচ্ছিল শ্যন, কিন্তু বুড়ো রানশারের কথায় থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে।

'একটু দাঁড়াও, কথা আছে, শ্যন।'

'এক মিনিট, আসছি।' কার্টহুইলের পেছন পেছন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো শ্যন কর্নি। বারান্দায় কার্টহুইলকে থামাল সে। বিরাট হাতের তালুর ধাক্কায় কার্টহুইলকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে জানতে চাইল, 'কার্টহুইল, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। ভবিষ্যতে কিছু জানতে চাইলে জবাব দেবে, নইলে পেঁদিয়ে হাড় গুঁড়ো করে ফেলব, বুঝেছ?'

'জবাবটা তোমার বাবা দিয়ে দিয়েছে, শ্যন,' শান্ত স্বরে বলল কার্টহুইল, তবে চোখ দুটো জ্বলছে হিংস্র শ্বাপদের মতো।

দাঁত কিড়মিড় করল শ্যন। চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। 'সব সময় জেম কর্নি থাকবে না, কার্টহুইল, যে তার পেছনে লুকাতে পারবে। সে না থাকলে তোমাকে আমার কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।'

'জেম যখন মারা যাবে,' জবাব দিল কার্টহুইল, 'আমি তখন আর এই রানশে কাজ করব না।'

কার্টহুইলের কাছে ঘেঁষে এলো শ্যন, মুঠো পাকিয়ে হাত তুলল খুদে লোকটার মুখের কাছে, চোখে মারার ইচ্ছে পরিষ্কার। থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে কার্টহুইল, চেহারাটা কালো হয়ে গেছে। ভয়ে নয়, রাগে। চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে সে।

মারতে গিয়েও মারল না শ্যন, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল, দ্রুত পায়ে ফিরে চলল জেম কর্নির ঘরে।

বাইরে এসে ঘোড়ায় চাপল কার্টহুইল, চিন্তিত চেহারায় কিছুক্ষণ উঠানেই দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ঘোড়া ছোটাল গাছের সারির দিকে। তাকে একটা নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দিয়েছে জেম কর্নি, জেম কর্নির নির্দেশ পালনে কখনও দ্বিধা করে না সে।

বেড রুমে ফিরে খাটের পাশে গোঁজ হয়ে দাঁড়াল শ্যন। ছোটবেলায় বাবা তাকে শিক্ষা দিয়েছে, বড়দের সামনে আগ বাড়িয়ে কথা না বলতে। যদিও এখন সে আর ছোট নয়, এবং রানশের যাবতীয় দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছে, কিন্তু ছোটবেলার সেই অভ্যেস আজও রয়ে গেছে, চেষ্টা করেও দূর করতে পারেনি। চোখের ছুরি দিয়ে ছেলেকে চিরছে বুড়ো জেম। কোনও দয়া বা ভালবাসা নেই দৃষ্টিতে।

'শ্যন,' বলল বুড়ো রানশার, 'ছোটবেলা থেকেই জেদী আর একগুঁয়ে ছিলে তুমি। সন্দেহ নেই দোষগুলো আমার কাছ থেকেই পেয়েছ। ওজন্যে তোমাকে কখনও দোষ দিইনি আমি। সাহস থেকেই জেদ আসে। কিন্তু মিথ্যে কথা আমি পছন্দ করি না। কিশোর বয়স থেকেই তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যে বলতে শুরু করেছিলে। হয়তো আমার কোনও দোষ ছিল, হয়তো ভাল বাবা হতে পারিনি আমি, যে কারণে আমাকে বিশ্বাস করে সত্যি বলতে পারোনি তুমি। ঘটনা যা-ই হোক, আমি এখন সেজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। ক্ষমাপ্রার্থী এজন্যে যে, বাবা হয়েও তোমাকে আমি সততা শেখাতে পারিনি। দোষটা অবশ্যই আমার, কারণ লেসলিও তোমার মতোই মিথ্যেবাদী ছিল।' একটু থামল রানশার। আপাদমস্তক দেখে নিল ছেলেকে। 'তবে তোমার মধ্যে একটা নীচতা আছে, যেটা তুমি আমার বা তোমার মা, কারও কাছ থেকেই পাওনি। ওই নীচতার কারণেই হিংস্র কাজ করতে মজা পাও তুমি। এই কথাগুলো বলতেই তোমাকে ডেকেছিলাম আমি, যাতে তুমি বুঝতে পারো কেন ছেলে হওয়ার পরও তোমাকে আমি ভালবাসি না। পুরুষ হিসেবেও কেন তোমাকে সম্মানের চোখে দেখি না তা-ও তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছ এতক্ষণে? সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, জুডিথ হুইটলি যদি ভুল করে তোমাকে বিয়ে করে, তা হলে আমি দুঃখিত হব।'

'কথা শেষ হয়েছে তোমার?' রাগে থরথর করে কাঁপছে শ্যন।

'না, নির্বোধ গর্দভ কোথাকার!' গর্জন ছাড়ল জেম কর্নি। 'বলে দিচ্ছি তোমাকে, সিমন্সের ব্যাপারটা একেবারে লেজে গোবরে করে ফেলেছ তুমি। এখন একটা পথই খোলা আছে তোমার সামনে, রক বেননের মুখোমুখি হওয়া। সবার সামনে তোমাকে কাপুরুষ বলেছে সে।' আঙুল তুলে শাসাল বুড়ো রানশার। 'বেননের সঙ্গে ডুয়েলে রাজি না হলে আমি তোমাকে গুলি করে মারব। আমার বংশের নাম নিয়ে কেউ থুতু দেবে তা আমি হতে দেব না।'

'বংশ আর বংশ!' বলে বসল শ্যন কর্নি, 'গত পনেরোটা বছর ধরে এই একই কথা শুনছি। মানুষের ঠেকা পড়েছে তোমার বংশের নাম নিয়ে খারাপ কথা বলতে!'

'পনেরোটা বছর ধরে আমার বংশের নাম ডোবাচ্ছ তোমরা, তুমি আর লেসলি,' বলল গম্ভীর রানশার। 'চলে যাও, শ্যন।' মস্ত একটা হাত দিয়ে চোখ ঢাকল জেম কর্নি পরবর্তী কথাগুলো বলল হতাশ আর ধীর কণ্ঠে, 'শুধু ঈশ্বর বিচার করতে পারবেন লেসলি, তোমাকে বা আমাকে দোষ যদি আমার হয়ে থাকে, তো হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে শাস্তির জন্যে মাথা পাতব আমি।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো শ্যন কর্নি, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলো। উঠানে থামল সিগারেট বানানোর জন্যে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ফুসফুস জ্বলতে শুরু করল তার, তিক্ততা আরও বাড়ল দেখল ধীর গতিতে ঘোড়া নিয়ে উঠানে ঢুকল হগি গ্রান্ট। সোজা ওর সামনে এসে থামল লোকটা, আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'না, সিমন্সের ওখানে কেউ নেই। রানশ খালি করে কোথায় যেন চলে গেছে সবাই।'

'বেনি আর স্টিউক জ্যাকসনকে আমি ওপরের ট্রেইলে পাঠিয়েছিলাম। ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না। আমি শুধু সিমন্সের রানশের ওপর চোখ রেখেছিলাম।'

'পাওয়া ওকে যাবেই,' নিচু গলায় বলল শ্যন কর্নি। 'পাস রোডে চোখ রাখতে কাউকে পাঠাও। আরেক জনকে যেতে হবে নদীর দু'ধারে ট্র্যাক দেখতে। বিশ্রাম নিয়ে তুমি যাবে কার্সমের কাছে, ওকে বলবে, সাপারের সময় যেন মরগান টাউনে হাজির থাকে।' হাত নাড়ল কর্নি। 'যাও এবার, হগি।'

মেজাজটা কিছুতেই ঠাণ্ডা হচ্ছে না। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্যন, বিশ মিনিট পর পৌঁছে গেল ম্যাট হুইটলির বাড়ির সামনে। একটা করালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানশার, তদারকি করছে বেড়া মেরামতের, শ্যন কর্নিকে দেখে এগিয়ে এলো

'পাহাড়ে আমার লোকরা পাহারা দিচ্ছে,' বলল শ্যন। 'পার পাবে না ও।'

'একটু আগে আর্নল্ড এদিক দিয়ে গেল,' নিচু গলায় বলল ম্যাট হুইটলি। 'বলল সিমন্সকে আহত করেছে ও। সকালে ঝোপের ভেতরে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।'

'আহত হলে ভাল, না হলে শিগ্‌গিরই জানা যাবে।'

'কিছুক্ষণ আগে হেনরি ট্যানার মারা গেছে,' বিড়বিড় করে বলল রানশার, 'সিমন্স গুলি করেছিল ওকে, আর্নল্ড দেখেছে।'

'সাপারের সময় মরগান টাউনে এসো, কথা আছে।'

'আসব,' কথা দিল রানশার নিরুৎসাহিত স্বরে।

চাপা রাগ আর বিরক্তি নিয়ে ম্যাট হুইটলিকে দেখল শ্যান। 'লেসলির বিছানার পাশে মেয়েদের একটা গ্লাভ পাওয়া গিয়েছিল, শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা জুডিথের গ্লাভ,' বলল শ্যান, 'কালকে বেননের কাছ থেকে ওটা নিয়েছে জুডিথ।'

'ঈশ্বর!' ফ্যাকাসে-মুখে ফিসফিস করে বলল রানশার, বুকের ভেতরটা যেন চুরমার হয়ে গেছে তার। ঘুরে দাঁড়াল, তারপর হাঁটতে শুরু করল টলমল পায়ে। সোজা বাড়ির দিকে চলেছে। চোখে হাসি নিয়ে পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল শ্যান। সন্তুষ্টি অনুভব করছে সে বুড়ো রানশারের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পেরে। এ-লোক কখনও আর ওর চোখে তাকিয়ে কথা বলতে পারবে না। ঘোড়া ঘুরিয়ে আর্নল্ডের রানশ লক্ষ্য করে দ্রুত বেগে ছুটতে শুরু করল শ্যান কর্নি।

ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে উঠে বসল বেনন। গাছের ফাঁক দিয়ে সিমন্সের রানশহাউসটা দেখা যাচ্ছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বাড়িটা তল্লাশী করে দেখল ও। দেখার মতো নতুন কিছু নেই। জিনিসপত্র নিয়ে সরে গেছে সিমন্স, তাড়াহুড়োর চিহ্ন সুস্পষ্ট।

উঠানে থেমে জমিটা ভাল করে লক্ষ করল বেনন। মাঠ থেকে উঠানে এসে ঢুকেছে ঘোড়া, আবার বেরিয়ে গেছে। গেছে ওপরের ভেড়া রাখার মাঠের দিকে। ট্র্যাক অনুসরণ করে বনের ভেতর ঢুকল বেনন, থামল ভেড়ার মাঠে ঢোকার আগে অজান্তেই সতর্ক হয়ে উঠেছে ও, তীক্ষ্ণ চোখে মাঠ ঘিরে থাকা ঝোপ দেখল।

গ্রে বুলের চুড়োগুলোর মাথা সূর্যটাকে নীচে থেকে খোঁচা মারছে, আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে পাহাড়ি মাঠ। ঘন হয়ে জন্মানো পাইন গাছের ভেতর সোনালী আলো উঁকি দিয়েছে। বাতাস নেই, কিন্তু সূক্ষ্ম ধুলোর কণা সোনালী আলোয় সোনার গুঁড়ো মনে হচ্ছে বাড়ছে দিনের তাপ। বেনন ভাবছে, সিমন্স সরে গেছে, অর্থাৎ তাড়া করা হয়েছে তাকে। তার মানে, এই মাঠে চোখ রাখার জন্যেও লোক থাকতে পারে। কাজেই মাঠটাকে সম্পূর্ণ ঘুরে ঝোপের মধ্য দিয়ে ওপরের দিকে চলল বেনন, মাঠের ওপরের অংশে চলে এলো। এখানে ট্রেইলটা আবার বনের ভেতর ঢুকেছে। মাটিতে অনেক চিহ্ন বোঝা যাচ্ছে এখানে অনেক লোক একসঙ্গে ঘোড়া থামিয়েছে। বেশ কয়েক জোড়া পায়ের ছাপ পড়েছে মাটিতে, কাকে যেন মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছিল অনেকক্ষণ, ঘাসগুলোর মাথা ভেঙে গেছে। স্পিডির পিঠ থেকে নামল বেনন, একটু খুঁজতেই ধুলোর মাঝে পেয়ে গেল শুকনো রক্তের ফোঁটা। আহত কাউকে নিয়ে এসে শোয়ানো হয়েছিল এখানে। এখান থেকে লোকটাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে সরে গেছে পরে।

ঘোড়ার খুরের ছাপ অনুসরণ করে এগোল বেনন, আধ ঘণ্টা পর সোনার

গুঁড়োর মতো ধুলোর কণাগুলোই বেননকে সতর্ক করে তুলল। সামনের ট্রেইলে ধুলোর কণার পরিমাণ বেড়ে গেছে। ঘোড়ার ছাপগুলো জড়ানো, অগোছাল, সামনে এগিয়েছে মানুষগুলো, এ ছাড়া নতুন কিছু বোঝা যাচ্ছে না দেখে। তবে কিছুক্ষণ আগে এ-পথে গেছে কেউ একজন। ধুলোর গুঁড়ো, ধুলোর মৃদু গন্ধ তাই বলছে। সামনের ট্রেইল থেকে হালকা একটা আওয়াজ পেল ও, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল ঝোপের ভেতর।

দু'তিন মিনিট পর দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখল, ঢাল বেয়ে নেমে আসছে নীচের দিকে, ছুটছে দ্রুত বেগে। লোকগুলো অনেক দূরে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নড়ল না বেনন, তারপর চলে এলো মাঠের ধারে, ক্যানিয়নের পাড়ে। নীচে দেখা যাচ্ছে নদীটা, এখনও সূর্যের আলো পড়েনি ওখানে। সরু কার্নিস ধরে একশো গজ নীচে একজন লোক চলেছে কার্সন্স ফোর্ডের দিকে। একটু পিছিয়ে দৃষ্টির আড়ালে সরে গেল বেনন, লোকটা ওকে দেখেনি। কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে দেখল, চলে গেছে আগন্তুক। কিন্তু তাতে নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই, একটা ট্রেইলও নিরাপদ নয়, পাহাড়ে ঘুরছে শ্যান কর্নির লোকরা। আবার ঝোপের ভেতর ঢুকল বেনন, বেরোল মাঠের ওপরের দিকে।

ও আন্দাজ করছে, সোজাসুজি এগিয়েছে সিমন্স, ঢুকে গেছে পাহাড়ি এলাকার গভীরে। ট্র্যাক তাই বলছে। কিন্তু এই ট্রেইলে আরও অনেক ঘোড়ার ছাপ আছে। ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রাও এই ট্রেইল ব্যবহার করছে।

ট্রেইলের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড়, ছোট ছোট খাদ আর পাথুরে রুক্ষ জমি পার হয়ে এগোল বেনন। আধঘণ্টা পর অজান্তেই ও ট্রেইলে বেরিয়ে এলো। ট্রেইল এখানে উত্তর থেকে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে, নদীর বাঁকের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে গেছে স্রোতধারার পাশে পাশে। নরম ধুলোর কণার ঘনত্ব ট্রেইলে এখনও বেশি। আবার ঝোপের ভেতর সরে এসে নতুন পথে ট্রেইলের ধার দিয়ে চলতে শুরু করল বেনন। নীচে, ক্যানিয়নে কলকল আওয়াজ করছে নদীটা, ক্রমেই আওয়াজ বাড়ছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল। বাড়ছে সূর্যের উত্তাপ, মাথার ওপর আগুন ঢালছে যেন। গাছের ফাঁক দিয়ে সোনালী তলোয়ার নেমেছে বনের ভেজা ভেজা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে। অনেকক্ষণ পর ট্রেইলে উঠে বেনন বুঝতে পারল, সিমন্সদের পার হয়ে এসেছে ও। ট্রেইলে বাঁক নিয়ে অন্য কোনও দিকে সরে গেছে সিমন্স। এখানের ট্রেইলে নতুন চিহ্ন আছে মাত্র একজন লোকের। সে-লোক ধীর গতিতে এগিয়ে গেছে সামনে। তাড়া ছিল না কোনও, কাজেই ধাওয়ার ভয় পায়নি। এ সিমন্সদের কেউ হতে পারে না।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছে ও। বিরক্ত হয়ে ঝুঁকি নিল বেনন, ট্রেইল ধরে পিছনে ফিরে চলল দুলকি চালে। কোনও বিপদ ঘটল না, সিমন্স যেখানে সরে গেছে ট্রেইল ছেড়ে, সেখানে পৌঁছে গেল দশ মিনিট পর। বনের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে গেছে সিমন্স। ঘোড়া থামিয়ে ধুলোর মধ্যে চিহ্ন পড়ে ঘটনা বোঝার চেষ্টা করল বেনন। কিছুক্ষণ পর চমকে স্যাডলে সোজা হলো। ঝোপের ডাল ভাঙার শব্দ; হয়েছে কাছেই। ট্রেইলের পঞ্চাশ গজ নীচে হঠাৎ করে বেরিয়ে এলো এক

অশ্বারোহী, ওপরের ট্রেইল বেয়ে ওর দিকেই আসছে।

একটু এগোতেই বেননকে দেখতে পেল সে, ছায়ার মধ্যে নিশ্চুপ বসে আছে অনড় হয়ে। চিনতে দেরি হলো না তার, ঘোড়া ঘোরানোর ব্যস্ততার মাঝে ঝটকা দিয়ে সিক্সগান বের করেই দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল সে বেননের দিকে, দ্রুত ঢুকে গেল পাশের বনে। গুলি দুটো বেননের ধারেকাছে এলো না। তবে লোকটা দলবল জুটিয়ে শিগ্‌গিরই আবার এখানে আসবে। ঝোপের ভেতর ঢুকে নদীর পাড়ে চলে এলো বেনন।

পাড়ের বিশ ফুটে সিমন্সের ছাপ আছে, তারপর নদীতে নেমেছে সে, নুড়ি পাথরে ভরা নদীর মেঝেতে ছাপ থাকার কথা নয়। তবে নিশ্চিত ভাবেই পেছনে তাড়া খেয়ে নদী পার হয়েছে সিমন্স এখানে, কারণ ওপাড়ে ঝোপের মাঝে সরু একটা ট্রেইল দেখা যাচ্ছে। নদীর গর্জন কানে তালা ধরিয়ে দেবার মতো। সিকি মাইল দূরে সূর্যের আলোয় ভাসছে পানির কণা। আকাশে একটা ছোট রামধনু, স্বর্গের দুয়ার দেখাচ্ছে যেন। রামধনুর নীচে নদীটা ক্ষণিকের জন্যে হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে একটা জলপ্রপাতে। ঝরঝর শব্দে নীচের খাদে ঝরে পড়ছে পাহাড়ি নদী। অপূর্ব একটা দৃশ্য, কিন্তু দেখার সময় নেই বেননের। যে-কোন সময় পেছনে ধাওয়া করে আসবে ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রা। এখানে নদী পেরোনো ঝুঁকিপূর্ণ হলেও দেরি করার উপায় নেই। পাড় বেয়ে নেমে নদী পার হতে শুরু করল বেনন। ঘাড়ের কাছে চুলগুলো শিরশির করছে বিপদের আশঙ্কায়। ওপারের ট্রেইলে উঠে বিস্মিত হয়ে স্পিডিকে থামাল ও। ট্রেইলের দু'পাশে ঘন ঝোপ। সরাসরি সামনে পথ রোধ করে ঘোড়ায় বসে আছে গ্যারিক কিরবি। আস্তে করে মাথা নাড়ল লোকটা। 'একেবারেই বোকার মতো ওই বিপজ্জনক জায়গায় নদীটা পেরিয়েছ, বেনন।'

'সিমন্স কোথায়, তুমি এখানে কী করছ!'

'অনেক দূরে ক্যাম্প করেছি আমরা। আমি এসেছিলাম ট্রেইলটা কাভার করতে, জানতাম এদিকে পরিষ্কার ট্র্যাক ফেলে গেছি, যে-কেউ অনুসরণ করতে পারবে। চারজন লোক এপর্যন্ত ওই তীরের ছাপ দেখে ফিরে গেছে, তুমিই এক মাত্র মানুষ যে নদী পার হবার ঝুঁকিটা নিলে।'

'কে গুলি খেয়েছে?'

'সিমন্স।'

'অবস্থা কেমন?'

'ভাল না।' মাথা নাড়ল কিরবি। 'সরে পড়ি চলো।'

বেননের আগে আগে ঘোড়া ছোটাল খুদে লোকটা, বনের ভেতর দিয়ে দ্রুত বেগে ছুটছে, উঠে যাচ্ছে ঢাল বেয়ে ওপরে। সোজা পথে চলছে না কিরবি, বাঁক নিয়ে গভীর পাইনের জঙ্গলে ঢুকল। এখানে ট্র্যাক থাকবে না কারও। একই গতিতে কিছুক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে অব্যবহৃত একটা গেম ট্রেইল* ধরল। সামান্য এগিয়েই

---

* বুনো পশুর ব্যবহৃত পথ।

ট্রেইলটা ছেড়ে আবার ঢুকল পাইনের বনে। বার কয়েক এভাবে ট্রেইল আর বনের ভেতর দিয়ে ছুটে দক্ষিণে সরে এলো কিরবি, চলে এলো একটা চওড়া ট্রেইলের কাছে। ট্রেইলটা পার হবার আগে বেশ সময় নিয়ে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করল সে। সামনে, বেশ দূরে গ্রে বুলের চুড়োগুলো দেখতে পেল বেনন। তারপর আরেকবার পাইন বনে ঢুকল ওরা, বনের ভেতর দিয়ে দক্ষিণে চলল। আন্দাজ করল বেনন, জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কমপক্ষে আট মাইল পথ এসেছে ওরা। বারবার এঁকেবেঁকে চলেছে কিরবি, এবার একটা ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। একটু পরেই আবার নদীটার পাড়ে বেরিয়ে এলো ওরা। কোনও সতর্কতা পালন না করেই নুড়ি পাথরে ভরা নদীখাত পেরিয়ে গেল কিরবি, এতক্ষণে নিজেকে নিরাপদ ভাবছে। পাথুরে একটা সরু পথ ধরে আরও দু'মাইল এগোল ওরা, তারপর দুপুর গড়িয়ে যাবার পর থামল কিরবি, ঘোড়ায় একটু কে বসে হাঁক ছাড়ল, 'আমরা আসছি, ফ্রেড।'

ঝোপের ভেতর থেকে মাথা বের করল ফ্রেড বাউয়ি। ওকে পার হয়ে নদীর পাড়ে চলে এলো বেনন আর গ্যারিক, বাঁক নিয়ে পৌঁছে গেল শুকনো একটা নদী খাতে। এক সময় প্রমত্তা পাহাড়ি নদীর শাখা ছিল এটা, এখন শুকিয়ে গেছে, দু'পাড়ে ঘন ঝোপঝাড় জন্মে সুড়ঙ্গ মতো হয়ে আছে। কিছুদূর যাওয়ার পর সামনে একটা মস্ত পাথর পথরোধ করে দাঁড়াল। পাথরের গায়ে একটা গহ্বর, কোনও এক সময় তীব্র স্রোতে খয়ে গিয়েছিল।

গুহার ভেতর ঘোড়া নিয়ে ঢুকল ওরা, দশ গজ মতো যাওয়ার পর ঘোড়া রেখে হেঁটে এগোল। আবছা অন্ধকারে একবার বাঁক নিতেই দেখতে পেল, পাথরের ওপর এক জায়গায় ছোট একটা আগুন জ্বলছে। মাটিতে ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সিমন্স, তার পাশে হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে এডি। দেখে মনে হলো সিমন্স ঘুমাচ্ছে, কিন্তু বেননের পায়ের শব্দে চোখ মেলল সে। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। হাসার চেষ্টা করল। গলার স্বরে মনে হলো ফিসফিস করছে।

'কী, বেনন!'

এডির দিকে চাইল বেনন, চোখে প্রশ্ন।

'আর্নল্ডরা আমাদের ধাওয়া করেছিল,' বলল এডি। 'হুইটলিদের রিজের কাছে হ্যারির সঙ্গে দেখা হলো, ওর কথা মতো রুখে দাঁড়ালাম আমরা, তারপর এই অবস্থা।' উদ্বিগ্ন চোখে সিমন্সকে দেখল লোকটা। 'বুলেটের গর্তটা ফুসফুসের কাছে। চিকিৎসার ব্যাপারে তোমার কোনও ধারণা আছে, বেনন?'

'সুস্থ হয়ে যাব,' দুর্বল স্বরে বলল সিমন্স। 'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'অবশ্যই সুস্থ হয়ে যাবে,' জোর দিয়ে বলল বেনন, কিন্তু রানশারের চেহারা দেখে ভাল লাগল না ওর।

'খুশি হয়েছি, তুমি চলে এসেছ,' বিড়বিড় করে বলল সিমন্স, চোখ বুজে ফেলল।

বেননের দিকে ফিরল এডি, গোপনে মাথা নাড়ল। গুহার চারপাশটা দেখল বেনন, বুঝতে পারল, ব্ল্যাঙ্কেট ছাড়া আর তেমন কিছু নিয়ে আসতে পারেনি সিমন্সরা। যদিও আগুন জ্বলছে, তবু গুহার ভেতরটা ভেজা ভেজা। চুপ করে

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বেনন, দেখল কষ্ট করে শ্বাস টানছে সিমন্স, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে গুহার মুখের দিকে পা বাড়াল ও, হাতের ইশারায় সঙ্গে কিরবিকে আসতে বলল। সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এসে চুরুট ধরাল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'খাবার আছে সঙ্গে?'

'না।'

'সিমন্সকে ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'সম্ভব না,' মাথা নাড়ল কিরবি। 'এদিকে ডাক্তার বলতে ডাক্তার ব্র্যান্ডন। সে আছে মরগান টাউনে। ওখানে ঢুকে তাকে নিয়ে আসা যাবে না।'

'যাবে।'

'চেষ্টা করে দেখার মতো সাহস আছে তোমার?' হতাশ চোখে বেননকে দেখল কিরবি, মাথা নাড়ল, 'তা হলেও সম্ভব নয়। পাহাড়ে শ্যন কর্নির লোক গিজগিজ করছে। বিকেলের আগেই এই এলাকার সবকয়জন কাউবয় আমাদের খুঁজতে বেরোবে। শহরে যদি পৌঁছাতেও পারো, ডাক্তার ব্র্যান্ডনকে খুঁজে বের করবে কীভাবে? রাস্তায় হাঁটতে পারবে না, দেখলেই গুলি করে মারা হবে তোমাকে। ধরলাম ব্র্যান্ডনকে পেলে, শহর থেকে বেরিয়েও এলে, তারপর? পেছনের লোকদের খসিয়ে ব্র্যান্ডনকে নিয়ে এখানে আসবে কীভাবে? না, মনের জোরে সিমন্সকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

'ব্র্যান্ডন লোকটা দেখতে কেমন?'

'সাদা চুল, মোটাসোটা মানুষ। ভাল লোক। কার সঙ্গে কে লড়ছে তাতে তার কিছু যায় আসে না। খাঁটি ডাক্তার। রোগী আছে জানলে দেখতে আসবেই। ওর অফিসটা ব্যাঙ্কের ওপরে, দোতলায়। ওখানেই থাকে, বাড়ি ওটাই।' আবার মাথা নাড়ল কিরবি। 'কিন্তু তুমি পারবে না ওকে আনতে, বেনন। দুবার তুমি কপালের জোরে মরগান টাউন থেকে বেরিয়ে এসেছ। তৃতীয়বার ভাগ্য সাথে নাও থাকতে পারে। আমি ভালর জন্যেই বলছি, বেনন, ভুলেও ওই শহরে যেয়ো না।'

'ফিরতে দেরি হবে আমার,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেনন, অলস ভঙ্গিতে চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। চিন্তা করে দেখছে, এদের লুকানোর জায়গাটা ভালই হয়েছে, সহজে কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না।

'কোথায় আছি আমরা?' জানতে চাইল ও।

'অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের জমিতে,' বলল কিরবি, 'পাস রোডের দক্ষিণে মরগান টাউন থেকে নীচের দিকে বারো মাইল উত্তরে।'

'দেখি ডাক্তারকে আনা যায় কি না, সিমন্সের চেহারা আমার সুবিধের মনে হয়নি।' চুরুট ফেলে পায়ের নীচে আগুন নিভিয়ে ধীরেসুস্থে স্পিডির পিঠে চাপল বেনন।

'দাঁড়াও,' একটা হাত তুলে বলল কিরবি। 'হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, ডাক্তার ব্র্যান্ডন কিন্তু এজায়গাটা চেনে। তাকে যদি বলো, যে-বছর জেম কর্নির সঙ্গে অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের বাবার ঝগড়া লাগল, তার পরের বছর মার্ডাক নাইলসের হাড়গোড় যেখানে পাওয়া গেছিল, সেখানে আছি আমরা, তা হলে

সোজা এখানে চলে আসতে পারবে সে।' চোখ সরু করে বেননকে দেখল কিরবি। হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করে বসল, 'সে-রাতে কী বলছিলে তুমি, ভেড়া মারা যাওয়ার রাতে, তোমাকে ডেকেছিল ফ্রেড বাউয়ি?'

'ওটা আমার ব্যাপার,' গম্ভীর চেহারায় জবাবটা দিল বেনন, 'আমিই দেখব কী করা যায় ও-ব্যাপারে।'

'একটা কথা মনে রেখো,' নিচু স্বরে বলল খুদে কাউবয়। 'কোনও বুলেট যদি ভুল দিক থেকে এসেও থাকে, ওটা আমার নয়।'

ধীর গতিতে স্পিডিকে সামনে বাড়াল বেনন, নদীখাত থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পেছন থেকে চেয়ে থাকল কিরবি, তারপর পায়ে হেঁটে অনুসরণ করল। ফ্রেড বাউয়িকে পার হয়ে এগিয়ে গেছে বেনন। ছোকরার সামনে থামল কিরবি। দাঁড়িয়েই থাকল বেনন চোখের আড়ালে না চলে যাওয়া পর্যন্ত। বিরক্ত হয়ে নিশ্চুপ কিরবির দিকে তাকিয়ে রুগ্ন কাঁধ ঝাঁকাল বাউয়ি। 'কী চাই, কিরবি?'

'কিছু না।' আপাদমস্তক বাউয়িকে দেখল কিরবি, তারপর কথা না বাড়িয়ে ফিরে গেল গুহাতে।

সন্ধের অন্ধকার নামার আগে মরগান টাউনে ঢুকতে পারবে না, কাজেই ধীরে ধীরে বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে বেনন, কোনও তাড়া নেই। কোনও চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না যে, কেউ অনুসরণ করে গুহায় পৌঁছুতে পারবে।

বিকেলে গামলার মতো গোল একটা মাঠের প্রান্তে ছোট একটা রানশহাউস দেখতে পেল বেনন। করালে কাজ করছে দু'একজন কাউবয়। খানিক পর সামনে একটা রাস্তা পড়ল। রাস্তা পার হবার সময় খুব সাবধানে সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে এগোল বেনন। বিকেল পাঁচটায় মরগান টাউনের পেছনে গাছে-ভরা টিলার ওপর হাজির হলো। নীচে দেখা যাচ্ছে শহরটা, পড়ন্ত সূর্যের প্রখর আলোয় হলদে দেখাচ্ছে বাড়িঘর। রাস্তা ধরে আসছে-যাচ্ছে অশ্বারোহী। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেবার ফাঁকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল ও। আপাতত শান্ত মনে হচ্ছে শহরের পরিবেশ।

সন্ধে সাড়ে সাতটায় স্পিডিকে টিলার ওপরে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে পায়ে হেঁটে শহরের পেছন দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। দু'সারি বাড়ির মাঝখানের গলি ধরে হাঁটছে। সাবধানে চারপাশ দেখে অবস্থান নিল সেলুনের অন্ধকার কোনায়। মাঝে মাঝেই সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে পথচারী। কেউ কেউ এত কাছ দিয়ে যাচ্ছে যে, ইচ্ছে করলে তাদের গা ছুঁয়ে দিতে পারবে বেনন।

জেম কর্নির নির্দেশ বিনা প্রশ্নে পালন করতে অভ্যস্ত কার্টহুইল। ক্রো ট্র্যাক ছেড়ে প্রথমেই সিমন্সের রানশে গেল সে, সেখান থেকে কাউবয়দের চিহ্ন খুঁজে নিয়ে ঢুকল পাহাড়ি এলাকায়। দুপুরের একটু আগে বেনন যেখানে দাঁড়িয়েছিল নদী পেরোনোর আগে, ঠিক সেখানে এসে দাঁড়াল সে। তবে নদী পার হলো না কার্টহুইল, বদলে বিরাট একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে পাস রোডের ব্রিজে পৌঁছুল। সেখানে নদী পার হয়ে আবার ট্র্যাক খুঁজে এগোল। ঠিক দু'ঘণ্টা পর বেনন আর কিরবির যেখানে দেখা হয়েছিল, সেখানে হাজির হলো সে। সময় নিয়ে ট্র্যাক পরীক্ষা শেষে আবার এগোল,

এবার যাচ্ছে খুবই ধীরে। বনের ভেতর ঢুকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে চিহ্ন খুঁজে বের করে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল।

অপরিসীম তার ধৈর্য, তাড়া নেই কোনও, আচরণে নেই কোনও অনিশ্চয়তা। আর্মির ইন্ডিয়ান স্কাউট* ছিল সে। জানে কীভাবে ট্র্যাক লুকানোর চেষ্টা করতে পারে পলাতক মানুষ। সন্ধের আঁধার যখন নামছে, পাস রোডে পৌঁছুল সে একটু খুঁজতেই ট্র্যাক পেয়ে গেল, দক্ষিণে গেছে রাস্তা পেরিয়ে। কিন্তু আঁধারে আর খোঁজাখুঁজির কোনও অর্থ নেই। হাতে প্রচুর সময়। এখানেই একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কার্টহুইল। এই এলাকার অন্য কোনও মানুষ হলে বেনন আর কিরবির ট্র্যাক খুঁজে পেত না, কিন্তু কার্টহুইলের কাছে ট্র্যাক গোপনে ওরা একেবারেই ছেলেমানুষ। কার্টহুইল জানে, সিমন্স যদি পাহাড়ে থাকে, তা হলে আগামীকাল দুপুরের আগেই তাকে খুঁজে বের করতে পারবে সে। রাতে মাঝে মাঝেই কার্টহুইলের ঘুম ভাঙল রাস্তায় অশ্বারোহীদের আওয়াজ পেয়ে। চিন্তিত হলো না কার্টহুইল। ও জানে, শ্যান কর্নি আর হ্যাঙ্ক পেরোল সমস্ত লোক নামিয়ে পলাতক সিমন্সকে খুঁজছে। নিজের আস্তানা থেকে একবারও বের হলো না কার্টহুইল, কাউকে জানাবার চেষ্টা করল না যে, সিমন্সদের ট্র্যাক সে খুঁজে পেয়েছে। নিজের কাজ সে নিজে করেই অভ্যস্ত। কয়েকবার ঘুম ভাঙার পর একটু বিরক্তই বোধ করল কাউবয়দের অসাবধানতায়। এত আওয়াজ করে কাউকে খোঁজার কোনও মানে হয় না।

চোদ্দো

সেলুনের কোনায় বিল্ডিঙের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একের পর এক ঘোড়সওয়ারকে পার হয়ে যেতে দেখছে বেনন। শেরিফ আর মার্শাল কুক দাঁড়িয়ে আছে হোয়াইট হাউস হোটেলের বারান্দায়, কথা বলছে পাটকাঠির মতো সরু রাসেল আর্নল্ডের সঙ্গে। রানশারের তীক্ষ্ণ নাকটা দূর থেকেও মুখের তুলনায় প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। এবার তাদের দিকে মনোযোগ দিল বেনন। হাত নেড়ে কী যেন বলছে রানশার। আড়ষ্ট হয়ে গেল বেনন, পেছনে পায়ের শব্দ। লোকটা ওকে পাশ কাটানোর সময় চেহারা দেখার চেষ্টা করল একবার, তারপর বেরিয়ে গেল রাস্তায়। কপালের ওপর হ্যাট টেনে নামাল বেনন, যাতে চেহারা সহজে চেনা না যায়। লোকটা সেলুনের আরেকটা কোনা ঘোরার সময় একবার ঘাড় ফেরাল।

গলির আরেক ধারে ব্যাঙ্কের বিল্ডিং। দ্বিতীয় তলায় একটা বাতি জ্বলছে পর্দা দেয়া জানালার ওপাশে। গলি থেকে কোনও সিঁড়ি ওপরে যায়নি দেখে হতাশ

---

* আর্মির সঙ্গে ইন্ডিয়ানদের লড়াইয়ের সময় ট্র্যাকিঙে দক্ষ ইন্ডিয়ান লোক নিয়োগ করত আর্মি। এদের বলা হতো ইন্ডিয়ান স্কাউট।

হলো ও। এখানে থাকা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ব্র্যান্ডনের চেম্বারে যেতে হলে গলি ছেড়ে ব্যাঙ্কের কোনা ঘুরে সদর রাস্তায় উঠে তারপর সিঁড়ি বাইতে হবে।

চার পা হেঁটে ব্যাঙ্কের বিল্ডিঙের পাশে চলে এলো বেনন। এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে বলে মনস্থ করেছে ও। কিন্তু হোয়াইট হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ করেই এদিকে চাইল মার্শাল কুক। লোকটার নজর ওর ওপর আটকে গেছে। ব্যাঙ্কের দরজার কাছে দাঁড়ানোর কারণেই মার্শালের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। কৌতূহলটা আরও না বাড়লে বাঁচোয়া। বুকের কাছে চিবুকটা নিয়ে এসে বাঁক ঘুরল বেনন, চলে এলো বাড়িটার সামনে। হোটেলের আলোয় রাস্তার খানিকটা আলোকিত হয়েছে, ব্যাঙ্কের দেয়ালেও চৌকো একটা ছোপ ফেলেছে আলোটা। হোটেলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আলোয় এসে দাঁড়াল বেনন, আলোর সীমানা পার হয়ে চলে এলো বাড়িটার সিঁড়ির কাছে, দ্রুত পায়ে সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে এলো দোতলায়।

সিঁড়ির শেষে বড় একটা হলঘর, তাতে চার-পাঁচটা দরজা। সবচেয়ে কাছের দরজার গায়ে ডাক্তার ব্র্যান্ডনের নেমপ্লেট দেখল। অন্য দরজাগুলোয় কোনও নেমপ্লেট নেই, কিন্তু হলঘরের শেষ দরজাটা খোলা, আলো আসছে ঘরের ভেতর থেকে, আর আসছে এক মহিলার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর। ব্র্যান্ডনের দরজায় টোকা দিল বেনন।

হলঘরে ভাজা পেঁয়াজের গন্ধ। এখন একনাগাড়ে ঘ্যানঘ্যান করছে মহিলা। কী বলছে শোনার মতো জোরেই বলছে, কিন্তু অন্যদিকে মনোযোগ থাকায় বেনন খেয়াল করল না। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, অথচ এখানে ঘামছে ও। আবার দরজায় নক করল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, কে যেন উঠে আসছে!

দরজায় তালা নেই, নবে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল বেনন। অন্ধকারের ভেতরে ফরমালডিহাইডের কড়া গন্ধ, মনে হলো লাশ-কাটা ঘরে প্রবেশ করেছে। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও, শুনল পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল জুতোর শব্দ। একটা দরজা খুলে গেল, মহিলার গলার আওয়াজ চড়ল আরও। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। অফিস থেকে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল বেনন। ঘামছে ও, কপাল বেয়ে কুলকুল করে নামছে লবণাক্ত পানি। চোখের কোণ জ্বলে উঠল। পা বাড়াল ও। মহিলা ছাড়া আর কেউ নেই, যাকে ডাক্তারের কথা জিজ্ঞেস করা যায়। দরজাটা এখন বন্ধ। জোরে টোকা দিল বেনন।

দরজা খুলল মহিলা। বয়সে যুবতী, উন্নত বক্ষা, দেখতেও সুন্দরী। 'ডাক্তার ব্র্যান্ডন?' মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল বেনন।

'অফিসে যদি না থাকে, তা হলে হোয়াইট হাউসে গেছে সাপার খেতে। ওখানে যদি না পাও, তা হলে নিশ্চয়ই সেলুনে পাবে, পোকার খেলছে।'

'ধন্যবাদ।' ছোট্ট করে নড করল বেনন। মহিলা তাকিয়েই আছে। ঘরের ভেতর একজন পুরুষলোক, ঘুরে বেননকে দেখার চেষ্টা করল। দরজা থেকে সরে

গেল বেনন।

একপা সামনে বাড়ল মহিলা, পেছন থেকে বলল, 'আমার মনে হয় ডাক্তার সেলুনে আছে, সারারাত জুয়া খেলবে কারও ডাক না পেলে।'

'ধন্যবাদ,' আবারও নড করল বেনন, পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, চলে এলো সিঁড়ির মাথায়। ভাবছে, সেলুনে ঢোকা আর এক লাফে চিনদেশে যাওয়া ওর জন্যে একই সমান কঠিন। সিঁড়ির নীচের ল্যান্ডিঙে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল ও। পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল তিনজন পাঞ্চার, তাদের স্পারগুলো ঘষা খাচ্ছে বোর্ডওয়াকে। উঁকি দিয়ে দেখল বেনন, হোয়াইট হাউস হোটেলের বারান্দায় ভিড় বেড়েছে। বেঁটে-মোটা রয় ডিকেন্স যোগ দিয়েছে মার্শাল, শেরিফ আর আর্নল্ডের সঙ্গে। সবাইকে ছাপিয়ে উঁচু হয়ে আছে শ্যন কর্নির মাথা। লোকটাকে দেখে বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করল বেনন। পরিস্থিতি এখানে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে!

পিছিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল বেনন। তিরিশটা ঘোড়ায় করে এলো কাউবয়রা, সেলুনের সামনে ধুলো উড়িয়ে থামল। একজন রাইডার তাদের ছাড়িয়ে হোটেলের কাছে এগিয়ে গেল; আলোয় ক্ষণিকের জন্যে তার সুন্দর কমনীয় চেহারা দেখতে পেল বেনন। শহরে এসেছে জুডিথ হুইটলি।

বোর্ডওয়াকে উঠে গলির দিকে চলল বেনন, মুখ ফিরিয়ে রেখেছে ব্যাঙ্কের জানালার দিকে। সেজন্যেই সাদা কাগজটা দেখতে পেল জানালার কাঁচে। লেখাগুলো বড় বড়, সহজেই পড়া যায়। মুহূর্তের জন্যে থামল বেনন, সতর্কতা ভুলে চোখ বুলাল কাগজে।

হ্যারল্ড সিমন্সকে ধরতে সাহায্য করবে এমন তথ্যের জন্যে নগদ পাঁচশো ডলার দেয়া হবে খবর প্রদানকারীকে। হেনরি ট্যানার হত্যাকাণ্ডের অপরাধে হ্যারল্ড সিমন্সকে খোঁজা হচ্ছে।

পাঁচশো ডলার পুরস্কার রক বেননকে জীবিত বা মৃত ধরে দিলে। লেসলি কর্নির খুনের দায়ে তাকে খোঁজা হচ্ছে। লোকটি সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক, কাজেই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এ ছাড়া গ্যারিক কিরবি, ফ্রেড বাউয়ি এবং এড নামের কাউবয়দের প্রত্যেককে ধরে দিতে পারলে একশো ডলার করে দেয়া হবে। এরা পূর্ব বর্ণিত সিমন্সের সঙ্গে কাজ করছে।

ক্যাটলম্যান'স প্রোটেক্টিভ অ্যাসোসিয়েশন
শ্যন কর্নি
ম্যাট হুইটলি
টি. আর. ডিকেন্স
রাসেল আর্নল্ড।

নোটিশ পড়া শেষে গলির অন্ধকার নিরাপত্তায় চলে এলো বেনন, সেলুনের

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল আবার। ঘোড়া থেকে নেমেছে জুডিথ হুইটলি, দরজির দোকানের ভেতর চলে গেল মেয়েটা। প্রথমবারের মতো অ্যালিস্টেয়ার ওনিলকে দেখতে পেল ও। দোতলা একটা বারান্দার নীচে ছায়ায় দাঁড়িয়ে অলস ভঙ্গিতে চুরুট ফুঁকছে লোকটা। অস্থির লাগছে বেননের, শহরে এসে এখন পর্যন্ত কিছুই হলো না। এদিকে কাউবয় আর রানশারদের মধ্যে চাপা একটা উত্তেজনা, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়েছে সবাই। মার্শাল কুককে ওর দিকে আবার তাকাতে দেখল বেনন হঠাৎ করেই দল থেকে বেরিয়ে এদিকে পা বাড়াল মার্শাল, দ্রুত পায়ে কাছে চলে আসছে!

সিমন্স পালিয়েছে, খবরটা যখন দুপুরবেলায় পেল, রানশেই ছিল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। দুপুরের খাবার সেরে মরগান টাউনের দক্ষিণে গেল সে টেড লসন আর জাড হেকক্সের সঙ্গে দেখা করতে। ওর মতোই দু'পয়সা দামের রানশার ওরা, ওর মতোই বড় চারটে রানশে কাজ করেছে ওরা নিজেরা ফার্ম করার আগে। প্রত্যেকে ওরা হ্যারল্ড সিমন্সের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে-কারণেই ওনিলের কাছে খবর পেয়ে মরগান টাউনে চলে এসেছে ওরা, আর্নেস্ট হেকক্স আর টেড লসন। বয়সে ওরা তিনজনই যুবক, লড়াইয়ের আদিম উন্মাদনা এখনও রক্তে নাচন ধরিয়ে দেয় ওদের। তা ছাড়া, হারাবার মতো তেমন কিছু নেই তিনজনের একজনেরও। শহরের আসার পথে একটা গাছের কাণ্ডে সাঁটানো রিওয়ার্ড নোটিসটা দেখেছে ওরা পড়েছে, তারপর চিন্তিত মনে এগিয়েছে আবার।

'শ্যন কর্নি,' বলেছে ওনিল, 'সবসময় বুড়ো আঙুলের নীচে পোকা পিষে মারতে পছন্দ করে।'

'মজার ব্যাপার,' শুকনো স্বরে বলেছে আর্নেস্ট হেকক্স, 'কেউ ভেড়া পালতে নিষেধ করতেই ভেড়া ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার।'

'তাই বলে পালার চেষ্টা করতে যেয়ো না,' সাবধান করেছে টেড লসন। 'এই সব্জি বাগানে আমরা খুব ছোট পেঁয়াজ। দেখছই তো সিমন্সের অবস্থা।'

সন্ধে ছয়টার সময় শহরের প্রান্তে পৌঁছেছে ওরা, দেখেছে ইতিমধ্যেই বড় রানশগুলো থেকে অশ্বারোহী এসে ভরিয়ে তুলেছে শহরের সেলুন। ঝামেলা বাধার পরিষ্কার লক্ষণ। অ্যালিস্টেয়ার ওনিল বলেছে, 'শ্যন কর্নি কী যেন করবে। আমাদের উচিত হবে না একসঙ্গে শহরে ঢোকা। তারচেয়ে চলো, আলাদা ভাবে ঘোরাঘুরির ফাঁকে চেষ্টা করে দেখি নতুন কিছু জানা যায় কি না।'

আলাদা হয়ে গেছে ওরা। অ্যালিস্টেয়ার ওনিল হোয়াইট হাউস হোটেলের সামনে ঘোড়া রেখে ভেতরে ঢুকেছে সাপার খেতে। খাওয়া সেরে বাইরে বেরোতেই দেখা হয়ে গেল শেরিফের সঙ্গে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল শেরিফ, আবার কী মনে করে থামল, বলল, 'জর্জ, এক মিনিটের জন্যে অফিসে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

পোর্চে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে সিগার ধরাল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল, তারপর জেল অফিসে গেল, শেরিফের টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসল আরাম করে। পাঁচ

মিনিট পর এলো শেরিফ, দরজা বন্ধ করে দিল অফিসের। কৌতূহলী হয়ে উঠল ওনিল।

'জর্জ, বুঝতে পারছ কি হতে যাচ্ছে?

'কী!'

পায়চারি শুরু করল শেরিফ। দাড়ি কামানো দরকার তার। ঘুমও দরকার। বারবার অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের দিকে তাকাচ্ছে শেরিফ, উদ্বিগ্ন লাগছে তাকে দেখতে। কিছুটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত। 'গরু আর ভেড়ার এই লড়াই থামার নয়। আমি জানি ঘটনা এখানেই শেষ হবে না। সিমন্স শ্যান কর্নির চাপের মুখে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু সে কি চুপ করে বসে থাকবে? বেনন খুব ধূর্ত লোক।'

'সাহসী লোক,' শুধরে দিল ওনিল।

তার সামনে থমকে দাঁড়াল শেরিফ চ্যাপলিন। 'আগেও গরু আর ভেড়ার এই লড়াই দেখেছি আমি। সবখানে একই ফলাফল দেখেছি। বড় রানশগুলো লোকবল দিয়ে ছোটদের ঠেকানোর চেষ্টা করেছে। প্রথমে সফল হয়েছে, তারপর হেরে ভূত হয়ে গেছে। ছোট রানশাররা সংখ্যায় বেশি। বড় রানশগুলোকে ভালবাসার কোনও কারণও নেই তাদের। জর্জ, তুমিও ছোট রানশারদের একজন। তোমার মতো আরও অনেকেই আছে। সিমন্সের পরিণতি দেখে এখন কী ভাবছে তারা?'

'জানি না।' উঠে দাঁড়াল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল 'এ-কথা জানার জন্যেই ডেকেছিলে?'

জবাব দিল না শেরিফ। বলল, 'প্রতিবেশীদের লড়াইয়ের চেয়ে খারাপ জিনিস আর নেই। আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ থাকতে।'

'কাঁটাতারের বেড়া বাঁধতে গেলে কাঁটার খোঁচা খেতেই হয়।' শেরিফের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ওনিল। 'সিমন্সের কী হয়েছে সেটা তুমি জানো কিছু?'

'শুনেছি আর্নল্ড ওকে গুলি করে আহত করেছে।'

'আর্নল্ড?' বিড়বিড় করে বলল ওনিল। চেহারায় অনুভূতির কোনও ছাপ পড়ল না, কিন্তু চোখে অপছন্দের ছায়া খেলে গেল।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মার্শাল কুক। অ্যালিস্টেয়ার ওনিলকে দেখে সহজ গলায় বলল, 'কী খবর, ওনিল?'

'ভাল, টাকমাথা ঘোড়াচোর কোথাকার! তোমার খবর কী?'

'চলছে।'

'কুক, তুমি তো আমার বন্ধু, তাই না?'

'তাই তো মনে হয়।'

দরজার কাছে থেমে দাঁড়াল ওনিল, বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'কথাটা তা হলে আগামী কয়েকদিন পর মনে রেখো।'

'কী বলল ও?' অস্বস্তির সঙ্গে বিড়বিড় করল শেরিফ, জবাব খুঁজল মার্শালের কাছে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সেলুনের দিকে পা বাড়াল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল, ঠোঁটে লেগে আছে এক টুকরো তিক্ত হাসি। নিজের মনেই কথা বলছে। 'দুর্বলরাই পৃথিবী জয় করে নেবে, শুধু যেখানে গরু পালা হয় সে-জায়গাটা ছাড়া।'

আর্নল্ড দাঁড়িয়ে আছে হোয়াইট হাউস হোটেলের সামনে, কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। একবার তার দিকে তাকিয়ে নীরবে পার হয়ে গেল ওনিল। এক সময় আর্নল্ডের রাইডার ছিল ও, রাসেল আর্নল্ড কেমন জাতের মানুষ সেটা ভাল করেই জানে।

রানশার দেখেছে ওকে, পেছন থেকে ডাকল, 'জর্জ।'

ঘুরে দাঁড়াল ওনিল। আর্নল্ড যে সুরে ডেকেছে, সে সুরে আগে ডাকত, যখন ও আর্নল্ডের কর্মচারী ছিল। ভেতরে ভেতরে খেপে গেল ওনিল, কিন্তু চেহারায় তার কোনও ছাপ পড়ল না। 'জর্জ,' বলল আর্নল্ড, 'তোমার সাহায্য আমাদের দরকার হবে হয়তো।'

'জাহান্নামে যাও!' বিড়বিড় করে বলল ওনিল, তারপর ঘুরে হাঁটতে লাগল। হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে থামল ও, একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আরেকটা সিগারেট তৈরি করে জ্বালল, ধোঁয়া টানল বুক ভরে। রয় ডিকেন্স ঢুকছে শহরে, সঙ্গে তার সমস্ত ক্রু। সেলুনের সামনে ধুলো উড়িয়ে থামল সবাই। ঘোড়া থেকে নেমে আর্নল্ডের দিকে পা বাড়াল ডিকেন্স, একা। শেরিফ আর মার্শাল কুক জেল অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বড় দুই রানশারের সঙ্গে যোগ দিল। কাউবয়রা ঢুকে গেল সেলুনে। শহরে ভিড় বাড়ছে, পরিবেশে আসন্ন গোলমালের আভাস। 'দুর্বলদের,' বিড়বিড় করল ওনিল, 'প্যান্ট গুলি করে ফুটো করার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো আর্নেস্ট হেকস্ক্র, ওনিলকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো, চোখ দুটো চকচক করছে। 'দারুণ একটা খবর দিতে পারি, ওনিল। কার্সন্স ফোর্ডে রক বেননের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শ্যান কর্নির। পিটিয়ে শ্যানকে গোবর বানিয়ে ছেড়েছে বেনন। লোকটা মানুষ নয়, বুঝলে, দেবতা!'

হাসল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। 'সাতবছর বয়স হবার পর থেকে এই প্রথম সত্যের কাছাকাছি একটা কিছু শুনলাম তোমার মুখে।'

'আরও একটা খবর আছে। শ্যান কর্নি আর রুডাবাগ স্মিথের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। লোকজন নিয়ে চলে গেছে রুডাবাগ স্মিথ।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।' সরে গেল হেকস্ক্র।

সেলুনের ভেতর কাউবয়দের হৈ-হুল্লোড় বাড়ছে। পাহাড় থেকে আরও রাইডার আসছে, রাস্তাটা ব্যস্ত সড়কে পরিণত হয়েছে। বোর্ডওয়াক ধরে কাউবয়রা আসছে যাচ্ছে। স্টোরগুলোর বাতি জ্বলে উঠেছে, রাস্তার ধুলোয় এসে পড়েছে অনেকগুলো চৌকো হলুদ আলো। সে-কারণেই আলো যেখানে নেই, সেখানটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অন্ধকার দেখাচ্ছে। দরজির দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাতের পরিবেশটা বোঝার চেষ্টা করছে লরা সিম্পসন সিগারেট ফেলে মেয়েটার

দিকে পা বাড়াল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। ওকে আসতে দেখল লরা, কিন্তু গুরুত্ব দিল না। মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে হ্যাট খুলে সম্মান দেখাল ওনিল। রোদে পোড়া মুখটা ওর লাল হয়ে গেছে লজ্জায়। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, লরা?'

'ভাল। তুমি কেমন?' এবার সরাসরি চাইল মেয়েটা। দোকানের আলোয় ওর হাত দুটো দুধের মতো সাদা দেখাচ্ছে। ফরসা মুখে বড় বেশি কালো আর রহস্যময় ওর চোখ দুটো। 'শহরে কী করছ?'

'এমনি ঘুরতে এসেছি।'

চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে চাইল লরা, ভুলে গেল পাশে দাঁড়ানো ওনিলকে, যেন নেই ও পাশে। অবহেলাটুকু মনের গভীরে রক্ত ঝরাল রানশারের। দু'বছর হলো এমন চলছে। অন্তরের অনুভূতি খুলে বলার কোনও সুযোগই পাচ্ছে না ওনিল, ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে হৃদয়। চাকচিক্য নেই ওনিলের, মেয়ে পটানোয় সে ওস্তাদ নয়, বরং লাজুক আর মৃদুভাষী। অতি বাস্তববাদী লোক সে। জানে জাঁকজমক আর সাহসিকতা ভালবাসে লরা। কিন্তু ওসব দেখানোর মতো লোক সে নয়। ওর কোনও যোগ্যতা নেই লরাকে আকর্ষণ করার। সেজন্যেই বুঝি অবহেলাটুকু বড় বেশি বুকে বাজে। নীরবে পেছনের দৃশ্যপটে থাকে সে, জানে কাদের পছন্দ করে লরা, কেন করে, কিন্তু ওদের মতো হতে পারবে না সে, এটাও জানে। সত্যি বলতে, লরা সিম্পসনকে ও যতটা চেনে বলে মনে করে, তার চেয়ে ঢের ভাল ভাবে চেনে আসলে। সন্ধের একাকিত্বে রানশের উঠানে বসে সে এই মেয়েটির কথাই ভাবে সারাক্ষণ। মনে পড়ে মেয়েটির ত্রুটি, এবং সততা – সরলতা। ওই সততা ওকে তীব্র ভাবে আকর্ষণ করে।

উদ্বিগ্ন একটা শব্দ করল লরা। রাস্তার ওমাথায় নজর বোলাল ওনিল। ক্রুদের নিয়ে শহরে ঢুকছে শ্যান কর্নি, রানশারদের সামনে ঘোড়া থেকে নামল। তার কাউবয়রা চলে গেল সেলুনের ভেতরে। রানশারদের পাশ কাটাল একাকী একজন অশ্বারোহী। একটু পর তাকে চিনতে পারল ওনিল। জুডিথ হুইটলি। ওদের সামনেই থামল মেয়েটা, ঘোড়া বেঁধে বোর্ডওয়াকে উঠল। দরজির দোকানে এসেছে। লরাকে সামনে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'লরা, হয়েছে কী এদের?'

'সিমন্সের খবর শোনোনি?'

'না!'

'আর্নল্ডের সঙ্গে লড়াই হয়েছে ওর। আর্নল্ডের ধারণা গুলিতে আহত হয়েছে সিমন্স, রানশ থেকে পালিয়েছে। ক্রুরা একজনও নেই।'

পেছনে সরে দাঁড়াল ওনিল, যাতে দুই মহিলা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে।

'ও কোথায় এখন?' জিজ্ঞেস করল জুডিথ।

'কেউ জানে না,' নিচু স্বরে বলল লরা। 'শ্যান কর্নি জানতে পারলে খুশি হতো, কিন্তু জানে না। জানতেই আজকে শহরে এসেছে সবাই। সিমন্সকে ধরতে বেরোবে।'

গ্রীবা ফেরাল জুডিথ। 'জর্জ, তুমি তো ওর বন্ধু। তুমি জানো কোথায় আছে ও?'

'না।' বিড়বিড় করল ওনিল।

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছে জুডিথ। মেয়েটিকে দেখে বুঝল ওনিল, এই মেয়ে লড়াই করবে, এবং তারপরও নারীই থাকবে। আবার ওনিলের দিকে ফিরল জুডিথ। 'জর্জ, তুমি যদি ওর খোঁজ পাও, তা হলে আমাকে জানাবে?'

'হ্যাঁ।'

লরা আর জুডিথকে ড্রেসমেকিং দোকানের ভেতরে চলে যেতে দেখল ওনিল, বোর্ডওয়াক ধরে শ্লথ পায়ে এগোল সেলুনের দিকে। লক্ষ করল, সেলুনের ভেতরটা জনাকীর্ণ। রাস্তার উল্টোপাশে বড় রানশারদের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে শ্যন কর্নি। বিতৃষ্ণা নিয়ে দেখল ওনিল। শ্যন কর্নি শক্তি দেখানো ছাড়া আর কিছু জানে না। শেরিফ রানশারদের ছেড়ে রাস্তা পার হতে পা বাড়াল। মাঝ রাস্তায় তাকে থামতে হলো। পেছন থেকে হাঁক ছেড়েছে শ্যন কর্নি, 'এদিকে এসো, শেরিফ, তোমাকে আমার দরকার।'

বাধ্য অনুগত ভৃত্যের মতো ফিরে চলল শেরিফ। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেল শ্যন কর্নি। ম্যাট হুইটলি হোয়াইট হাউস হোটেলের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে ভেতরে চলে গেল। লোকটার হাঁটাচলায় বুড়োদের মন্থরতা। করুণা হলো ওনিলের। মৃদুভাষী ভদ্রলোক ম্যাট হুইটলি, বড় রানশারদের নিষ্ঠুর দলটার সঙ্গে তাকে মানায় না। নিশ্চয়ই শ্যন কর্নির চাপের মুখে আপত্তি করতে পারেনি বলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। গোটা রাজ্য জানে, দীর্ঘদিন ধরে শ্যন কর্নির ইঙ্গিতে চলছে লোকটা। সেলুনের কোনায় চলে এসেছে ওনিল হাঁটতে হাঁটতে, এবার রাস্তা পার হতে গেল সে। কানের কাছে ফিসফিস করল একটা কণ্ঠ: 'গলির ভেতরে সরে এসো, জর্জ।'

মানুষটা অ্যালিস্টেয়ার ওনিল বোকা নয়, জানে অন্ধকারে আততায়ী থাকতে পারে। মুহূর্তের জন্যে সেলুনের কোনাতেই দাঁড়িয়ে থাকল সে। রয় ডিকেন্সের একদল রাইডার তাকে পার হয়ে সেলুনের দিকে গেল।

'কী হলো, এসো!' তাড়া দিল কণ্ঠস্বর।

গলাটা চিনতে পারল ওনিল এতক্ষণে। রক বেনন! এখানে! আস্তে করে গলিতে ঢুকে পড়ল সে। বেননের পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'হায় ঈশ্বর! বেনন, এখানে আসা উচিত হয়নি তোমার! জানো না তোমার মাথার ওপর কত দাম ধরেছে ওরা?'

'ওনিল, শোনো, নষ্ট করার মতো সময় নেই। ডাক্তার ব্র্যান্ডনকে নিয়ে তার অফিসে যাও। আমি ওখানে থাকব।'

'যাচ্ছি,' সায় দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জর্জ, দ্রুত পায়ে ফিরে চলল সেলুনের ব্যাট উইং দরজার দিকে।

গলির উল্টোপাশে এসে ব্যাঙ্কের দেয়ালের ধারে দাঁড়াল বেনন। রাস্তায় ভিড় আগের চেয়ে বেড়েছে, তবে রানশাররা চলে গেছে হোটেলের ভেতরে। তাদের

সঙ্গে আছে শেরিফ আর মার্শাল। কিছুটা নিরাপদ বোধ করল বেনন। কপালের ওপর হ্যাট টেনে দিয়ে ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙের সিঁড়ির কাছে চলে এলো ও। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে হলরুম পার হয়ে ঢুকে পড়ল ডাক্তার ব্র্যান্ডনের অফিসে। কাঠি জ্বেলে লণ্ঠনটা খুঁজে বের করে তাতে আগুন দিতেই অন্ধকার দূর হলো। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো ওকে, তারপর ভেতরে ঢুকল ব্র্যান্ডন। মোটা লোক সে, ভেতরে ঢুকেই দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল পেশাদার একটা ভাব রয়েছে ডাক্তারের চেহারায়। চুলগুলো সাদা, গোঁফের রং রুপোলি। ভ্রূগুলো টুথব্রাশের মতো ঝাঁকড়া। অ্যাপ্রন পরে নিলেই একে পুরোদস্তুর ডাক্তার মনে হবে। অবাক বিস্ময় নিয়ে বেননের দিকে চেয়ে আছে ব্র্যান্ডন। বিশ্বাস করতে পারছে না যার সম্বন্ধে এত শুনেছে, সে তারই অফিসে দাঁড়িয়ে আছে, আইনের নাকের ডগায়।

'ভাবিনি তুমি মরগান টাউনে ফিরবে।'

'সিমন্সের বন্ধু তুমি?'

শ্রাগ করল ডাক্তার। 'আমি মানবতার বন্ধু। কিন্তু ভাল তাস পাওয়ার পরও জুয়ার টেবিল থেকে উঠে এসেছি। এখন আমি কারও বন্ধু বলে নিজেকে মনে করতে পারছি না। ...তো সিমন্স আহত হয়েছে?'

'কার কাছে শুনলে?'

'না হলে তুমি মরগান টাউনে আসতে না।' ধমকের সুরে বলল ডাক্তার, টেবিলের কাছে এসে তুলে নিল পেটমোটা একটা কালো ব্যাগ। 'কোথায় গুলি খেয়েছে?'

'বোধহয় ফুসফুসে।'

'না হলেই ভাল.' গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তারের চেহারা, ক্যাবিনেটে ঝুঁকে কী যেন খুঁজল। 'প্রতিটা বুলেটের ফুটোর জন্যে যদি পাঁচ ডলার করে পেতাম, তা হলে এতদিনে আমি ভিয়েনায় বিখ্যাত চিকিৎসকদের কাছে পড়তাম, এই ফালতু পাহাড়ি এলাকায় পড়ে থাকতে হতো না। কিন্তু সে যাই হোক, ভিয়েনায় আমি এত মজাও পেতাম না।' ক্যাবিনেট খুলে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে নিল সে, হিপ পকেটে ভরল একটা রিভলভার, তারপর কী মনে করে রিভলভারটা আবার বের করে রেখে দিল টেবিলের ওপর।

'রাখো, রেখে দাও, কাজে আসতে পারে ওটা,' পরামর্শ দিল বেনন।

'কিন্তু...' ভ্রূ কুঁচকাল ডাক্তার, 'পোকার খেলার সময় ছাড়া এটা আমি সঙ্গে রাখি না।'

সিঁড়ি বেয়ে কারা যেন উঠে আসছে। ঘরের এক কোনায় পিছিয়ে গেল বেনন, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষায় থাকল। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। তার সঙ্গে আরও দু'জন যুবক আছে, যাদের বেনন চেনে না

বেননের প্রতিক্রিয়া দেখে ওর সামনে এসে দাঁড়াল ডাক্তার, মৃদু হাসল, তারপর বলল, 'আমি তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছি, বাছা। খুব খারাপ হবে যদি তোমার অটপসি করতে হয় আমাকে। কিন্তু অবস্থা যেরকম দেখছি, বোধহয় তাই

করতে হবে। ...সে যাই হোক, সিমন্স এখন কোথায়?'

জবাব না দিয়ে দুই আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে আছে বেনন। অ্যালিস্টেয়ার ওনিল বলল, 'এরা ঠিক আছে। এরা জার্ড হেকক্স আর টেড লসন। ডাক্তার এদের চেনে।'

কিরবি যা বলেছিল সেটাই আউড়াল বেনন, 'মারডক নাইলসের হাড়-গোড় যেখানে পাওয়া গিয়েছিল।'

'অতদূরে?' বিস্ময় প্রকাশ করল ডাক্তার।

'সাবধান,' ডাক্তার ব্র্যান্ডনকে সতর্ক করল ওনিল, 'কেউ যাতে তোমাকে অনুসরণ করতে না পারে।'

'তোমার বুড়ো দাদুকে ডিম ভেঙে খেতে শেখাচ্ছ?' ধমকের সুরে বলল ডাক্তার, 'তোমার জন্মের আগে থেকে ওসব জানি আমি।' কথা না বাড়িয়ে দরজা লক্ষ্য করে হাঁটা দিল ব্র্যান্ডন, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

'এবার আমাকেও ফিরতে হয়,' বলল বেনন।

অ্যালিস্টেয়ার ওনিল হাসছে মুখ টিপে, বেননকে দেখিয়ে বন্ধুদের বলল, 'ও-ই বেনন।'

'হ্যাঁ?' দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বেনন।

তিন যুবক ওকে দেখছে। মাপছেও বলা যায়। চোখে খেলা করছে দুঃসাহস আর ঝুঁকি নেবার প্রবণতা। অ্যালিস্টেয়ার ওনিল বলল, 'তোমাকে দেখে সাহস হয়, বেনন।'

'তাই?'

'পাসের ওপারে সিমন্সকে নিয়ে যেতে পারবে ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল টেড লসন।

'এখনই সম্ভব নয়। ও আহত।'

'জঘন্য একটা পরিস্থিতি। একটু আগে জানলাম শ্যন কর্নি কী করতে যাচ্ছে। সবাই শহরে এসেছে কেন, জানো? এরা সবাই পাহাড়ে-টিলায়-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়বে, খুঁজবে সেই গ্রে বুল পর্বতমালা পর্যন্ত সবখানে।'

দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উঠে আসছে। একই সঙ্গে দরজার দিকে ফিরল চারজন। লোকটা হলঘরের দূরের একটা দরজা খুলল। তার গলার আওয়াজ পেল ওরা। লোকটা উত্তেজিত স্বরে বলছে, 'বেলা, যে-লোকটা একটু আগে এসেছিল, সে-ই রক বেনন! টিলায় ওর ঘোড়াটাকে পাওয়া গেছে।'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। পা বাড়াল বেনন, বিড়বিড় করে বলল, 'এই বাড়ির পেছন দিকে জানালা আছে নিশ্চয়ই!'

অফিসের দরজা খুলে অ্যালিস্টেয়ার ওনিল বলল, 'আমি ঘোড়া নিয়ে পেছনের গলিতে আসছি।' সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে। হলঘরের শেষ প্রান্তে চলে এলো বেনন। ওর পেছনেই আছে লসন আর হেকক্স। মহিলার ঘরের উল্টোপাশে দরজার নবে মোচড় মারল বেনন, খুলল না দরজাটা। মহিলা আর তার পুরুষ সঙ্গী কথা বলছে। বেরিয়ে আসছে লোকটা! কাঁধ দিয়ে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিল

বেনন। মড়মড় করে ভেঙে গেল দরজা। বিকট আওয়াজ হলো হলঘরে। অন্ধকার ঘরের ভেতর দিয়ে ছুটে পেছনে চলে এলো বেনন, জানালা খুলল দ্রুত হাতে। ওর পাশেই আছে টেড লসন। হেকক্স থেমে দাঁড়িয়েছে হলঘরে। দরজা খুলে মহিলা আর পুরুষটা বেরিয়ে এসেছে, তাকে দেখছে সন্দেহের চোখে।

'এক মিনিট দাঁড়াও এখানেই!' সিক্সগান বের করে লোকটাকে হুমকির সুরে বলল হেকক্স।

মহিলা হঠাৎ করেই লোকটার সামনে চলে এলো, তারপর ঠেলা দিয়ে তাকে পিছিয়ে নিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। এক মিনিট পর মহিলার তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল ওরা, জানালায় দাঁড়িয়ে গলা চিরে ফেলছে চেঁচাতে চেঁচাতে। 'এখানে! এখানে! রক বেনন এখানে!'

অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে গাল বকল লসন।

জানালা খুলে চৌকাঠ ধরে ঝুলে পড়ল বেনন, তারপর লাফ দিল নীচে। বেকায়দায় পড়ে মচকে গেল গোড়ালি, তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও সেই অবস্থাতেই কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে লেঙচাতে লেঙচাতে ছুটল। আওয়াজ শুনল, টেড লসন লাফিয়ে নেমেছে। মহিলা এখনও চিৎকার করছে, সারা শহরের সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করছে শকুনের মতো কর্কশ গলায়।

'একে যে বিয়ে করেছে তার কান বলতে কিছু নেই,' বেননের পাশে ছুটতে ছুটতে অসন্তুষ্ট স্বরে বলল টেড লসন। 'থাকতে পারে না!'

'তবে সাহস আছে!' মন্তব্য করল বেনন, 'একে বিয়ে করেছে!'

রাস্তার উল্টোপাশে হোয়াইট হাউস হোটেলের কোনায় ঘোড়ায় উঠল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল, গলির দিকে এগোল যতটা সম্ভব নিঃশব্দে, তারপর শুনতে পেল, সাইরেন বাজাচ্ছে মহিলা। কোর্ট হাউসের আগুন বাজার ঘণ্টিও এত জোরে বাজে না। বোর্ডওয়াকে থমকে দাঁড়াচ্ছে মানুষ, সেলুন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে অনেকে। সবাই দ্বিধা কাটিয়ে গলির দিকে ছুটছে। মহিলা জানালায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, বিরাট হাঁ করে চেঁচাচ্ছে, তার চুলগুলো এলোমেলো, চেহারাটা দেখাচ্ছে পাগলীর মতো।

'রক বেনন লোকটা... রক বেনন এই বাড়ির পেছনে!'

স্পারের খোঁচা দিয়ে ঘোড়াটাকে গলির ভেতরে ঢোকাল ওনিল, সামনে লোকজন দেখেও থামল না, চালিয়ে দিল ওদের লক্ষ্য করে। লোক অনেক বেশি, এভাবে বের হওয়া যাবে না। পাশ থেকে ব্রিডল খামচে ধরল ক্রো ট্র্যাকের রাইডার হগি গ্র্যান্ট, শীতল স্বরে প্রশ্ন করল, 'যাওয়া হচ্ছে কোথায়, অ্যালিস্টেয়ার ওনিল?'

নিচু স্বরে গাল বকল ওনিল, স্টিরাপ থেকে পা বের করে সবুট লাথি হাঁকাল গ্রান্টকে লক্ষ্য করে। সরে গেল গ্রান্ট, অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। রাগ করেনি সে, তবে বিস্মিত হয়েছে। অস্ত্রটা ওনিলের বুকে তাক করল গ্রান্ট, চাপা গলায় নির্দেশের সুরে বলল, 'এক মিনিট থাকো এখানে, আগে দেখি কী হচ্ছে, তারপর যেতে দেব।'

অন্য রানশারদের পেছনে নিয়ে হোয়াইট হাউস হোটেল থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো শ্যন কর্নি, একের পর এক নির্দেশ ঝাড়তে শুরু করল। বিশৃঙ্খলা কমে গেল সে কর্তৃত্ব নেয়ায়। 'ড্যান, স্টেবলে যাও!'

গলিতে এখন বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী। অন্ধকারে আগুন ওগরাতে শুরু করল একটা সিক্সগান। ক্রো ট্র্যাকের কয়েকজন রাইডার দৌড়ে ব্যাঙ্ক পার হয়ে স্টেবলের দিকে গেল। স্যাডল হর্নে হাত রেখে ফ্যাকাসে মুখে বসে থাকল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। তার দিকে সিক্সগান তাক করে রেখেছে হগি গ্রান্ট।

ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙের পেছনে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে শুয়ে আছে বেনন, গলিতে হৈ-চৈ হুলস্থূল হচ্ছে, আওয়াজ এগিয়ে আসছে এদিকে। পাশে শুয়ে আছে টেড লসন, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। বলল, 'জর্জ তাড়াতাড়ি না এলে সব শেষ।'

'দেরি হয়ে গেছে,' বলল বেনন। 'টেড, চলে যাও তুমি।' কথা শেষ করে উঠে দৌড় দিল ও, অন্ধকারে ছুটল বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে। গলিতে ভাঙা বাক্স আর তারের জঞ্জাল পড়ে আছে। হোঁচট খেতে খেতে ছুটছে বেনন। সামনে আবছা একটা আলো, ওখানে যেতে হবে। আলোটা স্টেবলের পেছনের দরজার। বেননের পেছনেই আছে টেড লসন। চাপা গলায় তাকে সতর্ক করল বেনন, 'চলে যাও, টেড!'

প্রায় একই সঙ্গে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেনন আর লসন। গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে বাড়িগুলোর পেছনের অন্ধকারে চলে এসেছে বেশ কয়েকজন। একই সঙ্গে স্টেবলের পেছন-দরজা দিয়ে বেরিয়েছে কয়েকজন ক্রো ট্র্যাক কাউবয়। ওই দুদিক বন্ধ! পালাবার একমাত্র রাস্তা এখন বাড়িগুলোর কাছ থেকে সরে গিয়ে করাল আর শেডের দিকে যাওয়া। ওদিকে টিলার গোড়ায় করাল আর ছাউনিগুলো। কিন্তু ওপর্যন্ত যাওয়ার আগেই গুলি খেয়ে মরতে হবে। ওদিকে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিল বেনন। ওর কানের কাছে ফিসফিস করল টেড, 'মরার আগে পর্যন্ত লড়ব আমরা।'

ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রা ফাঁদে ফেলেছে, ঘিরে ফেলেছে ওদের! ওরাও জানে, বেননের এখন আর করার কিছু নেই। গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে লোকগুলো। স্টেবলের দরজার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে কাউবয়রা। শ্যন কর্নির শান্ত গলা শুনতে পেল বেনন।

'বেনন, মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো গর্ত থেকে।'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল বেনন, কী করবে ভাবতে চেষ্টা করল। টেড লসন ফিসফিস করল ওর কানে, 'জাহান্নামে যাক ওরা! আমরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করব না।'

'মার্শাল রবিন কুক কোথায়?' এক মুহূর্ত পর শান্ত স্বরে জানতে চাইল বেনন।

স্টেবলের দরজার কাছ থেকে উত্তর এলো, 'আমি এখানে, বেনন।'

'এখানে এসো, তোমার কাছে অস্ত্র জমা দেব আমি।'

এগোচ্ছে রবিন কুক। লসনের পিঠে একটা হাত রেখে ওকে শান্ত রাখার

চেষ্টা করল বেনন। ওর ইশারায় চুপ করে শুয়ে থাকল লসন। মার্শালের দিকে এগোল বেনন, অস্ত্র জমা দিল তার হাতে। একসঙ্গে স্টেবলের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। ওদের ঘিরে দাঁড়াল কাউবয়রা। এখন তাদের শান্ত দেখাচ্ছে। গলিতে ক্রমেই ভিড় বাড়ছে। ঠেলাগুঁতো দিয়ে সামনের সারিতে এসে দাঁড়াল শ্যন কর্নি। হাতের ইশারায় মার্শালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্দেশের সুরে বলল, 'ওকে হোটেলে নিয়ে এসো।'

বেননের অস্ত্রটা এখনও মার্শালের হাতে। ওটা তুলে ভিড়ের ওপর একবার ঘুরিয়ে এনে শ্যন কর্নির বুকে স্থির করল কুক। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নাও সবাই, বেনন জেলে যাচ্ছে।'

'রবিন কুক!' ধমকে উঠল শ্যন কর্নি। 'কী বলেছি শুনেছ তুমি।'

'শ্যন কর্নি,' জবাবে শান্ত স্বরে বলল রবিন কুক, 'শহরের আইন শৃঙ্খলার দিকটা এখনও আমিই দেখি।'

বেননকে পাশে নিয়ে সোজা সামনে পা বাড়াল মার্শাল। তার অনমনীয় চেহারা দেখে কিছু বলল না শ্যন কর্নি। দু'পাশে সরে জায়গা করে দিল ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রা, মার্শালের পিছু নিল দল বেঁধে। তাদের কেউ কেউ উত্তেজিত, সুযোগের অপেক্ষায় আছে। গজগজ করে কী যেন বলছে শ্যন কর্নি। একবারও পেছন ফিরে দেখল না রবিন কুক, সোজা জেলখানার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা, হাতের ইশারায় বেননকে সিঁড়ি দেখাল, একটু অসহিষ্ণু স্বরে বলল, 'ওপরে যাও।'

বেননের পেছন পেছন দোতলায় এলো কুক, লোহার বার দেয়া একটা দরজা খুলে বেননকে ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। বেনন ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রা জেল অফিসে ঢুকেছে। সিঁড়িতে তাদের পায়ের আওয়াজ, ওপরে উঠে আসছে। অনেক লোকের চাপে ককাচ্ছে দুর্বল ধাপগুলো। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল মার্শালের, সিদ্ধান্ত নিয়ে বেননের দিকে ফিরল সে, শিকের ফাঁক দিয়ে অস্ত্রটা ভেতরে ঢুকিয়ে বলল, 'বাঙ্কের ব্ল্যাঙ্কেটের নীচে লুকিয়ে রাখো এটা। তুমি সাহসী লোক, বেনন। কপালটাও ভাল ছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাল না-ও থাকতে পারে।'

পনেরো

সেলের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে জেল করিডরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল রবিন কুক। শ্যন কর্নি দোতলায় উঠে এলো, তার পেছনে রাসেল আর্নল্ড আর ম্যাট হুইটলি। রানশারদের পেছনে এলো ছয়জন ক্রো ট্র্যাক রাইডার। রবিন কুকের সামনে

থামল শ্যন কর্নি। পেছনের লোকগুলো একটু ছড়িয়ে দাঁড়াল, দখল করে নিল পুরো করিডর। লণ্ঠনের হলদে আলোয় কঠোর দেখাল লোকগুলোর চেহারা।

গ্রে বুলের চুড়োর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন কূক, দেখছে সামনে দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে লোকগুলো। ওদের মাথায় কী চলছে বুঝতে কষ্ট হয় না। হিংস্রতা ঢাকার কোনও চেষ্টা করছে না বেশিরভাগ লোক। অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের ওপর ক্ষণিকের জন্যে দৃষ্টি স্থির হলো মার্শালের। এই মাত্র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রানশার। ম্যাট হুইটলির দিকে তাকাল কূক, দুঃখিত চেহারা রানশারের। এবার শ্যন কর্নির দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল সে।

'দরজাটা খুলে দাও, কূক,' নির্দেশ ঝাড়ল শ্যন কর্নি।

পরিস্থিতি বিচার করে ঝুঁকি কতটুকু সেটা বুঝে নিল কূক, মাথায় খেলে গেল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। শান্ত স্বরে জানাল, 'কোনও বেআইনী কাজ চলবে না, শ্যন।' সেলের দরজা খুলল সে, আগে প্রবেশ করল ভেতরে। শ্যন কর্নি আর তিন রানশার সেলে ঢুকতেই হাত তুলে বাকিদের ঢুকতে নিষেধ করল কূক। 'তোমরা হলঘরে যাও।'

কাউবয়দের মধ্যে হগি গ্রান্টও আছে। ঠোঁটের কোনায় হাসল সে, নির্দেশ অমান্য করে সেলের ভেতর ঢুকল না, আবার চলেও গেল না। পেছন থেকে পথ করে এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। রানশারকে দেখল গ্রান্ট হাসি মুখে, তারপর সতর্ক করল, 'এখানে কেরামতি দেখানোর চেষ্টা কোরো না।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে রবিন কূক। সেলের মাঝখানে বেনন, চেহারায় ভয়ের কোনও ছাপ নেই। বেননের সামনে থামল শ্যন কর্নি। আর্নল্ড আর রয় ডিকেন্স তার পাশেই থাকল। অনিচ্ছুক, দুঃখিত চেহারায় পেছনে রয়ে গেল ম্যাট হুইটলি। শ্যন কর্নির মার খাওয়া চেহারাটা তিক্ত দেখাল, কিন্তু জয়ের তৃপ্তিও আছে তার চেহারায়। বিরাট মুঠো দুটো তুলে ভেস্টের আর্মহোলে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিল সে।

'তুমি ব্র্যান্ডনের অফিসে গিয়েছিলে,' বলল ঘড়ঘড়ে স্বরে, 'তারপর ব্র্যান্ডন শহর ছেড়ে গেছে। আহত সিমন্সকে ডাক্তার দেখানো দরকার ছিল।' চোখের দিকে তাকাল। 'সিমন্স কোথায়?'

'সবই তো আন্দাজ করছ তুমি। সিমন্স কোথায় সেটাও আন্দাজ করে নাও না।'

'তোমাকেই বলতে হবে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কর্নি। 'বলবে তুমি।'

'আরও কিছু লোক নিয়ে এসো,' ঠাণ্ডা স্বরে পরামর্শ দিল বেনন, 'লোক বাড়লে নিজেকে তুমি নিরাপদ বোধ করবে।'

কথা শুনে বেননের দিকে চাইল রবিন কূক। হাসছে বেনন, কিন্তু চোখ স্পর্শ করেনি সে-হাসি। সেলের ভেতর সীসের মতো ভারী নীরবতা নেমেছে। শিকের ওপাশে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে কাউবয়রা। টকটকে লাল হয়ে গেছে শ্যন কর্নির মুখটা। এক পা পিছাল সে, মুঠো করা ডান হাতটা আর্মহোল থেকে বেরিয়ে

এসেছে। কোনওরকম সতর্ক না করেই বেননের চোয়ালে ঘুসি মেরে বসল সে। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল বেনন, দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে। ওর ঠোঁটের কষা বেয়ে রক্তের সরু একটা ধারা নামছে। এক হাতে মুখ চেপে ধরে ব্যথা সামলে নিল নীরবে, তারপর মাথাটা একটু পরিষ্কার হতে উঠে দাঁড়াল আবার।

অসন্তুষ্ট স্বরে বলে উঠল রবিন কুক, 'আবার যদি এরকম দেখি, তা হলে তোমার মাথার ওপরে সিক্সগানের নলটা ভাঙব আমি, শ্যন।'

'তোমাকে খুন করতে পারলে শান্তি পেতাম,' সেলের বাইরে থেকে ভেসে এলো অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

চোখে কৌতুক নিয়ে ওকে দেখল হগি গ্রান্ট, বলল, 'তুমি কিন্তু বন্ধুদের মাঝে নেই, ওনিল।'

'কাজটা সভ্য মানুষের মতো হয়নি,' মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করল ম্যাট হুইটলি। অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে।

একই সঙ্গে ঘুরে তাকাল ডিকেন্স আর আর্নল্ড, দু'জনই হুইটলির ওপর ক্ষিপ্ত। শ্যন কর্নি কড়া স্বরে বলল, 'তুমি চুপ করো, ম্যাট হুইটলি।' আবার বেননের দিকে তাকাল সে।

তাকিয়ে আছে রবিন কুকও। বিস্ময় বোধ করছে সে। হাসছে লোকটা! চোখ দুটোতে কোনও রাগ নেই, কিন্তু কীসের যেন ছায়া। চাহনিটা অস্বস্তিকর। যেন যে-কোন মুহূর্তে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে ক্ষিপ্র পাহাড়ি সিংহ। সাবধানে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল আর্নল্ড। ডিকেন্স ইতস্তত করছে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে শ্যন কর্নি। আবার আঘাত হানার ইচ্ছে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তার চেহারায়। কিন্তু বেননের চেহারা দেখে ইচ্ছেটা দূর হয়ে গেল। চকিতে উঁকি দিল অন্য একটা চিন্তা। চোখ সরু করে রবিন কুককে দেখল।

'তোমার মতো লোকদের আমি ভাল করেই চিনি,' নিচু স্বরে বলল বেনন।

'তাতে এখন আর কোনও লাভ হবে না তোমার।' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল শ্যন কর্নি, চোখ সরল না মার্শালের ওপর থেকে।

জবাব দিল না বেনন, বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে ও, সতর্ক চোখে দেখলে বোঝা যায়, যে-কোন সময় পাল্টা আঘাত করার জন্যে তৈরি। এক পা পিছিয়ে গেল শ্যন কর্নি, আগের চেয়ে সংযত গলায় বলল, 'মরগান টাউনে পঞ্চাশজন লোক আছে এখন। আজ রাতে সবাই পাহাড়ে যাবে। একটা কথা জেনে রাখো, বেনন, তোমার খেল খতম হয়ে গেছে। সিমন্সও শেষ।' ঘুরে দাঁড়িয়ে তর্জনী তাক করল সে করিডরে দাঁড়ানো অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের বুকে। 'তুমিও এদের সঙ্গে ছিলে, ওনিল। তোমাকে আমি বারো ঘণ্টা সময় দিলাম, এর আগেই এখান থেকে চলে যেতে হবে তোমাকে।'

শ্যন কর্নির ইশারায় সিঁড়ি বেয়ে নীচে চলে গেল কাউবয়রা। সেল থেকে বেরিয়ে এলো শ্যন কর্নি, সঙ্গে আর্নল্ড আর ডিকেন্স। হুইটলি একটু দ্বিধা করল, কী যেন ভাবছে। বেননের সামনে এসে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে বলল, 'প্রশংসা পাবার

মতো একজন মানুষ তুমি, বেনন। তোমার কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে। কিন্তু যা হতে যাচ্ছে, তাতে আমার বা তোমার কোনও হাত নেই।' একটু টলে উঠল ম্যাট হুইটলি, তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল সেল থেকে। দরজার কাছে এখনও দাঁড়িয়ে আছে অ্যালিস্টেয়ার ওনিল।

করিডরে এসে রাস্তার দিকের একটা জানালার সামনে দাঁড়াল মার্শাল কুক, পর্দা সরিয়ে নীচে উঁকি দিল। নীচে কথা বলছে কাউবয়রা, শোনা যাচ্ছে দোতলা থেকে। ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়রা নীচে অপেক্ষা করছে। চিন্তিত চোখে দৃশ্যটা দেখে ফিরে এসে সেলের দরজায় তালা দিল মার্শাল।

'অস্ত্রটা ফেরত দেব এখন?' জানতে চাইল বেনন।

বিরক্ত হলো মার্শাল। বলল, 'এই প্রথম তোমাকে বোকার মতো কথা বলতে শুনলাম। অস্ত্রের কথা আমি কিছু বলেছি? ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, নীচে কাউবয়রা দাঁড়িয়ে আছে, শ্যন কর্নির নির্দেশ পেলেই উঠে আসবে আবার। হয়তো শ্যন কর্নিকে আমি ঠেকাতে পারব, কিন্তু ঝুঁকি নিচ্ছি না। আত্মরক্ষার অধিকার সবারই আছে। বন্দিরও আছে।' গরম চোখে অ্যালিস্টেয়ার ওনিলকে দেখল মার্শাল। 'তুমি আরও খানিকক্ষণ এখানেই থাকো, বুঝলে? তাই বলে কিছু করতে হবে ভেবো না।'

কথা শেষ করে একতলায় নেমে গেল কুক। সেলের শিক ধরে গায়ের জোরে ঝাঁকি দিয়ে অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। বলল, 'আমার পাছায় একটা লাথি মারো, বেনন, তা হলে যদি অন্তরে একটু শান্তি পাই। ঘোড়া নিয়ে আসতে পারিনি, এটা পুরোপুরি আমার ব্যর্থতা।'

'নীচে কি অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

রাস্তা থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তায় চোখ বুলাল ওনিল। কাউবয়রা গোল হয়ে জটলা পাকাচ্ছে। শ্যন কর্নি তার ঘোড়ার পিঠে। হোটেলের সামনে থেকে ঘোড়া নিয়ে তার দিকে আসছে ডিকেন্স আর আর্নল্ড। শুকনো ধুলোর গন্ধ পেল ওনিল। বোর্ডওয়াকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাট হুইটলি। তার দিকে ঘোড়া এগিয়ে কড়া সুরে বলে উঠল শ্যন, 'তোমার লোকদের সঙ্গে আনোনি কেন?'

নরম কণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা চালাল হুইটলি, 'তোমার নিজেরই তো যথেষ্ট লোক আছে।'

আরও কঠোর হয়ে গেল শ্যন কর্নির চেহারা। 'তাই বলে তুমি দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে, সেটা হবে না।'

শ্রাগ করল ম্যাট হুইটলি। 'কাজটা কিন্তু তোমার, আমার নয়।'

'কীহ্! কী বললে?' স্যাডলে ঝুঁকে প্রৌঢ় রানশারের মুখোমুখি হলো শ্যন কর্নি, রাগে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে, হুমকির সুরে বলল, 'এ-কথা আমাকে শোনাতে এসো না। পিঠটান দিলে তোমাকেও ছাড়া হবে না। আমি লোক পাঠাচ্ছি, সে তোমার লোকদের খবর দিয়ে পাহাড়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে।' চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'চলো সবাই!'

দু'জন করে সামনে বাড়ল দলটা। পঁয়তাল্লিশ জনের দল, তুমুল গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে মরগান টাউন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দরজির দোকান থেকে জুডিথ হুইটলিকে বেরোতে দেখল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। ম্যাট হুইটলিও দেখেছে, কারণ চেঁচিয়ে উঠল প্রৌঢ় রানশার, 'ভেতরে থাকো, জুডিথ!'

অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের মনোযোগ জুডিথের ওপর নেই। সে তাকিয়ে আছে জেল অফিসের দরজার দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে শ্যান কর্নির পাঁচ কাউবয়, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা করে শ্বাস টানল ওনিল, তারপর বেননকে বলল কী দেখেছে।

'ফিরে এসে শ্যান কর্নি আমাকে এখানে চায়,' বিড়বিড় করে বলল বেনন, পায়চারি শুরু করল সেলের ভেতরে। জেলের দেয়াল পরীক্ষা করে দেখল, পালানোর কোনও উপায় নেই। আস্তে আস্তে অস্থির হয়ে উঠছে ও। শ্যান কর্নি আসার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, না হলে লেসলি কর্নিকে খুনের দায়ে ঝুলতে হবে ফাঁসিতে।

জানালার কাছ থেকে সরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। 'একটু পরে আসছি আমি।'

'জর্জ,' পেছন থেকে ডাকল বেনন, রানশার ঘাড় ফেরানোয় বলল, 'রবিন কূকের ওপর অস্ত্র ধোরো না, লোকটা সে ভাল।'

'এখন ওসব ভাবার সময় নয়।'

'ওনিল!' চাবুকের মতো হিসিয়ে উঠল বেননের কণ্ঠ। রানশার চোখ বড় বড় করে চমকে চাইল। 'ভাল কারও বিরুদ্ধে খারাপ কিছু কখনও কোরো না। কারও জন্যেই না। কথাটা মনে রেখো।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ওনিল, একটু আগের মতো এখন আর কর্তব্য সম্বন্ধে সে অতটা নিশ্চিত নয়। নীচের অফিসে এসে দেখল দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে চেয়ারে বসে আছে রবিন কূক, তাকিয়ে আছে খোলা দরজার দিকে। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। ওনিলের উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন সচেতন নয়। দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে বোর্ডওয়াকে চলে এলো ওনিল। শ্যান কর্নির রেখে যাওয়া কাউবয়রা সতর্ক চোখে ওকে জরিপ করল। হগি গ্রান্ট হাসছে দাঁত বের করে। নীরবে তাকে পাশ কাটাল ওনিল। শুনল পেছন থেকে সাবধান করছে গ্রান্ট, 'উল্টোপাল্টা কিছু করার ইচ্ছে থাকলে মাথা থেকে দূর করে দিয়ো, নইলে স্রেফ মারা পড়বে।'

ম্যাট হুইটলি আর জুডিথ ড্রেসমেকিং দোকানে ঢুকে গেছে। সেদিকেই চলল ওনিল। মনে মনে একটা পরিকল্পনা ভাঁজছে। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে পরিকল্পনার জটিল দিকগুলো। সেলুনের কোনায় গলির অন্ধকারে আর্নেস্ট হেকক্সকে পেল ও, জিজ্ঞেস করল, 'টেড লসন কোথায়?'

'ওদিকে,' আঙুল তুলে ড্রেসমেকিঙের দোকানটা দেখিয়ে দিল হেকক্স।

পাশাপাশি পা বাড়াল ওরা, সেলুনটা পার হয়ে এগোল। সেলুনের দরজাটা

খোলা। ওনিল দেখেছে, সেলুনে বারটেন্ডার আর নীল আইরিশ ছাড়া আর কেউ নেই। একা একা তাস পেটাচ্ছিল আইরিশ। ড্রেসমেকিং শপে ঢুকল ওরা। টেড লসন, ম্যাট হুইটলি ছাড়াও দোকানে রয়েছে মিসেস সিম্পসন, লরা আর জুডিথ। কথা হচ্ছে জুডিথ আর ম্যাট হুইটলির মধ্যে, বাকিরা চুপ করে আছে।

'ঠিক এক ঘণ্টা লাগবে, বাবা, রানশে গিয়ে ছেলেদের নিয়ে এখানে ফিরে আসতে। আটজন। আটজনই যথেষ্ট বেননকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে।'

নরম মনের মানুষ ম্যাট হুইটলি। মনটাও অনিশ্চিত, দ্বিধান্বিত। তার বয়সও হয়েছে অনেক। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানশার। 'না, জুডিথ,' বলল নরম সুরে, 'শ্যন কর্নির বিরুদ্ধে ছেলেদের আমি দাঁড়াতে বলতে পারব না।'

'আমি পারব,' দৃঢ় স্বরে বলে উঠল জুডিথ। দীপ্ত দেখাচ্ছে তাকে। প্রয়োজনে দলের সবাইকে নিয়ে সত্যিই লড়বে। শ্যন কর্নির ভয়ে মাথা নিচু করে বেঁচে থাকার চেয়ে এই মেয়ে লড়াই করে বাঁচার ঝুঁকি নেয়াই মনস্থ করবে, ওই একটি মুহূর্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জুডিথকে দেখে অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের বুকে শ্রদ্ধা জাগল। ঝিলমিল করছে জুডিথের চোখ দুটো। প্রভাবিত হলো ওনিল, এতক্ষণ যে পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছিল, সেটা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

দুঃখিত চেহারায় ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ম্যাট হুইটলি। 'আমি রানশে পৌঁছুনোর আগেই ওরা চলে যাবে। শ্যন কর্নি খবর দিয়ে লোক পাঠিয়েছে। এ একদিক দিয়ে ভালই হলো। ওরা আমার লোক, আমাকে বিশ্বাস করে, আমার জন্যে জান দিতেও রাজি। কিন্তু এই এলাকায় ওদের থাকতে হবে। শ্যন কর্নির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হলে মারা পড়বে ওরা। শ্যন কর্নি একা নয়, ওর সঙ্গে আর্নল্ড আর রয় ডিকেন্সও আছে।' রানশার থামার পর কেউ কোনও কথা বলল না। এতে বোধহয় নিজের মতামতে আরও স্থিত হলো ম্যাট। বলল, 'তোমরা শ্যন কর্নিকে চেনো না। যদি ওর বিরুদ্ধাচারণ করি, তা হলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার রানশে একজন জীবিত কাউবয়ও থাকবে না। কাউকে আর চাকরিতেও পাব না। ...আমাদের পক্ষে বেননকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।'

দ্রুত বাবার মনোভাব বুঝে নিল জুডিথ। বুঝল সারা জীবন কিসের মাঝ দিয়ে পার করেছে ভদ্রলোক। আস্তে করে বাবার বাহুতে হাত রাখল ও, মৃদু হাসল, বিড়বিড় করে বলল, 'আমি দুঃখিত, বাবা।'

চোখে চোখে কথা হলো অ্যালিস্টেয়ার ওনিলের সঙ্গে টেড লসনের। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আর্নেস্ট হেকক্স। তিনজনই ওরা নিশ্চুপ, দুঃসাহসী পরিকল্পনায় মগ্ন। কথাটা হেকক্সই আগে পাড়ল।

'জেলখানার সামনে ওরা পাঁচজন আছে।'

'তারমধ্যে শুধু হগি গ্রান্ট কঠিন লোক,' মন্তব্য করল টেড।

'তো?' জিজ্ঞেস করল ওনিল।

অন্যরা তিনজনের কথা শুনছে নীরবে, ওরা কী ভাবছে এবং কী নিয়ে কথা

বলছে, তা বুঝতে পারছে পরিষ্কার। ঠোঁটের কোনায় আধখাওয়া একটা সিগার ঝুলছে ম্যাট হুইটলির। কাঠি জ্বেলে ওটায় আগুন দিল সে। হাতটা কেঁপে গেল। উদ্বিগ্ন চোখে অ্যালিস্টেয়ার ওনিলকে দেখল রানশার। 'আমার পরামর্শ যদি শোনো, তো বলব ভুলেও বেননকে উদ্ধার করার চেষ্টা কোরো না। সিমন্স শেষ হয়ে গেছে, বেননও জীবিত জেল থেকে বের হতে পারবে না। যদি বেরোতে পারেও, ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি একই থাকবে। গরুর দেশ এটা। ভেড়া এখানে আসতে পারবে না। বড় রানশগুলো ভেড়া আনতে দেবে না। শ্যন কর্নি বড় রানশগুলোর পক্ষেই কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে যদি কিছু করতে যাও, তা হলে আউট-ল হয়ে যাবে। আউট-লদের মতোই তাড়া করে জেলে ভরা হবে তোমাদের। শ্যন কর্নির সঙ্গে লাগতে যেয়ো না।'

টেড লসনের দিকে তাকাল ওনিল। 'উত্তরের বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে জেলখানার উল্টোপাশে বেরোব আমরা।'

ওনিলের দিকে চোখে বিস্ময় নিয়ে চাইল লরা সিম্পসন। মেয়েটার মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে। চাহনি দেখে মনে হচ্ছে, জীবনে এই প্রথম অ্যালিস্টেয়ার ওনিলকে দেখছে সে। টেড লসন আবার বলল, 'শুধু হগি গ্রান্টকে সামাল দিতে পারলেই...'

'ওকে আমি সামাল দেব,' বিড়বিড় করে বলল ওনিল। 'খুব গর্ব, ওর নাকি অনেক বুদ্ধি! পেছনের দরজা দিয়ে বেরোও, জাড!'

'না, জর্জ,' পেছন থেকে ডাকল জুডিথ।

'বেনন আমার বন্ধু,' দরজার কাছ থেকে জবাব দিল ওনিল। 'যদি জিজ্ঞেস করো কেন, আমি বলতে পারব না। তবে ভয় কাকে বলে জানে না ও, সেজন্যে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হয়। ওকে সাহায্য করতে গিয়ে যদি মরেও যাই, তবুও আফসোস থাকবে না আমার।'

কথা শেষ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। সে যাওয়ার পাঁচ সেকেন্ড পরেই গুলির শব্দ হলো। প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা। তারপরই শোনা গেল অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দ্রুত ছুটে এসে থামল ঘোড়াগুলো। মোটা গলায় হেঁকে উঠল এক লোক। গোটা মরগান টাউনের সবাই শুনতে পেল তার নির্দেশ।

'খবরদার! নড়েছ কী মরেছ!'

রাস্তায় বেরিয়ে এক লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল। আরও অনেকের মতো এই লোকও কী ঘটছে দেখতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। দৌড়ে এগোল ওনিল, দেখল জেলখানার সামনে একদল অশ্বারোহী ক্রো ট্র্যাকের পাঁচ কাউবয়কে ঘিরে ফেলেছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে বিশাল ভুঁড়িওয়ালা রুডাবাগ স্মিথ!

সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে অন্ধকার থেকে হঠাৎ এসে চড়াও হয়েছে লোকটা। এখন চোখ গরম করে ক্রো ট্র্যাকের চার রাইডারের দিকে তাকাচ্ছে।

সবাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। অ্যালিস্টেয়ার ওনিল দ্রুত পায়ে সামনে বাড়ল।

তার পেছনে এগোল টেড আর হেকস্ক্র।

রুডাবাগের এক চ্যালা স্যাডলে কাত হয়ে অস্ত্র তাক করে ধমক দিল, 'দাঁড়াও ওখানে!'

'রুডাবাগ!' ডাকল অ্যালিস্টেয়ার ওনিল।

ঘাড় ফেরাল না রুডাবাগ, কিন্তু কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছে বোঝা গেল কথা শুনে। 'চলে এসো, জর্জ, চলে এসো। আমার হয়ে খোকাদের অস্ত্র কেড়ে নাও দেখি! শুনলাম বেনন নাকি জেলহাজতে?'

ঘোড়াগুলো পাশ কাটিয়ে ভেতরে সরে এলো ওনিল। চারজন কাউবয় জেলখানার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে ফ্যাকাসে চেহারায়। পঞ্চম লোকটা চিত হয়ে শুয়ে আছে বোর্ডওয়াকে, মুখ কুঁচকে গোঙাচ্ছে। হগি গ্রান্টের বিকৃত মুখটা দেখে মনে খুব শান্তি পেল ওনিল।

'আরে মারিইনি!' বিরক্ত স্বরে বলল রুডাবাগ। 'আহত হয়নি ও। সিক্সগানের একটা বাড়ি দিয়েছি কি দিইনি, ওমনি দাঁত খিঁচিয়ে শুয়ে পড়ল!'

'দেখিস তোকে আমি একবার হাতে পেয়ে...' মাথা খামচে ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠল হগি গ্রান্ট, 'বাবাগো!'

'তোমরা থাকো, ভেতরে যাচ্ছি আমি,' বলে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল রুডাবাগ। বিরাট বপু সত্ত্বেও তার নড়াচড়া অত্যন্ত সাবলীল। অ্যালিস্টেয়ার ওনিল বন্দিদের গানবেল্ট আর অস্ত্র খুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলছে, দৃশ্যটা উপভোগ করার জন্যে একটু থামল সে, তারপর জেলখানার ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাকে অনুসরণ করল ওনিল।

চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি রবিন কুক। চেয়ারে বসেই দুই অনাহূত অনুপ্রবেশকারীকে দেখল সে। শীতল চাহনিতে বুদ্ধির ঝিলিক, ভয়ের লেশমাত্র নেই। মাথা নাড়ল রুডাবাগ, নরম সুরে কথা বলল। কথায় দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গি রয়েছে।

'তুমি তো আমাকে চেনো, কুক। আমিও তোমাকে চিনি। শুনলাম বেনন এখানে আটকে আছে, তাই এসেছি। ওকে আমি নিয়ে যেতে চাই।'

'অদ্ভুত সব জায়গায় লোকটার বন্ধু আছে,' নিচু স্বরে বলল কুক।

'মানুষটা ও অদ্ভুত, কুক।'

চেয়ারে বসেই সামনে ঝুঁকল রবিন কুক, টেবিলে দু'হাত রেখে হাতের ওপর নামিয়ে আনল মাথা। দ্বিতীয়বার নজর তুলল না রুডাবাগ আর ওনিলের দিকে, ডুবে গেল নিজের জটিল চিন্তায়। অপেক্ষা করল রুডাবাগ, চেহারায় অধৈর্য একটা ভাব ফুটে উঠেছে।

প্রায় মিনিট খানেক পর মুখ তুলল মার্শাল, সোজা রুডাবাগের মুখে তাকিয়ে বলল, 'বেননের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে। ফলে আইনত ভেতরে আছে সে। বিশ বছরের মার্শাল জীবনে একজন বন্দিকেও পালাতে দিইনি আমি, ভাবতে ভাল লাগে।'

মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল ওনিল। বুকের কাছে হাত নিয়ে গেছে মার্শাল,

পকেটের ওপর থেকে স্টার খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখল। 'যতক্ষণ মার্শাল থাকব, বেননকে ছেড়ে দেবার বদলে দোজখে যেতেও আপত্তি নেই আমার। কিন্তু, আমি যদি আর মার্শাল না থাকি? সাধারণ একজন মানুষ কী করবে? বেনন মৃত্যু-ফাঁদে পড়েছে। শ্যন কর্নি ফিরে এলে ওকে লিঞ্চ করা হবে। আমি একা শ্যন কর্নি আর কাউবয়দের ঠেকাতে পারব না, কাজেই বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরতে হচ্ছে।' স্টার আর চাবির গোছাটা দেখল রবিন কূক, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মানুষ যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, তখন দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেয়াই ভাল।'

চাবির গোছাটা নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ওনিল। শীতল চোখে নিশ্চুপ রুডাবাগকে দেখল কূক। 'শ্যন কর্নি শত্রু হিসেবে ভয়ঙ্কর, রুডাবাগ। যা করছ বুঝে করছ তো? এবার তোমাকে পালাতে হবে লেজ তুলে।'

জবাবে হাসল রুডাবাগ। 'পালাতে হয়তো না-ও হতে পারে। বেনন যেখানে কাজ করত, সেখান থেকে দু'দিন আগে এক মেক্সিকান বুড়ো এসেছিল কার্সন্স ফোর্ডে। বেননের খবর নিয়ে গেছে। বলেছে, দশজন কাউবয় নিয়ে যত শিগ্‌গির পারে ফিরে আসবে।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো বেনন, পেছনে ওনিল। রুডাবাগকে দেখে অবাক হলো না ও। টেবিলে পড়ে থাকা স্টার দেখল, তারপর দৃষ্টি স্থির হলো থম মেরে বসে থাকা রবিন কূকের ওপর। মৃদু স্বরে বলল ও, 'জেল ভেঙে বেরোতে চাইনি, কিন্তু উপায় ছিল না কোনও। সুযোগটা পেতেই বেরিয়ে এলাম। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'এখনও কপালটা তোমার সহায়তা করছে,' মন্তব্যের ঢঙে বলল রবিন কূক, 'তবে তোমার জায়গায় আমি হলে এতক্ষণে ঘোড়ায় চড়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতাম।'

কথাটা মানল বেনন, বেরিয়ে চলে এলো প্রায়ান্ধকার রাস্তায়, হাসল একটু, তারপর উঠে পড়ল ক্রো ট্র্যাকের একটা চমৎকার ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ায় চাপল রুডাবাগ। হোয়াইট হাউস হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে উৎসাহিত চোখে ওদের দেখছে কয়েকজন।

'রুডাবাগ...'

'কেটে পড়ো!' হাসল রুডাবাগ। 'জীবনে কোনওদিন ভাবিনি কারও জন্যে জেলখানা ভাঙার চেষ্টা করব।'

তাড়া দিল ওনিল, 'চলে যাও, বেনন। যে-কোন সময় শহরে চলে আসতে পারে বড় কোনও দল।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'এটুকু জানি, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না। সিমন্সকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, দেরি কোরো না।'

হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে সরে গেল বেনন, কিন্তু দু'কদম এগিয়েই থামতে হলো ওকে। পেছন থেকে ডেকেছে জুডিথ হুইটলি, ঘোড়া নিয়ে পাশে চলে এলো, কথা বলল এত নিচু স্বরে যে, ওনিল আর রুডাবাগ শুনতে পেল না। কথা শেষ

হতে বেননের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেল জুডিথ, শহর ছেড়ে একসঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা।

ওনিল অপেক্ষা করল। দৌড়ে অদৃশ্য হলো টেড আর হেকক্স। ব্যাপার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল রুডাবাগ, 'কী হলো আবার?'

জবাব দিল না ওনিল। একটু পরই তিনটে ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলো ওরা। নিজের ঘোড়ায় চাপল ওনিল, তিনজন চলে এলো রুডাবাগের পাশে। এবার বলল ওনিল, 'তোমার সঙ্গী বাড়ল, রুডাবাগ।'

'আমরা তোমাদের সঙ্গী হবার উপযুক্ত নই,' সহজ গলায় জানাল রুডাবাগ।

'এগোই চলো,' তাগাদা দিল ওনিল। এবার দলবল নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হলো রুডাবাগ, একটু পরই শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

হগি গ্রান্ট বসে আছে জেল অফিসের দেয়ালে পিঠ ঠেকা দিয়ে, বিড়বিড় করে গাল বকছে মুখ কুঁচকে। রুডাবাগ সবাইকে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর অস্ত্রের খোঁজে রাস্তায় নামার সাহস পেল চার কাউবয়।

জেল অফিসের ভেতরে নতুন একটা সিগার জ্বালল রবিন কুক, উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে রাখা ব্যাজটা ছুঁয়ে দেখল একবার, দুঃখের কোনও ছাপ নেই চেহারায়, মুহূর্তের জন্যে গত বিশবছরের উল্লেখযোগ্য স্মৃতিগুলো মনে এলো তার। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো কুকের বুক চিরে। অফিস থেকে বেরিয়ে ক্রো ট্র্যাকের কাউবয়দের দিকে একবারও ফিরে তাকাল না কুক। বুঝতে পারছে, শিগ্‌গিরই শ্যন কর্নির ক্রোধের শিকার হতে হবে, তবুও হোটেলের বারান্দায় গিয়ে বসল একটা রকিং চেয়ারে, গম্ভীর চেহারায় চুরুট টানছে।

মরগান টাউন এক মাইল পেছনে ফেলার পর অ্যালিস্টেয়ার ওনিল রুডাবাগ স্মিথকে বলল, 'দাঁড়াও একটু।'

থামল দলটা। 'তুমি বিশেষ কোথাও যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ওনিল।

'না।'

'তা হলে আমার সঙ্গে চলো।'

ওনিল আগে আগে ছুটছে, পেছনে রুডাবাগ আর তার সঙ্গীরা। সোজা দক্ষিণে, ওনিলের রানশের দিকে চলেছে ওরা।

ষোলো

মরগান টাউন পার হয়েই পাস রোড ছেড়ে সরে গেল বেনন। গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আবছা আলো আসছে, সে-আলোয় আরেকটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ দিকে গেছে ওটা। জুডিথ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'মারডক নাইলস যেখানে মারা গিয়েছিল সেখানে, বা তার কাছাকাছি কোথাও।'

'ওখানে?' বিড়বিড় করল জুডিথ, বলল, 'আমি জায়গাটা চিনি।'

'তা হলে আগে আগে যাও। আমি স্রেফ আন্দাজের ওপর ভর করে চলেছি।'

তারার আলোয় তিন মাইল এগোল ওরা, তারপর বাম দিকে বাঁক নিয়ে টিলার দিকে যাওয়ার একটা সরু ট্রেইল ধরল জুডিথ। অনেকক্ষণ পরে একটা রানশহাউস পড়ল পথে। নিচু একটা মাঠে বাড়িটা, একটা বাতি জ্বলছে জানালায়। 'টেড লসনের রানশ,' কাঁধের ওপর দিয়ে জানাল জুডিথ।

জঙ্গলে প্রবেশ করল ওরা। সবুজ বনে চাঁদের আলো প্রবেশাধিকার পায়নি, পথ করে এগোতে হচ্ছে আঁধারে। সামনে বাঁক নিয়েছে ট্রেইলটা, কিন্তু ট্রেইল ছেড়ে সরু একটা খাদ ধরে ওপর দিকে উঠছে জুডিথ। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেবার জন্যে থামল ওরা। চারদিক নীরব। নৈঃশব্দে কান পাতল বেনন, শ্যন কর্নির লোকদের কোনও আওয়াজ যদি পাওয়া যায়। খেয়াল করেছে জুডিথ, নরম সুরে বলল, 'আমার মনে হয় না এতদূরে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করার সময় পেয়েছে ওরা।'

আবার এগোল ওরা, টিলার গা যেখানে বেশি ঢালু, সেখান দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে সামনে বাড়ল, যেখানে টিলার জমি সমতল, সেখানে ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটাল। আধঘণ্টা পর পাইনের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো নামতে দেখল বেনন, সামনে উত্তর-দক্ষিণে গেছে একটা চওড়া পথ। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হচ্ছে, আসছে কারা যেন! সতর্ক হয়ে গেল বেনন, 'থামো,' বলে ঘোড়া থামিয়ে ফেলল বনের প্রান্তে।

আওয়াজটা দ্রুত জোরাল হচ্ছে। বেননের পাশে চলে এলো জুডিথ, বেননের বাহুতে হাত রাখল। আঙুলগুলো শক্ত হয়ে চেপে বসল বাহুতে। দু'তিনজন অশ্বারোহী সামনের রাস্তা ধরে চলে গেল, ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে বোঝা গেল না কারা। শব্দ বহুদূরে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা, তারপর রাস্তা পার হয়ে ঢালের আরও ওপরে উঠতে শুরু করল। টিলায়-পাহাড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে শ্যন কর্নির লোকরা, ওদের খুঁজছে।

বেননের মনটা সতর্ক, তবুও জুডিথের দিকেই ওর মনোযোগ বেশি। একটু সামনে যাচ্ছে জুডিথ, ঘোড়ার ছোটার তালে তালে কাঁধ দুটো সামান্য দুলছে। ঋজু হয়ে স্যাডলে বসেছে মেয়েটা। দেহের অবয়ব আবছা আঁধারে মোহনীয় দেখাচ্ছে। ওর গলার আওয়াজটা মিষ্টি জলতরঙ্গের মতো, দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে যখন কথা বলে, মনে হয় বুকটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ করেই থামল জুডিথ, স্যাডলে ঝুঁকে বসল। থামল বেননও। সামনের মাঠে চাঁদের আলোতে একশো গজ দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বারোহী। এতই কাছে লোকটা যে, ওদের ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনার কথা, কিন্তু শুনেছে বলে মনে হলো না। এবার সচল হলো ঘোড়াটা, মাঠ পেরিয়ে ঝোপ ভাঙার মৃদু শব্দ করে চলে গেল চোখের আড়ালে। মাঠ ঘুরে এগোল জুডিথ, পনির গতি কমিয়ে।

মাঠ পেছনে পড়ে গেল, সামনে দু'পাশে পাথরের দেয়াল, মাঝ দিয়ে অনন্ত

ট্রেইল। জুডিথের ঘোড়ার খুরের আঘাতে পাথুরে জমি থেকে আগুনের ফুলকি উঠছে, খুরের আওয়াজ ভেঙে দিচ্ছে জমাট নীরবতা। পাথরের বিস্তৃতি শেষ হয়ে গেল, সামনে থেকে ভেসে এলো নদীর কলধ্বনি। বাতাসে ধোঁয়ার হালকা গন্ধ। জুডিথ থেমে গেল, সামনে চলে এলো বেনন। মাত্র বারো গজ। তারপর ডাকল ও অন্ধকারে, 'কিরবি!'

ওর দু'ফুট দূরে ঝোপের মাঝ দিয়ে উঁকি দিল কিরবি, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আরেকটু হলেই দিতাম গুলি করে। তোমার সঙ্গে কে?'

'মিস হুইটলি।'

'এগোও সামনে।'

'কে যেন এদিকে ঘুরঘুর করছে, কিরবি। নীচের একটা মাঠে একটু আগে লোকটাকে দেখলাম।' জুডিথকে নিয়ে এগিয়ে চলল বেনন, ছোট্ট ব্লাফটা পেরিয়ে নেমে এলো পরিত্যক্ত নদীখাতে। গুহার মুখে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে, সে-আলোয় একটা লোক বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে।

'কে!' কর্কশ গলায় জানতে চাইল ফ্রেড বাউয়ি।

'আমি, ফ্রেড, বেনন।' ঘোড়া থেকে নামল ও, জুডিথকে হাত ধরে নামতে সাহায্য করল, পথ দেখিয়ে ঢুকল গুহায়। বাঁক ঘুরতেই আলো বেড়ে গেল, ধোঁয়াও এখানে বেশি। আগুনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার ব্র্যান্ডন আর এডি। কম্বলের নীচে শুয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে সিমন্স।

হাঁটু মুড়ে আহত রানশারের পাশে বসল জুডিথ, জুডিথের গলা শুনতে পেল বেনন, একটু ভাঙা ভাঙা, কান্না চেপে রেখেছে মেয়েটা। 'সিমন্স, কী করেছে ওরা তোমাকে!'

সবাই ওরা দেখল সিমন্সের ফ্যাকাসে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জুডিথের উপস্থিতি যেন ওর ব্যথা কমিয়ে দিয়েছে। কপালের ভাজগুলো মসৃণ হয়ে গেছে সিমন্সের। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হলো, হাসল সিমন্স। এক হাতে জুডিথের কাঁধ স্পর্শ করল। 'জুডিথ,' বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি এসেছ বলে খুশি হয়েছি, কিন্তু এখানে আসা তোমার মোটেই উচিত হয়নি।'

ঝট করে তাকাল জুডিথ ডাক্তার ব্র্যান্ডনের চোখে। 'সত্যি করে বলো তো, ডাক্তার, বাঁচবে তো ও?'

'ও ঠিকই আছে,' বলল ডাক্তার। 'তবে অনেক রক্ত হারিয়েছে, সেটাই সমস্যা।'

একবারের জন্যেও জুডিথের মুখের ওপর থেকে নজর সরছে না সিমন্সের। চোখে মুগ্ধ, আশান্বিত দৃষ্টি; ফ্যাকাসে গালে রঙ ফিরে এসেছে খানিকটা। 'তুমি এসেছ তাতেই আমি অর্ধেক ভাল হয়ে গেছি,' বলল আন্তরিক স্বরে।

'সিমন্স,' বিড়বিড় করে ডাকল জুডিথ, নিঃশব্দে দু'চোখ বেয়ে নামল অশ্রুধারা। মাথা ঝুঁকিয়ে সিমন্সের খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভরা গালে চুমু খেল ও।

অজান্তেই ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বেননের বুক চিরে, ধীর পায়ে গুহার মুখের কাছ চলে এলো বেনন। মাথার ভেতরটা যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের

ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা। কখন চুরুট ধরিয়েছে নিজেও বলতে পারবে না, ধোঁয়া চোখে ঢোকায় বুঝি চোখের কোণ জ্বালা করে উঠল। মানুষের নিয়তি নির্দিষ্ট করা থাকে, নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল ও, জীবনে কখনও জুডিথ ওর হবে না, কোথাও স্থির হওয়ার মানসিকতা ওর এখনও নেই, এবং ভবিষ্যতে হবে কি না সে-ব্যাপারে ও নিজেই নিশ্চিত নয়। জুডিথকে কাছে টানার ইচ্ছেটা হঠাৎ ভাল লাগা একটা স্বপ্নের মতো। ...আর, জেগে উঠে স্বপ্নের স্মৃতি দীর্ঘদিন মনে রাখে কে!

আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে কিরবি। তার পেছনে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে ফ্রেড বাউয়ির শীর্ণ অবয়ব। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো এডি, ডাক্তার ব্র্যান্ডন আর জুডিথ, বেননের পাশে দাঁড়াল।

'ওকে সরানো যাবে?' জানতে চাইল বেনন।

'না,' বলল ব্র্যান্ডন, 'যাবে না। রক্তক্ষরণে বেশি দুর্বল হয়ে গেছে ও।'

'কোথায় সরাতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল কিরবি।

'পর্বত চূড়ার ওপাশে, এই এলাকার বাইরে কোথাও।' অন্ধকারে চুরুটের গোল আগুন জ্বলছে বেননের ঠোঁট থেকে। 'হাল ছেড়ে দেয়ার অভ্যেস আমার নেই, কিন্তু সিমন্স এই লড়াইটা হেরে গেছে। অন্তত পঞ্চাশজন লোক লেলিয়ে দিয়েছে শ্যন কর্নি। আমাদের ধরা পড়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। সিমন্সের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে। আর্নল্ড ওকে পেলে ছাড়বে না। আমি চাই না সিমন্স ধরা পড়ুক।'

'ওকে সরানো যাবে না,' এবার জোর দিয়ে বলল ব্র্যান্ডন। 'হাঁটা বা ঘোড়ায় চড়ার সাধ্য ওর নেই।'

'সেক্ষেত্রে হাতের খারাপ তাস নিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করতে হবে আমাদের যেন দারুণ কোনও তাস আছে হাতে। আগুনটা নিভিয়ে ফেলো, এডি।'

'কেউ তো আগুনটা দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু ধোঁয়ার গন্ধ পাবে এক মাইল দূর থেকে।'

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সবাই, কারও যেন কিছু করার নেই। ফ্রেড বাউয়িকে নড়ে উঠতে দেখল বেনন। ছোকরা বুটের মৃদু শব্দ তুলে ঝোপের দিকে পা বাড়াল। কিরবি ঘুরে দাঁড়াল তার পিছু নেয়ার জন্যে। বিড়বিড় করে বলল ব্র্যান্ডন, 'রাতে তা হলে এখানেই থাকছি।' তারপর এডির সঙ্গে ফিরে গেল সে গুহার ভেতরে।

জুডিথ বেননের পাশেই থাকল। অনেকক্ষণ পর বিষণ্ন, নিচু গলায় বলল, 'আশা ছেড়ে দিলে জীবনটা অর্থহীন হয়ে যায়, বেনন।'

'আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে,' মৃদু স্বরে বলল বেনন। 'তোমার বোধহয় ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।'

'আজকে এখানেই থাকব।'

জুডিথের বলার ভঙ্গিতে এমন একটা প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা লক্ষ করল যে, প্রতিবাদ করল না বেনন। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে শুকনো নদীর পাড়ে চলে এলো ও, উঁচু

হয়ে আছে ওখানে বালির দেয়াল, সেখানে বসল। দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ জুডিথ, নিশ্চুপ এবং অনিশ্চিত; তারপর বেননের পাশে এসে বসল। এতই কাছে যে বেননের কাঁধে ঘষা খেল ওর কাঁধ। বেনন কিছু বলছে না দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তোমাকে বিরক্ত করছি?'

'না!' হাঁটুর ওপর হাত রেখে দু'হাতের আঙুল আটকাল বেনন।

হাত বাড়িয়ে বেননের ছড়ে যাওয়া মুঠো স্পর্শ করল জুডিথ। ছোট্ট হাত মেয়েটার, কোমল আলতো ছোঁয়া; বুকের ভেতরে মোচড় অনুভব করল বেনন, মনে হলো, এত বন্ধু থাকা সত্ত্বেও আসলে ও বড় একা, একান্ত নিজের কেউ নেই ওর। নিজেও বলতে পারবে না কখন, জুডিথের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বুঝতে পারল, যখন মুখ তুলে চাইল জুডিথ। চাঁদের আলোয় চাঁদেরই মতো মুখটা নিষ্পাপ আর অসহায় দেখাচ্ছে। আস্তে করে বেননের বুকে মাথা রাখল। নিঃশব্দে কাঁদছে। কোনও গর্ব নেই, সেই সাহস নেই, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল নেই, আছে নির্ভর করার, বিশ্বাস করার নারীসুলভ সুকোমল ইচ্ছে। জুডিথের কাঁধে হাত রাখল বেনন, পাথরে বুক বাঁধল, জুডিথকে আরও কাছে টেনে নেয়ার ইচ্ছের গলা চিপে ধরল। আহত সিমন্সের চেহারাটা ভেসে উঠল চোখে, দেখতে পেল, কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মানুষটার ফ্যাকাসে মুখ জুডিথকে দেখতে পেয়ে। জুডিথের মমতা সিমন্সের প্রতি অকৃত্রিম। সিমন্স রানশার, ভাল একজন মানুষ, ভালবাসা পাবার মতো একজন মানুষ। আর ও? তিক্ত হাসি গোপন করল বেনন। আমি তো স্রেফ হতভাগ্য নিঃসম্বল এক ভবঘুরে, সাবেক আউট-ল, যার পথ হঠাৎ করেই কখন যে শেষ হয়ে যাবে, কেউ তা জানে না। জীবনের কী নিশ্চয়তা? কোনও মেয়েকে কাছে টানার, ভরসা দেবার মতো কিছুই তো নেই ওর।

মৃদু স্বরে বলল ও, 'সিমন্স ঠিক হয়ে যাবে। এখনও আমরা হেরে যাইনি।'

কী বুঝল কে জানে, আস্তে করে বুক থেকে মাথা সরিয়ে নিল জুডিথ, চোখ মুছল।

অপ্রস্তুত বেনন বলল, 'আগামীকালের কথা ভাবা আমি অনেক আগেই বাদ দিয়েছি, জুডিথ।'

'তুমি বুদ্ধিমান মানুষ, বেনন,' নিচু স্বরে বলল জুডিথ। 'কিন্তু তুমি কখনও জানবে না আমি কেন কেঁদেছি।'

'ভাগ্য,' মনে মনে বলল বেনন। 'সবথেকে দরিদ্র মানুষের কপালও মাঝে মাঝে খোলে। আমার ভাগ্যটা একটু আগে ভাল ছিল। ক্ষণিকের জন্যে বুকটা ভরে উঠেছিল।'

বেনন নিশ্চুপ দেখে দ্রুত উঠে দাঁড়াল অপমানিতা জুডিথ, সুড়ঙ্গে ফিরে চলল ত্বরিত পায়ে।

পরদিন দুপুরের আগে ক্রল করে শুকনো নদীর পাড়ে চলে এলো কার্টহুইল। কোনাকুনি ভাবে নদীর ওপারে দেখল সুড়ঙ্গের মুখ। সুড়ঙ্গের সামনে রোদে

দাঁড়িয়ে আছে বেনন, পাশে জুডিথ। মেয়েটাকে দেখে ভ্রূ উঁচু হয়ে গেল কার্টহুইলের, ভাবছে কী করা উচিত। এ-মেয়ের সামনে কিরবিকে পেলেও গুলি করা যাবে না, কোমলমতি মেয়েটার জীবনে একটা দুঃসহ স্মৃতির বোঝা চাপিয়ে দেয়ার কোনও অধিকার নেই ওর। ভাবনা শেষও করতে পারেনি, ঝোপঝাড় ভেঙে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল কিরবি। মস্তিষ্কের নির্দেশে রাইফেল তুলে নিল কার্টহুইল, তারপর বিবেকের নির্দেশে ওটা আবার নামিয়ে রাখল পাশে, নিজের সিদ্ধান্তহীনতায় বিরক্ত বোধ করছে। ক্রল করে আবার গাছের আড়ালে সরে এলো কার্টহুইল। নদীর এক মাইল ভাটিতে এসে আবার সিমন্সের ক্যাম্পের দিকে চলল সে, ঘোড়াটা রেখে ক্যাম্পে যাওয়ার ট্রেইলের পাশে অপেক্ষায় থাকল। ধৈর্য ওকে নিয়তির মতোই অমোঘ একটা কিছুতে পরিণত করেছে।

পাহাড় ঘুরে দেখে সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়াল গ্যারিক কিরবি, জানল না, রাইফেল তুলেও নামিয়ে রেখেছে কার্টহুইল, সে এখনও বেঁচে আছে শুধু জুডিথের উপস্থিতির কারণে। বেনন আর জুডিথের দিকে মুখ করে মাটিতে আরাম করে বসল কিরবি, পরিশ্রমজনিত কারণে ওর চুপসানো দু'গাল বেয়ে নামছে ঘামের ধারা। 'অনেক ট্র্যাক দেখলাম,' বলল সে । 'গতরাতে যাকে মাঠের মধ্যে দেখেছিলে, সে-লোক সুড়ঙ্গের একশো গজের মধ্যে চলে এসেছিল। আধ মাইল নীচে কর্নির লোকরা চিরুনি চালাচ্ছে, আস্তে আস্তে উঠে আসছে ওপরে। পাস রোডে ওদের কয়েকজনকে দেখলাম। নদী পারাপারের জায়গাগুলোয় পাহারা দিচ্ছে ওরা। কোনও ব্রিজ দিয়ে পার হবারও উপায় নেই। মনে হয় জলপ্রপাতের দিক থেকে সার্চ করতে করতে এদিকে আসছে শ্যন কর্নি।'

'কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না,' মন্তব্য করল বেনন।

'সত্তর ফুট দূরে পেয়েছিলাম ওদের একজনকে, গুলি করিনি,' বিরক্ত স্বরে বলল কিরবি। 'একা ছিল লোকটা।' জুডিথের দিকে ফিরল। 'তোমার বাবার লোক। ম্যাট হুইটলি ওদের সঙ্গে আছে?'

'শ্যন কর্নি সবাইকে ডেকে নিয়ে এসেছে,' তিক্ত স্বরে বলল জুডিথ। 'এ-ব্যাপারে বাবার কিছু বলার ছিল না।'

'তোমার বাবা,' বলল কিরবি, 'অনেক বছর ধরেই কর্নিদের হাতের পুতুল, প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না ওর কখনও। ...ফ্রেড কোথায়?'

সুড়ঙ্গের দিকে পা বাড়িয়েছিল বেনন, প্রশ্নটা শুনে ঘুরে দাঁড়াল। 'একঘণ্টা আগে তোমাকে খুঁজতে গেছে ও। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না!' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল কিরবি, দ্বিধান্বিত দেখাল তাকে, তারপর বেননের চোখে চোখ রাখল। 'না তো,' আগের চেয়ে অনেক ধীরে বলল এবার। 'ট্রেইল ধরে নীচের দিকে যায়নি ফ্রেড, ট্রেইলে ওর কোনও ছাপ দেখিনি।'

জুডিথ বুঝেছে ওরা দু'জন কী ভাবছে। নিচু স্বরে বলল, 'সবসময় আমার মনে হয়েছে হ্যারি ওই লোকটাকে কাজে নিয়ে ভুল করেছে। সকালে ওকে

দেখলাম, ভয়ে ছটফট করছিল।' নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল জুডিথ, তারপর উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করে বসল, 'লোকটা নিশ্চয়ই হ্যারির সঙ্গে বেইমানি করবে না?'

'তা করবে না,' মাথা নাড়ল কিরবি, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

'তা হলে?'

আঙুল তুলে বেননকে দেখাল কিরবি, মুখে কিছু বলল না। ঊরুতে সজোরে একটা চাপড় মেরে উঠে দাঁড়াল সে, দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল, কুঁজো হয়ে ঢুকে গেল ঘন সবুজ ঝোপের ভেতর।

'আরেকজন লোককে আমি সন্দেহ করেছিলাম,' অপরাধী চেহারায় বিড়বিড় করে বলল জুডিথ। 'এখন তাকে আমি আর সন্দেহ করছি না।'

সুড়ঙ্গে ঢুকল বেনন আর জুডিথ। কাছেই পানি, ফলে প্রায়ান্ধকার গুহার ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে। নুড়ি পাথরে ভরা জমিতে বসে আছে ব্র্যান্ডন, অনিদ্রা আর ধোঁয়ার কারণে চোখ দুটো লাল। শীত বোধ করায় কোটের কলার তুলে রেখেছে। গুহার আরেক কোনায় বসে এডি, অর্ধেক রাত সতর্ক প্রহরায় থেকে ঘুমে ঢলে পড়ে যেতে চাইছে। কম্বলের নীচে চুপ করে শুয়ে সিমন্স, জুডিথকে দেখে দুর্বল হাসল।

'রাত নামার আগে শহরে ফেরা যায় না?' জানতে চাইল ব্র্যান্ডন।

ডাক্তারকে ছাড়ার ইচ্ছে নেই বেননের, বলল, 'উপায় নেই, পাহাড়ে ঘুরছে কর্নির লোক। ...কেন, অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে গেছ?'

'শহর ছাড়ার আগে নিক পেরিগোর পোকার টেবিলে বসে ছিলাম আমি,' বলল ডাক্তার, 'হাতে ছিল ভাল তাস।'

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল ডাক্তার, দূরে গুলির আওয়াজ শুনে বলতে গিয়েও বলল না। পরপর আরও কয়েকবার গুলির আওয়াজ হলো। গুহার ভেতরে থমকে গেল সবাই গুলির শব্দে, বুঝতে চেষ্টা করছে এর অর্থ কী।

'কাছে চলে আসছে ওরা,' মন্তব্য করল ব্র্যান্ডন।

উদ্বিগ্ন চোখে অসুস্থ সিমন্সকে দেখল জুডিথ, সুন্দর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'কী হয়, আমরা যদি শেরিফের কাছে আত্মসমর্পণ করি?'

'না,' একই সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করল ব্র্যান্ডন, সিমন্স আর বেনন। তিনজনকে এতো দ্রুত একমত হতে দেখে অবাক হলো জুডিথ।

ধীরে ধীরে বেননের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল নিষ্প্রাণ, বিষণ্ন এক টুকরো হাসি। 'চিন্তা কোরো না,' জুডিথকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল বেনন। 'এখনও একেবারে হাল ছেড়ে দেয়ার মতো কিছু ঘটেনি।'

ঘড়ি দেখল ডাক্তার। 'এখন রাত দুটো বাজে। সকাল হবার আগেই যদি এখানে পৌঁছে যায় ওরা?'

কাছেই গুলির শব্দ হলো। এতোই কাছে যে, গুহার দেয়ালে জোরাল প্রতিধ্বনি

তুলল আওয়াজ। মাত্র একটা আওয়াজ। ঝাঁক খেয়ে চমকে সিধে হলো ব্র্যান্ডন। ঘুমিয়ে পড়েছিল এডি, গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, ধড়মড় করে উঠে বসল সে। গুলির শব্দ শুনেই গুহার মুখের কাছে চলে এলো বেনন, 'এখানেই থাকো, তোমরা.' ক. বেরিয়ে এসে রোদের মধ্যে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে আওয়াজটা কোথা থেকে এসেছে আন্দাজ করতে পেরেছে ও। দৌড়ে নদীর পাড় বেয়ে উঠে চলে এলো ট্রেইলের কাছে। ঝোপঝাড় ভেঙে ঘোড়া দাবড়ে ছুটে চলে গেল কে যেন। গ্যারিক কিরবিকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার গোঙানি শোনা যাচ্ছে, ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে কণ্ঠস্বর। আওয়াজটা লক্ষ্য করে ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল বেনন। বিশগজ দূরে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা আছে বনের মধ্যে, সেখানে চিত হয়ে পড়ে আছে কিরবি। এক হাতে বুক খামচে ধরে রেখেছে, ক্ষতস্থানটা যেন দেখাতে চায় না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে নেমে আসছে রক্ত।

'গুলি! গুলি করবে ও!' বেননকে দেখে দুর্বল কণ্ঠে সতর্ক করতে চেষ্টা করল কিরবি।

খর্বকায় কাউবয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বেনন, ঝুঁকির কথা মাথায় ঠাঁই দিল না, জানতে চাইল, 'কে ছিল ও?'

ব্যথায় শরীরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে কিরবির। বিস্ফারিত দু'চোখে আতঙ্ক তার ভয়াবহ ছাপ ফেলেছে। কাশি আটকানোর চেষ্টা করল, ঝাঁকি খেল দেহটা। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি জানতাম একদিন এমন হবে।'

'কে করেছে, বাউয়ি?'

'না, ও না।' দাঁতে দাঁত চেপে গাল বকল কিরবি। 'জানত, জেম কর্নি জানত! ভয়ঙ্কর মানুষ ও।' ঠোঁট প্রসারিত হলো, ঠোঁটের কোণ দুটো বেঁকে গেল কিরবির। ক্ষতটা মারাত্মক, ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে, বাঁচবে না লোকটা, তবুও বেনন খেয়াল করল, অন্ধকার জগতে চলে যেতে গিয়ে ভয় পাচ্ছে না কিরবি, শেষ সময়ে ওর চরিত্রে দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। কথা বলতে চাইছে কিরবি, কিন্তু ওর গলা বুজে আসছে। 'শোনো,' ফিসফিস করে বলল, 'লেসলি কর্নিকে আমিই গুলি করেছিলাম। এজন্যেই তোমাকেও সন্দেহ করেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি জেনে গেছ। বেনন আমার মেয়েটাকে তুমি দেখে রেখো।'

'কী!'

'লরা,' বিড়বিড় করে বলল কিরবি। 'এতদিন কথাটা জানত শুধু র‍্যাচেল। ...লরার মা, আর আমি। লরা কিছু জানে না। আসলে ও আমার মেয়ে। অনেকদিন আগে ভুলটা করেছিলাম আমি, অনেকদিন ধরে দগ্ধ হচ্ছি মনে মনে। মিষ্টি একটা ফুল ও। পুরুষমানুষকে বড় বেশি বিশ্বাস করে মেয়েটা, চায় সবাই ওকে ভাল বলুক। লেসলি কর্নির সঙ্গে মিশতে শুরু করেছিল ও। আমি জানতাম লেসলি কেমন মানুষ। সব শুঁষে নিয়ে আমার মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিত ও। লেসলি কর্নিকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়ায় আমার মনে কোনও অপরাধবোধ নেই। আমি ওকে মেরেছিলাম, যাতে আমার মেয়ে কোনও কষ্ট না পায়।'

একটানা কথা বলে হাঁপিয়ে গেছে কিরবি, অথচ কথার নেশায় পেয়েছে

ওকে। হাতের উল্টোপিঠে ঠোঁটের কোণে জমে থাকা রক্তের বুদ্বুদ মুছল। কথা বলছে এতই আস্তে যে, বেননকে মুখের কাছে কান নিয়ে যেতে হলো। 'মেয়েটা আমার বড় হতেই চিন্তায় পড়ে গেলাম। ঈশ্বরের শপথ, বেনন, দুনিয়ার তাবৎ পুরুষমানুষকে আমি ঘৃণা করেছি, ভয় পেয়েছি আমার মেয়ের না কোনও ক্ষতি হয়ে যায়। তোমাকেও সেজন্যেই আমি পছন্দ করতে পারিনি। ভুল করেছিলাম। পরে বুঝেছি তুমি সৎ একজন ভাল মানুষ। ভাল মানুষ না হলে সিমন্সের হয়ে এখানে লড়তে না তুমি। বেনন, ওকে দেখে রেখো। মনে পড়ে... মনে পড়ে ওকে দেখতাম, সাত বছর বয়সে মাথায় লাল একটা হেয়ার ব্যান্ড পরে স্কুলে যেত ও। দোজখই আমার জন্যে ভাল। ওখানে তো আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না আমাকে। বেঁচে থাকতেই দোজখ দেখেছি। কত ইচ্ছে আমার মনে... ওকে কাছে ডেকে আদর করব, পারিনি, কেউ যদি সন্দেহ করে তা হলে...

একটা ঝাঁকি খেল কিরবি, বেনন দেখল, মারা গেছে লোকটা।

সেই মুহূর্তে পেছনে একটা খসখস আওয়াজ পেল ও। ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে গেল ছোট ছোট চুলগুলো। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের নির্দেশে বিদ্যুৎ গতিতে একপাশে সরে গেল ও, একই সঙ্গে ঘুরল। ও যেখানে ছিল, সেখানে সরু একফালি মাটি খুঁড়ল তপ্ত সীসে। বেননের মনে হলো, গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠেছে খোলা জায়গাটা। দেখল, ঝোপের কিনারায় দাঁড়িয়ে ফ্রেড বাউয়ি, অস্ত্রটা ঘোরাচ্ছে ওর দিকে। বেকায়দা অবস্থায় সিক্সগান বের করে একটা গুলি করল বেনন। তাড়াহুড়োয় তাক ঠিক করতে পারেনি, গুলিটা ফস্কে গেল। বাতাসে শিস কেটে ফ্রেডের গালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। মাথা নিচু করে নিল বাউয়ি, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই ঝাঁপ দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভয় পেয়েছে সাঙ্ঘাতিক, হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে ঝোপঝাড় ভেঙে পালাচ্ছে। আওয়াজ লক্ষ্য করে আরেকটা গুলি করল বেনন। এবারও লাগল না। শুনতে পেল গালাগাল করতে করতে ছুটছে ছোকরা, দ্রুত চলে যাচ্ছে দূরে।

অনুসরণ করতে গিয়েও থেমে গেল বেনন, গাছের আড়াল থেকে অ্যাম্বুশ করতে পারে বাউয়ি।

সতেরো

নিস্পন্দ কিরবিকে দেখল বেনন। চিরঘুমে তলিয়ে গেছে মানুষটা। পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারল ও, কী পরিমাণ একাকিত্ব আর অসহায়তা বুকে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে গেছে খর্বকায় কাউবয়। আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখলে বলতে হয়, খারাপ মানুষ ছিল কিরবি, সে যে মারা গেছে তাতে সমাজের কোনও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু মানুষটা মারা যাওয়ার সময় ভাবছিল ছোট্ট একটা মিষ্টি মেয়ের কথা,

যে-মেয়ে লাল হেয়ার ব্যান্ড পরে স্কুলে যেত। যে-মেয়েকে আদর করতে পারেনি কিরবি কখনও, বাবা বলে নিজের পরিচয় দিতে পারেনি, সর্বক্ষণ জ্বলেছে মর্মবেদনায়। প্রাপ্য সম্মানটুকু মন থেকে দিল বেনন কিরবিকে, তারপর মন থেকে মুছে ফেলল ওকে। গম্ভীর হয়ে আছে চেহারা। মস্ত একটা দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা। লরা সিম্পসনের দায়িত্ব। ভবঘুরে মানুষ ও, কীভাবে রাখবে ও কিরবির শেষ অনুরোধ? পরেরটা পরে ভেবে দেখা যাবে, আগে বেরোতে হবে এই ফাঁদ থেকে। সুড়ঙ্গের দিকে পা বাড়াল বেনন, বুঝতে পারছে নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে গুলির শব্দে।

গুহামুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে জুডিথ, ব্র্যান্ডন আর এডি। 'কিরবি আর নেই,' মৃদু স্বরে জানাল বেনন।

চেয়ে আছে নিশ্চুপ জুডিথ, চিন্তান্বিত কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত। ব্র্যান্ডনকে বিস্মিত মনে হলো না। জানতে চাইল, 'বাকি গুলির আওয়াজগুলো?'

'ওটা বাউয়ি, মনের কথা বলেছে এতদিনে,' বিড়বিড় করল বেনন। 'আমাকে খুন করতে না পেরে পালিয়েছে নিজেই।'

'কুত্তাটা,' দাঁতে দাঁত চেপে গাল পাড়ল এডি, 'আমাদের ধরিয়ে দেবে!'

'ক'টা বাজে?'

'তিনটার বেশি,' জানাল ব্র্যান্ডন।

'গুলির আওয়াজে এমনিতেই আমাদের অবস্থান জেনে গেছে ওরা,' বলল বেনন। 'তা ছাড়া, কিরবিকে যে মেরেছে, সে জানে আমরা এখানে আছি। শিগ্‌গিরই ক্রো ট্র্যাকের লোকরা চলে আসবে এখানে। সন্ধে হতে এখনও চার ঘণ্টা বাকি। ব্র্যান্ডন, সিমন্সকে কখন সরানো যাবে?'

'আগামীকাল, হয়তো... তবে বয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকে।'

গুহার ভেতরে ঢুকল বেনন, প্রায়ান্ধকারে চোখ সইয়ে নিল। বিষণ্ন ফ্যাকাসে চেহারায় চেয়ে আছে সিমন্স।

'কে যেন কিরবিকে গুলি করে মেরেছে। এদিকে পালিয়েছে বাউয়ি।'

'গুলির শব্দ শুনেছি,' ফিসফিস করে বলল সিমন্স, বসতে চেষ্টা করে শুয়ে পড়ল আবার। ঘন ঘন অনিয়মিত শ্বাস ফেলছে। তিক্ত স্বরে বলল, 'এরচেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল ছিল।'

সিমন্স কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে হতবাক হয়ে গেল বেনন। সিমন্সের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে পুরোপুরি সত্যি কথা বলেনি ডাক্তার।

'বেনন,' দুর্বল স্বরে বলল সিমন্স, 'আমাদের আর কোনও আশা নেই। আমার মনে হয় পাস রোড ধরে চলে যাওয়া উচিত তোমার। বাঁচার সুযোগ তো পাবে।'

হাসল বেনন। 'শ্যন কর্নি সহজে কিছু বোঝার লোক নয়, এটাই আমাদের ভরসা। দাঁতে দাঁত চেপে তোমাকে টিকে থাকতে হবে, সিমন্স।'

'বুঝলাম না।'

জবাব না দিয়ে গুহামুখের কাছে চলে এলো বেনন, দেখল রোদে জুডিথ আর ডাক্তার ব্র্যান্ডনকে দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় যেন গেছে এডি। ভ্যাপসা গরম,

বাতাস নেই। দিনটা দীর্ঘ, ক্লান্তিকর। নির্জন এই এলাকায় গা ছমছমে একটা পরিবেশ বিরাজ করছে। জুডিথ আর ডাক্তার, দু'জনই ভীত। চেহারা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করলেও সফল হচ্ছে না ব্র্যান্ডন। জুডিথের দু'চোখে গভীর ছাপ ফেলেছে দুশ্চিন্তা। ব্র্যান্ডনকে বলল বেনন, 'আজকে রাতটা তোমাদের আমি সময় দিচ্ছি... অন্তত চেষ্টা করব সাধ্যমত। তারপর কী হবে জানি না, কাজেই সিমন্সকে সরিয়ে নিতে হবে।'

'ওকে সরাব কীভাবে?' হতাশ স্বরে জানতে চাইল ডাক্তার। 'মাটিতে ছেঁচড়ে আধমরা করা একটা মুমূর্ষু বেড়ালের মতো দুর্বল ও।'

অস্বস্তিবোধ দূর করতে চেষ্টা করল বেনন। কথাটা অবিবেচকের মতো শোনাবে জেনেও বলল, 'নিজের সিদ্ধান্ত ওর নিজেকেই নিতে হবে। সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। আজকের রাতটা তোমাদের সময় করে দেয়ার চেষ্টা করব আমি।'

'কীভাবে?'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে, তবু বলছি শোনো। অন্ধকার নামতেই ওকে তোমরা সরিয়ে নেবে। শ্যন কর্নি আশা করবে পাহাড়ের আরও ওপরের দিকে যাবে তোমরা, কাজেই আসলে যেতে হবে উল্টোদিকে। যতটা জানি, টেড লসনের রানশহাউস এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে। শ্যন কর্নি ভাবতেও পারবে না, ওর হাতের মুঠোয়, মরগান টাউনের অত কাছে সিমন্স থাকতে পারে।'

'তা হয়তো ভাববে না, কিন্তু...'

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি পোকার খেলোয়াড়, ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত,' কাটা কাটা স্বরে বলল বেনন। বিরক্ত বোধ করছে, সেই সঙ্গে বুকে জাগছে অসহায়তা, ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল ও ঘোড়ার দিকে। বেননকে ডাকল জুডিথ, কিন্তু শুনল না বেনন, চলার গতি আরও দ্রুত হলো ওর। ঘোড়াগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এডি, কিছুটা উদ্দেশ্যহীন দেখাচ্ছে তাকে। ঘোড়ার পিঠে চেপে এডির দিকে তাকাল বেনন, বলল, 'এডি, সন্ধের পর উত্তর দিকে যদি গোলাগুলির আওয়াজ পাও, তা হলে বুঝে নেবে আমি তোমাদের সংকেত দিচ্ছি, তোমরা সরে যাবে এখান থেকে।' আবার ডাকছে জুডিথ, শুনতে পেল বেনন, নদীর পাড় বেয়ে দৌড়ে আসছে মেয়েটা। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বেনন, ঝোপ ভেঙে নেমে গেল ট্রেইলে, স্পিডির গতি আরও বাড়াল।

দুশো গজ গিয়ে বনের ভেতর ঢুকল ও। ফিরে এলো গোপনে, কিরবিকে কবর দিল। লোকটার এটুকু অন্তত প্রাপ্য ছিল। কাজটা সেরে রওনা হলো আবার। সামনে একটা রিজ, ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে জমি, ওটা পেরলে পাস রোড। সেদিকে চলল বেনন। রিজের কোথাও কোথাও ঢাল কম, সেখান দিয়ে কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে জ্বলজ্বলে সূর্যটাকে, পশ্চিমে হেলে পড়েছে, কিন্তু উত্তাপ কমেনি এখনও। ডানদিকে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, কলকল ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে। সিমন্সদের ছেড়ে আসার বিশ মিনিট পর সামনে একটা ট্রেইল পেল ও, আবছা অন্ধকারে বনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে। খানিক আগে এপথে

গেছে কয়েকজন, ভেজা মাটিতে ছাপ দেখে বুঝতে পারল ও। ট্রেইলটা পার হয়ে আকাশে মাথা তোলা রিজের আরও দুর্গম এলাকায় ঢুকল বেনন।

কিরবি যেখানে খুন হয়েছে, সেখান থেকে এক মাইল সরে এসে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এলো কার্টহুইল, পাস রোডের ট্রেইল ধরল। পরবর্তী গুলিগুলোর আওয়াজ পেয়েছে সে, কিছুটা অবাক হয়েছে, চিন্তিত হয়নি, নিজেকে নিরাপদ লাগছে এখন, আশপাশেই আছে শ্যন কর্নির লোকজন, হন্যে হয়ে সিমন্সদের খুঁজছে ওরা। নিজেরাই মহাবিপদে আছে সিমন্সরা, সে-ভয় নেই যে, ওকে ধাওয়া করবে। স্যাডলে কুঁজো হয়ে ধীরেসুস্থে চলেছে কার্টহুইল, গভীর ভাবে চিন্তিত, ঘোড়াটা যাতে স্পারের খোঁচায় ব্যথা না পায়, সেজন্যে পায়ের গোড়ালি বাইরের দিকে রেখেছে। ছোটখাটো মানুষটার বিবেক আছে, মানুষটা সে কল্পনাপ্রবণও, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল হতে সে জেম কর্নির অনুসারী, কাজেই কিরবির মৃত্যু তাকে সরাসরি আঘাত দেয়নি। বিশ বছর হলো জেম কর্নির কথাই তার কাছে আইন, সে-আইন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে চলতে পেরে সে গর্বিত। জেম কর্নি কষ্ট পেয়েছিল এই কিরবির জন্যে, কাজেই কিরবি ছিল শত্রুদের একজন। জেম কর্নির ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রবল, সে কার্টহুইলকে বলেছে কিরবিকে খুঁজে বের করে খুন করতে, কাজেই কার্টহুইল কর্তব্য পালন করতে ছুটেছে। ওর আনুগত্য অনেকটা এশিয়ানদের মতো। সেই সঙ্গে ওর রয়েছে জন্মগত নিষ্ঠুরতা, যেটা ওকে পরিণত করেছে অমোঘ এক মারণাস্ত্রে। কার্টহুইলের কাছে জেম কর্নি মানেই ঈশ্বর, যার আদেশ অলঙ্ঘ্য।

শ্যন কর্নি পাস রোডের কাছে নিজের অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার করেছে। সেদিকেই চলেছে কার্টহুইল। তবে সামনের একটা রিজে উঠল সে, যাতে পেছন দিকের ট্রেইলটা দেখতে পায়। পেছনের আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকা তার সার্বক্ষণিক একটা অভ্যেস। রিজের চুড়োয় থেমে এক মাইলেরও কম দূরত্বে একদল লোককে দেখতে পেল সে পাস রোডে। তারা ছাড়াও আরও লোক আসছে। কোনও কোনও ছোট দল পাস রোড ছেড়ে এগোচ্ছে সিমন্সদের খুঁজতে। শ্যন কর্নির প্রতি কোনও আনুগত্য নেই কার্টহুইলের, সমালোচকের চোখে কর্মব্যস্ততা দেখল সে। লোকগুলো ভুল করছে, তাড়াহুড়োয় ধুলো উড়িয়ে ধোঁয়ার গন্ধ ঢেকে দেবে। চোখ সরাল কার্টহুইল, দেখল তার ফেলে আসা ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে এক অশ্বারোহী, আসছে শ্যন কর্নির ক্যাম্পের দিকে। লোকটার দিকে হয়তো মনোযোগ দিত না কার্ট, কিন্তু সে আসছে অত্যন্ত সাবধানে, ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে, অতি ধীরে। মাঝে মাঝেই থামছে, দেখে নিচ্ছে চারপাশ, তারপর এগোচ্ছে আবার। শ্যন কর্নির কোনও লোক এতো ভয় নিয়ে এদিকে আসবে না। লোকটা আরও কাছে আসতে ঘোড়াটার দিকে মনোযোগ দিল কার্ট। এই দূরত্ব থেকে ঘোড়া কাদের সেটা চেনা সহজ হবে। এই এলাকার সমস্ত ঘোড়ার গড়ন, চলন, উচ্চতা, আকৃতি আর রং তার নখদর্পণে। মুহূর্তখানেক লাগল না কার্টের ঘোড়াটাকে চিনে ফেলতে। ওটা ফ্রেড বাউয়ির মুক্তো রঙা লম্বাটে গেল্ডিং।

চোখ সরু করে সতর্ক হয়ে তাকাল কার্টহুইল। বুঝতে পারল, বাউয়ি কী করতে চাইছে। কোনও দিনই বাউয়ির বিশ্বস্ততা বলে কোনও কিছু ছিল না, স্থান ছিল না সম্মানী মানুষদের মাঝে। জেম কর্নির আদেশ স্মরণ করল কার্টহুইল, সেই সঙ্গে ভাবতে শুরু করল সে নিজে কী চায়। সিদ্ধান্তে আসতে দেরি হলো না। রিজ থেকে নেমে এলো কার্টহুইল, পথের এক ধারে ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকল। বাউয়ি যখন একটা বাঁক ঘুরে দেখা দিল, পথের মাঝে সরে এসে চুপ করে তাকিয়ে থাকল সে।

কার্টহুইলকে দেখে স্যাডলে ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে বসল বাউয়ি। পঞ্চাশ ফুট দূরে সে, এক মুহূর্তের জন্যে কার্টহুইলের মনে হলো এই বুঝি তিন কোনা চেহারার রুগ্ন ছোকরা ভয় খেয়ে ঘোড়া নিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ডাক দিল কার্টহুইল, 'যাচ্ছ কোথায়, ফ্রেড?'

থতমত খেল ফ্রেড। 'কার্টহুইল, আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম।'

'নিশ্চয়ই,' বলল কার্টহুইল, 'তবে ভুল জায়গায় চলে এসেছ তুমি।'

শরীর টানটান করে বসে আছে ফ্রেডি, বিপদের জন্যে তৈরি, সন্দেহ করছে, বিপদ আসতে পারে। কিন্তু মনের কোণে আশা উঁকি দিচ্ছে বলে পালাতে দেরি করছে সে। শ্যন কর্নির চাকরি পেলে মন্দ হয় না। আর নেহাত যদি কার্টহুইলের সঙ্গে লড়তেই হয়, সে আছে সুবিধেজনক অবস্থানে। হ্যাট কপালের ওপর টানা না থাকায় কার্টহুইলের চোখে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। তার জানা নেই কত অভিজ্ঞ লোক কার্টহুইল, ঠিকই ফ্রেডের হাতের আড়ষ্ট পেশির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সে। ছোঁড়ার ওপর একফোঁটা বিশ্বাস নেই তার।

কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ধাতে নেই ফ্রেডের, সামনাসামনি লড়ার সাহস নেই, কাজেই সে চট করে বলে ফেলল, 'যথেষ্ট হয়েছে এখানে, চলে যাচ্ছি আমি এখান থেকে।'

'সেক্ষেত্রে বরং অন্যপথে যাও,' পরামর্শ দিল কার্টহুইল। 'দেখতে পেলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।'

'নিজেরটা আমি ভালই বুঝি। কথা আছে আমার শ্যন কর্নির সঙ্গে।'

কিছু বলল না কার্টহুইল, বিষণ্ন তার চেহারা, কিছুটা নির্বিকার, মনের মাঝে কী চলছে বোঝার কোনও উপায় নেই।

'বেনন কোথায় জানতে চাও?'

'তোমার বলার এত উৎসাহ কেন?'

'জানতে চাও না?' লোভ দেখাতে চাইল ফ্রেডি, অজান্তেই এদিক ওদিক তাকাল। ক্রমেই বিচলিত হয়ে উঠছে সে। কার্টহুইলের লম্বাটে হিংস্র মুখটা ফ্যাকাসে, বিরক্ত দৃষ্টিতে দেখছে ফ্রেডিকে। ফ্রেডি হড়বড় করে বলে উঠল, 'মাত্র তিন মাইল দূরে নদীর পাড়ে আছে ওরা, পুরোনো নদীখাদে যে গুহাটা আছে, সেখানে।'

'তা হলে হ্যারল্ড সিমন্সকে বিকিয়ে দিচ্ছ তুমি? বাহ্, ফ্রেড, বাহ্! যার খেয়েছ পরেছ, তার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা? ভাল, ফ্রেড, খুব ভাল!'

'বেনন ওখানে আছে,' কথাটা ঘৃণার সঙ্গে ওগরাল ফ্রেড।

ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল কার্টহুইলের, ফ্রেডকে সে যতই অপছন্দ করুক, মানুষের পাপ আর দোষ বিচার করে ধীরেসুস্থে স্থির রায়ে আসে সে, এটাই তার স্বভাব। কিন্তু অন্নদাতার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে আর সবার মতোই অন্তর থেকে ঘৃণা করে সে। এই ছেলেকে সিমন্স বিশ্বাস করেছিল, আজ তারই সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে ছেলেটা! এত নরম কণ্ঠে কথাটা বলল কার্টহুইল যে, সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ফ্রেডির।

'ফ্রেডি, শেষবিচারের দিন তোমার বদলে আমি হলে মুখ দেখাতে পারতাম না ঈশ্বরের কাছে।'

একটু থমকে কার্টহুইলকে দেখল ফ্রেড। ঢোক গিলল বার কয়েক, তারপর সাহসী একটা ভাব দেখিয়ে বলল, 'তুমি জেম কর্নির লোক হলেও শ্যান কর্নির বন্ধু নও, কথাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। আমি যাচ্ছি, এমন কারও কাছে যাব, যাকে বললে কথাটা শ্যান কর্নির কানে পৌঁছুবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' অন্তরের ঘৃণা গোপন করে বলল কার্টহুইল।

ভঙ্গুর একটা থমথমে নৈঃশব্দ নেমে এলো। বাউয়ি চাইল পথ থেকে সরে যেতে, কিন্তু গত দশ সেকেন্ডে পরিস্থিতি এমনই খারাপ মোড় নিয়েছে যে, নড়তে ভয় পেল। বোকা নয় ফ্রেড, ঠিকই খেয়াল করেছে কীরকম স্থির হয়ে গেছে কার্টহুইল। মুখটা গম্ভীর, চোখ দুটোতে নিষ্ঠুর দৃষ্টি।

রাশে টান দিয়ে ঘোড়াটাকে পিছিয়ে নিল ফ্রেড, পিছু হটল ঘোড়া, তারপর একটা ঝোপে পা আটকাতেই থেমে দাঁড়াল। কার্টহুইলের দিকে পিছু ফেরার সাহস নেই ফ্রেডের, হাল ছেড়ে দিতে গিয়েও প্রায় খেপে উঠল সে। খেঁকিয়ে বলল, 'কার্টহুইল, পথ ছাড়ো।'

'নিশ্চয়ই,' বলে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিল কার্টহুইল। একই সঙ্গে হাত নামিয়ে দিল অস্ত্রের দিকে, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো হাতে উঠে এলো সিক্সগান। দয়া-মায়া নেই কোনও, পরপর তিনটে গুলি করল। তিনবার ঝাঁকি খেল ফ্রেডের পলকা দেহ, তৃতীয় গুলিটা যখন বুকে ঢুকল, অস্ত্র বের করার চেষ্টা করল ফ্রেড, গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়, অস্ত্র তুলেও আনল খানিকটা, তাক করার চেষ্টা করল, তারপর মারা গেল হঠাৎই। দেহটা কাত হয়ে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

ফ্রেড বাউয়ির শিথিল ভাবে পড়ে থাকা দেহটা একপলক দেখল কার্টহুইল। পাহাড়ে টিলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এখনও তার গুলির আওয়াজ, বাড়ি খেয়ে সে-আওয়াজ ফিরে ফিরে আসছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ব্যবহৃত কার্তুজগুলো ফেলে দিয়ে তাজা কার্তুজ ভরে অস্ত্রটা খাপে পুরে রাখল কার্টহুইল, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেল পাস রোডের দিকে।

পাস রোডে দেখা হয়ে গেল আর্নল্ড আর শ্যান কর্নির সঙ্গে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুই রানশার, তাদের ঘিরে আছে একদল অশ্বারোহী, এখনই রওনা দেবে। প্রায় সবকয়জন বড় রানশারের লোকই এখানে সমাবেত। রয় ডিকেন্স আর রয় ডিকেন্সের লোকজন গেছে সিমন্সদের খুঁজতে।

'গুলির আওয়াজটা কীসের?' কার্টহুইলকে সামনে পেয়ে কর্তৃত্ব ফলানোর সুরে জানতে চাইল শ্যন কর্নি।

'মনে তো হলো খানিক দূরে আওয়াজটা হয়েছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল কার্টহুইল, দিগন্তের কাছে নেমে আসা সূর্যের আলো থেকে বাঁচতে চোখের সামনে হাত তুলল।

'ছিলে কোথায়?'

'এমনি ঘুরছিলাম।'

'সন্দেহজনক কিছু দেখেছ?'

'না,' বলল কার্টহুইল, 'কিচ্ছু দেখিনি।'

অবিশ্বাসের চোখে কার্টহুইলকে দেখল শ্যন কর্নি। জঙ্গলের ভেতর থেকে রাইডাররা বেরিয়ে আসছে, গুলির শব্দ শুনে খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে উপস্থিত হচ্ছে এখানে।

'আমি যাচ্ছি,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে গা ছাড়া ভাবে কথাটা বলল কার্টহুইল।

'না, থাকো এখানে!' চাঁছাছোলা গলায় আদেশ করল কর্নি।

অপমানিত হয়ে ঝট করে ঘুরল কার্টহুইল। পাস রোডের দক্ষিণে সবুজ গাছে ছাওয়া টিলা, বেশ উঁচু; সেই টিলার চূড়োর ওপর থেকে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। ঘোড়াগুলো এগোচ্ছে। লোকগুলো উত্তেজিত, নতুন উদ্যমে ঝোপের দিকে যাচ্ছে সিমন্সদের খুঁজতে। হঠাৎ করেই টিলার ওপর থেকে রাইফেলের গুলি শুরু হলো। রাস্তার ধুলোয় নাক গাঁথছে একের পর এক দূরপাল্লার বুলেট। বাতাসে মেঘের মতো উড়ছে ধুলো, বৃষ্টির ফোঁটা পানিতে পড়ে যেমন ছিটকে ওঠে, তেমনি করে ধুলো ছিটকে উঠছে। বুলেট যখন সরাসরি গাঁথছে, ভোঁতা আওয়াজ তুলছে, যখন পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিদঘুটে একটা আওয়াজ হচ্ছে। গুলি পড়ছে অগ্রসরমান রাইডারদের সামনে, কাউকে লক্ষ্য করে নয়। একই জায়গায় আঘাত হানছে বুলেটগুলো, কাউবয়দের দিকে এগিয়ে আসছে না। আশ্রয় নেয়ার আগে ব্যাপারটা খেয়াল করল কার্টহুইল, খেয়াল করল, এবং ভেবে দেখল। পিছিয়ে ঝোপের আড়ালে সরে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সবাই। শ্যন কর্নির গলা চাবুকের মতো হিসিয়ে উঠল। 'এখানে এসো সবাই! রাস্তা থেকে সরে এসো!'

নিয়মিত বিরতি দিয়ে গুলি চলছে একটানা, মনে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছে কেউ। কাউবয়রা পিছিয়ে আসায় গুলির লক্ষ্যও এগিয়ে আসছে। এখন ঝোপের পাতা ছিঁড়ছে গুলি, গাছের ছালে আঁচড় কাটছে। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে কাত হয়ে পড়ে গেল একটা ঘোড়া, আগেই লাফ দিয়ে নামলেও হুমড়ি খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ল আরোহী।

রাসেল আর্নল্ডের স্বভাবটা উগ্র, গুলির ভয়ে মাথা নিচু করে নিচ্ছে সে, আবার একই সঙ্গে দু'হাত তুলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। গালাগাল দিচ্ছে নিজের লোকদের, এগিয়ে যেতে বলছে। ফাঁকে ফাঁকে শ্যন কর্নিকে বলছে, 'ওরা! শ্যন! ওরা! ঈশ্বর, এবার ওদের মুঠোয় পেয়েছি।'

টিলায় নজর বুলানোর ফাঁকে বিরক্ত হয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় ধমক দিল শ্যন

কর্নি, 'চুপ! একদম চুপ!' রাগে তার রোদে পোড়া দেহ আরও লাল হয়ে গেছে। নাকের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে একটা বুলেট বেরিয়ে যেতেই ধীরেসুস্থে কাছের গাছটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল সে, একপাশ থেকে উঁকি দিয়ে চোখ বোলাল সবুজ টিলার ওপর। এখান থেকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, কাজেই সরে রাস্তার কিনারায় চলে এলো সে, একটা হ্যাজেল ঝোপের পেছনে বসে ঘন পাতা ফাঁক করে উঁকি দিল, তারপর ডাকল রাসেল আর্নল্ডকে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসল আর্নল্ড। 'খেয়াল করে দেখো,' বলল কর্নি, 'ধোঁয়া দেখতে পাবে।'

'পাচ্ছি।'

আবার গাছের পেছনে ফিরে এলো শ্যান কর্নি। হঠাৎ করেই মনে তৃপ্তি বোধ করছে সে, উৎসুক হয়ে উঠেছে। 'দেখা না দিয়ে এই রাস্তা পার হতে পারবে না ও। আর্নল্ড, টিলার পেছনে গিয়ে ওদিক থেকে ওকে আটকে ফেলো।'

'ওকে?'

'ও একা। ও বেনন। ও-ই করছে কাজটা। অ্যাই, সবাই এখানে এসো।'

কার্টহুইল এদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছে। শ্যান কর্নির নির্দেশে দ্রুত মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই। একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে কর্নি। আর্নল্ড তার লোকদের নিয়ে ঝোপের আড়াল দিয়ে টিলার দিকে এগোল, তারপর রাস্তা পার হলো ঝড়ের গতিতে। নিজের ঘোড়ার দিকে ছুটে গেল শ্যান কর্নি, ভাব দেখে মনে হলো, উৎসুক হয়ে আছে মজা লুটে নিতে। রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকল যখন, দশজন রাইডার তার পাশে পাশে ছুটছে। বাকি যারা রয়ে গেছে, তারা কার্টহুইলের কাছ থেকে সরে আড়াল নিয়ে ব্রিজের দিকে চলল। নির্বিকার স্যাডলে বসে আছে কার্টহুইল, শুনছে ক্রো ট্র্যাক রাইডারদের হুলস্থুল। ওরা গাছের মাঝ দিয়ে টিলায় উঠছে। ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল কার্টহুইল। টিলায় নিজেদের ডাকাডাকি করতে করতে উঠছে কাউবয়রা। একাকী রাইফেলধারী গুলি থামাল, তবুও গুলিবর্ষণের শব্দ স্থির বাতাসে ভেসে থাকল কিছুক্ষণ। সূর্যটা টুপ করে ডুবে গেল দিগন্তে, আকাশ থেকে বিদায় নিল সোনালী কিরণ, সন্ধের নীল বর্ণ ছড়িয়ে পড়ছে ভাঙাচোরা জমিতে। কার্টহুইল সিগারেট টানতে টানতে ডুবে গেল নিজের চিন্তায়। একবার মৃদু হাসল। সহজে হাসে না কার্টহুইল।

রিজের ওপরে, মাত্র আধমাইল দূরে বেনন দেখল রাসেল আর্নল্ডকে, দলবল নিয়ে টিলা পেঁচানো ট্রেইলটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা। একটু পরই আরেকদল রাইডার রাস্তা পার হলো। সরাসরি ওর দিকে, টিলায় উঠে আসছে! কেন লোকগুলো দু'দিক দিয়ে এগোচ্ছে বুঝেও একটা গাছের গুঁড়ির পেছনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বেনন। সূর্যটা ডুবে গেছে। নীলচে আঁধার নেমে আসছে সন্ধের আকাশে, পাহাড়ি এই বুনো অঞ্চলে, পাহাড়ি ঢালে। শ্যান কর্নির যোদ্ধারা ঝোপ আর গাছের ফাঁক দিয়ে ক্রল করে উঠে আসছে, দেখা যাচ্ছে না তাদের, তবে

কেউ অসতর্ক হলে শুকনো পাতা ভাঙার মুচমুচে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওদিক থেকে উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, মৃদু বাতাসে প্রতিধ্বনি ভেসে থাকছে কিছুক্ষণ। নীচে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, ম্লান হলুদ; এঁকেবেঁকে মরগান টাউনের দিকে গেছে। টিলার গোড়ায়, বেননের প্রায় সরাসরি নীচে নদীর ওপর ধূসর ব্রিজটা। পেছন দিকে কয়েকশো গজ দূরে নদীতে নেমে মিশে গেছে টিলা। তবে রেকি করার সময় দেখেছে বেনন, টিলা ওদিকে এতই খাড়া যে, নামার কোনও উপায় নেই। টিলা থেকে নামতে হলে হয় ওকে নদীর দিক দিয়ে নামতে হবে, না হলে টিলার দক্ষিণ দিক দিয়ে। ব্রিজের দিকটা ওর জন্যে বন্ধ, জানে বেনন, ঝোপের মধ্যে মাঝে মাঝেই এক লোককে নড়তে দেখেছে ও। ব্রিজের কোনায় পাহারায় আছে আরেকজন লোক। টিলার উল্টোপাশ দিয়েও পিছু হটা যাবে না, কারণ দ্রুত উঠে আসছে র‍্যাসেল আর্নল্ড, ছড়িয়ে পড়েছে তার লোকরা, খুঁজছে ওকে, নিশ্চয়ই ওদের ওপর আদেশ আছে, দেখতে পেলেই নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।

ব্রিজের কোনায় যে লোকটা আছে, ইচ্ছে করলে তাকে গুলি করা যায়। যদিও তার গুলি বেশ খানিকটা দূরে পড়ছে, লোকটা তার আড়াল ছেড়ে বেননের অবস্থান আন্দাজ করে গুলি করছে। এগিয়ে আসছে শ্যন কর্নির লোকরা, তাদের অনিচ্ছায় করা শব্দ আরও কাছিয়ে আসছে। গাছের কাণ্ডের কাছ থেকে সরে গিয়ে একটা খাদ ধরে কিছুদূর নেমে এলো বেনন, ঘোড়ার পিঠে চেপে নামল আরও। গাছে ভরা টিলায় রহস্যময় ছায়া ঘনাচ্ছে। একাকী একটা কয়োট প্রলম্বিত চিৎকার ছাড়ল। করুণ একটু হাসল বেনন, নিজেকেও ওর মনে হলো ওই কয়োটের মতোই নিঃসঙ্গ। হয়তো ওই কয়োটের মতোই নিভৃতে মরবে ও, অথবা মরবে একটু পরেই। তাতে কি সত্যি কারও কিছু যাবে আসবে? কেউ কি ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে? চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল বেননের, আপন মনে দুঃখ ভরে মাথা নাড়ল। নিজের কেউ নেই ওর। একান্ত আপন বলে কেউ নেই।

জুডিথ আর সিমন্সকে দেখতে পেল মনের পর্দায়, মনটা শক্ত করে নিল বেনন, এখানে একটা কাজে এসেছে ও, কাউবয়দের ব্যস্ত রাখতে হবে, সরে যাবার সময় দিতে হবে সিমন্সকে। এখন পর্যন্ত মোটামুটি সফল হয়েছে ও।

খাদটা এতোই খাড়া হয়ে গেল যে, সরে যেতে বাধ্য হলো বেনন, বামদিক দিয়ে নদীর দিকে চলল, এখনও পাইনের বনের ভেতর দিয়ে নামছে। পনেরো মিনিট পর অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো, যদিও পশ্চিম দিগন্তের কাছে ম্লান আলো বিলাচ্ছে বাঁকা একটা চাঁদ। আবছা রুপোলি আলো এমনই যে, চোখে ধাঁধা লাগে, কাছে-দূরের পার্থক্য সহজে বোঝা যায় না। টিলার গোড়ায় প্রায় নেমে এসেছে ও, এমন সময় কাছে চলে এলো রাসেল আর্নল্ডের দল।

কাছেই মৃদু শব্দে ধীর লয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী। অব্যবহৃত একটা পরিত্যক্ত ট্রেইল ধরে নুড়ি পাথরে ভরা নদীর পাড়ে চলে এলো বেনন। ওই পাড়টা দেখা যাচ্ছে ছায়া ছায়া, যেন একটা কালো দেয়াল। পানি এতো কম গতিতে বইছে যে, বেনন বুঝল, নদী এখানে খুবই গভীর, পারাপারের জন্যে সুবিধেজনক নয় নদীর ভাটির দিকে যাওয়ার ইচ্ছে ওর, ওদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল উঁচু, কালো একটা

থামো। বিপদের সম্ভাবনা আছে ওখানে। ঝোপের মধ্যে ঘোড়াটাকে রেখে পায়ে হেঁটে নদীর পাড় ধরে সাবধানে এগোল ও, কালো কাঠামোর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখল, ওটা রিজের একটা অংশ, সামনে বেড়ে নদীর বুকে খাড়া ভাবে নেমে এসেছে। এগোতে হলে নদীতে নেমে সাঁতরে এগোতে হবে।

চিন্তা করে দেখল বেনন, এ ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। নদীর উজানে যাওয়ার অর্থ শ্যন কর্নির লোকদের সুড়ঙ্গের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। ওকে সাঁতরে ভাটির দিকেই যেতে হবে, পার হতে হবে ব্রিজ আর ব্রিজে পায়চারীরত প্রহরীকে। ব্যাপারটা মনের আনন্দে সাঁতরানোর মতো ব্যাপার নয়, কাজেই বিরক্ত চেহারায় নদীতে নামল বেনন। কাঁধ পর্যন্ত ডুবতেই স্রোতে হড়কে গেল পা, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে সাঁতরাতে শুরু করল ও।

রাস্তায় আগুন জ্বেলেছে ওরা, যাতে কিছুতেই ওদিক দিয়ে পালাতে না পারে বেনন। রিজটা ঘুরে এগোতেই ও দেখতে পেল, আগুনের আলো পানির ওপর এসে পড়েছে। জায়গাটা পার হবার সময় ডুব সাঁতার দিয়ে এগোল ও, দম ফুরাতে বাধ্য হয়ে উঠে এলো যখন, দেখল ব্রিজের তলায় চলে এসেছে। ওপরে বুটের শব্দ তুলে পায়চারী করছে শ্যন কর্নির লোকজন। পানির আওয়াজ বাড়ছে, দু'পাশ থেকে পাথুরে দেয়াল চেপে আসায় সামনে সরু হয়ে গেছে নদী, স্রোত গেছে বেড়ে। জলপ্রপাত! আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল বেননের, ব্রিজটা একটু পিছিয়ে যেতেই দ্রুত হলো পা ছোঁড়ার গতি, প্রাণপণে তীরের দিকে চলল। পায়ের নীচে মাটি পেল কিছুক্ষণ পর। শেষ পর্যন্ত তীরে উঠল, হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো। রাস্তা থেকে দুশো গজ দূরে এখন ও, আগুনের আলো এখানে পৌঁছেনি, ঘন হয়ে জন্মানো উইলো বনের ভেতর কালি গোলা ঘুটঘুটে আঁধার।

গাছের ধারে বসে বুট জুতো খুলে ভেতরের পানি ঝেড়ে ফেলল ও। পরপর তিনটে গুলির আওয়াজ হলো, পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে মিলিয়ে গেল আওয়াজগুলো। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে শ্যন কর্নির লোকদের। কে যেন গলা উঁচিয়ে 'জেনকিন্স!' বলে ডেকে উঠল। বনের ভেতর দিয়ে সরু একটা গেম ট্রেইল ধরে পাস রোডের দিকে ফিরে চলল ও। পাস রোড বিশগজ দূরে থাকতে নিচু হয়ে বসল। আগুনটা এখন ওর সরাসরি সামনে, ঝোপের মাঝে লুকিয়ে বসার চেষ্টা করলেও লালচে অস্পষ্ট আভায় লোকগুলোর আকৃতি দেখা যাচ্ছে।

এখানে কোনও ঘোড়া নেই। গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল ও, আগুন থেকে সত্তর ফুট দূরে পাইনের বনে, ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় ঘোড়া রেখেছে লোকগুলো। একটা ঘোড়া নাক ঝাড়তে সহজেই ঘোড়াগুলোর খোঁজ পেয়ে গেল ও। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে ওর মনে হলো, কেউ নেই ঘোড়ার পাহারায়। ওরা ভাবছে নিশ্ছিদ্র প্রহরা ভেদ করে বেননের আর মুক্তি নেই। রাস্তার ওপার থেকে শ্যন কর্নির ষাঁড়ের মতো মোটা গলা শুনতে পাচ্ছে ও, নিজের লোকদের ধমকাচ্ছে সে কড়া গলায়। ঘোড়াগুলোর কাছে চলে এলো বেনন, অন্যের ঘোড়া যখন এভাবে চুরি করতেই হচ্ছে, তো ভালটা নেয়াই ভাল, কাজেই বেছে ভালটা

খুঁজে বের করে নাকে হাত বুলিয়ে একটু বশ করে নিয়ে চেপে বসল স্যাডলে। ওর ধারণা ভুল ছিল, ঘোড়াটা দু'কদম এগোতেই ঝোপের ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো এক লোক, উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পাওয়া গেল ওকে?'

'পেয়েছিলে তুমি,' জবাবে বলল বেনন, দ্রুত গতিতে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে যেতে যেতে বলল, 'এই মাত্র হারালে তাকে।' পেছনে শব্দ শুনতে পেল, ঘোড়াচাপা পড়ার ভয়ে লাফ দিয়ে সরতে গিয়ে ধড়াস করে আছাড় খেয়েছে প্রহরী। হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে একটা গুলিও করল, কিন্তু বেননের ধারকাছ দিয়েও গেল না সে গুলি।

আগুনের ধারে যারা ছিল, ছুটে আসছে তারা, কী হয়েছে জানতে চাইছে চেঁচিয়ে। টিলার মাথা থেকে গর্জন ছাড়ল শ্যন কর্নি, 'হচ্ছে কী ওখানে!'

পাস রোডে পড়ে ঘোড়ার গতি আরও বাড়াল বেনন। আগুনের আলোয় আবছা দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু তবুও টার্গেট হিসেবে একেবারে মন্দ নয়! কাউবয়রা থেমে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ততক্ষণে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বেনন, ধারেকাছে ঝোপ আর মাটিতে নাক গুঁজল একাধিক বুলেট। কয়েকটা ঝোপ পার হয়ে বার দুয়েক বাঁক নিয়ে আবার রাস্তায় উঠে এলো ও, এখন আর রেঞ্জের মধ্যে নেই যে, বিপদ ঘটবে। দূর থেকে শ্যন কর্নির গলা শুনতে পেল, কাউবয়দের জড় করে ওকে ধাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে।

কার্টহুইল আগুনের ধারে বসে দেখল, বেনন উধাও হয়ে যাচ্ছে। আর সবাই একটানা গুলি ছুঁড়ে রাতের প্রশান্তি খানখান করে দিলেও কার্টহুইল গা নড়াল না। ঝোপঝাড় ভেঙে টিলার একপাশ দিয়ে নেমে এলো শ্যন কর্নি, লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে বেননকে ধাওয়া করার। সবই শুনল কার্টহুইল, আগুনের ধারে বসেই থাকল নির্বিকার চেহারায়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই ঘোড়ায় চাপল সে, চল্লিশ মিনিট পর দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে সে ক্রো ট্র্যাক রানশের লিভিংরুমে, রিপোর্ট দিচ্ছে জেম কর্নিকে, জানাচ্ছে দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছে সে।

কথা শেষ হবার পর এতোই চমকে গেল কার্টহুইল যে, জেম কর্নির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো সে। জেম কর্নির চেহারা থমথম করছে ঝড় পূর্ববর্তী মেঘঘন আকাশের মতো, চোখে ঝিলিক দিচ্ছে বিজলি।

'কার্ট,' মেঘগর্জনের মতো বলল বুড়ো জেম, 'বাকবোর্ড বের করো, মরগান টাউনে যাব আমি।'

আঠারো

দু'মাইল এগোনোর পরে ধাওয়াকারীদের আওয়াজ আর পেল না বেনন। দক্ষিণের ভাঙাচোরা জমির প্রান্তে একটা পরিত্যক্ত চিকন ট্রেইলের কাছে পৌঁছে গেল ও। ট্রেইলে নেমে থামল, এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। নিশ্চিন্ত হতেই টের

পেল, ঠাণ্ডা কাকে বলে। কাঁপতে কাঁপতে পূর্ণ মনোযোগ দিল, পেছনে কোনও আওয়াজ নেই। শ্যন কর্নি এখনও অনেক দূরে। এবার একটু ধীরেসুস্থে এগোল। এলাকাটা খুব কমই চেনে বেনন, ফলে অশ্বচালনার পুরো দক্ষতা কাজে লাগছে না। আন্দাজ দু'তিন মাইল পর ছোট একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুল। রাস্তা এখানে স্রেফ মিলিয়ে গেছে। এখানে এসে পুব দিকে বাঁক নিল ও, মাঠের সীমানায় পৌঁছে গাছের মাঝ দিয়ে পথ খুঁজে নিয়ে এগিয়ে চলল নদীর দিকে।

সামনে একাকী কোনও রাইডার থাকতে পারে, কাজেই পুরো সতর্ক হয়ে আছে বেনন, এগোনোর গতি কম। তবে ও আশা করছে, কৌশলটা কাজে দিয়েছে, সিমন্সকে খুঁজতে আসা সবাই এখন পাস রোডের দিকে সরে আসবে। নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলল বেনন, এক ঘণ্টা পর ঘন ঝোপঝাড় ভেঙে বেরিয়ে এলো নদীর পাড়ে। বাঁক নিল উজানের দিকে, পুরোনো নদীখাদে পৌঁছে চাঁদের দুর্বল রুপোলি আলো-আঁধারীতে থামল। নদী তীরের ঘন ঝোপের ওপাশেই আছে সিমন্সের আশ্রয়স্থল, সেই সুড়ঙ্গ। চাপা গলায় ডাক দিল বেনন।

দু'মিনিট পার হয়ে গেল, সাড়া দিল না কেউ। উঁচু পাড় বেয়ে সুড়ঙ্গের কাছে চলে এলো ও। বাতাসে পোড়া কাঠের হালকা গন্ধ, কিন্তু আগের মতো আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে না গুহামুখে। সুড়ঙ্গে ঢুকে বাঁক নিয়ে গাঢ় অন্ধকার দেখল বেনন, ডাকল একবার, 'সিমন্স!' পাথরের নিরেট দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে এলো ওর কণ্ঠ। ম্যাচের কাঠি জ্বালল। নুড়ি পাথরে ভরা মেঝেতে যেখানে আগুন জ্বালা হয়েছিল, সেখানে গোল দাগ, পড়ে আছে কাঠকয়লা। পাশেই যেখানে সিমন্সের বিছানা পাতা হয়েছিল, সে-জায়গায় কিছুটা সমতল হয়ে আছে নুড়ি পাথরের মেঝে। শূন্য গুহা খাঁ-খাঁ করছে।

পরিকল্পনা মাফিক টেড লসনের র‍্যানশে চলে গেছে সিমন্স, সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এলো বেনন, টেডের র‍্যানশহাউস লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল। ঢাল বেয়ে ধীর গতিতে নামছে। একসময় চলে এলো সেই মাঠে, যেখানে জুডিথ আর ও মুহূর্তের জন্যে নিঃসঙ্গ অশ্বারোহীকে দেখেছিল। মাঠ পেরিয়ে পাইনের বনে ঢুকল ও, ক্ষণিকের জন্যে জুডিথের কথা মনে আসায় দীর্ঘশ্বাস চাপল। বনের ভেতরে ট্রেইলে কারও থাকার কথা নয়, এগিয়ে চলল দুলকি চালে।

গা বেয়ে এখনও পানি ঝরছে ওর, রাতের মৃদুমন্দ শীতল বাতাসে কাঁপ ধরে যাচ্ছে। মনটা তিক্ত হয়ে আছে। শ্যন কর্নির হাত থেকে সিমন্সকে রক্ষা করার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। মেনে নিতে ইচ্ছে না হলেও, এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে, হেরে গেছে সিমন্স, ও নিজেও হেরে গেছে সেই সঙ্গে। র‍্যানশে আর ফিরতে পারবে না সিমন্স, আজকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সিমন্সকে শুধু ক্ষণিকের অনিশ্চিত নিরাপত্তা দিতে পেরেছে ও, টেড লসনের ওখানে হয়তো সেরে ওঠার সময় পাবে সিমন্স, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে হবে সিমন্সকে এই অঞ্চল থেকে। বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিল সিমন্স, ন্যায্য একটা কারণ ছিল তার, কিন্তু শ্যন কর্নির শক্তি বেশি, নিষ্ঠুর লোক সে, সুযোগ পেতেই সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে সিমন্সকে। একটা মাত্র উপায় হঠাৎ করে খেলে গেল ওর মাথায়, ছোট

রানশার যারা সিমন্সের মতো স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করতে চায়, তাদের যদি একতাবদ্ধ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, তা হলে হয়তো শেষ একটা চেষ্টা করে দেখা যাবে। কিন্তু তা কি সম্ভব? এদের কাউকে বলতে গেলে চেনেই তো না ও। শ্যন কর্নির লোকবল এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে ওদের, সিমন্সের সাহায্যে জোটবদ্ধ ভাবে ওরা এগিয়ে আসেনি, এখন ওর কথায় ছোট রানশাররা সব হারানোর ঝুঁকি নেবে কেন? কিন্তু মনের মাঝে পরিষ্কার এ-ও বুঝল ও, এখন আর পিছানোর কোনও উপায় নেই, সিমন্স বিশ্বাস রেখেছে ওর ওপর, সে বিশ্বাসের মর্যাদা না রাখতে পারলে নিজের কাছে একেবারেই ছোট হয়ে যাবে ও। এখানে যা ঘটবে তার শেষ দেখতে হবে ওকে – দরকার হলে জীবন দিয়ে হলেও বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে হবে।

একটা কাজ করতে পারে ও, যে-কাজ একজন সুদক্ষ বিবেচনাহীন নিষ্ঠুর আউট-ল করবে। রাতের আঁধারে বড় রানশারদের দুর্বল জায়গায় আঘাত হানা, গোলাগুলির মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি, বারবার আক্রমণ হেনে সরে যাওয়া, এই এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি, রাতে মানুষকে নির্ঘুম রাখা, দিনে মানুষের চলাফেরা বন্ধ করে দেয়া – মোট কথা, এই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের মাধ্যমে স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দেয়া। তাতে ভাল মানুষেরও ক্ষতি হবে, সাধারণ মানুষ কষ্টে পড়বে, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। এ-পথ কোনও ভাল মানুষের পথ নয়। বিবেকের গলা চিপে ধরে ওর পক্ষে এ-কাজ অসম্ভব। চিন্তাগুলো মাথা থেকে দূর করে দিল বেনন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সরাসরি বিরোধিতার পথ বেছে নেবে ও, কোনও গুপছুপের মধ্যে যাবে না। জংলা পথ শেষ হতে টেড লসনের রানশহাউসের কালো কাঠামো যেই-মাত্র দেখতে পেল, স্পষ্ট বুঝতে পারল, মাত্র একটা পথই খোলা রেখেছে শ্যন কর্নি ওর সামনে, মাত্র একটা পথ, যে-পথ ও গ্রহণ করতে পারবে আত্মসম্মান বজায় রেখে।

মনের মাঝে আবছা ভাবে জানত ও, এটাই হবে। ফলাফল যা-ই হোক, ওর পরিণতি যা-ই ঘটুক, সিমন্সের ভবিষ্যৎ যেমনই হোক না কেন, শ্যন কর্নির মুখোমুখি ওকে দাঁড়াতেই হবে। শ্যন কর্নি ওকে আবার আউট-ল বানিয়ে ছেড়েছে, এখন যদি পিছিয়ে যায়, তা হলে সারাজীবন আইন ওর পিছু ছাড়বে না, নিজের ছায়ার কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়াতে হবে শেষে। আরেকটা ব্যাপার, শ্যন কর্নিকে সবার সামনে কাপুরুষ বলেছে ও, এখন শ্যন কর্নি ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে জবাব দেয়ার জন্যে। ছোঁড়া তীর ফেরানো যায় না, যে-কথা বলা হয়ে গেছে, তার দাম রাখতেই হবে। ন্যায় হোক অন্যায় হোক, একটা গর্ব নিয়েই পুরুষমানুষ বাঁচে।

অন্ধকার বাড়িটার সামনে এসে আস্তে করে ডাক দিল বেনন।

'সিমন্স!'

ওখানেই অপেক্ষায় থাকল। অনুভব করল বাড়িতে কেউ নেই, কিন্তু কারণ বুঝতে পারল না। উঠোন পেরিয়ে একটা কুকুর ছুটে এলো ঘেউ ঘেউ করতে। আরেকবার ডাকল বেনন। 'সিমন্স!' তারপর কুকুরটাকে ভয় দেখিয়ে উঠানে চলে এলো। ঘোড়া থেকে নামতেই ওর চারপাশ ঘিরে চক্কর কাটতে শুরু করল

কুকুরটা, ভয় পাচ্ছে, আবার নিজের বাড়ি রক্ষা করার চিন্তা থেকে দাঁতও দেখাচ্ছে। বারান্দায় উঠে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিল বেনন, সাড়া না পেয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। ডোরপ্যানেলে গোঁজা আছে একটা চৌকো কাগজ। তৃতীয়বার ডাকল বেনন, ফাঁকা বাড়ির ভেতরে হারিয়ে গেল ওর কণ্ঠ। এবার ও নিশ্চিত হলো কেউ নেই এখানে। কাগজটা তুলে নিয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে কাঁপা আলোয় পড়ল। মাত্র একটা শব্দ লেখা রয়েছে: *'মরগান টাউন'*।

কাগজটা ওর জন্যেই রাখা হয়েছে, নাকি আর কারও জন্যে, সেটা নিশ্চিত হবার কোনও উপায় নেই। কাঠি পুড়ে শেষ হয়ে গেল, চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল্ বেনন, চিন্তিত এবং দ্বিধান্বিত। ঘরটা এখনও গরম, কিছুক্ষণ আগেও এখানে মানুষ ছিল। এক কোনায় আভা ছড়াচ্ছে একটা নিভু নিভু চুলো। কাগজটা আগের জায়গায় রেখে বারান্দায় বসে বুট খুলে আরেকবার পানি ঝরাল বেনন। কুকুরটা এখন আর গর্জাচ্ছে না, উঠানে চুপ করে শুয়ে বিরক্ত হয়ে ওকে দেখছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আবার রওনা হলো ও, এবার চলেছে মরগান টাউনের দিকে। হয়তো শেষ চেষ্টা হিসেবে সিমন্সকে শহরে নিয়ে গেছে ব্র্যান্ডন।

স্যাডলে ঢুলছে বেনন। এতই ক্লান্তি এসে ঘিরে ধরেছে যে, মনে হচ্ছে একটানা আঠারো ঘণ্টা ঘুমালেও এই ক্লান্তি যাবে না। বাতাসে পাইনের মাথা দুলছে, পরস্পর বাড়ি খেয়ে আওয়াজ তুলছে খসখস। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। জুডিথকে মনে পড়ল ওর। গলাটা কানে বাজল, কী মিষ্টি, কী কোমল, কী মোহময় – অথচ বিষণ্ন একটা সুরের মতো। নীচে যখন মরগান টাউনের আলো দেখতে পেল, জুডিথের কথাই ভাবছে বেনন তখনও।

মরগান টাউনে বিপদ আসে পাহাড়ি এলাকা থেকে, কাজেই এখানে কড়া প্রহরা থাকবে। পাস রোড পার হয়ে বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে রাস্তার নিচু দিকে চলে এলো ও, এখানে থেমে সতর্ক চোখে রাস্তা জরিপ করল।

রাস্তা নীরব, প্রায় জনমানবহীন, তবে লোকজন ঘুমায়নি, দোকানগুলোর জানালায় আলো, আলো জ্বলছে দোতলা বাড়িগুলোর জানালায়। পাহাড়ে যে বিরোধ বেধেছে, তার ফলাফল জানার আগে পর্যন্ত ঘুম আসবে না কারও। বিরোধের কেন্দ্রস্থল এই মরগান টাউন, তবে ব্যবসায়ী এবং এখানে যারা নানা কাজে এসেছে, তাদের কাছ থেকে বিপদের কোনও ভয় নেই। দুনিয়ার আর সব জায়গার মতোই এরা স্থানীয় লোকদের কাছে নিজেদের মনোভাব গোপন রেখে অভ্যস্ত। শ্যান কর্নির লোকদের খোঁজে রাস্তায় চোখ বুলাল বেনন, কাউকে দেখতে পেল না। সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক, বোর্ডওয়াকে উঠে ব্যাঙ্ক পার হয়ে চলে গেল, বাড়ি ফিরছে। হোয়াইট হাউস হোটেলের বারান্দায় বসে আছে দু'জন লোক। কোথায় কে যেন গিটারে টুংটাং সুর তুলছে। কাছেই একটা চৌবাচ্চা থেকে জল উপচে পড়ছে, শব্দটা বড় মিষ্টি শোনাল কানে। ধীর বাতাসে ভাসছে ধুলোর গন্ধ। দরজির দোকানের দরজা খোলা, জোরাল আলো এসে পড়েছে রাস্তায়।

মাঝ রাস্তা ধরে এগোল বেনন, আলোটা পার হবার সময় দেখতে পেল,

দোকানের ভেতর লরা সিম্পসন দাঁড়িয়ে। ওখানেই ও ঘোড়া থেকে নামত, কিন্তু ধীর স্বরে বারান্দা থেকে কে যেন ডাক দিল: 'বেনন।'

যতই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হোক না কেন, স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠল ওর। ব্ল্যাঙ্কেটে গা ঢেকে অন্ধকারে বসে আছে জেম কর্নি, পাশে রবিন কুক। ডাক দিয়েছে রবিন কুক। ঠোঁটের কোণে সিগার জ্বলছে, সেই আভায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চেহারাটা আবছা দেখা যাচ্ছে।

'সিমন্স এখানে?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'না।'

চেয়ারে শরীরটা সামনে ঝুঁকে আছে জেম কর্নির, মাথা এগিয়ে বেননকে দেখছে। টের পেল বেনন, চোখের দৃষ্টি কাকে বলে। ওই চোখ দুর্বলতা খুঁজছে, সত্য খুঁজছে, খুঁজছে আরও কী যেন। পেছনে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গেল সেলুনের দরজা। চট করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বেনন, রাস্তা পার হচ্ছে কার্টহুইল। লোকটা হঠাৎ করেই ওকে চিনতে পারল, বুড়ো আঙুলে ব্রেক কষে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন গভীর একটা খাদে পড়তে গিয়েও সামলে নিয়েছে শেষ মুহূর্তে। কিছুক্ষণ তেমন ভাবেই থম মেরে থাকল কার্টহুইল, তারপর বেননের মনোযোগ বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে বুঝে বলে উঠল, 'আমার তরফ থেকে কোনও বিপদ হবে না।' বেননকে দূর দিয়ে পার হয়ে হোটেলের বারান্দার কিনারায় বসল সে, হাঁটুর ওপর দু'হাত রাখল, যাতে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

'বেনন,' যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে শুরু করল কুক, 'তুমি...

কিছুটা রুক্ষ স্বরে তাকে থামিয়ে দিল জেম কর্নি। 'চুপ করো, রবিন!'

পেছনটা একবার ভাল করে দেখে নিল বেনন। গলিতে, ছায়ায়, দরজাগুলোয় ঘুরে এলো দৃষ্টি। স্যাডলে ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে বসে আছে বেনন, হাত দুটো তৈরি। দুনিয়াটা খুব সুন্দর মনে হচ্ছে এখন, মৃত্যুর আগে মানুষের যেমন মনে হয়। সামান্য রাগ লাগছে, তবুও হাসছে নিজের অসহায়তায়। হাসিটা দেখতে পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে আরাম করে বসল বুড়ো জেম।

'আর কিছু বলবে, কুক?' নীরবতা অসহ্য হয়ে ওঠায় জিজ্ঞেস করল বেনন।

'না।'

ঘোড়া থেকে নেমে দোকানে ঢুকল বেনন। বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু তার কোনও আভাস নেই নিঝুম এই শহরে।

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লরা সিম্পসন, পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল। মেয়েটা আসলেই সরল, মনের ভাব মুখে ফুটে ওঠে, নিজেও বোধহয় জানে না। বেননকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেল লরার, একই সঙ্গে স্বস্তি আর আনন্দের ছাপ পড়ল। কিন্তু সে-স্বস্তি আর আনন্দ বড় ক্ষণস্থায়ী, আশঙ্কা তার দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলল। বড় করে শ্বাস ছাড়ল মেয়েটা: 'তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

'লরা,' ডাকল এক মহিলা স্বর বেনন দেখল আরেকটা ঘরের দরজায় এক

দাঁড়িয়েছে র‍্যাচেল সিম্পসন।

'না, তোমার আসা উচিত হয়নি,' আবার বলল লরা, এবার গলার স্বর কান্নাভেজা।

'শহরে কারা এসেছে?' সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল বেনন।

'গ্রেস কর্নি।'

'আর কেউ?'

'না,' বিড়বিড় করল লরা। 'তবে ফিরবে ওরা।'

'মিসেস... ব্র্যান্ডন, জুডিথ... মিস হুইটলি... ওরা এখানে আসেনি?'

'নাহ!' উৎকণ্ঠিত চেহারা হলো লরার। 'কোথায় ওরা?'

মাথা নাড়ল বেনন, শুনছে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে। দোকানের আগেই থামল ঘোড়াটা। শহরে এখন আর কোনও বাড়তি শব্দ নেই। র‍্যাচেল সিম্পসনকে একটা কথা বলা দরকার, কিন্তু কীভাবে বলবে ভেবে পেল না বেনন। ইতস্তত করে তাকাল মহিলার দিকে, বলল, 'গ্যারিক কিরবি আজ বিকেলে মারা গেছে।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল বেনন, কতটা গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছে মহিলার অন্তরে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা অসহায়তা ফুটে উঠল। এক হাতে চেপে ধরল দরজার চৌকাঠ, নিচু হয়ে গেল মাথা। মায়ের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে কৌতূহলী চোখে তাকাল লরা বেননের দিকে। 'কী হলো?' জানতে চাইল অবাক গলায়।

'ও ছিল নিজের মতো,' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন, 'কিন্তু ও ছিল সৎ। ওর মরার সময় আমি সামনে ছিলাম, অনেক দুঃখ নিয়ে মারা গেছে মানুষটা।'

মিসেস র‍্যাচেল এতই দুঃখিত চোখে তাকাল যে, মনটা খারাপ হয়ে গেল বেননের। এই মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি বোধ হলো। অতীতের দুঃখ মিসেস সিম্পসনকে হতবিহ্বল করে দিয়েছে। মহিলার কষ্ট দেখে কিরবির মৃত্যুদৃশ্য মনে পড়ে গেল বেননের। মনে পড়ে গেল লাল ব্যান্ডের কথা। সেই মেয়েটির কথা, যাকে আদর করতে পারেনি বলে মরার সময়ও আফসোস করেছিল কিরবি। ওই মানুষটার কথা কিছু না বলে এখান থেকে চলে যাওয়া অন্যায় হবে। লরার চোখে চেয়ে ধীর স্বরে বলল বেনন, 'ও তোমাকে পছন্দ করত। তোমাকে ওর মনে পড়েছিল মরার আগে। লাল ব্যান্ড পরে তুমি স্কুলে যেতে, সেটা বলেছিল।'

'আমি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লরা। 'আমার কথা ভাবছিল?'

কান্না চেপে রেখেছে মিসেস সিম্পসন। জড়ানো গলায় শুধু বলতে পারল, 'ধন্যবাদ, খবরটা পৌঁছে দেয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

হোটেলের বারান্দায় যারা কথা বলছে, তাদের কণ্ঠস্বর এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে বেনন। কখনও চড়ছে গলা, আবার কখনও নামছে, কথা বোঝা যাচ্ছে না।

লরা সিম্পসন বিড়বিড় করে বলল, 'আমি কিছু বুঝলাম না।'

'কিছু না, তেমন কিছু না।' দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল

বেনন, বলল, 'লেসলি কর্নির বাঙ্কে যে গ্লাভটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটা কোনও তাৎপর্য বহন করে না। তুমি তো তোমার বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ত, একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না, এই আনুগত্য যদি কোনও পুরুষের প্রতি তোমার কখনও আসে, তা হলে আমি বলব সেই পুরুষ হবে সত্যিই ভাগ্যবান।'

চুপ করে তাকিয়ে থাকল লরা, মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু ভাবছে কী যেন।

হোটেলের কাছে যারা কথা বলছিল, তারা এখন আর কথা বলছে না। অলস গতিতে দোকানটাকে পাশ কাটাল একজন লোক। ছোট ছোট এই ব্যাপারগুলো খেয়াল করে সতর্ক হয়ে উঠল বেনন, একটু দ্বিধা করে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। ঘোড়ায় উঠতে গিয়েও হোটেলের দিকে চোখ পড়তেই জমে গেল। ঘোড়ার কাছ থেকে সরে মাঝরাস্তায় দাঁড়াল।

রবিন কুক আর বুড়ো জেম কর্নি এখনও বসে আছে হোটেলের বারান্দায়। কিন্তু তাদের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন। লোকটার পিঠ বেননের দিকে। কথা বলে উঠল জেম কর্নি। প্রত্যেকটা শব্দ শুনতে পেল বেনন।

'ঘুরে দাঁড়াও, শ্যন। ও আসছে।'

'কী? কে!' ফিরে তাকাল শ্যন কর্নি। বেননকে দেখতেই গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। বাবার দিকে একবার তাকিয়ে বুঝে নিল তার বক্তব্য। এবার লম্বা পা ফেলে এগোল বেননের দিকে। মাঝরাস্তায়, তিরিশগজ দূরে বেননের মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

উনিশ

স্টোর থেকে আসা হলদে ম্লান আলোয় তিরিশ গজ দূর থেকে পরস্পরকে দেখল ওরা। জমাট নীরবতা চারপাশে। বেননের সমস্ত মনোযোগ শ্যন কর্নির ওপর। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা থেকে এতই প্রবল ব্যক্তিত্ব ঠিকরে বেরচ্ছে যে, লোকটাকে দেখতে আরও প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে। কাঁধ নাড়ছে শ্যন কর্নি, হাত দুটো আস্তে করে দুলছে। অস্পষ্ট ভাবে দেখল বেনন, শহরে ঢুকেছে এক অশ্বারোহী, জেলখানার সামনে থামল একটু, তারপর এগিয়ে গেল আবার। ওর পেছনে বোর্ডওয়াকের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এক লোক, পা ঘষল খরখর শব্দে। তারপর থেমে গেল শব্দটা। বাতাসে ভাসছে মৃত্যুর গন্ধ।

'কী চাও এখানে, বেনন?' গম গম করে উঠল শ্যন কর্নির গলা। বলার ভঙ্গিটাই এমন যে, স্পষ্ট বোঝা যায়, কোনও প্রশ্ন করেনি সে, ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে প্রচণ্ড রাগে। এমনই এক একরোখা লোক সে, যে এতদিন শক্তি প্রদর্শন করে জিতে এসেছে। কিন্তু এখন সে এমন একজনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যে তাকে কার্সন্স ফোর্ডে পিটিয়েছে, সমস্ত গর্ব চূর্ণ করেছে, পঞ্চাশজন দক্ষ রাইডার ছিল তার অধীনে, তাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে আসলে তাকেই অপমান

করেছে। জ্বালা ধরে যাচ্ছে তার সামনে দাঁড়ানো এই বেপরোয়া লোকটাকে দেখে।

কোনও জবাব দিল না বেনন। জবাব দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এখন আর জবাব দেয়ার কোনও মানে হয় না। একটু কুঁজো হয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে বেনন, ভেজা কাপড় থেকে এখনও পানি চুইয়ে নামছে, হাত দুটো ঝুলছে হোলস্টারের পাশে।

'বেনন!' আবার ধমকে উঠল শ্যান কর্নি। কোনও কথা বলতে চাইছে সেজন্যে নয়, মেরে ফেলার আগে স্রেফ বুঝতে চাইছে কতটা আতঙ্কিত। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বেননের দিকে। মুখটা টকটকে লাল।

একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বেনন। এভাবে আগেও অনেকের সামনে দাঁড়িয়েছে ও। বেঁচে ফিরেও এসেছে। কিন্তু আজকে শ্যান কর্নির সামনে দাঁড়িয়ে হতাশ লাগছে। মনে হচ্ছে মরেই যদি যায়, তা হলে অসুবিধে কি? একা এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ? মুহূর্তের জন্যে ওর মনে পড়ে গেল কৈশোরের কথা। ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গিয়েছিল ও যে-মেয়েটির টানে, তাকে পায়নি। আজ এতদিন পর জুডিথকে ভাল লেগেছিল, তাকেও পেল না।

চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল বেনন। ক্ষণিকের আবেগ ভুলে আরও সচেতন হয়ে উঠল। সিমন্সের জন্যে এখানে লড়েছে সে। যদি সাধ্যে কুলায়, যতটা পারে উপকার করবে সিমন্সের।

ঠোঁট প্রসারিত করল শ্যান কর্নি, ঠোঁটের কোণ দুটো নীচের দিকে আরও বেঁকে গেল। কারণটা অভিজ্ঞ কারও চোখ এড়ানোর মতো নয়। বেননেরও চোখ এড়াল না, ড্র করল ও, শ্যান কর্নির আগেই বের করে আনল দুটো অস্ত্র। কিন্তু নিশ্চিত হতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ও তাক করার আগেই ঝটকা দিয়ে নিজের অস্ত্র বের করে ফেলল শ্যান, হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় ক্রোধান্ধ হয়ে যেভাবে এলোপাতাড়ি হাত ছুঁড়েছিল, সেভাবে গুলি করতে শুরু করল।

বেননের সামনে ধুলো উড়িয়ে নাক গুঁজল একটা বুলেট, গালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল আরেকটা। বাড়িঘরের দেয়ালে বাধা পেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল ভারী ক্যালিবারের গুলির শব্দ। শ্যান কর্নির চওড়া বুকের দিকে চেয়ে আছে বেনন, এতই নিশ্চিত যে, মাত্র একটা গুলি করল। হাত ওঠানো বন্ধ হয়ে গেল শ্যান কর্নির, কাঁধ ঝুঁকে পড়ল সামনে, কুঁজো হতে শুরু করল সে, গর্ব ছাপিয়ে চোখে বিস্ময় দেখা দিল। এক হাতে বুক চেপে ধরল। ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরিয়ে এলো আঙুলের ফাঁক দিয়ে। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল শ্যান কর্নি। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল রাস্তার ধুলোয়। রাস্তায় পড়ার আগেই মারা গেছে।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখছিল এক লোক, দৃশ্যটা দেখে অবিশ্বাসে গুঙিয়ে উঠল সে। ভাবতেও পারেনি শ্যান কর্নিকে কেউ ডুয়েলে হারিয়ে দেবে।

লোকটাকে পড়তে দেখেই সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বেনন, ছায়াগুলোর ওপর ঘুরে এলো ওর অস্ত্র। কেউ নেই। পেছন থেকে গুলি করার জন্যে কেউ ছিল না!

হোটেলের বারান্দায় বসে আছে জেম কর্নি, একটুও নড়ছে না। বারান্দার পেছনের দেয়ালের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রবিন কূক।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে মানুষ। বোর্ডওয়াক ধরে দৌড়ে আসছে অনেকে। লরা সিম্পসন দোকানের চৌকাঠে হাত রেখে সামনে ঝুঁকে আছে।

ধীর, ক্লান্ত পায়ে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল বেনন। জেম কর্নির চোখের দিকে তাকাতে কষ্ট হলো ওর। একদৃষ্টিতে ওকে দেখছে বুড়ো মানুষটা। চোখে কোনও জল নেই, বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে। কিন্তু বিহ্বল ভাবটা ক্ষণস্থায়ী হলো। তীব্র রাগ এসে ভর করল চোখে, স্পষ্ট বুঝল বেনন, যদি অবশ শরীরে কুলাত, তা হলে এই মুহূর্তে ছেলের মৃত্যুর শোধ নিত। চেয়ারের হাতলে হাত চেপে বসেছে বুড়ো জেমের। জেদটা এতোই প্রবল যে, বুঝতে পারল বেনন, মানুষটা এমন এক যোদ্ধা, যে লড়তে চাইছে, অথচ পারছে না, এই ব্যর্থতা প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে তাকে শেষ করে দিচ্ছে।

আস্তে করে মাথা নাড়ল বেনন। 'আমি সত্যিই দুঃখিত।'

তাকিয়ে আছে জেম কর্নি। শ্লথ পায়ে টেইলারিং শপের দিকে ফিরে চলল বেনন। দুই সারিতে শহরে ঢুকছে একদল অশ্বারোহী। সামনের দুটো ঘোড়ার মাঝখানে একটা স্ট্রেচার, সে-দুটোর দু'পাশের ঘোড়ায় আসছে লরেন্স আর রুডাবাগ স্মিথ। স্ট্রেচারে কে আছে সেটা বুঝল বেনন, দ্রুত পায়ে এগোল লোকগুলোকে লক্ষ্য করে। কলাম থেকে বেরিয়ে এসে শ্যন কর্নির মৃতদেহের সামনে থামল ডাক্তার ব্র্যান্ডন, ঘোড়ায় বসে লাশটা দেখল, তাকাল বেননের দিকে, গম্ভীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঘোড়া থেকে নেমে পেশাদারী দক্ষতায় শ্যন কর্নির বুক স্পর্শ করল, বুঝে নিল দেহে প্রাণ নেই।

হোয়াইট হাউস হোটেলের সামনে থামল অশ্বারোহী দলটা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল, এগিয়ে এলো তারপর, ডাক্তারের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। লরেন্স বলল, 'আরে সর্বনাশ, সত্যি তা হলে!'

অবাক হয়ে গেল বেনন টাই কব, মেক্স রডারিক আর পরিচিত কাউবয়দের দেখতে পেয়ে। লাস্ট চ্যান্স থেকে কী করে এখানে এলো ওরা?

মেক্স রডারিক বেননের দৃষ্টিতে কৌতূহল দেখতে পেয়ে পাশে ঘোড়া থামাল। 'কি, অবাক হচ্ছ? আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল হে। আমাদের রানশে গিয়ে এক ব্যাটা খোঁজ নিচ্ছিল। আমি একটু কথা বলেই বুঝে গেলাম, মহা বিপদে পড়েছ তুমি, চলে এলাম তোমার খোঁজে। রুডাবাগের মুখে শুনলাম এদিকে কী ঘটছে, তারপর আর দেরি করি?'

ঘোড়ায় বসে আছে রডারিক, হাত মেলাল বেনন। এখন ও বুঝতে পারছে, কেন ওরা এসেছে। মাথা থেকে চিন্তার একটা বোঝা নেমে গেছে ওর। এখন আশা জাগছে, হয়তো সিমন্সের একটা গতি করে যেতে পারবে শেষ পর্যন্ত।

জুডিথও এসেছে সিমন্সের সঙ্গে। বেননের দিকে বিষণ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে দরজির দোকানের সামনে থামল। আরেকজন রাইডার ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের দিক থেকে এলো, চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে, 'ওরা আসছে!

ওরা আসছে!'

লরেন্স তড়িঘড়ি করে বলল, 'সিমন্সকে হোটেলের ভেতরে নিয়ে চলো।'

ঘোড়া থেকে নেমেছে সে, স্ট্রেচারের বাঁধন খুলছে দ্রুত হাতে। টেড লসন আর আর্নেস্ট হেকক্সও হাত লাগাল তার সাথে। ধরাধরি করে স্ট্রেচারে শোয়ানো সিমন্সকে হোটেলের ভেতরে নিয়ে গেল তারা। মরগান টাউনের ওপরে, পাহাড়ের দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

রুডাবাগ স্মিথের সামনে থামল মেসেঞ্জার, উত্তেজিত স্বরে বলল, 'ওরা কিন্তু আসছে!'

সতর্ক চোখে ভিড়ের ওপর নজর রাখছে বেনন। রুডাবাগ আর তার চারজন লোককে চেনে ও। চেনে লাস্ট চ্যান্স রানশের কাউবয়দের। লরেন্সের সঙ্গে যে তিনজন রানশার এসেছে, তাদের ও চেনে না। সব মিলিয়ে পঁচিশজন লোক। সবাই গম্ভীর, শান্ত থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু অস্বস্তি লুকাতে পারছে না চেহারা থেকে।

বেননকে দেখতেই এগিয়ে এলো রুডাবাগ, জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে ভাবছ তুমি?'

'রাস্তার মাথায় থামাব ওদের।'

সবাই শুনেছে ওর কথা। বেননের পিছু নিয়ে এগোল ওরা। দু'পাশের বোর্ডওয়াক ধরে আসছে কয়েকজন। পেছনে একবার দেখে নিল বেনন। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। শহরবাসীরা সরে গিয়ে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে।

'গুলি শুরু করবে না কেউ,' শান্ত স্বরে নির্দেশ দিল বেনন। 'ওরা গুলি করলে তবেই আমরা পাল্টা জবাব দেব।'

কারা আসছে ভাল মতোই জানে বেনন, তাই সাবধানতায় কমতি নেই কোনও। বাতাসে ভাসছে সূক্ষ্ম ধুলো, মোচড় খাচ্ছে থেকে থেকে। ঘোড়ার আওয়াজ বাড়ছে। পাহাড়ে-টিলায় প্রতিধ্বনি তুলছে জোরাল শব্দ।

ছোট রানশার, যারা হোয়াইট হাউস সেলুনে নিয়ে গিয়েছিল সিমন্সকে, তারা দৌড়ে বেরিয়ে এলো, ঘোড়াগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে এলো বেননের পাশে। লরেন্স সঙ্গীদের দেখিয়ে বলল, 'এরা আমার বন্ধু। আমারই মতো এরাও দু'পয়সা দামের রানশার। সিমন্সেরও বন্ধু এরা। গতকাল সারারাত আমি ঘোড়া দাবড়ে এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। নদীপাড়ের সেই সুড়ঙ্গেও গিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগেই তোমরা সরে গিয়েছিলে।' দিল খোলা হাসি হাসল লরেন্স। 'তো এই পাঁচ ঘোড়াচোর শহরে এসে হাজির। যদি লড়তেই হয়, তা হলে জেনে রেখো, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব। ঘোড়াচোর, রাসলার, কাউবয় আর তুমি, যার মাথার ওপর পুরস্কারের টাকা ধরা হয়েছে – এই কজন আমরা লড়ব ওদের বিরুদ্ধে। কী মনে হয়, পারব?'

প্রশ্নটা অনিশ্চিত গলায় করা হয়েছে। হাসিখুশি মানুষ লরেন্স, কিন্তু এই মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় ভুগছে। 'কী হয় দেখা যাবে,' বলে প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে গেল বেনন। রুডাবাগের লোকরা কাউবয়দের নিয়ে মরগান টাউনের শেষ মাথায় রাস্তার

ধারে অবস্থান নিয়েছে।

রাসেল আর্নল্ড আসছে সবার আগে। শহরে ঢোকার আগেই সামনে কী অপেক্ষা করছে বুঝতে পারল সে। চড়া গলায় নির্দেশ দিল, 'তৈরি হও, বিপদ!'

ঘোড়া থামিয়ে ফেলল কাউবয়রা রানশারের নির্দেশে।

এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুই পক্ষ। শেরিফ এগিয়ে এলো, সাহস করে দাঁড়াল দুই দলের মাঝখানে। 'এক মিনিট! এক মিনিট অপেক্ষা করো তোমরা।'

'চুপ করো তুমি!' তাকে এক ধমকে থামিয়ে দিল রাসেল আর্নল্ড। আঙুল তুলে আরও কী যেন বলতে গিয়ে রাস্তার ওপর চোখ পড়তেই থমকে গেল। ওখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে শ্যন কর্নির লাশ। রাসেল আর্নল্ডের হারিকেন আকৃতির চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। ক্রো ট্র্যাকের সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ হগি গ্র্যান্ট, এগিয়ে এলো সে। স্যাডল হর্নে হাত রেখে শ্যন কর্নির মৃতদেহ দেখল সে, চেহারায় কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। সে-ই একমাত্র লোক, যে হ্যাট তুলে রক্তাক্ত লাশটাকে সম্মান দেখাল। শীতল চোখে বেননের দিকে তাকাল সে, ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছে। বোঝা গেল কথা শুনে, 'কে বলেছিল তোমাকে এখানে আসতে?'

ঝড়ের পূর্বাভাস পেল বেনন। ওর কিছুটা পেছনে জায়গা বদল করে নিয়ে তৈরি হচ্ছে সবাই। অনিশ্চিত হাবভাব তাদের, এমনকী লরেন্সেরও। তবে ওরা সবাই একসঙ্গে আছে, সহজে সাহস হারাবে না। বড় আউটফিটের কাউবয়রাও জড় হয়েছে একই সঙ্গে, তারাও মারমুখী, যে-কোন সময় লড়াই শুরু হয়ে যেতে পারে।

ঘোড়াটাকে বারকয়েক চক্কর খাইয়ে বেননের মুখোমুখি হলো হগি গ্র্যান্ট। বড় রানশাররা পিছিয়ে গিয়ে কাউবয়দের আড়ালে চলে গেল। দুই দলের মাঝখানে পড়ে আছে শুধু শ্যন কর্নির লাশ।

গুলি লাগার ভয়ে শেরিফ সরে এলো হোয়াইট হাউস হোটেলের বারান্দার সামনে।

নৈঃশব্দ ক্রমেই জমাট বাঁধছে, টানটান একটা তারের মতো, যে কোনও সময় ছিঁড়ে যেতে পারে। ঝট করে হোটেল পোর্চের দিকে তাকাল বেনন, অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, বসে আছে ওখানে জেম কর্নি। ধীর পায়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেনন, শান্ত গলায় বলল, 'কতজন মানুষকে চাও তুমি খুন করতে? কতজন? লড়াইটা ছিল তোমার ছেলের। সে মারা গেছে। মরণের সঙ্গে সঙ্গে তার হিংসারও অবসান হয়েছে। যদি ইচ্ছে করো, এই রাস্তা তুমি একটা গোরস্তান বানিয়ে দিতে পারো, কিন্তু তাতে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না।'

জেম কর্নির কাছ থেকে কোনও জবাব এলো না। রাসেল আর্নল্ড বরাবরের মতোই উত্তেজিত, এতই যে, চিন্তা ভাবনার পর্যায়ে সে নেই। হঠাৎ করেই বলে বসল, 'দেরি করছ কেন, গুলি শুরু করো! মেরে ফেলো ওকে।'

রাস্তা ভরে গেল জেম কর্নির থমথমে ভরাট গলায়। থেমে গেল সবাই। স্তব্ধ হয়ে গেল চঞ্চলতা। 'রাসেল আর্নল্ড, তুমি এখানে এসো। তোমার সঙ্গে যে

রেকুবটা আছে, তাকেও ডেকে আনো। রক বেনন, তুমিও এসো।'

ধুলো মাড়িয়ে জেম কর্নির সামনে এসে দাঁড়াল বেনন, ওর পেছনে আরও লোক আসছে। বেননের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জেম কর্নি, গর্ব আছে চাহনিতে, তবুও পরাজয়ের ছায়া সুস্পষ্ট। গম্ভীর স্বরে কার্টহুইলকে বলল, 'কার্ট, আমার চেয়ারটা হোটেলের ভেতর নিয়ে চলো তো। রবিন কুক আর শেরিফকেও আসতে বলো। লরেন্স, তুমিও এসো।'

যাদের ডেকেছে জেম কর্নি, তাদের সবাই দরজা পেরিয়ে চলে এলো সামনের ঘরে। হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে দিল বেনন, যাতে জেম কর্নির সুবিধা হয় সবার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে। জেম কর্নির পাশেই দাঁড়াল বেনন, তাকাতেই দেখল আগের সেই রাগ, সেই জেদ আর নেই রানশারের মধ্যে। কথা বলছে পরাজিত, ক্লান্ত ভঙ্গিতে।

'তিনটে ছেলে ছিল আমার। একজন মারা গেছে অনেক আগেই। ওকে আজও প্রতিদিন মনে পড়ে আমার। কারণটা তোমরা জানো। বলতে দ্বিধা নেই, আমার বাকি দুই ছেলে ছিল মানুষ হিসেবে অত্যন্ত নীচ। আমি বুড়ো মানুষ, নিঃসঙ্গও; তা ছাড়া, যতদিন বাঁচা দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশিদিন বেঁচেছি। আমার বয়সটা যদি কম হতো, তা হলে তোমার সঙ্গে লড়তাম আমি। কেন... জানো? যেমন আজ তুমি স্রেফ আনন্দ পাবার জন্যে লড়ছ, ঠিক তেমনি লড়ার আনন্দ পাবার জন্যে লড়তাম।'

'কে?' রাগের সঙ্গে বলল আর্নল্ড, 'জেম, তোমার সামনে দাঁড়ানো এই লোকটিই কিন্তু শ্যানকে খুন করেছে।'

'খেলাটা ও-ই শুরু করেছিল,' বলল জেম কর্নি, 'তার ফলাফল ও পেয়েছে। এটা ওর প্রাপ্য ছিল। ও যদি বেননের মুখোমুখি না দাঁড়াত, তা হলে অন্তর থেকে ওকে আমি ক্ষমা করতে পারতাম না। আলাপ আলোচনার সময় শেষ হয়ে গেলে এভাবেই পুরুষমানুষকে রুখে দাঁড়াতে হয়। এটাই নিয়ম। এখন শোনো, রাসেল আর্নল্ড, আমাকে তোমার কথা দিতে হবে যে, এখন আমি যে সিদ্ধান্ত নেব, সেটা আমার এবং তোমার জীবনে আর ভাঙা যাবে না। কথা দিচ্ছ?'

অনিশ্চিত চেহারায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আর্নল্ড, তারপর জেম কর্নির তীব্র দৃষ্টি সইতে না পেরে চোখ সরিয়ে নিল। একটু দ্বিধা করে বলল, 'ঠিক আছে, জেম, তুমি যখন বলছ।'

'তা হলে আমরা গ্রে বুলের চুড়ো থেকে ক্যামেরন রিজ পর্যন্ত একটা কাল্পনিক বর্ডার দেব। বর্ডারের উত্তরে চরবে গরু, দক্ষিণে ওদের ভেড়া।' হাতের ঝাপটা দিল জেম কর্নি। 'যাদের যৌবন আছে, দুনিয়াটা তাদের। ওদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়া উচিত। দেখা যাক দেশের কোনও উন্নতি ওরা করতে পারে কিনা। ...লড়াই তা হলে শেষ।'

'আমার জন্যে লড়াই শেষ হয়নি, জেম।' দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল রাসেল আর্নল্ডের, দুর্বিনীত, একরোখা চাহনি।

'কিন্তু একটু আগেই তুমি কথা দিয়েছ।' কড়া চোখে তাকাল জেম কর্নি।

'আমার লোকদের আমি সরিয়ে নিচ্ছি। হুইটলি কোনওদিনই লড়াই চায়নি, কাজেই সে-ও তার লোকদের সরিয়ে নেবে। আমি যদি বলি, তা হলে তুমি ছাড়া আর সবাই তাদের লোক সরিয়ে নেবে। বাকি থাকল কে? তুমি! কয়জন লোক আছে তোমার! নয়জন! বেনন, লরেন্সের সঙ্গে যারা এসেছে, তাদের নিয়ে তুমি এক্ষুনি যাও, জ্বালিয়ে দাও আর্নল্ডের র‍্যানশহাউস।' ভ্রূ নাচাল জেম কর্নি। 'কেমন লাগবে তোমার, আর্নল্ড? ক্রো ট্র্যাকের একজন কাউবয়ও তোমাকে সাহায্য করবে না।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখল আর্নল্ড। আস্তে করে মাথা নাড়ল শেষে। 'ঠিকই বলেছ তুমি। সত্যি আর কোনও উপায় নেই আমার সামনে।' জ্বলন্ত চোখে বেননকে দেখল ও। 'তুমি থাকবে তোমার বর্ডারের ওপাশে। এদিকে এক পা দিয়েছ তো খুন হয়ে যাবে।'

কার্টহুইল দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এক কোণে। জেম কর্নির চোখ তাকে খুঁজে নিল। 'বাকবোর্ড নিয়ে এখানে চলে এসো চট করে, বাড়ি ফিরব আমি।'

নরম গলায় শুধু বলল বেনন, 'তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে সেজন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার কারণে আজ তোমার যে ক্ষতি হলো, তা পূরণ করার সাধ্য নেই আমার।'

শ্রাগ করল জেম কর্নি। 'যা হওয়ার হয়েছে। আমারও কিছু বলার নেই। আমার ছেলের কোনও দোষ ছিল না সেটা তো আমি বলতে পারি না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেম কর্নি। 'যদি তোমার মতো একটা ছেলে থাকত আমার!' আর কিছু বলল না বুড়ো মানুষটা, কার্টহুইল হুইলচেয়ার ঠেলে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

তার পিছু পিছু বেননও বেরিয়ে এলো। বাইরে জটলার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিরে এলো আবার। ভেতরের একটা ঘরে সিমন্সকে শুইয়ে রাখা হয়েছে স্ট্রেচারে। ঘুমাচ্ছে সিমন্স। গাঢ় ঘুম। নিঃশব্দে হাসল বেনন। বিড়বিড় করে বলল, 'আমাদের আসলে কোনও সুযোগ ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় সব শেষ হলো।'

লরেন্সের সঙ্গে বারান্দায় চলে এলো বেনন। কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে জেম কর্নিকে বাকবোর্ডে তুলছে।

'এবার?' নীরবতা ভেঙে জানতে চাইল লরেন্স।

'চলে যাব, এখানে আর কী!'

রাস্তার ধার দিয়ে আসছে ডাক্তার ব্র্যাডন। বেননের সামনে থামল। 'বেনন, আমার অফিসে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে যাও। তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল বেনন। পেছন থেকে ডাক দিয়েছে জুডিথ। 'বেনন!'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল বেনন। মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। 'বেনন,' ওর চোখের দিকে তাকাল জুডিথ। 'অনেকদিন আগে যখন আমি আর লেসলি কর্নি বন্ধু ছিলাম, তখন, একদিন গ্লাভটা ও চুরি করেছিল আমার কাছ থেকে। নিজের ভাইকে ঈর্ষান্বিত করার জন্যে ওটা সবসময় নিজের কাছে রাখত ও।'

'কোনওদিন আমি সন্দেহ করিনি তোমাকে।'

হাসল জুডিথ, তারপর পা বাড়াল, চলেছে হোটেলের দিকে, সিমন্সের কাছে।

বেননও হাসল, করুণ একচিলতে হাসি। পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। জুডিথকে চলে যেতে দেখে বুক চিরে বের হয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস।

ফিরে চলল বেনন। স্পিডিকে খুঁজে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। সিমন্সের বিয়েতে থাকার কোনও ইচ্ছে ওর নেই।

***